বেদান্তদর্শন

শাঙ্করভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বৈয়াসিকন্যায়মালা,
তাহার বঙ্গানুবাদ, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা
ভাষ্যরত্নপ্রভাটীকা সহিত

১ম খণ্ড : চতুঃসূত্রী

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

শাঙ্করভাষ্য-তদ্বঙ্গানুবাদ-বৈয়াসিকন্যায়মালা-
তদ্বঙ্গানুবাদ-ভাবদীপিকাব্যাখ্যা-
ভাষ্যরত্নপ্রভা-সমলঙ্কৃতম্

অনুবাদকঃ ব্যাখ্যাতাচ
স্বামী বিশ্বরূপানন্দঃ

সংশোধকসম্পাদকৌ
স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী
বেদান্তবাগীশ শ্রীআনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্যশ্চ।

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা—৩।

মূল্য তিন টাকা

প্রকাশক
স্বামী ভাস্বরানন্দ
সহকারী সেক্রেটারী
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
৺কাশীধাম।

অনুবাদক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদপত্র ও ১, ২ এবং ৩ সংখ্যক ফর্ম্মা বেনারস "ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে" শ্রীপরেশ নাথ দত্ত কর্ত্তৃক এবং মুখপত্র ও অবশিষ্ট সমস্ত ফর্ম্মাগুলি বেনারস "সরলা প্রেসে" শ্রীপরেশ নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

শ্রীশ্রীমহামায়ার অসীম কৃপায় কাশী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম নিবাসী আমার পরম প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ বিশ্বরূপানন্দ পুরী সাত বর্ষব্যাপী নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমের ফলে সমগ্র বেদান্ত-দর্শন শারীরকভাষ্যের যে মূলানুগত অথচ প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়াছে ও 'ভাবদীপিকা' নামক গম্ভীর বিবেচনপূর্ণ বঙ্গভাষাময় বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিয়াছে, তাঁহার এই চতুঃসূত্রী অংশ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসু পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে। যাঁহার অসীম উৎসাহ এবং সর্ব্বতোমুখ সাহায্যে এই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, সেই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, পূর্ব্বাশ্রমে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ নামে পরিচিত বেদান্তৈকনিষ্ঠ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী মহোদয় এবং আমি,আমরা উভয়েই এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সংশোধনাদি করিয়া মুদ্রণার্থে প্রদান করি। কিন্তু একটী ফর্ম্মা সম্পাদন ও মুদ্রণ করিয়া স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ মহারাজ সমাধিলীন হওয়ায় আজ অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে আমি একাই এই গ্রন্থখানি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। আশাকরি জিজ্ঞাসু পাঠকগণ ইহার দ্বারা অনায়াসে দুস্তর শাঙ্করবেদান্তে গম্ভীর জ্ঞান লাভ করিবেন 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' নামক টীকাটী এই আশায় এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল যে—অনুবাদ ও ভাবদীপিকাবলম্বনে পাঠসমাপনান্তে জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে আরও গভীরভাবে বিষয়টী জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে শারীরকভাষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অল্পাবয়ববিশিষ্ট এই টীকাটীর দ্বারা পাঠক প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইবেন। আর পুনরায় অন্য টীকা পাঠের জন্য গ্রন্থ ক্রয় করা হয়ত সকলের সাধ্যায়ত্ত নাও হইতে পারে। সুতরাং একটী মুল টীকা হাতের নিকট থাকিলে তদ্দ্বারা পাঠকের প্রচুর সহায়তা হইবে। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও অক্ষরাশুদ্ধিরূপ মুদ্রণদোষ কিছু রহিয়া গিয়াছে। তাহা সংশোধনের জন্য পৃথক্ শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল। তদ্দৃষ্টে পাঠ সংশোধন করিয়া লইয়া পাঠক আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবেন। সারাসারগ্রাহী মহানুভব বিদ্বান্‌গণের নিকট প্রার্থনা, সূক্ষ্ম বিবেচনাপ্রসূত কোনপ্রকার দোষ দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। পাঠক, আপনাদের উদার হৃদয়ে এই চতুঃসূত্রী অংশ যদি সমুচিত স্থান পায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী গ্রন্থও সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে—এই আশা পোষণ করিয়া আজ আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি, ইতি—

বিদুষামনুচরঃ
শ্রীআনন্দ ঝা
সম্পাদক।
(অধ্যক্ষ, সাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যাপাঠশালা)

সাঙ্গ ব্রহ্মবিদ্যা পাঠশালা
বড়দেব
৺কাশীধাম।

"আমি জানি—বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"।

"আমি দেখ্‌ছি—বাজীকর আর বাজাকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তার খেলা সব অনিত্য, স্বপ্নের মত"।

"জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে। * * জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই "আমি" মাঝখানে আছে ব'লে"।

"জীব, জগৎ—আছে অথচ নাই। যতক্ষণ নিজের "আমি" আছে, ততক্ষণ ওরাও আছে। জ্ঞান অসির দ্বারা কাট্‌লে পর, আর কিছুই নাই! তখন নিজের 'আমি' পর্য্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে পড়ে!"

"বেদান্তবিচারে সংসার মায়াময়, স্বপ্নের মত; সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ"।

"জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা। এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বরূপ, আমি আর পরব্রহ্ম এক"।

"শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে **শুনলে**; তারপর **মনন**—বিচার করে মনে মনে পাকা ক'রলে। তারপর **নিদিধ্যাসন**—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ করে, সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে,—এই। কিন্তু তা না হ'য়ে—শুনলুম, বুঝলুম, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে চেষ্টা করলুম না,—তা হ'লে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত, ওরকম জ্ঞানে বস্তু লাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই,—তবে হবে। তা না হলে, মুখে বল্‌চ বটে—'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ, অমনি প্যাঁট্‌ ক'রে কাঁটা ফুটে উহুঃ উহুঃ করে উঠ্‌তে হবে। মুখে বল্‌চ—'জগৎ নেই—অসৎ, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন',—ইত্যাদি। কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অম্‌নি সেগুলো সত্য জ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া! * * ওসব হচ্ছে সংসারী বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়"।

—শ্রীরামকৃষ্ণ।

নিবেদন

পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি, কহে ঋষি, মাধবের কৃপাবলে।
মূকও আহা হয় যে বাচাল তাঁহারি করুণা পে'লে॥
হয় হোক্ তাহা, দেখেছি কিন্তু বদরি-কেদার পথে।
লঙ্ঘিছে গিরি কত না পঙ্গু মহোল্লাসের সাথে॥
মূকও হ'য়েছে বাচাল কত যে তাহাও অদেখা নহে।
কৃপার বাতাস কতভাবে হায় সংসারমাঝে বহে॥
'দর্শনশীর্ষের' অনুবাদ কিন্তু মাদৃশ জনের দ্বারা।
কভু দেখে নাই কেহ বা ঋষির ধ্যানেও পড়েনি ধরা॥
'ভাবদীপিকা' হইল রচিত বিবুধের বাণীভরা।
নবীন শ্রোতারও বুদ্ধিতে যা'তে তত্ত্বটী পড়ে ধরা॥
সম্ভব এ'সব কৃপায় যাঁহার সেই যে 'মাধব' মোর।
চরণে তাঁহার মিনতি আমার কাটুক মায়ার ঘোর॥

আমার মনে হয়, এতদ্দ্বারা যাহা প্রধান বক্তব্য তাহা বলাই হইল। বস্তুতঃ আমার ন্যায় অতি অযোগ্য ব্যক্তিকে এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভীত, লজ্জিত ও বিব্রত হইতেছি আমিই। পাঠক, ইহা আপনার কল্পনার অতীত। তথাপি যৎকর্ত্তৃক দারুযন্ত্রের ন্যায় প্রেরিত হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই অন্তর্যামীকে স্মরণ করিয়া এই গ্রন্থখানি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

বর্ত্তমানকালীন পাঠকসমাজে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুকৃষ্টির বিজয়বৈজয়ন্তীস্বরূপ এই গ্রন্থখানির পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। আর পরিচয় যদি কিছু দিতেই হয়, বর্ত্তমানকালের একজন সর্ব্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ মনীষীই তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি যদি শীঘ্র প্রকাশিত হয়, তবেই তাহা সম্ভব। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, আমরা জানি না। সেইহেতু অনুবাদগ্রন্থ যাঁহাদের জন্য রচিত, তাঁহাদের অবগতির জন্য অতি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি।

[বেদের পরিচয়, অপৌরুষেয়তা ও নিত্যতা।]

আমাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম "বেদ"। চতুর্ব্বেদভাষ্যকার পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োঃ অলৌকিকম্ উপায়ং যঃ গ্রন্থঃ বেদয়তি সঃ বেদঃ" (ঐঃ ব্রাঃ সায়ণভাষ্য) —'ইষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ বিজ্ঞাপিত করে তাহা 'বেদ'। বস্তুতঃ অক্ষর পরব্রহ্মাশ্রিত (শ্বেঃ ৪।৮) 'অনাদি অনন্ত অলৌকিক নিত্য জ্ঞানরাশিই 'বেদ'। মহাপ্রলয়ান্তে নবকল্পারম্ভে পরমেশ্বর হইতে তাঁহার নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনাপ্রযত্নেই ইহার অভিব্যক্তিরূপ উৎপত্তি। পরমেশ্বরই ইহার অভিব্যক্তির হেতুভূত কর্ত্তা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যে আনুপূর্ব্বীতে অর্থাৎ যে ক্রমে ইহা অবস্থিত ছিল, নবকল্পারম্ভে তাদৃশ ক্রমযুক্তরূপেই পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত বলিয়া, উৎপন্ন হইলেও বেদের অনাদিত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না। আর সেইহেতু বেদের কর্ত্তা হইলেও মহাভারতাদি পৌরুষেয় গ্রন্থের কর্ত্তা ব্যাসদেব প্রভৃতির ন্যায় পরমেশ্বর ইহার রচয়িতা

নহেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কল্পারম্ভে প্রথমশরীরী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার স্মৃতিপথে ইহা উদিত হয়। হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে জ্ঞানরাশিরূপ এই বেদ অস্মদাদির অনুভবযোগ্য বাঙ্ময়রূপে থাকেনা, পরন্তু আরও সূক্ষ্মরূপে থাকে। হিরণ্যগর্ভ হইতেই ইহা কল্পান্তকালস্থায়ী বর্ণাত্মক বৈখরীরূপ পরিগ্রহ করে। ইহাতে বিহিত সৃষ্টিক্রম পর্য্যালোচনা করিয়াই ব্রহ্মা জগৎ রচনা করেন। [আনন্দময়াধিকরণ দ্রষ্টব্য।] অনন্তর তিনিই সনক, সনন্দন, মরীচি, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণকে ইহা শিক্ষা দান করেন। তাঁহারা আবার তাঁহাদের শিষ্য ও পুত্রগণকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। এইভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুত হইয়া মানবসমাজে প্রচলিত হইয়াছে ও অদ্যাপিও হইতেছে বলিয়া বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। কোন কোন ঋষিও স্বীয় তপস্যার প্রভাবে 'বেদ' লাভ করিয়াছেন। ইহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। যেমন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আদিত্যের নিকট হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন। ঋষিগণও বেদের কর্ত্তা নহেন, পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত অনাদি বেদের দ্রষ্টা মাত্র। 'বর্ত্তমানকালে আমরা যে বেদ নামধেয় অক্ষররাশির দর্শনলাভ করি, তাহা এই অনাদি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ ও অবিকৃত সংগ্রহ। সেইহেতু তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চস্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকের প্রমাণ ভূমি'। [বেদের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে নানা অবান্তর মতভেদ আছে। তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।]

[বেদের বিভাগ, সংখ্যা ও অবয়ব।]

এই বেদ স্বরূপতঃ এক হইলেও যজ্ঞাদিকর্ম্মে বিনিয়োগের সৌকর্য্যের জন্য বিভিন্ন ঋত্বিকের আবশ্যকতানুযায়ী চারিভাগে বিভক্ত। মনুষ্যের মেধা ও স্মৃতিশক্তির ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ অবস্থাদৃষ্টে দ্বাপরের শেষে ভগবান্ বেদব্যাস বেদরাশিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া বেদকে রক্ষা করিবার প্রয়াস করেন। 'হোতা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'ঋগ্বেদ'। 'উদ্গাতা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়— সামবেদ'। 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'যজুর্ব্বেদ'। এবং 'ব্রহ্মা' নামক ঋত্বিকের আবশ্যকীয় বেদভাগকে বলা হয়—'অথর্ব্ববেদ'। অথর্ব্ববেদে এতদ্ব্যতীত শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপও বর্ণিত হইয়াছে। বেদের অবয়ব তিনপ্রকার। যে সকল অবয়বে পাদ ও অক্ষর নিয়ত, তাহাদিগকে বলা হয়—'ঋক্'। যে সকলে পাদ ও অক্ষর অনিয়ত, তাহাদিগকে বলা হয়—'যজুঃ' যে সকল অবয়ব প্রগীতসাধ্য অর্থাৎ গীত হইবার যোগ্য, তাহাদিগকে বলা হয়—'সাম'। এইপ্রকারে বেদের অবয়ব তিন প্রকার বলিয়া, বেদচতুষ্টয়ের অপর নাম "ত্রয়ী"। অনেকে বেদের এই 'ত্রয়ী' নাম দৃষ্টে যে 'অথর্ব্ববেদকে' বেদ বলেন না, তাহা ভ্রম। ঋগ্বেদে 'ঋক্'সকলের, যজুর্ব্বেদে 'যজুঃ'সকলের, সামবেদে 'সাম'সকলের, এবং অথর্ব্ববেদে অথর্ব্বনামক মুনিকর্ত্তৃক দৃষ্ট 'ঋক্' সকলের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

[বেদের শাখা বিভাগ ও তাহার হেতু।]

প্রত্যেকটী বেদই নানা শাখাতে বিভক্ত। যথা—"শাকল শাখা" "বাস্কল শাখা" ইত্যাদি ভেদে ঋগ্বেদের শাখাসংখ্যা একুশটী। "কৌথুম", "জৈমিনীয়" বা "তলবকারীয়" ও "রাণায়ণীয়" ইত্যাদি ভেদে সামবেদের শাখাসংখ্যা এক সহস্র। শুক্লযজুর্ব্বেদীয়—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এবং

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়—"তৈত্তিরীয়", "কঠ" বা "কাঠক", "মৈত্রায়ণী" ও "শ্বেতাশ্বতর" ইত্যাদি ভেদে যজুর্ব্বেদের শাখাসংখ্যা একশত*। "পৈপ্পলাদ" "শৌনক" ইত্যাদি ভেদে অথর্ব্ববেদের শাখাসংখ্যা নয়টী। যজুর্ব্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে পঠিত হইয়াছে—যজুর্ব্বেদের শাখাসংখ্যা একশত নয়টী এবং অথর্ব্ববেদের শাখাসংখ্যা পঞ্চাশটী। অধিকাংশ শাখাই এক্ষণে বিলুপ্ত ও নামমাত্রে পর্য্যবসিত। 'চরণব্যূহ' ও 'বেদানুক্রমণিকা' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উহাদের কতকগুলির নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, অপর কতকগুলির নামও সম্ভবতঃ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে; অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই শাখা বলিতে বৃক্ষের অংশবিশেষ এক একটী শাখার ন্যায় সমগ্র বেদের কোন অংশবিশেষকে বুঝায় না। প্রত্যেকটী শাখাই স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাহা শাখান্তর নিরপেক্ষ হইয়া তত্তৎ বেদে অপেক্ষিত যাবতীয় বিষয়ই প্রকাশ করে। সেইহেতু কোন বেদের একটী শাখা অধীত হইলেই সেই সমগ্র বেদটীই অধীত হয় বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বেদব্যাস স্বশিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ শিক্ষাদান করেন। ব্যাসশিষ্য পৈল প্রভৃতির সময় হইতেই প্রত্যেকটী বেদের বিভিন্ন শাখাতে বিভাগ আরম্ভ হয়। তাঁহাদের শিষ্যগণের সময়ে আবার ইহা আরও বিভক্ত হইয়া পড়ে। বেদবিদ্গণ বলেন—প্রধানতঃ সংহিতার ভেদ, স্বরের বৈলক্ষণ্য এবং পাঠবাক্যের ন্যূনাধিক্যই শাখাভেদের হেতু। হয়ত গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে মুখে মুখে প্রচারের ফলে শিষ্যগণের উচ্চারণ ও স্মৃতির তারতম্যবশতঃ এইপ্রকার হইয়া থাকিবে। কিন্তু বেদপাঠে 'সংহিতা পাঠ', 'পদপাঠ', 'ক্রমপাঠ', 'জটাপাঠ', 'ঘনপাঠ'† ইত্যাদি একাদশ প্রকারে যে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মবদ্ধ পাঠপ্রণালী অনুসৃত হয়, তাহাতে পাঠভেদ দূরে থাকুক, একটী অক্ষরেরও ব্যতিক্রম ঘটীবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাখাভেদ যে কি প্রকারে হইল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হয়ত বা অনাদি সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ন্যায় বেদের এই শাখাভেদও অনাদি। ব্যাসশিষ্যগণ ব্যাসদেবের নিকট হইতে তত্তৎ অনাদি বেদের অনাদি সমস্ত শাখাগুলিই গ্রহণ করেন। তাঁহারা আবার স্বীয় শিষ্যও প্রশিষ্যগণের মেধা ও স্মৃতিশক্তির

---

* [ইদানীন্তন কেহ কেহ শুক্লযজুর্ব্বেদ ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের 'তৈত্তিরীয়' শাখা ব্যতীত অপর শাখাগুলিকে 'আদ্য-যজুর্ব্বেদ' বলিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা বলেন—যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত যে বেদভাগ অন্য ঋষিগণ তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া গ্রহণ করেন,তাহাই তৈত্তিরীয় শাখা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ।] অপরগুলি 'আদ্য যজুর্ব্বেদ'। প্রাচীনগণ কিন্তু বলেন—যে বেদভাগে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া আছে,তাহাই "কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ"। আর যাহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত, যাজ্ঞবল্ক্যকর্ত্তৃক লব্ধ সেই বেদই "শুক্লযজুর্ব্বেদ"।

† অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত 'সংহিতা পাঠ' 'পদপাঠ' ইত্যাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। 'সংহিতাপাঠ' যথা—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং॥ (ঋক্ সং ১।১।১)। ইহার সন্ধিগুলি বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার হয়, তাহাকে বলে 'পদপাঠ'। যথা—"ওঁ অগ্নিং। ঈলে। পুরঃহিতং। যজ্ঞস্য। দেবং। ঋত্বিজং। হোতারং। রত্নধাতমং॥ 'ক্রমপাঠ' প্রধানতঃ দ্বিবিধ, যথা 'পদক্রম' ও 'বর্ণক্রম'। তন্মধ্যে 'পদক্রমানুযায়ী' পাঠ এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য দেবং, দেবং ঋত্বিজং, ঋত্বিজং হোতারং", ইত্যাদি। 'বর্ণক্রমানুযায়ী' পাঠ এইপ্রকার—"অ গ্নি, গ্নি মী,মী লে, লে পু, পু রো, রো হি, হি তং, তং য, য জ্ঞ, জ্ঞ স্য, স্য দে", ইত্যাদি। 'জটাপাঠ' এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং। পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য", ইত্যাদি। 'ঘনপাঠ' এইপ্রকার—"অগ্নিং ঈলে, ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে অগ্নিং, অগ্নিং ঈলে পুরোহিতং। ঈলে পুরোহিতং, পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং ঈলে, ঈলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য। পুরোহিতং যজ্ঞস্য, যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং, দেবং যজ্ঞস্য পুরোহিতং, পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবং। যজ্ঞস্য দেবং, ইত্যাদি।

অল্পতা দৃষ্টে তত্তৎ শিষ্যকে সেই অনাদি শাখাসমূহের মধ্যে কয়েকটী বা এক একটী শাখা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই হয়ত বা এত শাখাভেদ হইয়া থাকিবে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের শুক্লযজুর্ব্বেদ লাভের ন্যায় কোন কোন ঋষি তপস্যা-প্রভাবে কোন কোন বেদের কোন কোন শাখা লাভ করিয়া থাকিবেন। প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা অদ্যাপি অনির্ণীতই আছে। যাহাহউক প্রত্যেক বেদের প্রত্যেকটী শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বেদ বলিয়া কোন বেদের কোন কোন শাখা অধুনা বিলুপ্ত হইলেও, কোন বেদই বিলুপ্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে।

[মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে বেদদ্বৈবিধ্য ও তাহাদের উপযোগ।]

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভেদে প্রত্যেকটী বেদ আবার দুইভাগে বিভক্ত। ঋগ্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে— 'শাকল সংহিতা' 'বাস্কল সংহিতা' প্রভৃতি] ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ এবং "ঐতরেয়ব্রাহ্মণ"[ইহার অপর নাম 'বহ্বৃচ ব্রাহ্মণ'] ও "কৌষীতকী ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ"] ইহার ব্রাহ্মণভাগ। "সামবেদসংহিতা" সামবেদের মন্ত্রভাগ এবং "তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ" বা "পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ"], "ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "তাণ্ড্যশেষ ব্রাহ্মণ"], "দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ" [ইহার অপর নাম "দৈবত ব্রাহ্মণ"], "আর্ষেয় ব্রাহ্মণ", "সামবিধান ব্রাহ্মণ", "সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ", "বংশ ব্রাহ্মণ" এবং "মন্ত্র ব্রাহ্মণ"[সায়ণাচার্য্য ইহাকে "উপনিষৎ ব্রাহ্মণ" বলিয়াছেন] ইহার ব্রাহ্মণভাগ*। যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"কাণ্বসংহিতা", "মাধ্যন্দিন সংহিতা" প্রভৃতি। ইহাদেরই অপর নাম "বাজসনেয় সংহিতা"] শুক্লযজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ এবং "শতপথ ব্রাহ্মণ" ইহার ব্রাহ্মণভাগ। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"কঠসংহিতা", "মৈত্রায়ণী সংহিতা", "শ্বেতাশ্বতর সংহিতা, "তৈত্তিরীয় সংহিতা" প্রভৃতি] কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগ এবং "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ", "মৈত্রায়ণী ব্রাহ্মণ", "বল্লভী ব্রাহ্মণ" ও "সত্যায়নী (শাট্যায়নী ?) ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি ইহার ব্রাহ্মণভাগ। অথর্ব্ববেদ সংহিতা [শাখাভেদে—"পৈপ্পলাদ সংহিতা", "শৌনক সংহিতা" প্রভৃতি] অথর্ব্ববেদের মন্ত্রভাগ এবং "গোপথ ব্রাহ্মণ" ইহার ব্রাহ্মণভাগ। এতদ্ব্যতীত বহু ব্রাহ্মণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহারা যে কোন বেদের কোন শাখার ব্রাহ্মণ তাহা অদ্যাপি সকলস্থলে জানা যায় নাই। ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ, কর্ম্মবোধক বিধি, দ্রব্য ও দেবতারূপ কর্ম্মের স্বরূপ, কর্ম্মে অপেক্ষিত অঙ্গকলাপ, কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য তাহার স্তুতি (—অর্থবাদ), নিষেধ, ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে অনুষ্ঠেয় বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়াছে। তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ঋত্বিকগণ স্ব স্ব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাঙ্গসকল ক্রমশঃ স্মরণ করিয়াই অনুষ্ঠান করেন। মন্ত্রসকল তাঁহাদের তাদৃশ স্মরণের সহায়ক। বস্তুতঃ নিয়মবিধিবলে নিয়মপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ তত্তৎ অনুষ্ঠেয় বিষয়ের স্মরণ করিয়া কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করিলেই 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন হয়, যাহা কালান্তরে ফলপ্রদান করে।

---

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীচিন্নস্বামী শাস্ত্রী সামবেদের কৌথুমশাখীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের ভূমিকাতে 'তলবকার শাখীয়' [ইহাকে 'জৈমিনীয় শাখাও' বলা হয়] "জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ" নামক একখানি সামবেদীয় ব্রাহ্মণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয়—সম্ভবতঃ এই 'জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের'ই অপর নাম 'তলবকার ব্রাহ্মণ'। তাহা হইলে সামবেদের উপলব্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা হয় নয়টী।

[আরণ্যক ও উপনিষদের পরিচয়।]

আরণ্যক ও প্রায় সমস্ত উপনিষদই ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত। যেমন 'কৌষীতকী আরণ্যক' ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী ব্রাহ্মণের এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। আবার 'কৌষীতকী উপনিষৎ' কৌষীতকী আরণ্যকের এবং 'ঐতরেয়োপনিষৎ' ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত। 'ছান্দোগ্যোপনিষৎ' সামবেদীয় 'মন্ত্র ব্রাহ্মণের' এবং 'কেনোপনিষৎ' সামবেদীয় 'তলবকার ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। 'তৈত্তিরীয়োপনিষৎ' ও [মহা-] নারায়ণোপনিষৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের, সুতরাং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মন্ত্রভাগেও কোন কোন উপনিষৎ পঠিত হইয়াছে, যথা—'ঈশোপনিষৎ' শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে। 'মৈত্রায়ণীয়োপনিষৎটী' মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মৈত্রায়ণী সংহিতার পঞ্চম কাণ্ড। ইহার অপর নাম মৈত্রায়ণীয় আরণ্যক। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎটী' সম্ভবতঃ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের শ্বেতাশ্বতর সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক বেদেই বহু উপনিষৎ বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে প্রধান ১০৮টী উপনিষৎ কোনটী কোন বেদে পঠিত হইয়াছে, তাহা মুক্তিকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন বেদের কোন শাখাতে, কোন ব্রাহ্মণ বা কোন সংহিতাতে পঠিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাবধি অনির্ণীতই আছে। এই আরণ্যক ও উপনিষৎসকল তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রমীর (—অরণ্যবাসী বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীর) অবলম্বন, কারণ এইসকলে তাহাদের অনুষ্ঠেয় বিবিধপ্রকার উপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতিই প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে আরণ্যকসকলে কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই বর্ণিত হইলেও উপাসনারই প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

['উপনিষৎ' শব্দের অর্থ। উহাকে 'বেদান্ত' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' বলিবার হেতু।]

'উপনিষৎ'শব্দের অর্থ—"ব্রহ্মবিদ্যা" (তৈঃ আঃ সায়ণভাষ্যভূমিকা)। উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'উপনিষৎ' শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'উপ' উপসর্গটীর অর্থ—'সামীপ্য'। 'নি' উপসর্গটীর অর্থ—'নিশ্চয়' বা 'নিঃশেষ' এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ 'বিশরণ' বা 'বিনাশ'। এইরূপে 'উপনিষৎ' শব্দটীর অর্থ হয়—'যাহার সমীপে গমন করিয়া অর্থাৎ যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চিতভাবে তন্নিষ্ঠ হইয়া তাহার অনুশীলন করিলে অবিদ্যাদি সংসারবীজ বিনষ্ট হয়, তাহা 'উপনিষৎ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যা' (কঠভাষ্যভূমিকা)। অথবা "যাহা এই জীবাত্মাকে দ্বৈতবিবর্জ্জিত ব্রহ্মসমীপে নিশ্চিতরূপে আনয়ন করিয়া অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংসারকে স্বতঃই বিনাশ করে, তাহা 'উপনিষৎ' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিদ্যা' (তৈঃ আঃ সায়ণভাষ্যভূমিকা)। পঠনপাঠনদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার হেতু হয় বলিয়া গ্রন্থকেও গৌণভাবে 'উপনিষৎ' বলা হয়। এই উপনিষৎসকল বেদের **'জ্ঞানকাণ্ড'** এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক অপর অংশ বেদের **'কর্ম্মকাণ্ড'**। কর্ম্মকাণ্ডে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভ্যুদয়কামিগণের জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যাদিভেদে নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মসকল নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি ও বিবিদিষা (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা) উৎপাদনদ্বারা হয় মোক্ষার্থীর ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও সহায়ক। জ্ঞানকাণ্ডে সংসারতাপদগ্ধ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগে বিতৃষ্ণ মোক্ষকামিগণের জন্য চিত্তের একাগ্রতা ও ক্রমমুক্তির উপায়ভূত নানাপ্রকার

উপাসনা এবং বিদেহমুক্তিরজন্য—জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মের স্বরূপ, জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা, মোক্ষের স্বরূপ,তৎপ্রাপ্তির উপায়, ইত্যাদি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আবার প্রসঙ্গতঃ মোক্ষার্থিগণের পরবৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য, জগতের স্বরূপ, তাহার উৎপত্তিক্রম, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতু, বিভিন্নপ্রকার কর্ম্ম ও উপাসনাপ্রভাবে পিতৃযান ও দেবযানমার্গে বিভিন্ন লোকে গত্যাগতি, ইত্যাদি নানাবিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই উপনিষৎ সকলেরই অপর নাম **'বেদান্ত'**। ইহার অর্থ—বেদের অন্ত বা উত্তরভাগ। বস্তুতঃ কর্ম্মসম্বন্ধী যাবতীয় বিষয়ের বিবৃতি শেষ করিয়া বেদের অন্তে অর্থাৎ শেষভাগে পঠিত হইয়াছে বলিয়া উপনিষৎসকল 'বেদান্ত' নামে অভিহিত। আর প্রধানতঃ 'তত্ত্বজ্ঞান' আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে বেদের জ্ঞানকাণ্ডও বলা হয়। ইহাই হইল আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের স্থূল পরিচয়।

[উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের পরিচয়।]

ভগবদ্‌বেদব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগের (—কর্ম্মকাণ্ডের) অর্থবিচারের জন্য যে সূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম "পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন"। আর বেদবিভাগকর্ত্তা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ভগবান্ বেদব্যাস উপনিষৎসকলের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডরূপ বেদভাগের অর্থবিচারের জন্য এবং বেদবিরুদ্ধ মতবাদসকলের নিরাকরণের জন্য রচনা করিয়াছেন এই **"উত্তরমীমাংসা দর্শন"**। ইহারই অপর নাম "শারীরক-মীমাংসা দর্শন" "বেদান্তদর্শন" "ব্রহ্মসূত্র" বা "ব্যাসসূত্র"। প্রধানতঃ সন্ন্যাসিগণের পঠনীয় বলিয়া কেহ কেহ এই গ্রন্থকে "ভিক্ষুসূত্র" এই আখ্যাও দিয়াছেন।

[শাঙ্করভাষ্য ও তৎপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদের পরিচয় ও বিশেষত্ব।]

উপনিষদ্বাক্যবিচারাত্মক এই গ্রন্থখানির ভাষ্য, টীকা, তস্যটীকা, বৃত্তি ও বিবৃতির সংখ্যা এতই অধিক যে, কোন এক সাধারণ ধীসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে একই জীবনে তাহা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভবই বলিতে হইবে। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ বিভিন্নপ্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া এই গ্রন্থখানি অবলম্বনেই 'অদ্বৈতবাদ', 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', 'দ্বৈতবাদ', 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ', 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', ইত্যাদি নানা মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই ভাষ্যসকলের মধ্যে শিবাবতার ভগবৎপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বিরচিত "শারীরকভাষ্যই" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া এই ভাষ্যকে 'শাঙ্করভাষ্যও' বলা হয়। সমধিক প্রসিদ্ধ বলিয়া "শাঙ্করভাষ্য" নামটীই আমরা গ্রন্থমধ্যে ব্যবহার করিয়াছি। ইহাতে 'অদ্বৈতবাদ' প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, জগৎ মিথ্যা অজ্ঞানকল্পিত মায়ামরীচিকা মাত্র এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে জীবের স্বস্বরূপে স্থিতিরূপ ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তিই মোক্ষ, ইত্যাদি এইসকলই এই শারীরকভাষ্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ শ্রুতির ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্মৃতি ও পুরাণবচনসকলকে প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া স্বস্বমতবাদ স্থাপনের প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য শ্রুতির ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রধানতঃ শ্রুতি-বাক্যসকলকেই অবলম্বন করিয়া 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন—ইহাই শাঙ্করভাষ্যের বিশেষত্ব। ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে—চরমতত্ত্বহিসাবে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইলেও,

অন্যান্য মতবাদীর অবলম্বনভূত শ্রুতি ও স্মৃতিসম্মত নিষ্কাম কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ, পূজা ও উপাসনাদি সাধনসকল ইহার দ্বারা নিরাকৃত হয় নাই, পরন্তু অধিকারীর রুচি ও যোগ্যতানুযায়ী ক্রমমুক্তির পথে বা সাক্ষাৎভাবে অদ্বৈতভূমিকাতে আরূঢ় হইবার উপায়রূপে সেইগুলিও স্বীকৃত হইয়াছে [২।২।৪২ সূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য]। এইহেতু শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, 'অদ্বৈতবাদ সর্ব্বংসহ ও সকলপ্রকার মতবাদের চরম পরিণতি'। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলিয়াছেন, "ওটা সবশেষের কথা"। এইসকল কারণবশতঃ উত্তরমীমাংসাদর্শনের এই ভাষ্যখানিই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু সুধীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত। অন্যান্য ভাষ্যগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও এক এই শারীরক-ভাষ্যেরই টীকা, তস্যটীকা ও বৃত্তি ইত্যাদির সংখ্যাও অনেক। ভাষ্যব্যাখ্যাকালে মূলসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমত হইলেও কোন কোন বিষয়ে টীকাকারগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে এক দল 'ভামতী' নামক টীকার রচয়িতা মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের মতাবলম্বী। অপর দল ভাষ্যকার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, 'পঞ্চপাদিকা' নামক টীকার রচয়িতা আচার্য্য পদ্মপাদ এবং পঞ্চপাদিকার 'বিবরণ' নামক টীকার রচয়িতা শ্রীমৎ প্রকাশাত্মযতির মতাবলম্বী। [ইঁহাদের মতভেদের স্থূল বিষয়গুলি আমরা তত্তৎস্থলে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।] পরবর্ত্তিকালে অপরাপর মতাবলম্বিগণের সহিত বাদানুবাদপ্রসঙ্গে শারীরকভাষ্যে প্রতিপাদিত এই অদ্বৈতবাদাবলম্বনে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিচারপূর্ণ 'ব্রহ্মসিদ্ধি', 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'স্বারাজ্যসিদ্ধি', 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি', 'তত্ত্বপ্রদীপিকা', 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী', 'অদ্বৈতদীপিকা', 'সংক্ষেপ শারীরক' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবাদের পুষ্টি সম্পাদিত হইয়াছে।

[বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়।]

নবীন জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়সকলের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। তাহা বিবৃত হইতেছে। এই গ্রন্থটী চারিটী অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী পাদ থাকায়, ষোলটী পাদে বিভক্ত। ইহার **প্রথমাধ্যায়ে** [সমন্বয়াধ্যায়ে]—উপনিষদ্বাক্যসকলের সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ['সমন্বয়' শব্দের অর্থ—'তাৎপর্য্য নিরূপণ'।] তন্মধ্যে **প্রথমপাদে**—সুস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত (—স্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক) শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয়, **দ্বিতীয়পাদে**—অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত (—অস্পষ্টভাবে ব্রহ্মবোধক) উপাস্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় এবং **তৃতীয়পাদে**—অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। **চতুর্থপাদে**—সাংখ্যাদিসম্মত 'প্রধানাদি'রূপে প্রতীয়মান 'অজ' ও 'অব্যক্ত' প্রভৃতি পদসকলের অর্থ বিচারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে [অবিরোধাধ্যায়ে]—প্রথমাধ্যায়ে বিচার দ্বারা বেদান্তবাক্যসকলের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সমন্বয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও কাণাদাদি স্মৃতিসকলের দ্বারা, তৎপ্রযুক্ত তর্কসকলের দ্বারা এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা যে বিরোধ প্রতিভাত হয়, তাহার পরিহার করিয়া শ্রুতিবাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয়ে অবিরোধ (—বিরোধের অভাব) প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথমপাদে** [স্মৃতিপাদে]—সাংখ্য, পাতঞ্জল ও কাণাদাদি-স্মৃতিসকলের দ্বারা ও তৎপ্রযুক্ত যুক্তিসকলের দ্বারা উক্ত সমন্বয়ে যে বিরোধ প্রতিভাত হয়,

তাহা পরিহৃত হইয়াছে। **দ্বিতীয়পাদে** [তর্কপাদে]—সাংখ্য ও বৌদ্ধাদি মতবাদসকলের দুষ্টতা প্রদর্শিত হইয়াছে। **তৃতীয়পাদে**—প্রথমাংশে পঞ্চমহাভূতসৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের, শেষাংশে জীববিষয়ক শ্রুতিবাক্যসকলের এবং **চতুর্থপাদে**—ইন্দ্রিয় ও লিঙ্গশরীর প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যসকলের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে।

তৃতীয়াধ্যায়ে [সাধনাধ্যায়ে]—বৈরাগ্য, 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের শোধন, ব্রহ্মের উপাসনা, আশ্রমযজ্ঞ, শমদমাদি এবং শ্রবণ মনন প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনসকল নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথমপাদে**—জীবের পরলোকে গমনাগমন বিচারপূর্ব্বক সাধকের বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়পাদে**—প্রথমাংশে 'ত্বং' পদার্থের ও শেষাংশে 'তৎ' পদার্থের শোধন (—যথাক্রমে জীব ও ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ) প্রদর্শিত হইয়াছে। **তৃতীয়পাদে**—বেদের নানা শাখাতে পঠিত নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক অপুনরুক্ত পদসকলের সংগ্রহ এবং প্রসঙ্গতঃ প্রাণবিদ্যা ও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যাসকলে শাখান্তর হইতে গুণোপসংহার (—তত্তৎ উপাসনাতে আবশ্যকীয় অঙ্গকলাপের একত্রীকরণ) এবং **চতুর্থপাদে**—নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গসাধনভূত তত্তদাশ্রমে বিহিত যজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ও অন্তরঙ্গসাধনভূত শম দমাদি ও শ্রবণ মননাদি নিরূপিত হইয়াছে।

চতুর্থাধ্যায়ে [ফলাধ্যায়ে]—সগুণ ও নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন ব্যক্তির পুণ্যপাপনিবৃত্তি, ম্রিয়মাণব্যক্তির উৎক্রমণ, সগুণব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গদ্বারা গমন, নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্য এবং সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে **প্রথমপাদে**—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের আবৃত্তিদ্বারা যাঁহাদের নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং উপাসনার দ্বারা যাঁহাদের সগুণব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই পাপপুণ্যরাহিত্যরূপ জীবন্মুক্তি, **দ্বিতীয়পাদে**—ম্রিয়মাণ ব্যক্তির উৎক্রান্তির ক্রম, **তৃতীয়পাদে**—মৃত সগুণ ব্রহ্মবিদের দেবযানমার্গরূপ উত্তরপথে গমন এবং **চতুর্থপাদে**—প্রথমাংশে নির্গুণব্রহ্মবিদের বিদেহকৈবল্য প্রাপ্তি ও শেষাংশে সগুণব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বদর্শনশাস্ত্রশিরোমণি এই উত্তরমীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

[স্বামী বিবেকানন্দের আর্ষেয়দৃষ্টি। অনুবাদগ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয়।]

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যুগযুগান্তব্যাপী নানা বিপর্য্যয়ের ফলে বৈদিক কৃষ্টি হইতে প্রায় বিচ্যুতলক্ষ্য। বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিলুপ্তপ্রায়। বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের পঠনপাঠন পণ্ডিতসমাজেই সীমাবদ্ধ। তাহার অনুশীলন ও তদনুযায়ী সাধনাভ্যাস মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যেই কথঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট। সাধারণ ব্যক্তিগণ ইহার কোন সংবাদই প্রায় রাখেন না। বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত জাতি লুপ্তপ্রায় সম্বিৎ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার ফলে যুগযুগান্তব্যাপিয়া সঞ্চিত স্বীয় পূর্ব্বজগণের অসাধারণ মনীষার ফলভূত, বেদমহোদধিমথনোদ্ভূত, ত্রিতাপদগ্ধ মানবগণের অমৃতত্বলাভের উপায় অমৃতস্বরূপ এই দর্শনশাস্ত্রখানিসম্বন্ধে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জনসমাজে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আর এই যুগসন্ধিক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "এই সেই ভূমি, যেখান হইতে ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যাকারে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। আর এখান হইতেই আবার তদ্রূপ তরঙ্গের অভ্যুদয় হইয়া নিস্তেজ জাতিসমূহের

ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে"। "এই মহতী আধ্যাত্মিক বন্যা নিশ্চিত অনতিদীর্ঘকালে ভারতে দুর্দ্দমনীয়বেগে উপস্থিত হইবে....এবং হিন্দুজাতিকে অতীত হইতেও উজ্জ্বলতর গৌরব-মুকুটে ভূষিত করিয়া...উচ্চপদবীতে উন্নীত করিবে"। সুতরাং ভগবদিচ্ছায় জনসমাজে স্বীয় ধর্ম্ম, স্বীয় কৃষ্টি, স্বীয় দর্শন, ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিহীন আত্মবিস্মৃত জাতি কখনও আধ্যাত্মিক বন্যাতরঙ্গের ধারক, পোষক ও বাহক হইয়া উজ্জ্বলতর গৌরব মুকুটের অধিকারী হইতে পারে না। আর স্বয়ং রত্নের অধিকারী হইলেই অপরকে তাহা দান করা সম্ভব। কিন্তু বেদান্তদর্শনের সকলপ্রকার ব্যাখ্যাই সংস্কৃত ভাষাতে লিপিবদ্ধ বলিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ জিজ্ঞাসুগণের উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির উপায় অতি সঙ্কীর্ণ। পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয় বিগত শতাব্দীর শেষভাগে বেদান্তদর্শনের 'শারীরক-মীমাংসাভাষ্যের' একখানি বঙ্গানুবাদ রচনা করেন। কিন্তু তাহা ভাবানুবাদ মাত্র হওয়ায় এবং কোনপ্রকার উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা যোজিত না হওয়ায় সাধারণ জিজ্ঞাসুগণ তদ্দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তদ্দৃষ্টে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক স্বামী শ্রীচিদ্ঘনানন্দ পুরী মহোদয় [পূর্ব্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ] মূল ব্যাসসূত্র, শাঙ্করভাষ্য, ভামতী টীকা, তাহাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রকাশনকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। চতুঃসূত্রী, স্মৃতিপাদ ও তর্কপাদ মাত্র তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি যখন তাঁহার নিকট প্রথম এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই, তখন তিনি প্রায়ই এইজন্য আক্ষেপ করিতেন। তাঁহার এই আক্ষেপই আমার এই গ্রন্থানুবাদে প্রবৃত্তির দৃশ্য হেতু। আমি শাঙ্করভাষ্যের যে অনুবাদ করিয়াছি এবং বিভিন্ন টীকাবলম্বনে "ভাব-দীপিকাতে" যাহা লিখিয়াছি,তাহা তিনি এবং আমার অন্যতম পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দ ঝা মহোদয় আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন। আমার অন্যান্য অধ্যাপকগণও আমাকে এই বিষয়ে অকুণ্ঠিত সহায়তাদানে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহাদের এতাদৃশ অনুগ্রহ না পাইলে মাদৃশব্যক্তির পক্ষে এই দুরূহ কার্য্যে সফলকাম হওয়া কিছুতেই সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ এই গ্রন্থে যাহা কিছু শুদ্ধ ও সিদ্ধান্তসম্মত তাহা আমার পূজনীয় অধ্যাপকগণের অনুকম্পাপ্রসূত এবং যাহা কিছু অশুদ্ধ ও অপসিদ্ধান্ত তাহা আমার মন্দধীপ্রসূত।

[অনুবাদশৈলী ও ব্যবহৃত পুস্তকাবলী।]

অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণের বোধসৌকর্য্যের জন্য শাঙ্করভাষ্যস্থ সমাসবিহীন পদসকলের **সন্ধিগুলি বিচ্ছিন্ন** করিয়া দিয়াছি। তবে যেখানে ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সম্পূর্ণ আছে, সেখানে সন্ধিগুলি যথাবৎ আছে।

শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ যে কি দুরূহ ব্যাপার, ইহা সকলের নিকটই সুবিদিত। বরং মূল সংস্কৃতভাষা বোধগম্য হয়, কিন্তু ভাষান্তর করিলে তাহা যে প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে, তাহা আর কাহারও বোধগম্য হওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার বন্ধনী ইত্যাদি চিহ্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বে এইপ্রকার চেষ্টা কেহ করিয়াছেন কি না,জানি না। গ্রন্থারম্ভে "গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী"

শিরোনামাতে আমরা অনুবাদে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বিবৃত করিয়াছি। অনুবাদমধ্যে মূলে ব্যবহৃত পারিভাষিক বা অপ্রচলিত শব্দসকলের অব্যবহিত পরেই সহজবোধ্য ভাষায় তাহাদের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাদৃশ শব্দ মুলে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, প্রথমতঃ এক বা একাধিকবার সহজবোধ্য ভাষায় তাহার অর্থ বিবৃত করিয়া পরে স্বেচ্ছানুযায়ী উক্ত শব্দটাই ব্যবহার করিয়াছি বা তাহার অর্থটাই সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত করিয়াছি। ভাষ্যানুবাদ-মধ্যে স্থানসঙ্কুলান করিতে না পারিলে কোন কোন স্থলে 'ভাবদীপিকাতে' তাহা করা হইয়াছে। ভাষ্যানুবাদমধ্যে "পূর্ব্বাভাস", "প্রতিপূরক", "অনুপূরক", বা "ব্যাখ্যা"রূপে যে পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা কোন না কোন টীকা হইতে সংগৃহীত। অতি বিরল কোন কোন স্থলে বোধসৌকর্য্যের জন্য বাক্যের তাৎপর্য্যানুযায়ী দু একটী শব্দ আমরাই যোজনা করিয়াছি। পাঠক তাদৃশস্থলগুলি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। টীকা হইতে সংগৃহীত হইলেও, এইসকল স্থলে অথবা "ভাবদীপিকাতে" কেহ টীকার অবিকল অনুবাদ আশা করিলে নিরাশ হইবেন, কারণ আমরা টীকার অনুবাদ করি নাই, পরন্তু তাহার ভাবটাই যথাসম্ভব সরল ভাষায় বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদ্বাক্যগুলির অনুবাদের জন্য উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যই অবলম্বন করিয়াছি। স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত "উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী" হইতে এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। অন্যান্য শ্রুতিবাক্যসকলের অনুবাদে, যেখানে সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি ও গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেখানে সায়ণভাষ্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি, অন্যথা টীকাকারগণের ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়াছি।

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যাটী প্রধানতঃ "ভাষ্যরত্নপ্রভা" ও আনন্দগিরিকৃত "ন্যায়নির্ণয়" অবলম্বনে লিখিত হইলেও ভামতী, কল্পতরু, প্রকটার্থবিবরণ, বার্ত্তিকটীকা, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ ও ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা প্রভৃতি হইতেও প্রচুর বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। সমন্বয়াধ্যায়ে শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা শ্রুতির অর্থ নিরূপণপ্রসঙ্গে যে বিচারপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ "শারীরকন্যায়সংগ্রহ" হইতে সংগৃহীত। এতদ্ব্যতীত বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, সিদ্ধান্তলেশ, চিৎসুখী, বিচারসাগর, অর্থসংগ্রহ, মীমাংসান্যায়প্রকাশ, তত্ত্বজ্ঞানামৃত, বৃত্তিপ্রভাকর ও পঞ্চদশী প্রভৃতি প্রকরণগ্রন্থ-সকল হইতেও বিভিন্ন বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের নিজেদের কথা কিছুই নাই বলিলেই হয়। বিরল কোনস্থলে কিছু থাকিলে, তাহা সেইস্থলেই উল্লেখ করিয়াছি। অনেকে বলেন—"ভাবদীপিকার" বিষয়বস্তু যেখান হইতে সংগৃহীত, সেই মূলগ্রন্থের নাম তত্তৎস্থলে উল্লেখ করা উচিত ছিল"। তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের সসম্মানে বক্তব্য—'তাহা হইলে প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই কোন না কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে হইত, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে'।

মূল ব্যাসসূত্রগুলির ব্যাখ্যা ও অনুবাদ স্বামী সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীকৃত "ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা" নামক ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, স্বামী রামানন্দ সরস্বতীকৃত "ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী" এবং কচিৎ শঙ্করানন্দ বিরচিত 'দীপিকা' অবলম্বনে করিয়াছি। পদগুলির অন্বয়বোধের জন্য প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই উহাদের ব্যাখ্যা ও পরে বঙ্গানুবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। **সঙ্গতিগুলিও** এই গ্রন্থসকল অবলম্বনেই লিখিত।

বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যাতে উক্ত গ্রন্থকারকৃত টীকাটীরই আবশ্যকীয় অংশ সামান্য পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সন্নিবেশ করিয়াছি। ইহার প্রথম ১০টী শ্লোকের কোনপ্রকার ব্যাখ্যা আমরা করি নাই,তবে তাহাতে বর্ণিত বিষয়সকল প্রথমেই "ভাবদীপিকাতে" ও অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি। 'বিষয়বাক্য' ও 'ফলভেদ' প্রায়ই অন্যত্র হইতে সংগৃহীত।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের সূত্রগুলির অর্থ এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে অন্য যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ পণ্ডিত রামেশ্বর সূরী বিরচিত 'সুবোধিনী' নামক 'জৈমিনিসূত্রবৃত্তি', 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা' ও 'ন্যায়মালাবিস্তর' এবং স্থলবিশেষে 'শাবরভাষ্য' ও 'শাস্ত্রদীপিকা' অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়, সপ্ততীর্থ, মহোদয়কৃত "মীমাংসাদর্শন" গ্রন্থখানি হইতেও এই বিষয়ে আমরা প্রচুর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি।

'ভাষ্য' ও 'ভাবদীপিকা' প্রভৃতিতে **শাস্ত্রবচনসকলের উদ্ধৃতিতে** যে মূলগ্রন্থের নাম, কণ্ডিকা বা শ্লোকসংখ্যা প্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক কি না, সকলস্থলেই মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের গ্রন্থে যেমন প্রাপ্ত হইয়াছি, প্রায় তেমনই সন্নিবেশ করিয়াছি। ক্বচিৎ তাহার সংশোধনও করা হইয়াছে। বহু উদ্ধৃতির ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত মূলগ্রন্থের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছি।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ।]

উপরে যেসকল গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হইল, অবিশেষভাবে তাঁহাদের সকলের নিকটই আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে আমি বহু ব্যক্তির নিকট বহুপ্রকার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। অধুনা ব্রহ্মলীন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অচলানন্দ জী মহারাজকে আজ আমি সাশ্রুনয়নে স্মরণ করিতেছি। তাঁহার নিকট উৎসাহ ও সহানুভূতি না পাইলে এই গ্রন্থরচনা কখনও সম্পূর্ণ হইত কি না সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ জী মহারাজ এবং বর্ত্তমান সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ জী মহারাজ, ইঁহাদের উভয়ের নিকট উৎসাহ ও অনুকূলতা না পাইলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ কিছুই সম্ভব হইত না। তাঁহাদিগকেও আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালীন সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন পূজ্যপাদ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী স্বয়ং এবং ভাটপাড়ার উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি.এল্. মহোদয়। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দজী মহারাজকে আর ধন্যবাদ কি দিব! তিনিই এই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। তৎপরিত্যক্ত পাঁচশত টাকাও এই গ্রন্থ মুদ্রণে ব্যয়িত হইয়াছে। মাননীয় মণিবাবুকে আমাদের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঢাকা, রূপলাল হাউসের শ্রদ্ধাস্পদ **শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাস** মহোদয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই চতুঃসূত্রীর মুদ্রণব্যয়ভারের অধিকাংশ বহন না করিলে ইহা কখনও সূর্য্যালোক দর্শন করিত না—ইহা নিঃসন্দেহ। আমাদের মনে হয়, সমগ্র পাঠকসমাজেরই তিনি ধন্যবাদার্হ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শান্তানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ জী, শ্রীমৎ স্বামী কালিকানন্দজী, শ্রীমৎ স্বামী অপর্ণানন্দজী, বন্ধুবর স্বামী

পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী অনুপমানন্দজী, স্বামী স্বয়ংপ্রভানন্দজী, নড়াইল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুদাস গুপ্ত মহাশয় এবং ভারতসরকারের দেশরক্ষাবিভাগের সহকারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়, ইঁহারা সকলেই আমাদিগকে নানাবিষয়ে নানাভাবে সাহায্যদানে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর প্রকৃতির এমনই বিচিত্র বিধান যে প্রত্যেক কার্য্যেই সহায়তার ন্যায় প্রতিবন্ধকতাও অবশ্যম্ভাবী। আমাদের এই উদ্যমেও তাহার অন্যথা হয় নাই। কিন্তু পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর বেগ বৃদ্ধির ন্যায় তাহাতে আমাদের উৎসাহই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রতিবন্ধকের অপাদানেও ধন্যবাদ।

পরিশেষে বক্তব্য—এই গ্রন্থে বহু বর্ণাশুদ্ধি এবং দু' একটী অন্য প্রকার অশুদ্ধিও রহিয়া গেল কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত হইলেও লজ্জিত নহি। শ্রীরামদাস হনুমানের ন্যায় 'গন্ধমাদন' বহন করিবার সামার্থ্য আমার নাই। পুস্তকটীর একটী ফর্ম্মা মুদ্রণ করিয়াই পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজী মহারাজ ব্রহ্মলীন হন। তখনও প্রুফ্ সংশোধনকার্য্য আমি কিছুই শিখিতে পারি নাই। অতঃপর অভিধানদৃষ্টে প্রুফ্ সংশোধনের নানাপ্রকার চিহ্ন শিখিয়া কোনপ্রকারে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। এই বিষয়ে নৈপুণ্য আমার কিছুই নাই। আবার ছাপিবার সময় মুদ্রাকরের হাতে এবং মুদ্রাযন্ত্রের ঘর্ষণে অক্ষর ভঙ্গের ফলে যে কত অতিরিক্ত ভুল হইয়া পড়ে, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। সুতরাং ফল যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আপনাদের সম্মুখেই রহিল। একটী 'শুদ্ধিপত্র' যোজনা করিয়া দিলাম। তদ্দৃষ্টে সংশোধন করিয়া লইবেন, ইহাই প্রার্থনা। যদি ভগবদিচ্ছায় পরবর্ত্তী বিরাট গ্রন্থ কখনও প্রকাশিত হয়, তাহা কোন সুযোগ্য প্রকাশকই করিবেন। তখন অপেক্ষাকৃত নির্ভুল পুস্তক আপনারা পাইবেন, এই আশা পোষণ করিতেছি।

মলিন বারিসংস্পর্শে নির্ম্মল গঙ্গাবারিও মলিন হইয়া পড়ে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বিদ্বদ্বরবরেণ্য বিবুধাগ্রণী পূজ্যপাদ টীকাকারগণের এবং মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপকগণের সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী ব্যাখ্যানকৌশল ও উপদেশরাজিরূপ কৃপাবারিপ্রবাহ যে আমার-তমঃপ্রধান জড়বুদ্ধিরূপ আধারমধ্যে প্রবাহিত হইয়া তৎসংস্পর্শে বিকৃত ও কদর্থিত হইয়া পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। বস্তুতঃ মাদৃশ মন্দধী, অল্পজ্ঞ ও অপটু ব্যক্তির এই প্রচেষ্টাতে ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। সুধীগণ অনুকম্পাদৃষ্টিতে আমার এই প্রচেষ্টাটীকে গ্রহণ করিবেন—ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। ত্রুটী-বিচ্যুতি দৃষ্টিপথে পতিত হইলে যদি দয়া করিয়া জানান, সংশোধনের চেষ্টা করিব। যদিও এই জাতীয় গ্রন্থের গ্রন্থকারের জীবনে ইহার পুনঃ সংস্করণ আকাশকুসুমকল্পনা মাত্র, তথাপি ত্রুটী-বিচ্যুতি জ্ঞাত থাকিলে কেহ না কেহ তাহা সংশোধন করিতে সমর্থ হইবেন। পরিশেষে বক্তব্য—যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ রচিত, ইহার দ্বারা যদি তাঁহাদের কিছু মাত্রও অনুকূলতা হয়, আমার এই কঠোর পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
শ্রীরামকৃষ্ণ রোড, লাক্‌সা
৺কাশীধাম।
৺রথযাত্রা, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৬।

বিনয়াবনত
অনুবাদক।

বেদান্তদর্শনের সূত্রের

বিষয় সূচী

প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদ

পৃষ্ঠা

১। জিজ্ঞাসাধিকরণম্ .... ৫—৯৫

ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৫

অধ্যাসের অসম্ভাবনা ১৪

অনাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে অধ্যাসসিদ্ধি ২৩

অধ্যাসের লক্ষণ, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ ২৯

অন্যথাখ্যাতি ও আত্মখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ ৩৫

অখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ ৪১

শূন্যবাদে অধ্যাসলক্ষণ ৪৩

সর্ব্বমতসাধারণ অধ্যাসলক্ষণ ৪৬

অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে অধ্যাসবিষয়ে সংশয় ও সমাধান ... ৪৮

প্রমাণসকলের অপ্রামাণ্যশঙ্কা নিরাকরণ, অধ্যাস প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ৫৪—৫৬

ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্ব্বে কর্ম্মে অধিকার ৫৮

অধ্যাসের দৃষ্টান্ত ৬০

সূত্রস্থ ‘অথ’ শব্দের অর্থ নিরূপণ ৬৬

সাধনচতুষ্টয়ের আনন্তর্য্যই ‘অথ’ শব্দের অর্থ ৭৯

সূত্রস্থ ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ—‘হেতু’ ৮০

সূত্রস্থ ‘ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ শব্দের অর্থনিরূপণারম্ভ ৮২

সামান্যভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানের জন্য ব্রহ্মবিচার আবশ্যক ৮৯

আত্মার স্বরূপবিষয়ে মতভেদ থাকায় তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের জন্য শাস্ত্রারম্ভ ৯২

২। জন্মাদ্যধিকরণম্ .... ৯৬—১১৪

ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ৯৬

সূত্রস্থ ‘জন্মাদি’ শব্দের অর্থ ৯৯

সূত্রস্থ ‘অস্য’ ও ‘যতঃ’ শব্দের অর্থ ১০০

সূত্রস্থ ‘জন্মাদি’ শব্দের অর্থ ১০১

ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু জগৎকারণ নহে, ব্রহ্মবিষয়ে অনুমান ১০২

ব্রহ্ম শ্রুতিমাত্রগম্য, অনুমানাদি তাহার সহকারী ১০৪

ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের ভেদ ১০৬

অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ ১১১

ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক বিষয়বাক্য ১১৩

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ .... ১১৫—১২২

প্রথম বর্ণকের ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১১৫

তৃতীয় সূত্ররচনার উদ্দেশ্য ১১৬

ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ১২১

দ্বিতীয় বর্ণকের ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১১৯
ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য ১২০
৪। সমন্বয়াধিকরণম্ .... ১২২—২১২
প্রথমবর্ণকের ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১২২
'ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহে'—এতদ্বিষয়ক ভট্ট, প্রভাকর ও বৃত্তিকারমত ১২৪
কুমারিল ভট্টের মতখণ্ডনারম্ভ, বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই জগৎকারণ ১৩১
জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানেই মোক্ষ, অপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞানান্তে উপাসনা অসম্ভব ১৩৩
কর্ম্মকাণ্ডে বেদবাক্যের প্রামাণ্য বিধিসম্বন্ধজনিত, জ্ঞানকাণ্ডে তাহা অনাবশ্যক ১৩৫
কুমারিল ভট্টের মতখণ্ডন শেষ ১৩৭
দ্বিতীয় বর্ণকের ন্যায়মালার ব্যাখ্যা ১৩৮
বৃত্তিকারমতে পূর্ব্বপক্ষ—উপাস্য ব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য ১৩৯
বৃত্তিকারমতের দৃঢ়তা সম্পাদন ১৪৮
শ্রুতব্রহ্মব্যক্তির সংসারিত্ব নিবৃত্ত হয় না বলিয়া উপাস্যব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য ১৫০
বৃত্তিকারের মতখণ্ডনারম্ভ—ধর্ম্ম ও মোক্ষের অধিকারিভেদ ১৫১
মোক্ষ নিত্য, তাহা ধর্ম্মের ফল নহে ১৫৫
মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন—ব্রহ্মস্বরূপতাই মোক্ষ ১৫৬
ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠেয়ান্তরাভাব ১৫৮
'তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু'—এই বিষয়ে মহর্ষি গৌতমের সম্মতি ১৬০
জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান সম্পদাদি উপাসনার ন্যায় নহে.... ১৬১
ব্রহ্ম 'শাস্ত্রপ্রমাণগম্য' হইলেও 'ফলাব্যাপ্য' বলিয়া জ্ঞানের অবিষয় ১৬৬
নিত্যব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ ক্রিয়াফলাত্মক নহে ১৭০
জ্ঞান মানসী ক্রিয়া হইলেও বস্তুতন্ত্র বলিয়া মোক্ষ অনিত্য নহে ১৭৬
স্বাভাবিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাই বিধিশ্রুতির প্রয়োজন ১৭৯
বৃত্তিকারমতখণ্ডনের উপসংহার ১৮২
'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদী' প্রভাকরের মতনিরাকরণারম্ভ ১৮৩
শাবরভাষ্যের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন ১৮৬
'অন্বিতাভিধানবাদাবলম্বনে' সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক বেদান্তের প্রামাণ্য স্থাপন ১৮৭
নিষেধবাক্যের প্রামাণ্যের ন্যায় সিদ্ধবস্তুজ্ঞাপক বেদান্তের প্রামাণ্য ১৯০
জীবন্মুক্তি প্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু উপদেশের সার্থকতা প্রতিপাদন ১৯৫
তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যানাশে জীবন্মুক্তিসিদ্ধি ১৯৭
আত্মার কর্তৃত্ব ভ্রান্তিকৃত ১৯৯
'শরীরে আত্মাভিমান গৌণ, মিথ্যা নহে'—এই প্রভাকরমতখণ্ডন ২০০
অবগত বা অনবগত ব্রহ্মের অন্যত্র বিনিয়োগ অসম্ভব বলিয়া ব্রহ্ম বিধিশেষ নহেন ২০৫
পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাদ্বয়ের পৃথক্ শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদন ২০৭
ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই ব্যবহার বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্‌গণের উক্তি ২১০

ভাবদীপিকাতে আলোচিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সূচী

	পৃষ্ঠা
অধিকরণ ও সঙ্গতি সকলের পরিচয়	৬
অধ্যাসভাষ্যের পরিচয় ও উপযোগিতা	১২
অধ্যাসের লক্ষণ	২৩
জ্ঞানাধ্যাস, অর্থাধ্যাস, ধর্ম্মীর অধ্যাস, ধর্ম্মের অধ্যাস, ইত্যাদি	২৬
খ্যাতিপঞ্চক, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ	৩১
সাক্ষী, প্রমাতৃ, প্রমাণ ও বিষয় চৈতন্যের লক্ষণ। জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া	৩২
অন্যথাখ্যাতিবাদ	৩৫
বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতিবাদ	৩৭
'প্রত্যভিজ্ঞা' শব্দের অর্থ	৩৮
সর্ব্বাস্তিত্ববাদীর আত্মখ্যাতিবাদ	৩৯
অখ্যাতিবাদ	৪১
অসৎখ্যাতিবাদ	৪৪
'প্রত্যগাত্মা' শব্দের অর্থ	৫০
আকাশের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া	৫১
প্রৌঢ়িবাদ শব্দের অর্থ	৫২
'শারীরক' শব্দের অর্থ	৬২
'বর্ণক' শব্দের অর্থ	৬২, ২১২
প্রথম বর্ণকের অবয়ব	৬৩
দ্বিতীয় বর্ণকের অবয়ব	৬৪
সাধনচতুষ্টয় ও শমদমাদিলক্ষণ	৬৫
তৃতীয় বর্ণকের অবয়ব	৬৬
'অবদান' শব্দের অর্থ	৭২
শেষ-শেষিত্ব ও অধিকৃতাধিকার	৭৩
'চোদনা' শব্দের অর্থ	৭৬
ধর্ম্মের লক্ষণ ও "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২) সূত্রের অর্থ	৭৭
ভাবনা, শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনা ...	৭৮
অর্থাপত্তি প্রমাণ	৮৫
'ব্রহ্ম'শব্দের অর্থ	৯০
চতুর্থ বর্ণকের অবয়ব	৯৪
তটস্থলক্ষণ ও স্বরূপলক্ষণ	৯৭
যাস্কোক্ত ষড়ভাববিকার	১০২

	পৃষ্ঠা
ঈশ্বরসিদ্ধিতে নৈয়ায়িকের অনুমান, তাহাতে বেদান্তীর বক্তব্য	১০৪
বিধি, প্রতিষেধ, বিকল্প, উৎসর্গ, অপবাদ ইত্যাদি শব্দের অর্থ	১০৯—১১০
'কলঞ্জ' শব্দের নানাপ্রকার অর্থ …	১০৯
তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয়প্রকার লিঙ্গ …	১২৩
'পরিনিষ্ঠিত বস্তু' শব্দের অর্থ …	১২৫
অর্থবাদ (গুণবাদ, অনুবাদ, ভূতার্থবাদ) …	১২৬
'বপা'শব্দের অর্থ … ….	১২৭
প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য … …	১৩৫
যূপ ও আহবনীয়ের অলৌকিকত্ব ….	১৪০
অন্বিতাভিধান ও কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ ….	১৪১
অভিহিতান্বয়বাদ … …	১৪৪
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ …	১৫০
"অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) সূত্রের অর্থ …	১৫১
ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্মের লক্ষণ … …	১৫৩
'অনুবাদ' শব্দের অর্থ … …	১৫৪
সম্পদুপাসনা, অধ্যাস উপাসনা ও সম্বর্গ উপাসনা …	১৬২—১৬৩
ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা ও ফলাব্যাপ্যতা …	১৬৮
বিভিন্ন আচার্য্যের মতে 'শ্রবণে' বিভিন্ন বিধি …	১৮০
অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ …	১৮১
প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন ….	১৯১
"বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) সূত্রের অর্থ ….	১৯৫
শব্দপ্রমাণজন্য ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার হেতু	১৯৭
বাধিতের অনুবৃত্তি . . …	একুশ, ২০৪
নিষ্কামকর্ম্ম, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির ক্রম	২০৭
"অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ৪।১।১) সূত্রের অর্থ	২০৮
'ক্রত্বর্থ', 'পুরুষার্থ', 'চমস' ও 'অপ্ প্রণয়ন' শব্দের অর্থ ….	২০৯
গৌণ আত্মত্ব' ও 'মিথ্যা আত্মত্ব' শব্দের অর্থ ….	২১১

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
দৃগ্‌দৃশ্যং দর্শনঞ্চৈব ময়ৈব ময়ি কল্পিতম্" ॥

'কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধ শ্লোকের দ্বারা বলিব—দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন (—জ্ঞান) মৎকর্ত্তৃকই [মদাশ্রিতা মায়ার দ্বারা] আমাতে কল্পিত'।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ" ॥ (ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা, ২১)

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ, অপর কিছু নহে, ইহাই সৎ শাস্ত্র (—উৎকৃষ্ট শাস্ত্রসিদ্ধান্ত)—ইহা বেদান্তের উচ্চ নির্ঘোষ'।

"ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা"।

['নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনাদির দ্বারা সম্পাদিত] ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইতেই মনুষ্যের অদ্বৈতব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা (—বিবিদিষা) উৎপন্ন হয়'।

"বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু" ॥ (বিবেকচুড়ামণি, ৪৭)

'বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ বিচারের দ্বারা উত্তম (—সংশয়াদিরহিত) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তদনন্তরই সংসারদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয়'।

"শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ,
কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ,
এবংক্রমান্নশ্যতি চাত্মমায়া" ॥ (অজ্ঞানবোধিনী, ২১০)

'শাস্ত্রের দ্বারা (—শাস্ত্রপাঠলব্ধ পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা, মায়ার কার্য্য অনাত্মা দেহাদি জগৎপ্রপঞ্চে] সত্যতাবুদ্ধি বিনষ্ট হয়। [ব্রহ্মাত্মবিষয়ক] অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা মায়ার [পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রহেলিকাপ্রদর্শনরূপ] কার্য্যক্ষমতা বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হইলে প্রতিভাস (—ব্রহ্মাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্তা মূলাবিদ্যার নাশ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির অবিনষ্ট অংশবিশেষের বলে ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে 'দগ্ধবস্ত্রের ন্যায়' যে জগৎ প্রপঞ্চের ভান হয়, তাহা) বিনষ্ট হয়। এইক্রমে আত্মাশ্রিতা মায়া বিনষ্ট হয়'।

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

আপঃ ধর্ম্ম—আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র।
আপঃ শ্রৌঃ—আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র।
ঈঃ বা ঈশঃ—ঈশোপনিষৎ।
উঃ বা উপঃ—উপনিষৎ।
ঋক্ সং—ঋগ্বেদ সংহিতা।
ঐঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক।
ঐতঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ।
ঐঃ ব্রাঃ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
কঠ—কঠোপনিষৎ।
কাঃ সং—কাঠক সংহিতা।
কাঃ শ্রৌঃ—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
কালাগ্নিরু—কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ।
কূঃ পুঃ—কূর্ম্মপুরাণ।
কেঃ বা কেন—কেনোপনিষৎ।
কৌঃ—কৌষীতকী উপনিষৎ।
গীঃ বা গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
গৌঃ ধর্ম্মঃ—গৌতম ধর্ম্মসূত্র।
ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।
জাবাঃ—জাবালোপনিষৎ।
জৈঃ সূঃ—জৈমিনিসূত্র।
তাঃ ব্রাঃ—তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ।
তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।
তৈঃ আঃ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
তৈঃ সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা।
নিঃ—নিরুক্ত।
ন্যাঃ দঃ—ন্যায়দর্শন।
পাঃ ধাঃ—পাণিনীয় ধাতুপাঠ।
পাঃ বাঃ—পাণিনীয় মহাভাষ্যবার্ত্তিক
পাঃ সূঃ—পাণিনী সূত্র।
পূঃ মীঃ—পূর্ব্বমীমাংসা।
প্রশ্ন বা প্রঃ—প্রশ্নোপনিষৎ।
মনু সং—মনুসংহিতা।
মহাঃ নাঃ—মহানারায়ণোপনিষৎ।
মহাভাঃ—মহাভারত।
মাঃ কাঃ—মাণ্ডূক্য কারিকা।
মাণ্ডূ—মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।
মাধ্য—মাধ্যন্দিন শাখা।
মুণ্ডঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ।
মৈঃ সং—মৈত্রায়ণী সংহিতা।
যোঃ সূঃ—পাতঞ্জল যোগসূত্র।
বাঃ ধর্ম্মঃ—বারাহ ধর্ম্মসূত্র।
বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।
বৃঃ আঃ সং বার্ত্তিক—?
বৈঃ সূঃ বৈশেষিক সূত্র।
ব্রঃ উঃ—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।
ব্রঃ সূঃ—ব্রহ্মসূত্র।
শতঃ ব্রাঃ---শতপথ ব্রাহ্মণ।
শাঃ উঃ—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ।
শাবঃ ভাঃ—শাবরভাষ্য।
শ্বেঃ বা শ্বেতাঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
শ্লোক বাঃ—শ্লোকবার্ত্তিক।
ষড় ব্রাঃ—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ।
সাং কাঃ—সাংখ্য কারিকা।

(ক) সমগ্র গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া এই সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী রচিত হইল। কোন গ্রন্থের নাম ইহাতে উল্লিখিত না থাকিলে, তাহার বোধযোগ্য নামই যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

(খ) গ্রন্থের নামবিহীন কেবল সংখ্যা মাত্র থাকিলে, আরব্ধ এই গ্রন্থকে বুঝাইবে।

(গ) যেখানে "?" চিহ্ন থাকিবে, সেখানে আমরা অনুসন্ধান করিয়াও তন্নামক গ্রন্থ বা সেই উল্লিখিত বিষয় প্রাপ্ত হই নাই, বুঝিতে হইবে।

(ঘ) মহাভারতের পার্শ্বে শাঃ, ভীঃ ইত্যাদি শব্দ থাকিলে, তাহা শান্তিপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, ইত্যাদিকে বুঝাইবে।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবাদরায়ণভগবদ্‌বেদব্যাসপ্রণীতম্

বেদান্তদর্শনম্

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীভারতীতীর্থকৃতা

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যভগবৎপাদশ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতম্

শারীরকভাষ্যম্

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত

বঙ্গানুবাদ

এবং

ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা।

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীরামানন্দসরস্বতীকৃতা

ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা

সংশোধক ও সম্পাদক—

স্বামী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ পুরী

ও

বেদান্তবাগীশ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীআনন্দ ঝা, ন্যায়াচার্য্য।

গ্রন্থানুবাদ ও সম্পাদন শৈলী

ইহাতে প্রথমে স্থূলাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ন্যায়মালার শ্লোকদ্বয়, ক্ষুদ্রতমাক্ষরে (বর্জ্জাইস অক্ষরে) অন্বয়, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা নামে বিষমস্থলের ব্যাখ্যা থাকিবে।

তৎপরে স্থূলতরাক্ষরে (গ্রেট অক্ষরে) সূত্র, ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) সূত্রার্থ ও তাহার অনুবাদ, স্থূলাক্ষরে (স্মলপাইকা বোল্ড অক্ষরে) ভাষ্য, কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাক্ষরে (পাইকা অক্ষরে) ভাষ্যানুবাদ এবং ক্ষুদ্রাক্ষরে (স্মলপাইকা অক্ষরে) বিষমস্থলের ব্যাখ্যার জন্য ভাবদীপিকা নামে ভাষ্যানুবাদের ব্যাখ্যা থাকিবে।

মূল ভাষ্য ও তাহার অনুবাদ নির্ণয় করিবার জন্য মূলভাষ্যবাক্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদে সমসংখ্যা প্রদত্ত হইবে।

অনুবাদে অতিরিক্ত বিষয় [ ] এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। অনুবাদের অঙ্গীভূত প্রতিশব্দ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি ( ) এই প্রকার বন্ধনীর মধ্যে থাকিবে। ( ) এই প্রকার বন্ধনীমধ্যস্থ "—" এই চিহ্নটীর দ্বারা "অর্থাৎ" এই পদটী সূচিত হইবে। [ ] এই প্রকার বন্ধনীমধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশ, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহা সন্নিবিষ্ট হইবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দের প্রতিশব্দ বা পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যাংশের অথবা বাক্যের ভাবার্থ এবং পরবর্ত্তী বাক্যের পূর্ব্বাংশটী, যাহা ভাষ্যের অক্ষরানুগত অনুবাদ নহে, তাহাদের সংযোগস্থলটী, পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটী শেষ হইলে তাহার সংখ্যাদ্বারা এবং শেষ না হইলে বিরামবোধক কোনপ্রকার চিহ্নদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ বাদ দিয়া পাঠ করিলে মূল ভাষ্য এবং ন্যায়মালার যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, আর উক্ত বন্ধনী সকলের মধ্যবর্ত্তী শব্দ বা বাক্যের সহিত পাঠ করিলে ভাবার্থ সমেত একটী প্রাঞ্জল অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

অনুবাদের বিষয়বিশেষ পরিষ্কার করিবার জন্য সেই বিষয়বিশেষ ও ভাবদীপিকার মধ্যে সমসংখ্যার নির্দ্দেশ থাকিবে।

ব্যবহিতস্থলে পরবর্ত্তী ভাষ্যের প্রারম্ভে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইবে এবং সম্ভব হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যশেষে পরবর্ত্তী ভাষ্যের পত্রাঙ্কও প্রদত্ত হইবে।

বিষয় বিশ্লেষণের জন্য শিরোনামা ব্যবহৃত হইবে।

ওঁ

পরব্রহ্মণে নমঃ।

বেদান্তদর্শনম্

অনুবাদককৃতমঙ্গলাচরণম্—

[১]

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামায়ে সারদে জ্ঞানরূপিণি।
ভাষ্যব্যাখ্যাং করিষ্যামি সিদ্ধির্ভবতু মে পরা॥

[২]

ব্রহ্মাদ্বয়ং পরানন্দং ধর্ম্মাদীনামগোচরম্।
কার্য্যাকারণনির্ম্মুক্তং রামকৃষ্ণমুপাস্মহে॥

[৩]

জগতঃ পিতরৌ শ্রীমদন্নপূর্ণামহেশ্বরৌ।
বন্দেঽমৃতকরৌ পূর্ণৌ করুণাবরুণালয়ৌ॥

[৪]

পিত্রোঃ স্নেহমহং যতঃ সমলভে লোকান্ ধরিত্রীব যঃ
তপ্তান্ পাপিযুতানপি স্বহৃদয়ে ধত্তেস্ম সর্ব্বংসহঃ।
অন্তেবাসিবরো গুরোর্ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রভোঃ
যশ্চ শ্রীঋষিকৃষ্ণপার্শ্বগতয়াঽপশ্যৎ সমাধৌ গুরুঃ॥
মামনিচ্ছন্তমপি যঃ কৃপয়ৈবাশ্রয়ং দদৌ।
শ্রীগুরুং সারদানন্দং বন্দে তং সাশ্রুদর্শনঃ॥

[৫]

যো মাং নৈষ্ঠিকদীক্ষিতং প্রবিদধে শ্রীরামকৃষ্ণস্য যঃ
সাক্ষান্মানসসূনুরগ্রগণিতঃ শিষ্যশ্চ তত্ত্বস্থিতঃ।
সর্ব্বজ্ঞোভগবাংস্তু যং ব্রজগতং রাখালমাখ্যাতবান্
ব্রহ্মানন্দযতিং নতোঽস্মি তমহং ভূমৌ লুণ্ঠন্ সাদরম্॥

[৬]

তং বন্দে জগদানন্দং জ্ঞানিনং যোগিসত্তমম্।

বেদান্ত-শাস্ত্র-মাধুর্য্যমাদাববগতং যতঃ॥

[৭]

বুধাগ্রণীঃ স্নেহবশাদুপেক্ষ্য বাচালতাং মে সমদাৎ সুশিক্ষাম্।

যো যৎকৃপাং প্রাপ্য মমৈষ যত্নঃ তং চিদ্ঘনানন্দযতিং নমামি॥

[৮]

ন্যায়েঽক্ষপাদং বেদান্তে শুকং জ্ঞানে ত্রিলোচনম্।

আচার্য্যবর্য্যমানন্দং সাদরং নৌমি মৈথিলম্॥

[৯]

মীমাংসাদ্বয়নিষ্ণাতং শিষ্যভ্রমরবেষ্টিতম্

দাক্ষিণাত্যং বুধবরং সুব্রহ্মণ্যং নতোঽস্ম্যহম্॥

[১০]

ভাষ্যং ক্বাত্যন্তগম্ভীরং ক্ব মেঽল্পবিষয়া মতিঃ।

তথাপি গুরুবর্য্যাণাং চরণস্মৃতিতো যতে॥

[১১]

স্ববুদ্ধিশুদ্ধ্যৈ সরলা রচ্যতে ভাবদীপিকা।

যৎকিঞ্চিদত্র লেখ্যং তন্নামূলং বাঽনপেক্ষিতম্॥

[১২]

প্রোচুষ্টীকাকৃতস্তেতে যং যমর্থং বিদাম্বরাঃ।

স্বেচ্ছানুসারং তেভ্যস্তু সারং সংগৃহ্যতে ময়া॥

[১৩]

যে নাজ্ঞা ন বিশেষজ্ঞা বেদান্তজ্ঞানস্পৃহাঃ।

লভন্তাং পরিতোষং তে বীক্ষ্য ভাষাময়ীমিমাম্॥

—০—

সমন্বয়াখ্যঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

অধ্যায়প্রতিপাদ্য—উপনিষদ্‌বাক্য সকলের সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে প্রত্যগভিন্ন অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন।

প্রথমঃ পাদঃ

পাদপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মবোধক স্পষ্টলিঙ্গযুক্ত উপনিষদ্‌বাক্য সকলের অর্থ নির্ণয়।

১। জিজ্ঞাসাধিকরণম্। [১ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য (১)—ব্রহ্মের বিচার্য্যতা।

ন্যায়মালা

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসানিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তদর্হতি॥
অধ্যাসোঽহংবুদ্ধিসিদ্ধোঽসঙ্গং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতম্।
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্ম বেদতঃ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা? অধ্যাসানিরূপণাৎ অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং তৎ ন বিচারম্ অর্হতি। অধ্যাসঃ অহংবুদ্ধিসিদ্ধঃ, অসঙ্গং ব্রহ্ম শ্রুতীরিতম্। সন্দেহাৎ মুক্তিভাবাৎ চ ব্রহ্ম বেদতঃ বিচার্য্যম্।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃ ২।৪।৫) ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে আত্মদর্শনং ফলম্ উদ্দিশ্য তৎসাধনত্বেন শ্রবণং বিধীয়তে। শ্রবণং নাম বেদান্তবাক্যানাম্ অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং নির্ণেতুম্ অনুকূলঃ ন্যায়বিচারঃ। তেষাং বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়ায়] ব্রহ্ম অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা?

পূর্ব্বপক্ষ—[তমঃপ্রকাশবদ্‌বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ জড়াজড়য়োঃ দেহাত্মনোঃ] অধ্যাসানিরূপণাৎ, ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ, "অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদ্যনুভবে চ, ব্রহ্মাকারেণ আত্মাকারেণ চ সর্ব্বসন্দেহাতীতত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদনাৎ, ব্রহ্মবিচারে কৃতেঽপি চ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা মুক্ত্যদর্শনাৎ] অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং [চ] তৎ [ব্রহ্ম] ন বিচারম্ অর্হতি।

সিদ্ধান্ত—["অহং মনুষ্যঃ" ইত্যাদ্যহংবুদ্ধিঃ দেহাদিতাদাত্ম্যাধ্যাসেন আত্মানং গৃহ্লাতি, অতঃ] অধ্যাসঃ অহংবুদ্ধিসিদ্ধঃ; ["অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাণ্ডূঃ২) ইতি আত্মত্বেন] অসঙ্গং ব্রহ্ম

শ্রুতীরিতম্, [তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ স্বরূপবিষয়ে] সন্দেহাৎ ; ["তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩) ইতি শ্রুত্যা তথা বিদ্বদনুভবেন] মুক্তিভাবাৎ চ বেদতঃ ব্রহ্ম বিচার্য্যম্।

অনুবাদ

সংশয়—["আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বেদান্তবাক্যে আত্মদর্শনরূপফলের উদ্দেশ্যে তাহার সাধনরূপে শ্রবণ বিহিত হইয়াছে। শ্রবণের অর্থ—অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের জন্য অনুকূল যুক্তির দ্বারা বেদান্তবাক্য সকলের বিচার। সেই বেদান্তবাক্য সকলের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার জন্য] ব্রহ্ম অবিচারণীয় অথবা বিচারণীয় ? (অর্থাৎ ব্রহ্ম বিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত অথবা উচিত নহে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন যে জড়দেহ এবং অজড় আত্মা, তাহাদের] অধ্যাস নিরূপিত হয় না বলিয়া এবং ["সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে ও "আমি মনুষ্য" এই অনুভবে যথাক্রমে ব্রহ্মরূপে এবং আত্মরূপে সর্ব্বসন্দেহাতীতভাবে ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন বলিয়া, আর ব্রহ্মবিচার করিলেও ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তি দেখা যায় না বলিয়া] সংশয়ের ও ফলের অভাববশতঃ সেই ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য হন না (অর্থাৎ ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভ করা উচিত নহে)।

সিদ্ধান্ত—["আমি মনুষ্য"—ইত্যাদি যে অহং বুদ্ধি, তাহা দেহাদিতে তাদাত্ম্যা-ধ্যাসের দ্বারা (অর্থাৎ দেহাদিতে 'আমি' এই বুদ্ধির আরোপের দ্বারা) আত্মার জ্ঞান উৎপাদন করে ; সেইহেতু] অধ্যাসটী "আমি" ইত্যাকার বুদ্ধি দ্বারাই সিদ্ধ হয় ; [আর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই প্রকারে আত্মরূপে] অসঙ্গ ব্রহ্ম শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হন ; [সেইহেতু ব্রহ্মের এবং আত্মার স্বরূপ বিষয়ে] সন্দেহ হয় বলিয়া এবং ["তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ও অপরোক্ষজ্ঞানী পুরুষগণের অনুভবের দ্বারা] মুক্তির সম্ভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া বেদ হইতে (—বেদকে অবলম্বন করিয়া) ব্রহ্মকে বিচার করিতে হইবে (অর্থাৎ বিষয় এবং প্রয়োজনের সম্ভাব সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভ করা সঙ্গত।)

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—বিচার আরম্ভণীয় নহে বলিয়া মুক্তি বিচারজন্য জ্ঞানসাধ্য নহে, উপায়ান্তর সাধ্য। সিদ্ধান্তে—বিচার আরম্ভণীয় বলিয়া মুক্তি উপায়ান্তরসাধ্য নহে, বিচারজন্য জ্ঞানসাধ্য।

ভাবদীপিকা।

(১) অধিকরণ ও সঙ্গতির পরিচয়—একার্থপ্রতিপাদক এক বা একাধিক সূত্রের তাৎপর্য্য যাহাতে সঙ্কলিত হয় তাহাকে অধিকরণ বলে। ইহার আপাত অর্থ 'বিচার' বলা যাইতে পারে ; কারণ, এক একটী অধিকরণে কোন বিশেষ বিষয়কে

অবলম্বন করিয়া বিচার করা হয়। প্রত্যেক অধিকরণের পাঁচটী অবয়ব আছে, যথা—১। সঙ্গতি, ২। বিষয়, ৩। সংশয়, ৪। পূর্ব্বপক্ষ এবং ৫। সিদ্ধান্তপক্ষ। কোন কোন পূর্ব্বমীমাংসাগ্রন্থে, রত্নপ্রভা প্রভৃতি টীকাতে এবং কোন কোন বৃত্তিগ্রন্থে প্রয়োজন (ফল) নামক অধিকরণের অন্য একটী অবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তভেদে উক্ত ফল আবার দুই প্রকার। 'ফলভেদ' এই নামে উক্ত 'ফল' সমেত অধিকরণের ছয়টী অবয়ব এখানে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

১। **সঙ্গতি**—ইহার অর্থ সম্বন্ধ, ইহার দ্বারা গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের সহিত পরবর্ত্তী অংশের সম্বন্ধবোধের দ্বারা গ্রন্থটী যে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যবিশিষ্ট একটী সম্পূর্ণাঙ্গগ্রন্থ, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে বিন্যস্ত কতকগুলি বিষয়ের সমষ্টি মাত্র নহে—এই প্রকার বোধ হয়। এই সঙ্গতি (ক) **মুখ্য সঙ্গতি** এবং (খ) **অবান্তর সঙ্গতি** ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে—

(ক) **মুখ্যসঙ্গতি**—ব্যাপক বিষয়ের সহিত ব্যাপ্য বিষয়ের সামঞ্জস্যরূপ যে সঙ্গতি তাহাই মুখ্যসঙ্গতি। তাহাও আবার চারিপ্রকার, যথা—১। শ্রুতিসঙ্গতি, ২। শাস্ত্রসঙ্গতি, ৩। অধ্যায়সঙ্গতি এবং ৪। পাদসঙ্গতি। ইহাদের পরিচয় এই প্রকার—

(১) **শ্রুতিসঙ্গতি**—এই গ্রন্থস্থ প্রত্যেক অধিকরণের সহিত শ্রুতির যে সম্বন্ধ, তাহাই শ্রুতিসঙ্গতি। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে শ্রুতিবাক্যের বা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচার করা হইতেছে বলিয়া এই গ্রন্থস্থ প্রত্যেকটি অধিকরণেরই শ্রুতিসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু প্রত্যেক অধ্যায়ের এবং প্রত্যেক পাদেরও শ্রুতিসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

(২) **শাস্ত্রসঙ্গতি**—এই বেদান্তদর্শনরূপ শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অধিকরণের যে সম্বন্ধ তাহাই শাস্ত্রসঙ্গতি। এই শাস্ত্রটী ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র। ইহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বা তদনুকূল কোন বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে। তজ্জন্য এই শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণের শাস্ত্রসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক পাদে ব্রহ্ম বিচাররূপ শাস্ত্রসঙ্গতিও সিদ্ধ হয়।

(৩) **অধ্যায়সঙ্গতি**—প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই অধ্যায়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটী পাদের ও অধিকরণের যে সম্বন্ধ, তাহাই অধ্যায়সঙ্গতি। প্রস্তাবিত এই বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—উপনিষদ্বাক্য সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন। সেইহেতু এই শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়টীকে সমন্বয়াধ্যায় বলা হয়। এই সমন্বয়াধ্যায়ের প্রত্যেক পাদে ও প্রত্যেক অধিকরণে উপনিষদ্বাক্য সকলের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া, এই সমন্বয়াধ্যায়ের সহিত এই অধ্যায়স্থ প্রত্যেকটী পাদের ও অধিকরণের সমন্বয় নামক অধ্যায়সঙ্গতি সিদ্ধ হয়। [সমন্বয় অর্থ—তাৎপর্য্যাবধারণ।]

(৪) **পাদসঙ্গতি**—প্রত্যেক পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সেই পাদের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অধিকরণের যে সম্বন্ধ, তাহাই পাদসঙ্গতি। প্রকৃতস্থলে এই প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতিবাক্য সকলের সমন্বয়। এই সমন্বয় এই পাদস্থ প্রত্যেক অধিকরণেই প্রদর্শিত হইয়াছে; এইহেতু এই পাদের সহিত এই পাদস্থ প্রত্যেকটী অধিকরণের পাদসঙ্গতি সিদ্ধ হয়। এই মুখ্য অধ্যায়সঙ্গতি ও মুখ্য পাদসঙ্গতি তত্তৎস্থলে বুঝিয়া লইতে হইবে। দুর্ব্বোধ্যস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(খ) **অবান্তরসঙ্গতি**—অধ্যায়, পাদ এবং অধিকরণের পারম্পর্য্য-নিয়ামক যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তরসঙ্গতি। ইহা তিন প্রকার, যথা—(১) অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি, (২) অবান্তর পাদসঙ্গতি এবং (৩) অধিকরণসঙ্গতি। ইহাদের পরিচয় এই প্রকার—

(১) **অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের সহিত পরবর্ত্তী অধ্যায়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি। ইহা প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রকৃতস্থলে ইহা আদি অধ্যায় বলিয়া, ইহার এই অবান্তর অধ্যায়সঙ্গতি নাই।

(২) **অবান্তর পাদসঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী পাদের সহিত পরবর্ত্তী পাদের যে সম্বন্ধ, তাহাই অবান্তর পাদসঙ্গতি। ইহা প্রত্যেক পাদের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রকৃতস্থলে ইহা আদি পাদ বলিয়া কোনপ্রকার অবান্তর পাদসঙ্গতি নাই।

(৩) **অধিকরণসঙ্গতি**—পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সহিত পরবর্ত্তী অধিকরণের যে সম্বন্ধ তাহার নাম অধিকরণসঙ্গতি। ইহাও প্রত্যেক অধিকরণের আদিতে প্রদর্শিত হইবে। প্রকৃতস্থলে ইহা আদি অধিকরণ বলিয়া অধিকরণসঙ্গতি নাই। এই অধিকরণ সঙ্গতি অধিকাংশস্থলেই পূর্ব্বাধিকরণের সিদ্ধান্ত ও পরবর্ত্তী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে হয়। কদাচিৎ পরবর্ত্তী অধিকরণের সিদ্ধান্তের সহিতও ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা যে স্থলে যে প্রকার হয়, তাহা আমরা তত্তৎস্থলে প্রদর্শন করিব। এই অবান্তরসঙ্গতি সকলের প্রত্যেকটীই নানাপ্রকার, যথা—প্রসঙ্গসঙ্গতি, আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি, বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতি, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যে সঙ্গতিটীর যেখানে প্রাপ্তি ঘটিবে, তাহা সেই স্থলেই প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের পরিচয় এই প্রকার—

পূর্ব্বে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া পরে সেই প্রসঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের বিচার আরব্ধ হইলে **প্রসঙ্গসঙ্গতি হয়।** পূর্ব্বস্থাপিত সিদ্ধান্তের উপর আক্ষেপ করিয়া পরবর্ত্তী বিচার আরব্ধ হইলে **আক্ষেপসঙ্গতি** হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী বিচার আরব্ধ হইলে **দৃষ্টান্তসঙ্গতি হয়।** পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তের রীতি পরবর্ত্তী বিচারে গৃহীত হইতে না পারিলে **প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি** হয়, ইত্যাদি। এইরূপে অন্যান্য সঙ্গতির অর্থ উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে।

২। **বিষয়**—তত্তৎ অধিকরণে যে শ্রুতিবাক্যের অথবা যে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য বস্তুর বিচার করা হয়, তাহাই সেই অধিকরণের বিষয়। প্রস্তাবিত জিজ্ঞাসাধিকরণে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটীই বিষয়। ইহা ন্যায়মালাকারের মত। এই "বিষয়" ন্যায়মালার অন্বয় ও অনুবাদে "সংশয়"—এই কোটির মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণেই উক্ত স্থলে উহা প্রদর্শিত হইবে।

রত্নপ্রভাকার এই "বেদান্ত মীমাংসা শাস্ত্রটীকেই" এই অধিকরণের "বিষয়" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার সদাশিবেন্দ্র "বেদান্তবাক্যের বিচারকেই" এই অধিকরণের "বিষয়" বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই দুইজনের মধ্যে মতভেদ নাই ; কারণ, এই বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রে বেদান্তবাক্য-সকলেরই বিচার করা হইয়াছে বলিয়া, এই শাস্ত্রটী বেদান্তবিচারাত্মকই হয়। আর ন্যায়মালাকারের সহিতও ইঁহাদের মতভেদ নাই ; কারণ, বেদান্তবাক্যের বিচারই সকলের অভিপ্রেত। তবে কেহ বিচারাংশে প্রাধান্য দান করিয়া তাহাকেই বিষয় বলিয়াছেন ; অপরে তাদৃশ বিচারের অবলম্বনভূত শ্রুতিবাক্যটীকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। বস্তুগতিতে তাহাতে কোন বিরোধ হয় নাই।

৩। **সংশয়**—একটি ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের যে জ্ঞান, তাহাকে সংশয় বলে। প্রকৃত অধিকরণে 'ব্রহ্ম বিচারের যোগ্য অথবা অযোগ্য' এইরূপে একটী ধর্ম্মীতে যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞান, তাহাই সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—ইহাতে বিচার্য্য বিষয়টীর অসম্ভাবনা প্রতিপাদন করা হয়। যথা—প্রকৃতস্থলে "ব্রহ্ম বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ফল নাই" এইরূপ নানাযুক্তি প্রয়োগদ্বারা দোষ প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মকে বিচারের অযোগ্য বলা হইয়াছে।

৫। **সিদ্ধান্ত**—ইহাতে আরোপিত দোষের নিরাকরণ করিয়া যথাভূত অর্থ স্থাপন করা হয়। যথা প্রকৃতস্থলে পূর্ব্বপক্ষিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত দোষসকলের নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মের বিচার্য্যতা স্থাপিত হইয়াছে।

৬। **ফলভেদ** ইহার দ্বারা তত্তৎ অধিকরণে যাহা বিচারিত হয়, তাহারদ্বারা যে দূরবর্ত্তী প্রয়োজনটী সিদ্ধ হয়, তাহা অবগত হওয়া যায়। প্রকৃত জিজ্ঞাসাধিকরণের ফলভেদ ন্যায়মালার বঙ্গানুবাদের নিম্নেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণেই উক্তস্থলে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

ইহাই হইল অধিকরণ ও তাহার অঙ্গ সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যস্মিহ কারুণিকং শরণং গতোঽপ্যরিসহোদর আপ মহৎপদম্।
তমহমাশু হরিং পরমাশ্রয়ে জনকজাঙ্কমনন্তসুখাকৃতিম্ ॥১॥
শ্রীগৌর্য্যা সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং—
প্রৌঢ়ং বিঘ্নবনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ঢিতুণ্ডাসিনা।
বন্দে চর্ম্মকপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্যসৌখ্যাৎপরং
নাস্তীতি প্রদিশন্তমন্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্ ॥২॥
যৎকৃপালবমাত্রেণ মূকো ভবতি পণ্ডিতঃ।
বেদশাস্ত্রশরীরাং তাং বাণীং বীণাকরাং ভজে ॥৩॥
কামাক্ষীদত্তদুগ্ধপ্রচুরসুরহুতপ্রাজ্যভোজ্যাধিপূজ্য-
শ্রীগৌরীনায়কাভিৎপ্রকটনশিবরামার্য্যলব্ধাত্মবোধৈঃ।
শ্রীমদ্গোপালগীর্ভিঃ প্রকটিতপরমাদ্বৈতভাসা স্মিতাস্য-
শ্রীমদ্গোবিন্দবাণীচরণকমলগো নির্বৃতোঽহং যথাঽলিঃ ॥৪॥
শ্রীশঙ্করং ভাষ্যকৃতং প্রণম্য ব্যাসং হরিং সূত্রকৃতং চ বচ্মি।
শ্রীভাষ্যতীর্থে পরহংসতুষ্ট্যৈ বাগ্‌জালবন্ধচ্ছিদমভ্যুপায়ম্ ॥৫॥
বিস্তৃতগ্রন্থবীক্ষায়ামলসং যস্য মানসম্।
ব্যাখ্যা তদর্থমারব্ধা **ভাষ্যরত্নপ্রভা**ঽভিধা ॥৬॥
শ্রীমচ্ছারীরকং ভাষ্যং প্রাপ্য বাক্ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ
ইতি শ্রমো মে সফলো গঙ্গাং রথ্যোদকং যথা ॥৭॥
যদজ্ঞানসমুদ্ভূতমিন্দ্রজালমিদং জগৎ।
সত্যজ্ঞানসুখানন্তং তদহং ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ॥৮॥

ইহ খলু "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (শতঃব্রাঃ ১১।৫।৭) ইতি নিত্যাধ্যয়নবিধিনা অধীতসাঙ্গস্বাধ্যায়ে "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" (তৈঃ আঃ ১১।৩।১) "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রবণবিধিরুপলভ্যতে। তস্যার্থঃ — অমৃতত্বকামেন অদ্বৈতাত্মবিচার এব বেদান্তবাক্যৈঃ কর্ত্তব্য ইতি। তেন কাম্যেন নিয়মবিধিনাঽর্থাদেব ভিন্নাত্মশাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ বৈদিকানাং, পুরাণাদিপ্রাধান্যং বা নিরস্যতে ইতি বস্তুগতিঃ। তত্র কশ্চিদিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাঽনুষ্ঠিতযজ্ঞাদিভির্নিতান্তং নির্ম্মলস্বান্তোঽস্য শ্রবণবিধেঃ কো **বিষয়ঃ**, কিং **ফলং**, কঃ **অধিকারী**, কঃ **সম্বন্ধঃ**' ইতি জিজ্ঞাসতে। তং জিজ্ঞাসুমুপলভমানো ভগবান্ বাদরায়ণস্তদ**নুবন্ধচতুষ্টয়ং** শ্রবণাত্মকশাস্ত্রারম্ভপ্রযোজকং ন্যায়েন নির্ণেতুমিদং সূত্রং রচয়াঞ্চকার, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) ইতি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নম্বনুবন্ধজাতং বিধিসন্নিহিতার্থবাদবাক্যৈরেব জ্ঞাতুং শক্যম্। তথা হি—"তৎযথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছাঃ ৮।১।৬। ইতি শ্রুত্যা 'যৎ কৃতকং তদনিত্যম্' ইতি ন্যায়বত্যা, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ," "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" (ছাঃ ৭।২৪।১), "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদিশ্রুত্যা চ ভূমাত্মা নিত্যঃ, ততোঽন্যদনিত্যমিতি বিবেকো লভ্যতে। কর্ম্মণা কৃষ্যাদিনা, চিতঃ সম্পাদিতঃ, সস্যাদির্লোকো ভোগ্য ইত্যর্থঃ। বিপশ্চিৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপঃ। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" (মুণ্ডঃ ১।২।১২), "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদিশ্রুত্যা অনাত্মমাত্রে বৈরাগ্যং লভ্যতে। পরীক্ষ্য – অনিত্যত্বেন নিশ্চিত্য। অকৃতঃ—মোক্ষঃ, কৃতেন—কর্ম্মণা, নাস্তীতি কর্ম্মতৎফলেভ্যো বৈরাগ্যং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (বৃঃ, ৪।৪।২৩) ইতি শ্রুত্যা শমাদিষট্কং লভ্যতে। "সমাহিতো ভূত্বা" ইতি কাণ্বপাঠঃ। উপরতিঃ—সন্ন্যাসঃ। "ন স পুনরাবর্ত্ততে" (কালাগ্নিরুঃ ২। ইতি স্বয়ংজ্যোতিরানন্দাত্মকমোক্ষস্য নিত্যত্বশ্রুত্যা মুমুক্ষা লভ্যতে। তথা চ বিবেকাদিবিশেষণবান্ **অধিকারী ইতি** জ্ঞাতুং শক্যম্। যথা—"য এতা রাত্রীরুপযন্তি" ইতি রাত্রিসত্রবিধৌ প্রতিতিষ্ঠন্তীত্যর্থবাদস্থপ্রতিষ্ঠাকামঃ, তদ্বৎ। তথা "শ্রোতব্যঃ" ইত্যত্র প্রত্যয়ার্থস্য নিয়োগস্য প্রকৃত্যর্থো বিচারো **বিষয়ঃ**। বিচারস্য বেদান্তা বিষয়া ইতি শক্যং জ্ঞাতুম্; 'আত্মা দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যদ্বৈতাত্মদর্শনমুদ্দিশ্য 'শ্রোতব্যঃ' ইতি বিচারবিধানাৎ। ন হি বিচারঃ সাক্ষাদ্দর্শনহেতুঃ, অপ্রমাণত্বাৎ, অপি তু প্রমাণবিষয়ত্বেন। প্রমাণং চ অদ্বৈতাত্মনি বেদান্তা এব; "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং" "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" (মুণ্ডঃ ৩।২।৬) ইতি শ্রুতেঃ। বেদান্তানাং চ প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যং **বিষয়ঃ**; "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "অহংব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ। এবং বিচারবিধেঃ **ফলম্** অপি জ্ঞানদ্বারা মুক্তিঃ; "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ছাঃ ৭।১।৩), "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা **সম্বন্ধঃ** অপি অধিকারিণা বিচারস্য কর্ত্তব্যতারূপঃ, ফলস্য প্রাপ্যতারূপঃ ইতি যথাযোগং সুবোধঃ।

তস্মাদিদং সূত্রং ব্যর্থমিতি চেৎ? ন, তাসামধিকার্য্যাদিশ্রুতীনাং স্বার্থে তাৎপর্য্যনির্ণায়কন্যায়সূত্রাভাবে কিং বিবেকাদিবিশেষণবানধিকারী, উত অন্যঃ? কিং বেদান্তাঃ পূর্ব্বতন্ত্রেণ গতার্থা, অগতার্থা বা? কিং ব্রহ্ম প্রত্যগভিন্নং, ন বা? কিং মুক্তিঃ স্বর্গাদিবল্লোকান্তরম্, আত্মস্বরূপা বা? ইতি সংশয়ানিবৃত্তেঃ। তস্মাদাগমবাক্যৈরাপাততঃ প্রতিপন্নাধিকার্য্যাদিনির্ণয়ার্থমিদং সূত্রমাবশ্যকম্। তদুক্তং প্রকাশাত্মশ্রীচরণৈঃ—"অধিকার্য্যাদীনামাগমিকত্বেঽপি ন্যায়েন নির্ণয়ার্থমিদং সূত্রম্" ইতি। যেষাং মতে শ্রবণে বিধির্নাস্তি তেষামবিহিতশ্রবণেঽধি-

ভাবদীপিকা

অধ্যাসভাষ্যের পরিচয় ও উপযোগিতা—কলির প্রারম্ভে (অনুমান ৩১০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডরূপ বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষৎ সকলের অন্তর্নিহিত বিষয়টীকে পরিস্ফুট করিবার জন্য ৫৫৫ সূত্রাত্মক এই বেদান্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসাদর্শন রচনা করেন। ইহার যে বহুপ্রকার ভাষ্য বা বৃত্তি প্রভৃতি ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৬৮৬ অব্দে ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। তৎকর্ত্তৃক বেদান্তদর্শনের এই শারীরকভাষ্য রচিত হইবার পর, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সকল প্রকার ব্যাখ্যাই, হয় ইহার মধ্যে গতার্থ হওয়াতে, অথবা ইহার দ্বারা পরাভূত হওয়াতে সম্প্রদায়ের বিলোপবশতঃ, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আচার্য্যপাদ ভগবান্ শঙ্করের প্রধান শিষ্য আচার্য্য পদ্মপাদ বিজয়ডিণ্ডিম নামে এই ভাষ্যের একটী টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাও প্রায় বিলুপ্ত, মাত্র চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত অংশের পঞ্চপাদিকা নামক টীকা অবশিষ্ট আছে। প্রকাশাত্মযতি এই পঞ্চপাদিকার উপর 'বিবরণ' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পঞ্চপাদিকা ও তাহার বিবরণে বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যটীকে চারিটী বর্ণকে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্ণক কি এবং কোনস্থলে কোন

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কার্য্যাদিনির্ণয়ানপেক্ষণাৎ সূত্রং ব্যর্থম্ ইতি আপততি ইতি অলং প্রসঙ্গেন।

তথা চ অস্য সূত্রস্য শ্রবণবিধ্যপেক্ষিতাধিকার্য্যাদিশ্রুতিভিঃ স্বার্থনির্ণয়ায়োত্থাপিতত্বাৎ **হেতুহেতুমদ্ভাবশ্রুতিসঙ্গতিঃ**। শাস্ত্রারম্ভহেত্বনুবন্ধনির্ণায়কত্বেনোপোদ্ঘাতত্বাচ্ছাস্ত্রাদৌ সঙ্গতিঃ। অধিকার্য্যাদিশ্রুতীনাং স্বার্থে সমন্বয়োক্তেঃ **সমন্বয়াধ্যায়সঙ্গতিঃ**। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিশ্রুতীনাং সর্বাত্মত্বাদিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং বিষয়াদৌ সমন্বয়োক্তেঃ **পাদসঙ্গতিঃ**। এবং সর্ব্বসূত্রাণাং শ্রুত্যর্থনির্ণায়কত্বাৎ **শ্রুতিসঙ্গতিঃ**। তত্তদধ্যায়ে তত্তৎপাদে চ সমানপ্রমেয়ত্বেন সঙ্গতিরূহনীয়া।

প্রমেয়ং চ—কৃৎস্নশাস্ত্রস্য **ব্রহ্ম**, অধ্যায়ানাং তু—**সমন্বয়াবিরোধসাধনফলানি**। তত্র প্রথমপাদস্য **স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং** সমন্বয়ঃ প্রমেয়ঃ, দ্বিতীয়তৃতীয়য়োঃ—**অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গানাম্**, চতুর্থপাদস্য **পদমাত্রসমন্বয়** ইতি ভেদঃ। অস্য অধিকরণস্য প্রাথম্যান্নাধিকরণসঙ্গতিরপেক্ষিতা।

অথাধিকরণমারচ্যতে—"শ্রোতব্যঃ" ইতি বিহিতশ্রবণাত্মকং বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রং **বিষয়ঃ**। তৎকিমারব্ধব্যং ন বেতি বিষয়প্রয়োজনসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং সংশয়ঃ। তত্র নাহং ব্রহ্মেতি ভেদগ্রাহিপ্রত্যক্ষেণ, কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বলিঙ্গকানুমানেন চ বিরোধেন

ভাবদীপিকা

বর্ণক হইবে, তাহা আমরা তত্তৎস্থলে প্রদর্শন করিব। রত্নপ্রভাকার প্রভৃতি বিবরণ-মতাবলম্বী টীকাকারগণ বর্ণকভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভামতীকার প্রভৃতি ইহা স্বীকার করেন নাই। যাহাহউক, এই অধ্যাসভাষ্যটী বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের প্রথম বর্ণক। ইহা অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্তের বীজস্বরূপ। সকলপ্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ। আর সেই মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলভ্য—ইহাই শ্রুতিসিদ্ধান্ত এবং এই শারীরকভাষ্যেরও তাহাই প্রতিপাদ্য। কিন্তু জগৎ যদি পরমার্থতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে তদন্তঃপাতী দুঃখও পরমার্থতঃ সত্য হইবে। আর, যাহা পরমার্থতঃ সত্য, তাহা জ্ঞাননাশ্য হয় না—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তি। সুতরাং পরমার্থসৎজগতের পরমার্থসৎ দুঃখ ব্রহ্মজ্ঞান নাশ্য হইতে পারে না বলিয়া, সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষও সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। সেইহেতু, জগৎপ্রপঞ্চ ও তদুত্থ দুঃখ প্রভৃতি যে পরমার্থতঃ সত্য নহে, অনাদি অবিদ্যাপ্রভাবে ব্রহ্মে অধ্যস্ত (কল্পিত) মিথ্যা মায়া মাত্র, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান-নাশ্য—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ ভাষ্যকার বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই এই অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ**—ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যস্য বিষয়স্যাসম্ভবাৎ, সত্যবন্ধস্য জ্ঞানান্নিবৃত্তিরূপফলাসম্ভবান্নারম্ভণীয়ম্ ইতি প্রাপ্তে, সিদ্ধান্তঃ—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) ইতি।

অত্র শ্রবণবিধিসমানার্থত্বায় কর্ত্তব্যেতি পদমধ্যাহর্ত্তব্যম্। অধ্যাহৃতং চ ভাষ্যকৃতা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা" ইতি। তত্র প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োর্জ্ঞানেচ্ছয়োঃ কর্ত্তব্যত্বানন্বয়াৎ প্রকৃত্যা ফলীভূতং জ্ঞানমজহল্লক্ষণয়োচ্যতে। প্রত্যয়েনেচ্ছাসাধ্যো বিচারো জহল্লক্ষণয়া। তথা চ ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি সূত্রস্য শ্রৌতোঽর্থঃ সম্পদ্যতে। তত্র জ্ঞানস্য স্বতঃ ফলত্বাযোগাৎ প্রমাতৃত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাত্মকানর্থনিবর্ত্তকত্বেনৈব ফলত্বং বক্তব্যম্। তত্র অনর্থস্য সত্যত্বে জ্ঞানমাত্রান্নিবৃত্ত্যযোগাদধ্যস্তত্বং বক্তব্যমিতি বন্ধস্যাধ্যস্তত্বমর্থাৎ সূচিতম্। তচ্চ শাস্ত্রস্য বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বসিদ্ধিহেতুঃ। তথাহি—শাস্ত্রমারব্ধব্যং, বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ, ভোজনাদিবৎ। শাস্ত্রং প্রয়োজনবৎ, বন্ধনিবর্ত্তকজ্ঞানহেতুত্বাৎ, রজ্জুরিয়ম্ ইত্যাদিবাক্যবৎ। বন্ধো জ্ঞাননিবর্ত্ত্যঃ, অধ্যস্তত্বাৎ, রজ্জুসর্পবৎ ইতি প্রয়োজনসিদ্ধিঃ। এবমর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাজ্জীবগতানর্থভ্রমনিবৃত্তিং ফলং সূত্রয়ন্ জীবব্রহ্মণোরৈক্যং **বিষয়ম্** অপি অর্থাৎ সূচয়তি, অন্যজ্ঞানাদন্যত্র ভ্রমানিবৃত্তেঃ। জীবো ব্রহ্মাভিন্নঃ, তজ্জ্ঞাননিবর্ত্ত্যাধ্যাসাশ্রয়ত্বাৎ, যদিত্থং তত্তথা, যথা শুক্ত্যভিন্ন ইদমংশ ইতি বিষয়সিদ্ধিহেতুরধ্যাসঃ। ইত্যেবং বিষয়প্রযোজনবত্ত্বাচ্ছাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি। অত্র **পূর্ব্বপক্ষে**

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ তমঃপ্রকাশবদ্-বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণাম্ অপি সুতরাং ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ।১ ইত্যতঃ অস্মৎপ্রত্যয়-

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসের অসম্ভাবনা প্রদর্শন।]

'তোমরা' এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য এবং 'আমরা' এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য(১) যে বিষয় (—অনাত্ম জড়বস্তু) এবং বিষয়ী (—প্রত্যগাত্মরূপ চিদ্‌বস্তু), যাহারা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন, তাহাদের ইতরেতরভাবের অনুপপত্তি সিদ্ধ হইলে (—তাহাদের অত্যন্ত অভেদ বা তাদাত্ম্যের যুক্তিযুক্ততা সিদ্ধ না হইলে), তাহাদের [জড়তা ও চৈতন্য প্রভৃতি] ধর্ম্মসকলেরও ইতরেতরভাব (—এক ধর্ম্মীতে অপর ধর্ম্মীর ধর্ম্মসকলের সংসর্গ) সুতরাং (—আরও অধিকতররূপে) যুক্তি সঙ্গত হয় না।১ সেইহেতু (—ধর্ম্মিদ্বয়ের

ভাবদীপিকা

(১) ভাষ্যের সরলার্থ—তুমি এই যে জ্ঞান তাহার যাহা অর্থ, তাহা "বিষয়" এবং আমি এই যে জ্ঞান, তাহার যাহা অর্থ, তাহা "বিষয়ী"। এই বিষয় ও বিষয়ী যথাক্রমে অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব। ইহাদের যে স্বরূপ অর্থাৎ ভাব, তাহাদের পরস্পরের বিনিময় হয় না বলিয়া, তাহাদের যে ধর্ম্ম, তাহাদেরও পরস্পরের বিনিময় একেবারেই হইতে পারে না। অর্থাৎ "ক" যেমন "খ" হয় না, এবং "খ" যেমন "ক" হয় না, তদ্রূপ "ক" এর ধর্ম্ম কখন "খ"এর ধর্ম্ম হয় না, এবং "খ"এর ধর্ম্ম কখন "ক"এর ধর্ম্ম হয় না।১

এইরূপে, চিদাত্মা যে বিষয়ী, তাহার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কখন বিষয় যে চিদ্‌ভিন্ন অনাত্মবস্তু তাহার স্বরূপ এবং ধর্ম্ম হয় না। এবং ইহার বিপরীতক্রমে, চিদ্‌ভিন্ন যে অনাত্মবস্তু তাহার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বন্ধস্য সত্যত্বেন জ্ঞানাদনিবৃত্তেরুপায়ান্তরসাধ্যা মুক্তিরিতি **ফলম্।** **সিদ্ধান্তে** জ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি বিবেকঃ, ইতি সর্ব্বং মনসি নিধায় ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাখ্যাতুকামো ভগবান্ ভাষ্যকারঃ সূত্রেণ বিচারকর্ত্তব্যতারূপশ্রৌতার্থান্যথানুপপত্ত্যাঽর্থাৎ সূত্রিতবিষয়প্রযোজনবত্ত্বমুপোদ্বাতত্বাৎ তৎসিদ্ধিহেত্বধ্যাসাক্ষেপসমাধানভাষ্যাভ্যাং প্রথমং বর্ণয়তি—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।** এতেন সূত্রার্থাস্পর্শিত্বাদধ্যাসগ্রন্থো ন ভাষ্যমিতি নিরস্তম্, আর্থিকার্থস্পর্শিত্বাৎ।

শাঙ্করভাষ্যম্‌ [অধ্যাসভাষ্যম্‌]

গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্‌ধর্ম্মাণাং চ অধ্যাসঃ, তদ্‌বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণঃ তদ্‌ধর্ম্মাণাং চ বিষয়ে অধ্যাসঃ মিথ্যা ইতি ভবিতুং যুক্তম্‌।২

ভাষ্যানুবাদ

অভিন্নতাজ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত সেই অভিন্নতাজ্ঞানজন্য সংস্কারের অভাববশতঃ) অস্মৎ-শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় যে চিদাত্মরূপ বিষয়ী (—'আমি' এইরূপে ভাসমান যে বুদ্ধি প্রভৃতির চেতন সাক্ষী), তাহাতে যুষ্মৎ-শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় যে বিষয়পদার্থ (—'ইহা' এইরূপে ভাসমান যে চিদ্‌ভিন্ন বস্তু), তাহার এবং তাহার ধর্ম্মসকলের যে অধ্যাস (২) ; [আর,] তাহার বিপরীতক্রমে বিষয়ীর (—চিদাত্মার) ও তাহার ধর্ম্মসকলের(৩) বিষয়ে (—চিদ্‌ভিন্ন বুদ্ধি ও দেহাদি অনাত্মবস্তুতে) যে অধ্যাস, তাহা [যদিও] মিথ্যা(৪) হওয়াই উচিত [কারণ অধ্যাসের সামগ্রী নাই] ।২

ভাবদীপিকা

স্বরূপ এবং ধর্ম্ম কখন চিদাত্মার স্বরূপ বা ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহাই সরলার্থ।

যাহাহউক এক্ষণে আমরা এতৎ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই সমাসযুক্ত পদটীর উক্ত প্রকার অর্থ কি প্রকারে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে ইহার বিগ্রহবাক্যটী কি, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। রত্নপ্রভাকারের মতানুযায়ী সেই বিগ্রহবাক্যটী এই—"যূয়ম্‌ ইতি প্রত্যয়ঃ যুষ্মৎপ্রত্যয়ঃ, বয়ম্‌ ইতি প্রত্যয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ, তদ্‌গোচরয়োঃ" ইত্যাদি । এইপ্রকার বিগ্রহবাক্য হইলে উক্ত পদটীর অর্থ হইবে—"তোমরা এই যে জ্ঞান এবং আমরা এই যে জ্ঞান, তাহাদের গোচর (—বিষয়) যে বিষয় এবং বিষয়ী," ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যত্তু মঙ্গলাচরণাভাবাদব্যাখ্যেয়মিদং ভাষ্যমিতি, তন্ন। "**সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ**" ইত্যন্তভাষ্যরচনার্থং তদর্থস্য সর্ব্বোপদ্রবরহিতস্য বিজ্ঞানঘনপ্রত্যগর্থস্য তত্ত্বস্য স্মৃতত্বাৎ। অতো নির্দ্দোষত্বাদিদং ভাষ্যং ব্যাখ্যেয়ম্‌। (ইতি সম্বন্ধগ্রন্থঃ)

লোকে শুক্তাবিদং রজতমিতি ভ্রমঃ, সত্যরজতে ইদং রজতমিত্যধিষ্ঠানসামান্যারোপ্যবিশেষয়োঃ ঐক্যপ্রমাহিতসংস্কারজন্যো দৃষ্ট ইতি। অত্রাপি আত্মনি অনাত্মাহঙ্কারাধ্যাসে পূর্ব্বপ্রমাবাচ্যা, সা চাত্মানাত্মনোর্বাস্তবৈক্যমপেক্ষতে, ন হি তদস্তি। তথাহি—আত্মানাত্মানৌ

ভাবদীপিকা

রত্নপ্রভার টীকাকার পূর্ণানন্দ বলেন—রত্নপ্রভাতে প্রদর্শিত এই প্রকার বিগ্রহবাক্য লৌকিক নহে, পরন্তু অলৌকিক। বৃদ্ধব্যবহারানুযায়ী উক্ত প্রকার বিগ্রহবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে" ইত্যাদি।

এখানে লৌকিক বিগ্রহ বাক্যটী এই প্রকার হইবে—"যূয়ঞ্চ বয়ঞ্চ যুষ্মদস্মদী (ইতরেতরদ্বন্দ্ব), তয়োঃ প্রত্যয়ৌ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়ৌ (৬ষ্ঠীতৎপুঃ), তয়োঃ গোচরৌ যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়গোচরৌ (৬ষ্ঠী তৎপুঃ), তয়োঃ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" ইত্যাদি। একবচনান্ত পদের দ্বারাই যে বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা যায় না; কারণ, বহুবচনান্ত পদের দ্বারাও বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন প্রাচীনগণের সম্মত। এই বিষয়ে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের "নির্দ্দেশে যথাবচনং বিগ্রহঃ" ইত্যাদি বাৎসায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য। যাহাহউক, এই প্রকার বিগ্রহবাক্য হইলে, "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই পদটীর অর্থ হইবে—"তোমরা এবং আমরা এই যে দুইটী বস্তু, তাহাদের যে জ্ঞানদ্বয়, তাহাদের গোচর (—বিষয়) যে বিষয় এবং বিষয়ী" ইত্যাদি। এইরূপে রত্নপ্রভাকারপ্রদর্শিত অলৌকিক বিগ্রহবাক্যানুযায়ী অর্থ হইতে এই লৌকিক বিগ্রহবাক্যানুযায়ী অর্থের বস্তুতঃ কোন প্রভেদ হইল না। কিন্তু এই লৌকিক সমাস পক্ষে অস্বরসতা ইহাই হয় যে, প্রথমতঃ "যুষ্মৎ" ও "অস্মৎ" শব্দের দ্বারা আত্মা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ঐক্যশূন্যৌ পরস্পরৈক্যাযোগ্যত্বাৎ, তমঃপ্রকাশবদিতি মত্বা হেতুভূতং বিরোধং বস্তুতঃ প্রতীতিতো ব্যবহারতশ্চ সাধয়তি—**যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।**

ন চ "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৮) ইতি সূত্রেণ "প্রত্যয়ে চোত্তরপদে চ পরতো যুষ্মদস্মদোর্মপর্যন্তস্য ত্বমাদেশৌ স্তঃ" ইতি বিধানাৎ, "ত্বদীয়ং মদীয়ং ত্বৎপুত্রো মৎপুত্রঃ" ইতিবৎ, "ত্বন্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" ইতি স্যাদিতি বাচ্যম্। "ত্বমাবেকবচনে" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৭) ইত্যেকবচনাধিকারাৎ। অত্র চ যুষ্মদস্মৎপদয়োরেকার্থবাচিত্বাভাবাৎ অনাত্মনাং যুষ্মদর্থানাং বহুত্বাৎ অস্মদর্থচৈতন্যস্যাপি উপাধিতো বহুত্বাৎ॥

নন্বেবংসতি কথমত্র ভাষ্যে বিগ্রহঃ? ন চ "যূয়মিতি প্রত্যয়ো যুষ্মৎপ্রত্যয়ঃ, বয়মিতি প্রত্যয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়ঃ, তদ্‌গোচরয়োঃ" ইতি বিগ্রহ ইতি বাচ্যম্। শব্দসাধুত্বেঽপি অর্থাসাধুত্বাৎ। নহি অহঙ্কারাদ্যনাত্মনো যূয়মিতি প্রত্যয়বিষয়ত্বমস্তীতি চেৎ, ন, গোচরপদস্য যোগ্যতাপরত্বাৎ। চিদাত্মা তাবদস্মৎপ্রত্যয়যোগ্যঃ, তৎপ্রযুক্তসংশয়াদিনিবৃত্তিফলভাক্ত্বাৎ; "ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ" ইতি ভাষ্যোক্তেশ্চ। যদ্যপ্যহঙ্কারাদিরপি তদ্যোগ্যস্তথাপি চিদাত্মনঃ সকাশাদত্যন্তভেদসিদ্ধ্যর্থং যুষ্মৎপ্রত্যয়যোগ্য ইত্যুচ্যতে।

ভাবদীপিকা

ও অনাত্মবস্তুকে গ্রহণ করিয়া, পরে তাহার প্রত্যয়কে (—জ্ঞানকে) গ্রহণ করিয়া, পরে পুনরায় সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে সেই আত্ম ও অনাত্মবস্তুকেই গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতে বিগ্রহ-বাক্যমধ্যে আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তুরূপ বিষয়ের প্রবেশ দুইবার হইয়া পড়ে।

এখানে "তোমরা" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মভিন্ন অনাত্মবস্তুসকলকে বুঝিতে হইবে এবং "আমরা" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মবস্তুকে বুঝিতে হইবে। সিদ্ধান্তে আত্মা এক ও অভিন্ন বস্তু হইলেও, উপাধিভেদে অনেকরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া, "বয়ম্—আমরা" এইরূপে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। অহঙ্কাররূপ অনাত্মবস্তুটী "আমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয়ই হয় কিন্তু "তুমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হয় না বটে, তথাপি অনাত্মবস্তু হয় বলিয়া, "তুমি"—এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্যতা তাহার আছে। সেইহেতু অহঙ্কারে 'যুষ্মৎ' শব্দের প্রয়োগ হইলেও বিরোধ হয় না।

এখানে এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে—"যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ এই পদটাই ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সিদ্ধ হয় না, কারণ "প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৮) ইত্যাদি সূত্রানুসারে সমাসস্থলে যেমন "যুষ্মৎ" ও 'অস্মৎ' শব্দের 'ম'কার পর্য্যন্ত অংশে (—'যুষ্ম' এবং 'অস্ম' এই অংশে) যথাক্রমে 'ত্ব' এবং 'ম' এর আদেশ হইয়া, "তবপুত্রঃ—ত্বৎপুত্রঃ"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আশ্রমশ্রীচরণাস্তু টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ—"সম্বোধ্যচেতনো যুষ্মৎপদবাচ্যঃ, অহঙ্কারা-দিবিশিষ্টচেতনোঽস্মৎপদবাচ্যঃ। তথা চ যুষ্মদস্মদোঃ স্বার্থে প্রযুজ্যমানয়োরেব ত্বমাদেশ-নিয়মো, ন লাক্ষণিকয়োঃ, "যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োর্বান্নাবৌ" (পাঃ সূঃ ৮।১।২০) ইতি সূত্রাসাঙ্গত্যপ্রসঙ্গাৎ। অত্র শব্দলক্ষকয়োরিব চিন্মাত্রজড়মাত্রলক্ষকয়োরপি ন ত্বমাদেশঃ, লক্ষকত্বাবিশেষাৎ" ইতি।

যদি তয়োঃ শব্দবোধকত্বে সত্যেব ত্বমাদেশাভাব ইত্যনেন সূত্রেণ জ্ঞাপিতম্, তদাঽস্মিন্ ভাষ্যে যুষ্মৎপদেন যুষ্মচ্ছব্দজন্যপ্রত্যয়যোগ্যঃ পরাগর্থো লক্ষ্যতে, অস্মৎপদেন অস্মচ্ছব্দজন্য-প্রত্যয়যোগ্যঃ প্রত্যগাত্মা। তথা চ লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতয়া শব্দোঽপি বোধ্যতে ইতি ন ত্বমা-দেশঃ। ন চ পরাক্ত্বপ্রত্যক্ত্বয়োরেব লক্ষ্যতাবচ্ছেদকত্বম্, ন শব্দযোগ্যত্বাংশস্য, গৌরবাদিতি বাচ্যম্; পরাক্প্রতীচোর্ব্বিরোধস্ফুরণার্থং বিরুদ্ধশব্দযোগ্যত্বস্য অপি বক্তব্যত্বাৎ। অতএব ইদমস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি বক্তব্যেঽপীদংশব্দোঽস্মদর্থে লোকে বেদে চ বহুশঃ "ইমে বয়মাস্মহে," "ইমে বিদেহাঃ," "অয়মহমস্মি" ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ নাস্মচ্ছব্দবিরোধীতি মত্বা যুষ্মচ্ছব্দঃ প্রযুক্তঃ, ইদংশব্দপ্রয়োগে বিরোধাস্ফূর্ত্তেঃ। এতেন চেতনবাচিত্বাদস্মচ্ছব্দঃ পূর্ব্বং প্রযোক্তব্যঃ, "অভ্যর্হিতং পূর্ব্বম্" ইতি ন্যায়াৎ; "ত্যদাদীনি সর্ব্বৈর্নিত্যম্" (পাঃ সূঃ ১।২।৭২)

ভাবদীপিকা

"মমপুত্রঃ—মৎপুত্রঃ" ইত্যাদি পদ হয় ; কিন্তু 'যুষ্মৎপুত্রঃ' 'অস্মৎপুত্রঃ' এই প্রকার পদ হয় না। প্রকৃতস্থলেও তদ্রূপ, ত্বন্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ এই প্রকার পদ হওয়া উচিত কিন্তু 'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এই প্রকার পদ হইবে না, ইত্যাদি।

তদুত্তরে বলা যায়—"ত্বমাবেকবচনে" (পাঃ সূঃ ৭।২।৯৭) ইত্যাদি সূত্রানুযায়ী একবচনস্থলেই উক্ত প্রকারে 'ত্ব' ও 'ম'এর আদেশ হয়, বহুবচনস্থলে হয় না। প্রকৃতস্থলে 'যুষ্মৎ'-শব্দে অনাত্মবস্তুসকলকে এবং 'অস্মৎ'-শব্দে উপাধিযোগে বহুরূপে প্রতীয়মান আত্মবস্তুকে বুঝাইতেছে বলিয়া আর 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হইয়া "ত্বৎ-মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার পদ হইবে না। অথবা এই প্রকারও বলা যায় যে—'যুষ্মৎশব্দ' এবং 'অস্মৎশব্দ' যদি স্বার্থে প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের নিজের অর্থ যথাক্রমে 'তুমি' এবং 'আমি' বুঝায়, তবেই 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হয়, অন্যথা হয় না। এখানে উক্ত শব্দ দুইটী স্বার্থে প্রযুক্ত হয় নাই; কারণ ভাষ্যস্থ 'যুষ্মৎ' পদে লক্ষণা করিয়া "যুষ্মৎশব্দজন্য প্রত্যয়যোগ্য অনাত্মবস্তুকে" এবং অস্মৎ পদে লক্ষণা করিয়া "অস্মৎশব্দজন্য প্রত্যয়যোগ্য প্রত্যগাত্মাকে" বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে 'ত্ব' এবং 'ম'এর আদেশ হইয়া "ত্বৎ-মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার পদ হইবে না, পরন্তু "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই প্রকার পদই হইবে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি সূত্রেণ বিহিত একশেষশ্চ স্যাদিতি নিরস্তম্, "যুষ্মদস্মদোঃ" (পাঃ সূঃ ৮।১।২০) ইতি সূত্রে ইব অত্রাপি পূর্ব্বনিপাতৈকশেষয়োরপ্রাপ্তেঃ, একশেষে বিবক্ষিতবিরোধাস্ফূর্ত্তেশ্চ।

বৃদ্ধাস্তু "যুষ্মদর্থাৎ অনাত্মনো নিষ্কৃষ্য শুদ্ধস্য চিদ্ধাতোরধ্যারোপাপবাদন্যায়েন গ্রহণং দ্যোতয়িতুমাদৌ যুষ্মদ্গ্রহণম্" ইত্যাহুঃ।

তত্র যুষ্মদস্মৎপদাভ্যাং পরাক্প্রত্যক্ত্বেন আত্মানাত্মনোর্ব্বস্তুতো বিরোধ উক্তঃ। প্রত্যয়পদেন প্রতীতিতো বিরোধ উক্তঃ। "প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ" অহঙ্কারাদিরনাত্মা দৃশ্যতয়া ভাতি, আত্মা তু "প্রতীতিত্বাৎ প্রত্যয়ঃ" স্বপ্রকাশতয়া ভাতি। গোচরপদেন ব্যবহারতো বিরোধ উক্তঃ। যুষ্মদর্থঃ প্রত্যগাত্মতিরস্কারেণ কর্ত্তাঽহমিত্যাদিব্যবহারগোচরঃ। অস্মদর্থস্তু অনাত্মপ্রবিলাপেন "অহং ব্রহ্ম" ইতি ব্যবহারগোচর ইতি ত্রিধা বিরোধঃ স্ফুটীকৃতঃ। যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদী, তে এব প্রত্যয়ৌ চ তৌ গোচরৌ চেতি যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরৌ, তয়োস্ত্রিধা বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবঃ অত্যন্তাভেদস্তাদাত্ম্যং বা তদনুপপত্তৌ সিদ্ধায়ামিত্যন্বয়ঃ। ঐক্যাসম্ভবেঽপি "শুক্লো ঘট" ইতিবৎ তাদাত্ম্যং কিং ন স্যাদিত্যত আহ—**বিষয়বিষয়িণোরিতি**। চিজ্জড়য়োঃ বিষয়বিষয়িত্বাৎ দীপঘটয়োরিব ন তাদাত্ম্যমিতি ভাবঃ। যুষ্মদস্মদী পরাক্প্রত্যগ্বস্তুনী, তে এব প্রত্যয়শ্চ গোচরশ্চেতি বা বিগ্রহঃ। অত্র প্রত্যয়গোচরপদাভ্যাং

ভাবদীপিকা

এই প্রকারে "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয়বিষয়িণোঃ" ইহার অনুবাদ হইবে —"তোমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য এবং আমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য যে বিষয় (—অনাত্ম জড়বস্তু), এবং বিষয়ী (—প্রত্যগাত্মরূপচিদ্‌বস্তু) ইত্যাদি," ইহা ভাষ্যানুবাদমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকটার্থকার "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইস্থলে এইপ্রকার বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন—"যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদৌ শব্দৌ, প্রত্যয়ৌ চ ইদমহম্ ইতি, তয়োঃ গোচরৌ, তয়োঃ ইতি বিগ্রহঃ," ইত্যাদি। এই বিগ্রহবাক্যটীর পরিষ্কৃত আকার এই প্রকার হইবে— "যুষ্মচ্চ অস্মচ্চ যুষ্মদস্মদৌ (শব্দৌ, ইতরেতরদ্বন্দ্ব); তৌ চ প্রত্যয়ৌ (ইদম্ অহম্ ইতি প্রত্যয়ৌ) চ ইতি—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়ৌ (ইতরেতরদ্বন্দ্ব), তয়োঃ গোচরৌ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়-গোচরৌ (ষষ্ঠী তৎপুঃ), তয়োঃ যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" ইত্যাদি। বিগ্রহবাক্যমধ্যস্থ 'শব্দৌ' এবং 'ইদমহম্' এই পদদ্বয় পরিচায়ক মাত্র। এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে অর্থ এইরূপ হইবে—যুষ্মৎ এবং অস্মৎ এই শব্দ দুইটীর গোচর (—বাচ্য) এবং প্রত্যয়দ্বয়ের (অর্থাৎ 'ইদম্' ও 'অহম্' ইত্যাকার জ্ঞানদ্বয়ের) গোচর যে বিষয় এবং বিষয়ী ইত্যাদি লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে "বিষয় এবং বিষয়ীর' সহিত যুষ্মৎ ও অস্মৎ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আত্মানাত্মনোঃ প্রত্যক্‌পরাগ্‌ভাবে চিদচিত্ত্বং হেতুরুক্তঃ। তত্র হেতুমাহ—**বিষয়বিষয়িণোরিতি।** অনাত্মনো গ্রাহ্যত্বাদচিত্ত্বম্, আত্মনস্তু গ্রাহকত্বাচ্চিত্ত্বং বাচ্যম্। অচিত্ত্বে স্বস্য স্বেন গ্রহস্য কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধেন অসম্ভবাৎ অপ্রত্যক্ষত্বাপত্তেরিত্যর্থঃ। যথেষ্টং বা হেতুহেতুমদ্‌ভাবঃ।

নমু এবমাত্মানাত্মনোঃ পরাক্‌প্রত্যক্ত্বেন চিদচিত্ত্বেন গ্রাহ্যগ্রাহকত্বেন চ বিরোধাৎ তমঃ-প্রকাশবদৈক্যস্য তাদাত্ম্যস্য বা অনুপপত্তৌ সত্যাং তৎপ্রমিত্যভাবেঽপি তদ্ধর্ম্মাণাং চৈতন্য-সুখজাড্যদুঃখাদীনাং বিনিময়েন অধ্যাসোঽস্তু ইত্যত আহ—**তদ্‌ধর্ম্মাণামপীতি।** তয়োঃ আত্মানাত্মনোর্ধর্ম্মাস্তেষামপি ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ—ইতরত্র ধর্ম্ম্যন্তরে, ইতরেষাং ধর্ম্মাণাং, ভাবঃ সংসর্গস্তস্য অনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। নহি ধর্ম্মিণোঃ সংসর্গং বিনা ধর্ম্মাণাং বিনিময়ঃ অস্তি। স্ফটিকে লোহিতবস্তুসান্নিধ্যাৎ লৌহিত্যধর্ম্মসংসর্গঃ। অসঙ্গাত্মধর্ম্মিণঃ কেনাঽপ্যসং-সর্গাদ্ধর্ম্মিসংসর্গপূর্ব্বকো ধর্ম্মসংসর্গঃ কুতস্ত্য ইত্যভিপ্রেত্যোক্তম্—**সুতরামিতি।** ১

নমু আত্মানাত্মনোস্তাদাত্ম্যস্য তদ্ধর্ম্মসংসর্গস্য চাভাবেঽপ্যধ্যাসঃ কিং ন স্যাদিত্যত আহ—**ইত্যত ইতি।** ইতি—উক্তরীত্যা তাদাত্ম্যাদ্যভাবেন তৎপ্রমায়া অভাবাৎ, অতঃ—প্রমাজন্যসংস্কারস্য আধ্যাসহেতোরভাবাৎ, অধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তমিত্যন্বয়ঃ। মিথ্যা-

ভাবদীপিকা

শব্দের এবং প্রত্যয়দ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ অন্বয় হইতেছে। এই প্রকার বিগ্রহবাক্যে লাভ এই হয় যে—'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' এই দুইটী শব্দবাচী হয় কিন্তু আত্ম ও অনাত্মরূপ বস্তুবাচী হয় না বলিয়া 'ত্ব' ও 'ম' আদেশের সম্ভাবনা থাকে না এবং প্রথমে প্রদর্শিত লৌকিক বিগ্রহবাক্যের স্থায় অস্বরসতাও থাকে না।

এক্ষণে আবার শঙ্কা হয়—যদি আত্মা এবং অনাত্মা প্রতিপাদন করাই 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' শব্দের তাৎপর্য্য হয়, তবে "ইদমস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ করিলেই সঙ্গত হইত, কারণ ইদম্ শব্দের দ্বারা অনাত্মবস্তুকেই বুঝায়, ইত্যাদি।

তদুত্তরে বলা যায়, আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে অত্যন্তবিরোধ স্ফুরণের জন্যই এইপ্রকারে 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইদম্ শব্দটী, অস্মৎ-শব্দের যাহা অর্থ, তাহার বিরোধিরূপে সকলস্থলে ব্যবহৃত হয় না; পরন্তু কোন কোন স্থলে অস্মৎ শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্যও প্রযুক্ত হয়, যথা—"ইমে বয়মাস্মহে—এই আমরা বসিয়া আছি"; "অয়ম্ অহম্ অস্মি—এই আমি আছি," ইত্যাদি। সেইহেতু,আত্মা এবং অনাত্মার মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ স্ফুটীকরণের জন্য এই দুইটী বিরুদ্ধার্থক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ইদম্ শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শব্দো দ্ব্যর্থঃ —অপহ্নববচনোঽনির্ব্বচনীয়তাবচনশ্চেতি। অত্র চ অপহ্নবার্থঃ। নন্বু কুত্র কস্যাধ্যাসঃ অপহ্নূয়তে ইত্যাশঙ্ক্য আত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাণাম্, অনাত্মনি আত্মতদ্ধর্ম্মাণামধ্যাসো নিরস্যতে ইত্যাহ—**অস্মৎপ্রত্যয়গোচর ইত্যাদিনা**। অহমিতি প্রত্যয়যোগ্যত্বং বুদ্ধ্যাদেরপ্যস্তীতি মত্বা তত আত্মানং বিবেচয়তি—**বিষয়িণীতি**। বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণীত্যর্থঃ। সাক্ষিত্বে হেতুঃ—**চিদাত্মকে ইতি**। অহমিতি ভাসমানে চিদংশাত্মনীত্যর্থঃ। **যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্যেতি**। ত্বংকারযোগ্যস্য ইদমর্থস্যেতি যাবৎ। নন্বু অহমিতি ভাসমানবুদ্ধ্যাদেঃ কথমিদমর্থত্বমিত্যত আহ—**বিষয়স্যেতি**। সাক্ষিভাস্যস্যেত্যর্থঃ। সাক্ষিভাস্যত্বরূপলক্ষণযোগাৎ বুদ্ধ্যাদের্ঘটাদিবদিদমর্থত্বং ন প্রতিভাসতে ইতি ভাবঃ। অথবা যদাত্মনো মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বরূপং প্রত্যক্ত্বং প্রতীতিত্বং ব্রহ্মাস্মীতি ব্যবহারগোচরত্বং চোক্তং তদসিদ্ধম্, অহমিতি প্রতীয়মানত্বাদ্, অহঙ্কারবৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**অস্মৎপ্রত্যয়গোচর ইতি**। অস্মচ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চাসৌ গোচরশ্চ তস্মিন্নিত্যর্থঃ। অহংবৃত্তিবঙ্গ্যস্ফূরণত্বং স্ফুরণবিষয়ত্বং বা হেতুঃ। আদ্যে দৃষ্টান্তে হেত্বসিদ্ধিঃ, দ্বিতীয়ে তু পক্ষে তদসিদ্ধিঃ ইতি আত্মনঃ মুখ্যং প্রত্যক্ত্বাদি যুক্তমিতি ভাবঃ। নন্বু যৎ আত্মনঃ বিষয়িত্বং তদসিদ্ধম্, "অনুভবামি" ইতি শব্দবত্ত্বাৎ অহঙ্কারবদিত্যত আহ—**বিষয়িণীতি**। বাচ্যত্বং লক্ষ্যত্বং বা হেতুঃ? ন আদ্যঃ,

ভাবদীপিকা

বস্তুতঃ 'যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' এই পদটীর দ্বারা (১) বস্তুতঃ বিরোধ (২) প্রতীতিতঃ বিরোধ এবং [৩] ব্যবহারতঃ বিরোধ দ্যোতিত হইতেছে। তাহা এই প্রকার—

(১) **বস্তুতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'যুষ্মৎ' এবং 'অস্মৎ' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা যথাক্রমে অনাত্ম এবং আত্মরূপ বস্তুদ্বয়ের প্রতিপাদন হইতেছে বলিয়া বস্তুতঃ বিরোধ সিদ্ধ হয়।

(২) **প্রতীতিতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ জ্ঞানগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'প্রত্যয়' এই শব্দটী হইতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ "প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়" অর্থাৎ যাহা প্রতীত হয়, তাহা প্রত্যয়—এই অর্থে কর্ম্মবাচ্যে প্রতি + ই + অচ্ প্রত্যয় দ্বারা শব্দটী নিষ্পন্ন হইলে, তাহার অর্থ হয় যে অনাত্মবস্তু, তাহার দৃশ্যরূপেই প্রতীতি হয়।

আর "প্রতীতিঃ এব প্রত্যয়ঃ" অর্থাৎ যাহা প্রতীতি (—জ্ঞান) তাহাই প্রত্যয়—এই অর্থে ভাববাচ্যে প্রতি + ই + অচ্ প্রত্যয় দ্বারা শব্দটী নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ হয়—জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তু। তাহার স্বয়ংপ্রকাশরূপে প্রতীতি হয়। এইরূপে প্রত্যয় শব্দটীর দ্বারা জ্ঞানগত বিরোধ সূচিত হয়।

(৩) **ব্যবহারতঃ বিরোধ**—অর্থাৎ ব্যবহারগত বিরোধ। উক্ত পদমধ্যস্থ 'গোচর' এই শব্দটীর দ্বারা তাহা সূচিত হয়, কারণ "আমি কর্ত্তা" এইরূপ ব্যবহারকালে, 'যুষ্মৎ' শব্দের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পক্ষে তদসিদ্ধেঃ। ন অন্ত্যঃ, দৃষ্টান্তে তদ্বৈকল্যাদিতি ভাবঃ। "দেহং জানামি" ইতি দেহাহঙ্কারয়োর্ব্বিষয়বিষয়িত্বেঽপি মনুষ্যোঽহমিত্যভেদাধ্যাসবৎ আত্মাহঙ্কারয়োরপ্যভেদাধ্যাসঃ স্যাদিত্যত আহ—**চিদাত্মকে ইতি।** তয়োর্জাড্যাজাড্যাভ্যাং সাদৃশ্যাদধ্যাসেঽপি চিদাত্মনি অনবচ্ছিন্নে জড়াত্মাহঙ্কারাদেঃ ন অধ্যাস ইতি ভাবঃ। "অহম্" ইতি ভাসত্বাৎ আত্মবদহঙ্কারস্যাপি প্রত্যক্ত্বাদিকং মুখ্যমেব, ততঃ পূর্ব্বোক্তপরাক্ত্বাদ্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—**যুষ্মদিতি।** অহংবৃত্তিভাস্যত্বমহঙ্কারে নাস্তি, কর্ত্তৃকর্ম্মত্ববিরোধাৎ, চিদ্‌ভাস্যত্বং চিদাত্মনি নাস্তি ইতি হেত্বসিদ্ধিঃ। অতো বুদ্ধ্যাদেঃ প্রতিভাসতঃ প্রত্যক্ত্বেঽপি পরাক্ত্বাদিকং মুখ্যম্ এব ইতি ভাবঃ।

যুষ্মৎ পরাক্, তচ্চাসৌ প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়শ্চাসৌ কর্ত্তৃত্বাদিব্যহারগোচরশ্চ তস্যেতি বিগ্রহঃ। তস্য হেয়ত্বার্থমাহ—**বিষয়স্যেতি**। ষিঞ্ বন্ধনে, বিসিনোতি বধ্নাতি ইতি বিষয়ঃ তস্য ইত্যর্থঃ।

আত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসো মিথ্যা ভবতু, অনাত্মনি আত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ কিং ন স্যাৎ? "অহং স্ফুরামি, সুখী" ইত্যাদ্যনুভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—**তদ্বিপর্য্যয়েণেতি।** তস্মাদ-

ভাবদীপিকা

অর্থ যে অনাত্মা, তাহারই প্রাধান্য থাকে, যেহেতু কর্তৃত্বটী অনাত্মবস্তু যে অহঙ্কার, তাহারই ধর্ম্ম, প্রত্যগাত্মার নহে। ['প্রত্যগাত্মা' দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মা।] আর "আমি ব্রহ্ম" এইপ্রকার ব্যবহারকালে, অস্মৎ শব্দের অর্থ যে প্রত্যগাত্মা, তাহারই প্রাধান্য থাকে, কারণ ব্রহ্মশব্দের দ্বারা অকর্ত্তা চিদ্‌বস্তুকে বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে—"আমি কর্ত্তা" এবং "আমি ব্রহ্ম" উভয়স্থলেই চিদচিৎ গ্রন্থিবোধক 'আমি' এই শব্দের ব্যবহার হইলেও, একত্র চিদংশের প্রাধান্য থাকে, অন্যত্র অচিৎ অর্থাৎ জড়াংশের প্রাধান্য থাকে। ইহাই হইল ব্যবহারতঃ বিরোধ। এই প্রকার বিরোধ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য—আত্মা এবং অনাত্মা, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে অধ্যাসের অসম্ভাবনা প্রদর্শন।

আর কেহ কেহ যে বলেন—ভাষ্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ না করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে, কারণ "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" হইতে 'ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ" পর্য্যন্ত ভাষ্যগ্রন্থে সর্ব্ব অনর্থরহিত শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন প্রত্যগাত্মা স্মৃত হইয়াছেন বলিয়া বস্তুতঃ স্মরণাত্মক মঙ্গলাচরণ সিদ্ধই হইয়াছে। আবার, অপরে যে বলেন—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১) এই সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত এই অধ্যাসভাষ্যের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই অধ্যাসভাষ্যটী ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের অন্তর্গত নহে, ইত্যাদি। তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ অধ্যাস সিদ্ধির দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নাত্মনো বিপর্য্যয়ো বিরুদ্ধস্বভাবশ্চৈতন্যম্, ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। চৈতন্যাত্মনা বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাং চ যোঽহঙ্কারাদৌ বিষয়েঽধ্যাসঃ, স মিথ্যেতি—নাস্তীতি ভবিতুং যুক্তম, অধ্যাসসামগ্র্যভাবাৎ। নহি অত্র পূর্ব্বপ্রমাহিতসংস্কারঃ সাদৃশ্যম্ অজ্ঞানং বা অস্তি। নিরবয়বনির্গুণস্বপ্রকাশাত্মনি গুণাবয়বসাদৃশ্যস্য চ অজ্ঞানস্য চাযোগাৎ।

ননু আত্মনঃ নির্গুণত্বে 'তদ্ধর্ম্মাণাম্' ইতি ভাষ্যং কথমিতি চেৎ ? উচ্যতে—বুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তং চৈতন্যং জ্ঞানম, বিষয়াভেদেন অভিব্যক্তং স্ফুরণম, শুভকর্ম্মজন্যবৃত্তিব্যক্তমানন্দ ইত্যেবং বৃত্ত্যুপাধিকৃতভেদাৎ জ্ঞানাদীনামাত্মধর্ম্মত্বব্যপদেশঃ। তদুক্তং টীকায়াম্—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি সন্তি ধর্ম্মা অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিব অবভাসন্তে" ইতি। অতো নির্গুণব্রহ্মাত্মত্বমতে "অহং করোমি" ইতি প্রতীতেরর্থস্য চ অধ্যাসত্বাযোগাৎ প্রমাত্বম্, সত্যত্বঞ্চ। "অহং নরঃ" ইতি সামানাধিকরণ্যস্য গৌণত্বমিতি মতমাস্থেয়ম্। তথা চ বন্ধস্য সত্যতয়া জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিরূপফলাসম্ভবাৎ, বদ্ধমুক্তয়োঃ জীবব্রহ্মণোঃ ঐক্যাযোগেন বিষয়াসম্ভবাৎ শাস্ত্রং ন আরম্ভণীয়মিতি পূর্ব্বপক্ষভাষ্যতাৎপর্য্যম্। যুক্তগ্রহণাৎ পূর্ব্বপক্ষস্য দুর্ব্বলত্বং সূচয়তি। (ইতি অধ্যাসপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থঃ।)

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[১৫পৃঃ] তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চ অধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেন অত্যন্তবিবিক্তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্," "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ।

ভাষ্যানুবাদ

[অনাদি লোকব্যবহারদৃষ্টে অধ্যাসসিদ্ধি]

[এক্ষণে অধ্যাসের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু] তাহাহইলেও, পরস্পরের উপর পরস্পরের স্বরূপকে এবং পরস্পরের ধর্ম্মকে অধ্যাস করিয়া পরস্পরের অবিবেকবশতঃ (—আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ) অত্যন্ত বিবিক্ত যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী (—পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন যে জড়ত্ব ও চেতনত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয় এবং যথাক্রমে তাহাদের ধর্ম্মী যে অনাত্ম এবং আত্মরূপ ধর্ম্মিদ্বয়।) তাহাদের মিথ্যা অজ্ঞানবশতঃ (—অজ্ঞানরূপ মিথ্যা অনির্ব্বচনীয় বস্তুটী পরিণামী

ভাবদীপিকা

সিদ্ধ না হইলে, ব্রহ্মবিচারোত্থজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষই সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যাসভাষ্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের অন্তর্ভুক্তই হয়।

(২) **অধ্যাস**—যে বস্তু যাহা নহে, তাহা যে সেইরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই অধ্যাস বা ভ্রম বলে। যেমন রজ্জু, সর্প নহে কিন্তু তথাপি যে তাহা সর্পরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই অধ্যাস। ইহা ভাষ্যমধ্যেই পরে আলোচিত হইবে।

(৩) আত্মা নির্দ্ধর্ম্মক হইলেও অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ উপাধিবশতঃ সেই বৃত্তিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ যে জ্ঞান এবং শুভকর্ম্মবশতঃ অন্তঃকরণবৃত্তিতে অভিব্যক্ত যে আনন্দ প্রভৃতি, তাহাদিগকে আত্মার ধর্ম্ম বলা হইতেছে।

(৪) এখানে এই মিথ্যা শব্দটীর দ্বারা অপহ্নব অর্থাৎ নিষেধ বুঝাইতেছে কিন্তু অনির্ব্বচনীয়তা বুঝাইতেছেনা। তাহাতে এইস্থলে ভাষ্যের অর্থ হইবে, "যদিও অধ্যাস হইতে পারে না," ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তথাহি—কিমধ্যাসস্য নাস্তিত্বম্ অযুক্তত্বাৎ, অভানাৎ বা, কারণাভাবাৎ বা ? আদ্য ইষ্ট ইত্যাহ—**তথাপীতি**। এতদনুরোধাদাদৌ যদ্যপীতি পঠিতব্যম্। অধ্যাসস্য অসঙ্গস্বপ্রকাশাত্মনি অযুক্তত্বমলঙ্কার ইতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**অয়মিতি**। "অজ্ঞঃ কর্ত্তা

ভাষ্যানুবাদ

উপাদান কারণরূপে থাকে বলিয়া) সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত (১) করিয়া "এই আমি," "ইহা আমার"—এই প্রকার নৈসর্গিক (—স্বাভাবিক, অনাদি) এই লোক-ব্যবহার হইয়া থাকে (২)।

ভাবদীপিকা

(১) "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য—সত্য ও মিথ্যাকে একীভূত করিয়া"—এইস্থলে "মিথুনীকৃত্য" এই শব্দটীর অর্থও হয় "অধ্যাস করিয়া"; কারণ সত্যস্বরূপ যে চিদ্‌বস্তু, অনাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত তাহার সংসর্গাধ্যাস হয় এবং মিথ্যা যে বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মজড়বস্তু, চিদ্‌বস্তুর সহিত তাহার স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস হয়। এইপ্রকারে অধ্যাস ব্যতিরেকে সত্য ও মিথ্যা বস্তুর একীভাব হয় না। তাহাতে শঙ্কা হয়—"মিথুনীকৃত্য" এই পদটির অর্থও যদি 'অধ্যস্য' অর্থাৎ অধ্যাস করিয়া—এইরূপ হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যোক্ত 'অধ্যস্য' পদটীতে যে পূর্ব্বকালবাচী 'ল্যপ্‌' প্রত্যয় হইয়াছে, তাহা তাৎপর্য্যহীন হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায়—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাস, সংস্কারের দ্বারা উত্তরোত্তর অধ্যাসের প্রতি কারণ হয়" ইহাই উক্ত 'ল্যপ্‌' প্রত্যয়ের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ শঙ্কার কোন হেতু নাই, ইত্যাদি।

(২) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—'আমি' এবং 'তুমি' অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মা অর্থাৎ চেতন ও জড় এই দুইটী পদার্থ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, তাহারা কদাপি অভিন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ চেতন কখনও জড় হইতে পারে না এবং জড়ও কদাপি চেতন হইতে পারে না। আর এই কারণবশতঃই চেতন ও জড়ের ধর্ম্মসকলের পরস্পর বিনিময় সম্ভব হয় না—অর্থাৎ চেতনের ধর্ম্ম যে প্রকাশরূপতা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মনুষ্যঃ অহম্' ইতি প্রত্যক্ষানুভবাৎ অধ্যাসস্য অভানম্ অসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন চেদং প্রত্যক্ষং কর্ত্তৃত্বাদৌ প্রমেতি বাচ্যম্। অপৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষেণ উপক্রমাদিলিঙ্গাবধৃততাৎপর্য্যেণ চ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যাদিবাক্যেন অকর্ত্তৃত্বব্রহ্মত্ববোধনেন অস্য ভ্রমত্বনিশ্চয়াৎ। ন চ জ্যেষ্ঠপ্রত্যক্ষবিরোধাৎ আগমজ্ঞানস্যৈব বাধ ইতি বাচ্যম্, দেহাত্মবাদপ্রসঙ্গাৎ; "মনুষ্যঃ অহম্" ইতি প্রত্যক্ষবিরোধেন "অথায়মশরীরঃ" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইত্যাদিশ্রুত্যা দেহাদন্যাত্মা অসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ "ইদং রজতম্" ইতিবৎ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বশঙ্কাকলঙ্কিতস্য ন আগমাৎ প্রাবল্যমিত্যাস্থেয়ম্। কিঞ্চ, জ্যেষ্ঠত্বং পূর্ব্বভাবিত্বং বা, আগমজ্ঞানং প্রত্যুপজীব্যত্বং বা? আদ্যে ন প্রাবল্যম্, জ্যেষ্ঠস্যাপি রজতভ্রমস্য পশ্চাদ্‌ভাবিনা শুক্তিজ্ঞানেন বাধদর্শনাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, আগমজ্ঞানোৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাদিমূলবৃদ্ধব্যবহারে সঙ্গতিগ্রহদ্বারা, শব্দোপলব্ধিদ্বারা

ভাবদীপিকা

অপরিণামিতা প্রভৃতি, তাহারা কখনও জড় বস্তুর ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং অন্তঃকরণরূপ জড়বস্তুর ধর্ম্ম যে জড়তা, দুঃখ, শোক ও অজ্ঞান প্রভৃতি, তাহারাও চেতনের ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ ধর্ম্ম কদাপি ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এইহেতু অধ্যাসও কোনরূপেই সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ যুক্তির দ্বারা এইপ্রকার প্রতিভাত হইলেও, লোকব্যবহারে ইহার বিপরীতভাবই উপলব্ধ হয়। লোকব্যবহারে দেখা যায় যে—আত্মা ও অনাত্মা এই ধর্ম্মী দুইটীর স্বরূপকে পরস্পরের উপর আরোপ করিয়া ব্যবহার করা হয়, যথা—"আমি শরীর" এইরূপ আমরা বুঝিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি। তত্ত্বতঃ কিন্তু 'আমি' শব্দে শরীরভিন্ন চেতন আত্মাকে বুঝায় ও "শরীর" শব্দে অনাত্মা জড়বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু তাহাহইলেও এই আত্ম এবং অনাত্মরূপ ধর্ম্মী দুইটিকে পরস্পরের উপর আরোপ করিয়া "আমি শরীর", "চেতন শরীর" ইত্যাদি এইপ্রকার জ্ঞান ও ব্যবহার হয়। এইপ্রকার যে অধ্যাস, তাহাকে ধর্ম্মীর অধ্যাস বলা হয়। ভগবান্ ভাষ্যকার ভাষ্যমধ্যে "অহমিদম্" এইরূপে এই ধর্ম্মীর অধ্যাসের কথাই বলিয়াছেন। আবার "আমি শরীর" ইহার ন্যায়, "আমার শরীর" এইপ্রকার জ্ঞান ও ব্যবহারও হয়। এইপ্রকার অধ্যাসকে ধর্ম্মের অধ্যাস বলা হয়। ভাষ্যমধ্যে "মমেদম্" এইরূপে এই ধর্ম্মের অধ্যাসের কথা বলা হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

চ প্রত্যক্ষাদেঃ ব্যাবহারিকপ্রামাণ্যস্য উপজীব্যত্বেঽপি তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যস্য অনপেক্ষিতত্বাৎ, অনপেক্ষিতাংশস্য আগমেন বাধসম্ভবাৎ ইতি।

যত্তু ক্ষণিকযাগস্য শ্রুতিবলাৎ কালান্তরভাবিফলহেতুত্ববৎ "তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ" (মুঃ ৩।২।৪) ইতি শ্রুতিবলাৎ সত্যস্যাপি জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিসম্ভবাৎ অধ্যাসবর্ণনং ব্যর্থমিতি, তন্ন, জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্ত্যস্য ক্বাপি সত্যত্বাদর্শনাৎ, সত্যস্য চাত্মনো নিবৃত্ত্যদর্শানাচ্চ; অযোগ্যতানিশ্চয়ে সতি সত্যবন্ধস্য জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিশ্রুতের্বোধকত্বাযোগাৎ। ন চ সেতুদর্শনাৎ সত্যস্য পাপস্য নাশদর্শনাৎ ন অযোগ্যতানিশ্চয় ইতি বাচ্যম্, তস্য শ্রদ্ধানিয়মাদিসাপেক্ষজ্ঞাননাশ্যত্বাৎ। বন্ধস্য চ "নান্যঃ পন্থা" (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানমাত্রাৎ নিবৃত্তিপ্রতীতেঃ। অতঃ শ্রুতজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বনির্বাহার্থম্ অধ্যস্তত্বং বর্ণনীয়ম্। কিঞ্চ, জ্ঞানৈকনিবর্ত্ত্যস্য কিং নাম সত্যত্বম্? ন তাবৎ অজ্ঞানাজন্যত্বম্। "মায়াং তু প্রকৃতিম্" (শ্বেঃ ৪।১০) ইতি শ্রুতিবিরোধাৎ, মায়াবিদ্যয়োরৈক্যাৎ। নাপি স্বাধিষ্ঠানে স্বাভাবশূন্যত্বম্, "অস্থূলম্" (বৃঃ ৩।৮।৮) ইত্যাদিনিষেধশ্রুতিবিরোধাৎ। নাপি ব্রহ্মবৎ বাধাযোগ্যত্বম্, জ্ঞানাৎ নিবৃত্তিশ্রুতিবিরোধাৎ। অথ ব্যবহারকালে বাধশূন্যত্বম্, তর্হি ব্যাবহারিকমেব সত্যত্বম ইতি আগতমধ্যস্তত্বম্। তচ্চ শ্রুত্যর্থে যোগ্যতাজ্ঞানার্থং বর্ণনীয়মেব, যাগস্য অপূর্ব্বদ্বারত্ববৎ।

ভাবদীপিকা

যাহাহউক, এই অধ্যাসকে প্রথমতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা—১। **অর্থাধ্যাস** (অর্থ=বিষয়) ও ২। **জ্ঞানাধ্যাস**। শুক্তিকাতে যে অনির্ব্বচনীয় রজতের উৎপত্তি হয়, ঐ রজতকে অর্থাধ্যাস (—অধ্যস্ত অর্থ) বলে এবং ঐ অধ্যস্ত রজতের জ্ঞানকে জ্ঞানাধ্যাস (—অধ্যস্ত জ্ঞান) বলে। তদ্রূপ "আমি শরীর" এইপ্রকার অভিমানের যেটা বিষয়, তাহাকে অর্থাধ্যাস এবং "আমি শরীর" এইপ্রকার জ্ঞানটীকে জ্ঞানাধ্যাস বলে।

এখানে ভাষ্যমধ্যে **ধর্ম্মীর অধ্যাস** এবং **ধর্ম্মের অধ্যাস** আলোচিত হইয়াছে। ইহারা অর্থাধ্যাসের অন্তর্ভূক্ত। ধর্ম্মীর অধ্যাসের বিষয় উপরে মোটামুটী বলা হইয়াছে। ইহাতে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের একত্বজ্ঞান হয়, যথা—"আমি শরীর", ইত্যাদি। এক ধর্ম্মীর স্বরূপ অপর ধর্ম্মীতে অধ্যস্ত হয় বলিয়া বা এক ধর্ম্মীর তাদাত্ম্য (—তৎস্বরূপতা) অপর ধর্ম্মীতে প্রতিভাত হয় বলিয়া ইহাকে স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাসও বলা হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে—ধর্ম্মিদ্বয় যদি আত্মা ও অনাত্মা হয়, তবে অনাত্মরূপ ধর্ম্মীর যখন আত্মাতে অধ্যাস হয়, যথা —"আমি শরীর", তখন তাহাকে স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাস বলা হয়; কিন্তু আত্মবস্তুর অধ্যাস অনাত্মবস্তুতে হইলে, যথা—"শরীরই আমি", তাহাকে সংসর্গাধ্যাস বা সম্বন্ধাধ্যাস বলা হয়। এইস্থলে স্বরূপাধ্যাস স্বীকার করিলে আত্মবস্তু মিথ্যা হইয়া পড়িবে; কারণ অধ্যস্তবস্তু-মাত্রই মিথ্যা। আত্মা কিন্তু মিথ্যাবস্তু নহে। সংসর্গাধ্যাসে আত্মা অধ্যস্ত হন না কিন্তু আত্ম এবং অনাত্মবস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটী মিথ্যা সম্বন্ধের ভানমাত্র হয়, সেইহেতু আত্মবস্তু আর মিথ্যা হইয়া

ভাষ্যরত্নপ্রভা

-ন চ 'তদনন্যত্বাধিকরণে' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) তস্য বর্ণনাৎ পৌনরুক্ত্যম্। তত্র উক্তাধ্যাসস্যৈব প্রবৃত্ত্যঙ্গবিষয়াদিসিদ্ধ্যর্থমাদৌ স্মার্য্যমাণত্বাদিতি দিক্।

অধ্যাসং দ্বেধা দর্শয়তি—**লোকব্যবহার ইতি**। লোক্যতে মনুষ্যোঽহমিত্যভিমন্যতে ইতি লোকঃ অর্থাধ্যাসঃ। তদ্বিষয়ো ব্যবহারোঽভিমান ইতি জ্ঞানাধ্যাসো দর্শিতঃ। দ্বিবিধা-ধ্যাসস্বরূপলক্ষণমাহ—**অন্যোন্যস্মিন্** ইত্যাদিনা **ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ** ইত্যন্তেন। জাড্যচৈতন্যাদিধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণৌ অহঙ্কারাত্মানৌ, তয়োরত্যন্তং ভিন্নয়োঃ ইতরেতরভেদাগ্রহেণ অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যতাদাত্ম্যম্ অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চ ব্যত্যাসেন অধ্যস্য লোকব্যবহার ইতি যোজনা। অতঃ "সঃ অয়ম্" ইতি প্রমায়া ন অধ্যাসত্বম্, তদিদমর্থয়োঃ কালভেদেন কল্পিতভেদে অপি অত্যন্তভেদাভাবাৎ ইতি বক্তুম্ অত্যন্তেত্যুক্তম্। ন চ ধর্ম্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসে ধর্ম্মাধ্যাসসিদ্ধেঃ 'ধর্ম্মাংশ্চ' ইতি ব্যর্থমিতি বাচ্যম্। অন্ধত্বাদীনামিন্দ্রিয়ধর্ম্মাণাং ধর্ম্ম্যধ্যাসাস্ফুটত্বে অপি অন্ধোঽহমিতি, স্ফুটো অধ্যাস ইতি জ্ঞাপনার্থত্বাৎ। নন্বাত্মানাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যস্তত্বে শূন্যবাদঃ স্যাদিতি আশঙ্ক্য আহ—**সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যেতি**। সত্যমনিদং চৈতন্যম্, তস্য অনাত্মনি সংসর্গমাত্রাধ্যাসো ন স্বরূপস্য। অনৃতঃ যুষ্মদর্থঃ, তস্য স্বরূপতোঽপি অধ্যাসাৎ তয়োর্মিথুনীকরণ মধ্যাস ইতি ন শূন্যতেত্যর্থঃ।

ননু অধ্যাসমিথুনীকরণলোকব্যবহারশব্দানামেকার্থত্বে অধ্যস্য মিথুনীকৃত্যেতি পূর্ব্বকালত্ববা-চিক্ত্বাপ্রত্যয়াদেশস্য ল্যপঃ কথং প্রয়োগ ইতি চেৎ? ন, অধ্যাসব্যক্তিভেদাৎ। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্বা-

ভাবদীপিকা

পড়ে না। আর ধর্ম্মিদ্বয় অনাত্মবস্তু হইলে, সেখানে মাত্র স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ ধর্ম্মীর অধ্যাসই হয়। শুক্তিরজতাদি স্থলে এইপ্রকার স্বরূপাধ্যাস বা তাদাত্ম্যাধ্যাসই হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের অধ্যাস—ইহাতে ধর্ম্মিদ্বয়ের ভেদজ্ঞান হয়, যথা—"আমার শরীর"। এইপ্রকার অধ্যাসে প্রথমে ধর্ম্মীর অধ্যাস হয়, পরে ধর্ম্মের অধ্যাস হয়। ধর্ম্মাধ্যাসে যখন "আমার শরীর" এইপ্রকার জ্ঞান হয়, তখন প্রথমেই শুদ্ধচেতনে অন্তঃকরণের স্বরূপাধ্যাস এবং অন্তঃকরণে শুদ্ধচেতনের সংসর্গাধ্যাস হয়। ইহাই হইল ধর্ম্মীর অধ্যাস। এইপ্রকারে ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পরের অধ্যাসের ফলে 'আমি' এইপ্রকার একটী জ্ঞান হয়। এই যে 'আমি', ইহা শরীরকেও বুঝায় না এবং শুদ্ধচৈতন্যকেও বুঝায় না, কিন্তু "তপ্ত লৌহপিণ্ড" বলিলে যেমন তাহা "লৌহপিণ্ড" বা বহ্নি কাহাকেও না বুঝাইয়া তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী লৌহ এবং বহ্ন্যাত্মক একটী বিশিষ্টবস্তুকে বুঝায়, এখানেও তদ্রূপ অন্তঃকরণ ও শুদ্ধচৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী "আমি" এইরূপ একটী চিৎ ও জড়াত্মক প্রাতিভাসিক বস্তুমাত্রকে বুঝায়। অনন্তর এই 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে, অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিবশতঃ স্বামিত্বরূপ একটী ধর্ম্ম এবং ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর সমীপবর্ত্তী যে শরীররূপ ধর্ম্মী, তাহাতে 'স্বত্ব'রূপ একটী ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। পরে অজ্ঞানের ঐ বিক্ষেপশক্তিবশতঃই দেহের ধর্ম্ম যে 'স্বত্ব' বা 'নিজত্ব', তাহা ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে এবং ঐ 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে 'স্বামিত্ব' তাহা, শরীররূপ ধর্ম্মীতে আরোপিত হয়। এইপ্রকারে ধর্ম্মিদ্বয়ের পরস্পরের উপর পরস্পরের ধর্ম্মের আরোপ হওয়াতেই 'আমার শরীর' এইপ্রকার জ্ঞান হয়। এইরূপে 'আমি

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ধ্যাসস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসং প্রতি সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালত্বেন হেতুত্বদ্যোতনার্থং ল্যপঃ প্রয়োগঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—**নৈসর্গিক ইতি**। প্রত্যগাত্মনি হেতুহেতুমদ্ভাবেন অধ্যাসপ্রবাহঃ অনাদিঃ ইত্যর্থঃ। নন্ধু প্রবাহস্য অবস্তুত্বাদধ্যাসব্যক্তীনাং সাদিত্বাৎ কথমনাদিত্বমিতি চেৎ? উচ্যতে—অধ্যাসত্বাবচ্ছিন্নব্যক্তীনাং মধ্যে অন্যতময়া ব্যক্ত্যা বিনা অনাদিকালস্য অবর্ত্তনং, কার্য্যানাদিত্বমিত্যঙ্গীকারাৎ। এতেন কারণাভাবাদিতি কল্পো নিরস্তঃ। সংস্কারস্য নিমিত্তস্য নৈসর্গিকপদেন উক্তত্বাৎ। ন চ পূর্ব্বপ্রমাজন্য এব সংস্কারো হেতুরিতি বাচ্যম্। লাঘবেন পূর্ব্বানুভবজন্যসংস্কারস্য হেতুত্বাৎ। অতঃ পূর্ব্বাধ্যাসজন্যঃ সংস্কারঃ অস্তি ইতি সিদ্ধম্।

অধ্যাসস্য উপাদানমাহ—**মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত** ইতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চ মিথ্যাজ্ঞানং, তৎ নিমিত্তম্ উপাদানং যস্য সঃ তন্নিমিত্তস্তদুপাদানক ইত্যর্থঃ। অজ্ঞানস্য উপাদানত্বে অপি সংস্ফুরদাত্মতত্ত্বাবরকতয়া দোষত্বেন অহঙ্কারাধ্যাসকর্ত্তুঃ ঈশ্বরস্য উপাধিত্বেন সংস্কার-কালকর্ম্মাদিনিমিত্তপরিণামিত্বেন চ নিমিত্তত্বমিতি দ্যোতয়িতুং নিমিত্তপদম্। স্বপ্রকাশাত্মনি অসঙ্গে কথমবিদ্যাসঙ্গঃ সংস্কারাদিসামগ্র্যভাবাৎ ইতি শঙ্কানিরাসার্থং মিথ্যাপদম্। প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডমণ্ডলে পেচকানুভবসিদ্ধান্ধকারবৎ "অহমজ্ঞঃ" ইত্যনুভবসিদ্ধমজ্ঞানং দুরপহ্নবম্; কল্পিতস্য অধিষ্ঠানাস্পর্শিত্বাৎ, নিত্যস্বরূপজ্ঞানস্য অবিরোধিত্বাচ্চেতি। যদ্বা, অজ্ঞানং জ্ঞানাভাব ইতি শঙ্কানিরাসার্থং মিথ্যাপদম্। "মিথ্যাত্বে সতি সাক্ষাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বম্" অজ্ঞানস্য লক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানপদেন উক্তম্। জ্ঞানেন ইচ্ছাপ্রাগভাবঃ সাক্ষান্নিবর্ত্ত্যতে ইতি বদন্তং প্রতি মিথ্যাত্বে সতীত্যুক্তম্।

ভাবদীপিকা

শরীর' এই প্রকার ধর্ম্মীর অধ্যাসের পর 'আমার শরীর' এইপ্রকার ধর্ম্মের অধ্যাস হইয়া থাকে। 'আমার অন্ধত্ব', 'আমার খঞ্জত্ব', ইত্যাদি ধর্ম্মাধ্যাসের জ্ঞানও এইরূপেই হয়। এতাদৃশস্থলে ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে স্বত্বস্থানীয় অন্ধত্ব, তাহা 'আমি'রূপ ধর্ম্মীতে এবং 'আমি'রূপ ধর্ম্মীর ধর্ম্ম যে স্বামিত্ব, তাহা ইন্দ্রিয়রূপ ধর্ম্মীতে অধ্যস্ত হয়। যেখানে 'আমি অন্ধ' এই প্রকার জ্ঞান হয়,সেখানেও এই ধর্ম্মের অধ্যাসই হয়, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মীর অধ্যাসাংশ পরিস্ফুট হয় না মাত্র। যাহাহউক লক্ষ্য করিতে হইবে যে—ধর্ম্মীর অধ্যাসস্থলে ধর্ম্মিদ্বয় অর্থাৎ অধিষ্ঠান ও আরোপ্য [যথা—শুক্তিকা ও রজত] এই দুইটীই অভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের অধ্যাসস্থলে ধর্ম্মিদ্বয়ের মধ্যে মাত্র একটী অনির্ব্বচনীয় সংসর্গের (---সম্বন্ধের) অধ্যাস হয়। বিশেষ এই যে— ধর্ম্মের অধ্যাসস্থলে নিয়মিতভাবে সংসর্গাধ্যাসই হয়, আর ধর্ম্মীর অধ্যাসস্থলে অনাত্মাতে আত্মবস্তুর অধ্যাস হইলেই সংসর্গাধ্যাস হয়, অন্যথা স্বরূপাধ্যাস হয়, ইহাই প্রভেদ। অধ্যাসের নানাপ্রকার বিভাগ ও উপবিভাগ আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

এইরূপে অনাদিলোকব্যবহারদৃষ্টে অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইল যে, অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারোত্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান ও তজ্জন্য অনাদি অধ্যাসের নিবৃত্তি হয়। আর তাহা নিবৃত্ত হইলে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্র আরম্ভণীয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যবন্ধে অতিব্যাপ্তিনিরাসায় সাক্ষাদিতি। "অনাদ্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বং" বা লক্ষণম্। ব্রহ্মনিরাসার্থং মিথ্যাত্বমিতি। মৃদাদিনিরাসার্থমনাদীতি। অবিদ্যাত্মনোঃ সম্বন্ধনিরাসার্থম্ উপাদানত্বে সতীতি।

সম্প্রতি অধ্যাসং দ্রঢ়য়িতুমভিলপতি—**অহমিদং মমেদমিতি ।** আধ্যাত্মিক-কার্য্যাধ্যাসেষু অহমিতি প্রথমঃ অধ্যাসঃ। ন চ অধিষ্ঠানারোপ্যাংশদ্বয়ানুপলম্ভাৎ ন অয়মধ্যাসঃ ইতি বাচ্যম্। "অয়ো দহতি" ইতিবৎ "অহমুপলভে" ইতি দৃক্দৃশ্যাংশয়োরুপলম্ভাৎ। ইদংপদেন ভোগ্যঃ সংঘাত উচ্যতে। অত্র "অহমিদম্" ইত্যনেন "মনুষ্যোঽহম্" ইতি তাদাত্ম্যাধ্যাসো দর্শিতঃ। "মমেদং শরীরম্" ইতি সংসর্গাধ্যাসঃ। ননু দেহাত্মনোস্তাদাত্ম্যমেব সংসর্গ ইতি তয়োঃ কো ভেদঃ ইতি চেৎ ? সত্যম্। সত্যৈক্যে সতি মিথো ভেদস্তাদাত্ম্যম্। তত্র "মনুষ্যঃ অহম্" ইতি ঐক্যাংশ-ভানম্, "মমেদম্" ইতি ভেদাংশরূপসংসর্গভানমিতি ভেদঃ। এবং সামগ্রীসত্ত্বাৎ অনুভবসত্ত্বাৎ অধ্যাসঃ অস্তি ইতি অতঃ ব্রহ্মাত্মৈক্যে বিরোধাভাবেন বিষয়প্রয়োজনয়োঃ সত্ত্বাৎ শাস্ত্রম্ আরম্ভ-ণীয়মিতি সিদ্ধান্তভাষ্যতাৎপর্য্যম্। (ইতি অধ্যাসসিদ্ধান্তগ্রন্থঃ)

এবং চ সূত্রেণ অর্থাৎ সূচিতে বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদ্য তদ্‌হেতুমধ্যাসং লক্ষণসম্ভাবনা-প্রমাণৈঃ সাধয়িতুং লক্ষণং পৃচ্ছতি—**আহেতি ।** কিংলক্ষণকঃ অধ্যাস ইত্যাহ—পূর্ব্ববাদী ইত্যর্থঃ। অস্য শাস্ত্রস্য তত্ত্বনির্ণয়প্রধানত্বেন বাদকথাত্বদ্যোতনার্থম্ আহ ইতি পরোক্তিঃ। "আহ" ইত্যাদি "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি" ইত্যতঃ প্রাগ্ অধ্যাসলক্ষণপরং ভাষ্যম্। তদারভ্য সম্ভাবনা-পরম্, "তমেতমবিদ্যাখ্যম্" ইত্যারভ্য "সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ" ইত্যন্তং প্রমাণপরম্ ইতি বিভাগঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[২৩ পৃঃ] **আহ কঃ অয়ম অধ্যাসঃ নাম ইতি ।১ উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ ।২** [৩৫ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসের লক্ষণ, অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ]

পূর্ব্ববাদী বলেন—এই অধ্যাস নামক বস্তুটী কি ? ১ তদুত্তরে বলা হইতেছে—ইহা স্মৃতিরূপ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাস (১)।২

ভাবদীপিকা

(১) ভগবান্ ভাষ্যকার এই অধ্যাসলক্ষণে অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাস, এই উভয়প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন। এই উভয়প্রকার অধ্যাসে এই বাক্যটীর সামঞ্জস্য এইরূপ—

অর্থাধ্যাসপক্ষে—"স্মৃতিরূপঃ" পদের অর্থ—"স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ" অর্থাৎ 'যাহাকে স্মরণ করা যায় তাহাই স্মৃতি,' এই অর্থে স্মৃ+কর্ম্মবাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া এই স্মৃতি-পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাহাতে 'স্মৃতিঃ' এই পদটীর অর্থ হয়, স্মর্য্যমাণ বস্তু। "সেই স্মর্য্যমাণ বস্তুর রূপের ন্যায় রূপ যাহার" এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাস করিয়া "স্মৃতিরূপঃ" এই পদটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে "স্মৃতিরূপঃ" এই পদটীর অর্থ হয়—"স্মর্য্যমাণ [ব্যাবহারিক সর্পাদি] পদার্থের ন্যায় যাহার রূপ সেই [প্রাতিভাসিক] পদার্থটী" অর্থাৎ 'স্মর্য্যমাণ [ব্যাবহারিক সর্পাদি] পদার্থের সদৃশ কোন [প্রাতিভাসিক] বস্তু। "পরত্র" ইহার অর্থ অন্য অধিকরণে অর্থাৎ নিজের অত্যন্তাভাবের অধিকরণে, ফলতঃ যে অধিকরণে যে থাকে না সেই অধিকরণে। "পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—দৃশ্ধাতু ভাববাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'দৃষ্টঃ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ "দর্শন" অর্থাৎ জ্ঞান। আর "অবভাস্যতে ইতি অবভাসঃ" অর্থাৎ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

লক্ষণমাহ—**উচ্যতে স্মৃতিরূপ ইতি ।** অধ্যাস ইত্যনুষঙ্গঃ । অত্র "পরত্র অবভাসঃ" ইত্যেব লক্ষণম, শিষ্টং পদদ্বয়ং তদুপপাদনার্থম্। তথাহি—অবভাস্যতে ইতি অবভাসঃ রজতাদ্যর্থঃ, তস্য অযোগ্যমধিকরণং পরত্রপদার্থঃ। অধিকরণস্য অযোগ্যত্বম আরোপ্যাত্যন্তাভাবত্বম্ তদ্বত্ত্বং বা ? তথা চ একাবচ্ছেদেন স্বসংসৃজ্যমানে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বমধ্যস্তত্বমিত্যর্থঃ। ইদং চ সাত্মনাত্মধ্যাসসাধারণং লক্ষণম্। সংযোগে অতিব্যাপ্তিনিরাসায় একাবচ্ছেদেনেতি। সংযোগস্য স্বসংসৃজ্যমানে বৃক্ষে স্বাত্যন্তাভাববতি অবভাস্যত্বে অপি স্বস্বাত্যন্তাভাবয়োর্ম্‌লাগ্রাবচ্ছেদকভেদাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ। পূর্ব্বং স্বাভাববতি ভূতলে পশ্চাদানীতো ঘটো ভাতীতি ঘটেঽতিব্যাপ্তিনিরাসায় স্বসংসৃজ্যমানে ইতি পদম্। তেন স্বাভাবকালে প্রতিযোগিসংসর্গস্য বিদ্যমানতা উচ্যতে ইতি নাতিব্যাপ্তিঃ। ভূত্বাবচ্ছেদেন অবভাস্যগন্ধে অতিব্যাপ্তিবারণায় স্বাত্যন্তাভাববতীতি পদম্। শুক্তৌ ইদন্ত্বাবচ্ছেদেন রজতসংসর্গকালে অত্যন্তাভাবোঽস্তি ইতি ন অব্যাপ্তিঃ। ননু অস্য লক্ষণস্য অসম্ভবঃ, শুক্তৌ রজতস্য সামগ্র্যভাবেন সংসর্গাসত্ত্বাৎ । ন চ স্মর্য্যমাণসত্যরজতস্যৈব

ভাবদীপিকা

যাহা অবভাসিত হয় তাহাই অবভাস" এই অর্থে, অব+ভাস্+কর্ম্মবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'অবভাসঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে 'অবভাসঃ পদটীর অর্থ হয়—"যাহা অবভাসিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয় তাহা"। অতঃপর "পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এইরূপে "৫মীতৎপুরুষ সমাস করিয়া এই পদটীর অর্থ হয়—'পূর্ব্বদর্শনজন্য সংস্কারদ্বারা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা। এইরূপে সমগ্র বাক্যটীর অর্থ হয়—"অন্য অধিকরণে অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিতে স্মর্য্যমাণ ব্যাবহারিক সর্পাদি পদার্থের ন্যায়, পূর্ব্বদর্শনজন্য সংস্কারদ্বারা যাহা অর্থাৎ যে প্রাতিভাসিক সর্পাদি বস্তু প্রকাশিত হয়, তাহাই অর্থাধ্যাস অর্থাৎ অধ্যস্ত অর্থ।

জ্ঞানাধ্যাস পক্ষে—"স্মৃতিরূপঃ" পদের অর্থ—"স্মরণম্ এব স্মৃতিঃ" অর্থাৎ 'স্মরণই স্মৃতি'—এই অর্থে স্মৃ+ভাববাচ্যে 'ক্তিন্' প্রত্যয় করিয়া স্মৃতিপদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে "স্মৃতিঃ" পদটীর অর্থ হয়—'স্মরণ'। "স্মরণের রূপের ন্যায় রূপ যাহার অর্থাৎ যে জ্ঞানের", এইপ্রকার বহুব্রীহি সমাসদ্বারা "স্মৃতিরূপঃ" পদটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে 'স্মৃতিরূপঃ' এই পদটীর অর্থ হয়—"স্মৃতিজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান"। "পরত্র" শব্দের অর্থ উপরেই কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই পদের "দৃষ্ট" শব্দটীর অর্থও পূর্ব্বের ন্যায় দর্শনই হইবে। আর অত্রস্থ "অবভাসঃ" পদটি,"অবভাসনম্ অবভাসঃ"—এইরূপে অব+ভাস্+ভাববাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহার অর্থ—"জ্ঞান।" অতঃপর "পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পরত্র শুক্তৌ অবভাস্যত্বেন অধ্যস্তত্বোক্তিরিতি বাচ্যম্, অন্যথাখ্যাতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যত আহ—**স্মৃতিরূপ ইতি।** স্মর্য্যতে ইতি স্মৃতিঃ—সত্যরজতাদিঃ, তস্য রূপমিব রূপমস্য ইতি স্মৃতিরূপঃ—স্মর্য্যমাণসদৃশ ইত্যর্থঃ। সাদৃশ্যোক্ত্যা স্মর্য্যমাণাৎ আরোপ্যস্য ভেদাৎ, ন অন্যথাখ্যাতিরিত্যুক্তং ভবতি। সাদৃশ্যমুপপাদয়তি—**পূর্ব্বদৃষ্টেতি।** দৃষ্টং দর্শনম্। সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাস্যতে ইতি পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তেন সংস্কারজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বং স্মর্য্যমাণারোপ্যয়োঃ সাদৃশ্যমুক্তং ভবতি, স্মৃত্যারোপয়োঃ সংস্কারজন্যত্বাৎ। ন চ সংস্কারজন্যত্বাৎ আরোপস্য স্মৃতিত্বাপত্তিরিতি বাচ্যম্। দোষসম্প্রয়োগজন্যত্বস্যাপি বিবক্ষিতত্বেন সংস্কারমাত্রজন্যত্বাভাবাৎ। অত্র সম্প্রয়োগশব্দেন অধিষ্ঠানসামান্যজ্ঞানমুচ্যতে, অহঙ্কারাধ্যাসে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগালাভাৎ। এবং চ দোষসম্প্রয়োগসংস্কারবলাৎ শুক্ত্যাদৌ রজতমুৎপন্নমস্তীতি পরত্র অবভাস্যত্বলক্ষণমুপপন্নমিতি স্মৃতিরূপপূর্ব্বদৃষ্টপদাভ্যামুপপাদিতম্। অন্যে তু "তাভ্যাং দোষাদিত্রয়জন্যত্বং কার্য্যাধ্যাসলক্ষণমুক্তম্" ইতি আহুঃ। অপরে তু—"স্মৃতিরূপঃ স্মর্য্যমাণসদৃশঃ, সাদৃশ্যং চ প্রমাণাজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বম্, স্মৃত্যারোপয়োঃ প্রমাণাজন্যত্বাৎ। পূর্ব্বদৃষ্টপদং তজ্জাতীয়পরম্, অভিনবরজতাদেঃ পূর্ব্বদৃষ্টত্বাভাবাৎ। তথা চ প্রমাণাজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বে সতি পূর্ব্বদৃষ্টজাতীয়ত্বং প্রাতীতিকাধ্যাসলক্ষণং তাভ্যামুক্তম্। পরত্রাবভাসশব্দাভ্যামধ্যাসমাত্রলক্ষণং ব্যাখ্যাতমেব। তত্র স্মর্য্যমাণগঙ্গাদৌ অভিনবঘটে চ অতিব্যাপ্তিনিরাসায় প্রমাণেত্যাদি পদদ্বয়ম্" ইতি আহুঃ। তত্র অর্থাধ্যাসে স্মর্য্যমাণসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাস্যতে ইতি যোজনা। জ্ঞানাধ্যাসে তু স্মৃতিসদৃশঃ পরত্র পূর্ব্বদর্শনাৎ অবভাস ইতি বাক্যং যোজনীয়মিতি সংক্ষেপঃ।

ভাবদীপিকা

এইরূপে ৫মীতৎপুরুষ সমাস করিয়া এই পদটির অর্থ হয়—[সংস্কার দ্বারা] পূর্ব্বদর্শনজন্য যে জ্ঞান হয়, তাহা। এইরূপে সমগ্র বাক্যটির অর্থ হয়—'অন্য অধিকরণে অর্থাৎ রজ্জু প্রভৃতিতে [ব্যাবহারিক সর্প প্রভৃতির] স্মৃতিজ্ঞানের সদৃশ যে জ্ঞানটী পূর্ব্বদর্শনপ্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ [সর্পাদির] পূর্ব্বানুভবজন্য সংস্কার প্রভৃতি হইতে হয়, তাহাই জ্ঞানাধ্যাস অর্থাৎ অধ্যস্ত জ্ঞান।

"সংস্কারজন্য" বলিয়া এই জ্ঞানটীকে স্মৃতিজ্ঞান বলা যায় না; কারণ স্মৃতির লক্ষণ—"সংস্কারমাত্রজন্য জ্ঞান"। এখানে দোষ, অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান ইত্যাদিও সংস্কারের সহিত কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এই জ্ঞানটী আর "সংস্কারমাত্রজন্য" হয় না।

রত্নপ্রভাকার বলেন—"পরত্রাবভাসঃ" এইটাই অধ্যাসের লক্ষণ; 'স্মৃতিরূপঃ' এবং 'পূর্ব্বদৃষ্টঃ' এই পদদ্বয় তাহার উপপাদনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ভামতীকার বলেন—"অবভাসঃ" এই পদটাই অধ্যাসের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, "স্মৃতিরূপঃ", "পূর্ব্বদৃষ্টঃ" ইত্যাদি পদগুলি তাহার উপব্যাখ্যান মাত্র। এইরূপে অর্থাধ্যাস এবং জ্ঞানাধ্যাসের লক্ষণ কথিত হইল।

[খ্যাতিবাদের বর্ণনারম্ভ। অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই সিদ্ধান্তসম্মত।]

এইরূপে ভগবান্ ভাষ্যকার স্বমতে অধ্যাসলক্ষণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের স্বরূপবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, এই অধ্যাস বা ভ্রম যে বিভিন্ন মতবাদিগণকর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য,— **"তং কেচিৎ"** ইত্যাদি পরবর্ত্তিভাষ্যে ভ্রমসম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সেই মতবাদ প্রাচীনমতে পাঁচপ্রকার, যথা—**"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা। তথাঽনির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্"**। তন্মধ্যে **'আত্মখ্যাতি'** সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মত। **'অসৎখ্যাতি'** শূন্যবাদী বৌদ্ধের মত। **'অখ্যাতি'** প্রভাকরের মত। **'অন্যথাখ্যাতি'** ন্যায় ও বৈশেষিকের মত। আর **'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিই'** সিদ্ধান্তসম্মত। এই 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি' স্বীকারদ্বারা জীব ও জগৎ প্রপঞ্চের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার এই অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বোধসৌকর্য্যের জন্য খ্যাতিসকলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমতঃ সংক্ষেপে এই অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বর্ণিত হইতেছে—

অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ—ভাষ্যমধ্যে "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" এই অধ্যাস লক্ষণে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতির কথাই বলা হইয়াছে। এই মতে সমস্ত পদার্থই চৈতন্যে অধ্যস্ত। রজ্জু চৈতন্যেই অধ্যস্ত হয়, আর এই রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের উপরই অনির্ব্বচনীয় সর্পের অধ্যাস হয়। 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের অর্থ মিথ্যা। যাহা সৎ নহে, অসৎ নহে এবং সদসৎও নহে অর্থাৎ যাহাকে 'আছে' বলা যায় না, 'নাই' বলা যায় না এবং 'আছে ও নাই' উভয়ও বলা যায় না—তাহাকে মিথ্যা বলে। রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যে অধ্যস্ত সর্প যদি সৎ হইত, তবে রজ্জুর জ্ঞানে তাহার বাধ হইত না। যদি অসৎ হইত, তবে বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় উক্ত সর্প কদাপি দৃষ্টিগোচর হইত না। আবার উক্ত সর্পকে সদসৎও বলা যায় না, কারণ একই বস্তু একইকালে সৎ ও অসৎ এইপ্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। আর উক্ত সর্প যে

ভাবদীপিকা

অন্যথাখ্যাতিবাদিগণের মতানুযায়ী দেশান্তরে আছে, বা বিজ্ঞানবাদীর মতানুযায়ী বুদ্ধিতে আছে, তাহাও বলা যায় না; কারণ সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে তাহার প্রতীতি হয়। এই মতে এই অনির্ব্বচনীয় সর্প তৎকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়।

এই অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কিপ্রকারে হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত আছেন। অন্তঃকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধির দ্বারা তিনি বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হন। এই অন্তঃকরণ বা ঘটপটাদি যাবতীয় বস্তুই তাঁহাতে অধ্যস্ত, তিনি সকলের অধিষ্ঠান। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে অর্থাৎ অন্তঃকরণের দ্বারা সীমাবদ্ধ যে অন্তঃকরণের অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য, তাহাকে **প্রমাতৃচৈতন্য** বা জ্ঞাতা জীবচৈতন্য বলা হয়। ঘটাদিবিষয়ের জ্ঞানকালে অন্তঃকরণের পরিণামভূত যে বৃত্তি চক্ষুর দ্বারে নির্গত হইয়া ঘটাকার ধারণ করে, সেই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে **প্রমাণচৈতন্য** বলা হয়। আর ঘটাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে **বিষয়চৈতন্য** বলা হয়। [ঘট বা অন্তঃকরণাদি এই সব উপাধির সহিত তত্তদবচ্ছিন্ন-চৈতন্য বস্তুতঃ সংশ্লিষ্ট হন না বলিয়া, ঘটাদি অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যকে ঘটাদি-উপহিত চৈতন্যও বলা হয়। যাহা বস্তুর সহিত অন্বিত না হইয়াও সেই বস্তুটীকে অপর বস্তু হইতে ভিন্নরূপে ভান করায়, তাহাকে উপাধি বলে। অন্তঃকরণকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিলে, সেই অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে **সাক্ষিচৈতন্য** বলা হয়। আর অন্তঃকরণকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিলে, সেই অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রমাতৃচৈতন্য বলা হয়।] জলাধার হইতে জলধারা নির্গত হইয়া কোন পাত্রে পতিত হইলে, তাহা যেমন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পথে অন্তঃকরণের বৃত্তি ঘটাদি বিষয়দেশে গমন করিয়া তত্তৎ বিষয়াকার ধারণ করে। তাহার ফলে, গৃহমধ্যে নীত যে ঘট, সেই ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন গৃহমধ্যস্থ আকাশের সহিত অভিন্ন হয়, সেইরূপে প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য এবং বিষয়চৈতন্য, তাহাদের [অন্তঃকরণ, তাহার বৃত্তি এবং ঘটাদিরূপ-] উপাধি সকলের একইকালে একত্র সমাবেশবশতঃ অভিন্ন হইয়া পড়ে। আর, তাহার ফলে ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে প্রমাতৃচৈতন্য, তাহা নিজের উপর অধ্যস্ত ঘটাদিবিষয়কে জানিতে পারে। এই প্রক্রিয়া নানাজীববাদিগণের সম্মত।

যাঁহারা অবিদ্যোপহিত বা অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত একটী মাত্র ব্যাপক জীব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উক্ত জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সংক্ষেপে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে। (ক) এক জীববাদিগণের মধ্যে একদল বলেন—অবিদ্যোপহিত জীব ব্যাপক হইলেও ব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় ঘটাদির উপাদান হয় না বলিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ যাহা অধ্যাসের অধিষ্ঠান, তাহাই আরোপ্যের প্রকাশক হয়। সূর্য্যের রশ্মি সর্ব্বব্যাপ্ত হইলেও যেমন দর্পণে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, অথবা গোত্বজাতি সর্ব্বগত হইলেও যেমন স্বীয় স্বভাববশতঃ অশ্ব প্রভৃতিকে ত্যাগকরিয়া গোব্যক্তিকেই আশ্রয় করে, ব্যাপক জীবচৈতন্যও তদ্রূপ স্বীয় স্বভাববশতঃ ব্যবহারসম্পাদনের জন্য অন্তঃকরণে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত

ভাবদীপিকা

হয় বা অন্তঃকরণকে আশ্রয় করে। জীবচৈতন্যের বিষয়জ্ঞানসম্পাদনের জন্য সেই অন্তঃকরণ যখন উক্তপ্রকারে বৃত্তির দ্বারা বিষয়দেশে গমন করে, তখন সেই বিষয় অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। যেমন অভাস্বর স্তম্ভ প্রভৃতিতে জলপ্রক্ষেপ করিলে, তাহাতে মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতা হয়; তদ্রূপ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্ত হইলে অভাস্বর ঘটাদি পদার্থের জীবচৈতন্যের প্রতিবিম্বগ্রহণের যোগ্যতা হয়। [এই যে ঘটাদি পদার্থের চিৎপ্রতিবিম্বগ্রহণ, ইহাকে "চিদুপরাগ" বলা হয়।] এইপ্রকারে অন্তঃকরণবৃত্তিকে অবলম্বন করতঃ জীবচৈতন্য বিষয়ে প্রতিবিম্বিত হইলেই জীবের তত্তৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়।

(খ) একজীববাদিগণের মধ্যে অপর দল বলেন—অবিদ্যোপহিত জীব ব্যাপক হয় বলিয়া ঘটাদি বিষয়েরও অধিষ্ঠান হয়। কিন্তু মূলাবিদ্যার অবস্থাবিশেষ যে তুলাবিদ্যা, তাহার দ্বারা জীবচৈতন্য আবৃত হয় বলিয়া স্বাশ্রিত ঘটাদি বিষয়কে সর্ব্বদা জানিতে পারে না। ব্যাপক জীবের বিশেষাভিব্যক্তিস্থানভূত যে অন্তঃকরণ, তাহা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বৃত্তিরূপে বিষয়দেশে গমন করিলে, ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠানভূত জীবচৈতন্যনিষ্ঠ তুলাবিদ্যার নাশ হয়। [ইহাকে "আবরণভঙ্গ" বলা হয়।] আর তাহার ফলে জীব স্বাশ্রিত ঘটাদি পদার্থকে জানিতে পারে। [সিদ্ধান্তলেশ ও পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে অন্যপ্রকার প্রক্রিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আকরে দ্রষ্টব্য।]

এক্ষণে দেখাযাউক অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি কি প্রকারে হয়—কাচাদিচক্ষু-রোগদুষ্ট চক্ষুর সহিত যখন রজ্জুর সন্নিকর্ষ হয়, তখন চক্ষুপথে যে অন্তঃকরণের বৃত্তি নির্গত হয়, সেই বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, ইদংরূপে (—'ইহা' এইরূপে) প্রতিভাত যে রজ্জুরূপ বিষয়, সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্য এই চৈতন্যত্রয় পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অভিন্ন হইলেও, ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ অন্তঃকরণবৃত্তি রজ্জুর আকার ধারণ না করাতে "ইহা রজ্জু"—এইপ্রকারে রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান হয় না। কিন্তু "ইদম্" এইপ্রকার একটী সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়। তাহার ফলে "ইহা কি" তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হওয়াতে, ব্যবহার নিষ্পাদনার্থ বিশেষজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ উক্ত প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে ইদংরূপে প্রতিভাত বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্য, তদাশ্রিতা অবিদ্যাতে ক্ষোভ উৎপন্ন হয়। কার্য্যের অভিমুখতারূপ অবস্থার নাম ক্ষোভ। অতঃপর রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকায় ঐ সাদৃশ্যরূপ প্রমেয়গত দোষ ও ভয় প্রভৃতি প্রমাতৃগত দোষের দ্বারা, বল্মীকাদিতে পূর্ব্বানুভূত যে সর্প, সেই সর্পের সংস্কারের উদ্বোধ হয়। তাহার পর উক্ত প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অভিন্ন যে রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্য, তদাশ্রিতা বিক্ষুব্ধা অবিদ্যা উদ্বুদ্ধ সর্পসংস্কাররূপ সহকারিকারণ সহকৃত হইয়া সর্পরূপ বিষয়াকারে [ইহাই অর্থাধ্যাস] এবং তাহার জ্ঞানাকারে [ইহাই জ্ঞানাধ্যাস] পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর "ইহা সর্প" এইপ্রকার জ্ঞান হয়। এই প্রক্রিয়া অনেকজীববাদসম্মত।

একজীববাদে এই অনির্ব্বচনীয় সর্পাদির উৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রায় একইরূপ। ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান না হওয়াতে, রজ্জুর অধিষ্ঠানভূত [জীব বা ব্রহ্ম—]

ভাবদীপিকা

চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যাতে ক্ষোভ হয় এবং তাহার ফলে প্রাতিভাসিক সর্পাদির উৎপত্তি হয়।

যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস বিষয়ে বিভিন্নমত পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্যাশ্রিতা যে অবিদ্যা, তাহার তমোগুণাংশ সর্পরূপ বিষয়াকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং সাক্ষিচৈতন্যাশ্রিতা অবিদ্যার সত্ত্বগুণাংশ সর্পের জ্ঞানরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে বিভিন্ন অধিষ্ঠানে বিষয় ও তাহার জ্ঞান স্বীকার করিবার হেতু এই যে, যদি রজ্জু-চেতনকে সর্পাধ্যাস ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা হয়, তাহা সঙ্গত হয় না; কারণ যাবতীয় জ্ঞান প্রমাতার [প্রতিভাসিক স্থলে—সাক্ষিচৈতন্যের] হয়, বাহ্য রজ্জু-অবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের হয় না। আবার সাক্ষিচৈতন্যকেও উক্তপ্রকারে সর্প ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে সাক্ষিচৈতন্যের উপাধি যে অন্তঃকরণ সেই অন্তঃকরণ-দেশেই প্রাতিভাসিক সর্পাদির প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে, বাহ্যদেশে নহে, ইহা অনুভব-বিরুদ্ধ।

অপরে বলেন—রজ্জ্বাকার-অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাশ্রিতা (—প্রমাণ-চৈতন্যাশ্রিতা) অবিদ্যার তমোগুণাংশ সর্পরূপ বিষয়াকারে এবং উক্ত অবিদ্যারই সত্ত্বগুণাংশ সর্পজ্ঞানাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই মতবাদিগণ বলেন—এইপ্রকার স্বীকার করিলে একই রজ্জুতে বিভিন্নব্যক্তির সর্প, দণ্ড, জলধারা ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার প্রতীতি সম্ভব হয়; কারণ যাহার বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যাশ্রিতা অবিদ্যা যাদৃশ উদ্বুদ্ধ সংস্কার সহযোগে যদাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেই পুরুষের তাদৃশ প্রতীতি হয়, অপরের তাহা হয় না। যদি রজ্জু-অবচ্ছিন্নচৈতন্যকে সর্প ও দণ্ডাদি প্রতিভাসিক পদার্থের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূত যে সর্প ও দণ্ডাদি বিভিন্ন পদার্থ, সেই সকলের জ্ঞান একই ব্যক্তির হওয়া উচিত হইয়া পড়িবে; ইহা অনুভববিরুদ্ধ। [উদ্বুদ্ধসংস্কার সহকারিরূপে থাকায়, এইমতে নানা-প্রকার আপত্তি করা যাইতে পারে। সেই সকল অবতারণার স্থল ইহা নহে।]

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—এই যে পূর্ব্বানুভূত সর্পসংস্কারের উদ্বোধ হইয়া রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, উক্ত পূর্ব্বানুভূত সর্প যে সত্য সর্পই হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই, সত্য অথবা মিথ্যা যেপ্রকারই হউক না কেন, স্বজাতীয় বস্তুর জ্ঞানজন্য সংস্কারই অধ্যাসের সহকারিকারণ হয়।

এইরূপে ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ জগৎ-প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়, আর অনাদিরূপে অবস্থিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের জ্ঞানজন্য সংস্কারই উক্ত জগদধ্যাসের প্রতি সহকারিকারণ হয়। ইহা **সৃষ্টিদৃষ্টি**বাদের কথা। **দৃষ্টিসৃষ্টি**বাদে—অবিদ্যারূপ দোষবশতঃ সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, জীবরূপে প্রতিভাত ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে তৎকালেই যুগপৎ প্রতিভাত হয়। স্বপ্নই ইহার দৃষ্টান্ত। স্বপ্নকালে যেমন মনে হয়, "এই যে গিরিসমুদ্রাদি-সমন্বিত জগৎ, ইহা বহুকাল হইতেই বর্ত্তমান আছে", বস্তুতঃ কিন্তু তাহা স্বপ্নকালেই উৎপন্ন এবং স্বপ্নভঙ্গেই বাধিত হইয়া যায়; প্রকৃত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহাই সংক্ষেপে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[২৯ পৃঃ] **তং কেচিৎ অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ ইতি বদন্তি।** [৪১ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অন্যথাখ্যাতিবাদে এবং আত্মখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ]

তাহাকে (—সেই অধ্যাসকে) কেহ কেহ অন্যত্র অন্য ধর্ম্মের অধ্যাস বলেন (১)।

ভাবদীপিকা

(১) এইপ্রকার অধ্যাস যে ১। **অন্যথাখ্যাতিবাদী** ন্যায়বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ-কর্ত্তৃক এবং ২। **আত্মখ্যাতিবাদী** [বিজ্ঞানবাদী, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক] বৌদ্ধগণ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহা "তং কেচিৎ" ইত্যাদি এই ভাষ্যাংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ভামতীমতে এখানে আত্মখ্যাতিবাদমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে] তন্মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত ১। **অন্যথা-খ্যাতিবাদ** এইপ্রকার—(ক) অন্যবস্তুর অন্যরূপে প্রতীতিকে অন্যথাখ্যাতি বলে। খ্যাতি শব্দের অর্থ প্রতীতি, জ্ঞান বা কথন। রজ্জুতে যখন সর্পের ভ্রম হয়, তখন রজ্জুর সহিত দোষযুক্ত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে,নেত্রগত সেই দোষের প্রভাববশতঃ বল্মীকাদিতে স্থিত যে সত্য সর্প তাহারই পুরোদেশে প্রতীতি হয়। এই দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সর্পের যে সম্মুখে খ্যাতি অর্থাৎ দূরবর্ত্তিবস্তুর যে নিকটবর্ত্তিত্বরূপ অন্য ধর্ম্মপুরস্কারে প্রতীতি, তাহাই অন্যথাখ্যাতি। এইমতে—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অংশে সর্পের জ্ঞান যথার্থ, কিন্তু দেশ অংশে তাহার জ্ঞান ভ্রম। ইহা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মত। নব্যনৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—দোষ-বশতঃ যদি দূরবর্ত্তী সত্য সর্পের সম্মুখে প্রতীতি হয়, তবে যেস্থলে সেই সত্য সর্প আছে সেই বল্মীকাদি স্থানেরও প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না, সুতরাং এইমত অসঙ্গত।

(খ) নব্যগণের মতে রজ্জুতে যখন সর্পের ভ্রম হয়, তখন প্রথমতঃ "ইদম্" (—ইহা) এইরূপে রজ্জুর একটা সামান্য জ্ঞান মাত্র হয় ; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ রজ্জুত্ববিশিষ্ট রজ্জুর জ্ঞান হয় না। 'ইদম্' এইরূপে রজ্জুর সামান্যজ্ঞান হইবার পর, বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। অতঃপর রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকে বলিয়া, ঐ সাদৃশ্যজ্ঞানটী উদ্বোধক হইয়া বল্মীকাদি-স্থলে পূর্ব্বানুভূত যে সর্প, সেই সর্পসংস্কারের উদ্বোধ করে ; অনন্তর পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সত্য সর্পের স্মৃতি হয়। এই স্মৃতিজ্ঞানটী সন্নিকর্ষ হইয়া বল্মীকাদিস্থিত সত্যসর্পের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে। এইপ্রকার যে সন্নিকর্ষ, তাহাকে ন্যায়-বৈশেষিক মতে জ্ঞানলক্ষণা নামক অলৌকিক

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ননু অধ্যাসে বাদিবিপ্রতিপত্তেঃ কথমুক্তলক্ষণসিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য অধিষ্ঠানারোপ্যস্বরূপ-বিবাদেঽপি "পরত্র পরাবভাসঃ" ইতি লক্ষণে সংবাদাদ্যুক্তিভিঃ সত্যাধিষ্ঠানে মিথ্যার্থাবভাস-সিদ্ধেঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ইদং লক্ষণমিতি মত্বা অন্যথাত্মখ্যাতিবাদিনোর্ম্মতমাহ—**তং কেচিদিতি।** কেচিৎ অন্যথাখ্যাতিবাদিনঃ, অন্যত্র—শুক্ত্যাদৌ, অন্যধর্ম্মস্য—স্বাবয়বধর্ম্মস্য দেশান্তরস্থরূপ্যাদেঃ অধ্যাস ইতি বদন্তি। আত্মখ্যাতিবাদিনস্তু বাহ্যশুক্ত্যাদৌ বুদ্ধিরূপাত্মনো ধর্ম্মস্য রজতস্য অধ্যাসঃ, আন্তরস্য রজতস্য বহির্বৎ অবভাস ইতি বদন্তি ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা

সন্নিকর্ষ বলে। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে দৃষ্ট ঐ সত্যসর্পের ধর্ম্ম যে সর্পত্ব, পূর্ব্বোক্ত বিশেষজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য 'ইদং' পদবাচ্য রজ্জুতে সমবায়সম্বন্ধে প্রকার বা বিশেষণরূপে তাহার ভান হয় এবং "এইটি সর্প"—এইপ্রকার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়।

(গ) কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন—রজ্জুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, সর্পভ্রমে আর বিলম্ব হয় না বলিয়া, চক্ষুর সহিত রজ্জুর সম্বন্ধ এবং সর্পভ্রমের অন্তরালে আর উক্তপ্রকার স্মৃতি এবং জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষের ব্যবধান স্বীকার করিবার আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু যে বস্তুর সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সেই বস্তুর ধর্ম্মই পুরোবর্ত্তী বস্তুতে প্রতীত হয়। রজ্জুর সহিত সর্পের সাদৃশ্য থাকে বলিয়া, ঐ সাদৃশ্যজ্ঞানটীর দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট যে সর্প, তাহার সংস্কারের উদ্বোধ হইলেই, ইদংরূপে প্রতিভাত রজ্জুতে সর্পত্বের প্রতীতি হয় এবং "ইহা সর্প"—এইপ্রকার জ্ঞান হয়।

(ঘ) আবার অন্যথাখ্যাতির এমন কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ ইত্যাদি উপরোক্ত হেতুগুলি অন্বিত হয় না। যেখানে অধিষ্ঠান ও আরোপ্য উভয়ের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকা সত্ত্বেও, একটীকে অপর বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাই এতাদৃশ অন্যথাখ্যাতির স্থল। যথা—রঙ্গ ও রজত, সম্মুখবর্ত্তী এই উভয়বস্তুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকিলেও, রঙ্গকে রজতরূপে এবং রজতকে রঙ্গরূপে ভ্রম হয়। "বিশেষাজ্ঞানসহকৃত সাদৃশ্যজ্ঞানই" এতাদৃশ অন্যথাখ্যাতির কারণ ; যেহেতু রঙ্গ ও রজতের মধ্যে যে বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য, তাহার জ্ঞান না থাকায় এবং রঙ্গ ও রজতের মধ্যে চাক্‌চিক্যরূপ সাদৃশ্যজ্ঞান থাকায়, এতাদৃশ ভ্রম হয়।

যাহাহউক, এইপ্রকার অবান্তর মতভেদ থাকিলেও, "অন্যবস্তুর অন্যরূপে প্রতীতিরূপ" যে অন্যথাখ্যাতি, তদ্বিষয়ে সকল নৈয়ায়িকই একমত। প্রকৃতস্থলে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"রূপ ভ্রমের লক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়, "অন্যত্র"—রজ্জুতে, "অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"—দেশান্তরস্থ সর্পের ধর্ম্ম যে সর্পত্ব, তাহার অধ্যাস, ইত্যাদি। এই অন্যথাখ্যাতিবাদ কুমারিলভট্ট, জৈনসম্প্রদায়, নিম্বার্কাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্যের মতেও কোন না কোন প্রকারে স্বীকৃত হয়। কেহ কেহ বলেন বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণ অন্যথাখ্যাতিবাদী।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই সিদ্ধান্তসম্মত। অন্যপ্রকার খ্যাতিবাদগুলি সিদ্ধান্তীর খণ্ডনীয় পক্ষ। তত্তৎখ্যাতিবাদখণ্ডনের জন্য সিদ্ধান্তপক্ষ যে যুক্তি প্রদর্শন করেন,তাহা অতীব জটিল ও বহু বিস্তৃত। সুতরাং প্রকৃতস্থলে আলোচ্য নহে। তথাপি জিজ্ঞাসুর তৃপ্তির জন্য অতি সংক্ষেপে তাহার দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইতেছে। প্রত্যেকটী খ্যাতিবাদ বর্ণনার শেষে তাহা প্রদর্শিত হইবে।প্রকৃতস্থলে **সিদ্ধান্তী** বলেন—অন্যথাখ্যাতিবাদ সঙ্গত নহে, যেহেতু দূরবর্ত্তী সর্প বা তাহার ধর্ম্ম যে সর্পত্ব, তাহাদের কদাপি সন্নিকৃষ্ট রজ্জুতে প্রতীতি হইতে পারে না ; কারণ তাহাদের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ থাকে না। আর জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্বারাও উক্ত দূরবর্ত্তী সর্প বা সর্পত্বের প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করা যায় না ; কারণ তাহাহইলে উক্তপ্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারাই দূরবর্ত্তী পর্ব্বতস্থ বহ্নির প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবার কোন বাধা থাকিবে না। আর তাহা স্বীকার করিলে অনুমান প্রমাণেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং জ্ঞানলক্ষণাসন্নিকর্ষ স্বীকার্য্য নহে। আর, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে কেবল সংস্কারের দ্বারা

ভাবদীপিকা

সম্মুখবর্ত্তী রজ্জুতে তাদৃশ সর্প বা সর্পত্বের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, ইহা স্বীকার করিলে স্মৃতিজ্ঞানকেও প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে হইবে; কারণ কেবল সংস্কার হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাকেই স্মৃতি বলে। সুতরাং কথিত রীতিতে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্প প্রভৃতির প্রতীতি সম্ভব হয় না বলিয়া, এই অন্যথাখ্যাতিবাদ যুক্তিসহ নহে। যেখানে আরোপ্য ও অধিষ্ঠান উভয়ই উপরোক্ত রঙ্গ ও রজতের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয়, তাদৃশস্থলে অন্যথাখ্যাতিবাদ সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয়। অন্যত্র অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই স্বীকার্য্য।

২। **আত্মখ্যাতিবাদ**—ইহা (ক) **বিজ্ঞানবাদী** এবং (খ) **সর্ব্বাস্তিত্ববাদী** (—সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক) বৌদ্ধগণের মতবাদ। অদ্বৈত-বেদান্তিগণ যেমন অনির্ব্বচনীয়-খ্যাতিদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করেন, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণও তদ্রূপ আত্মখ্যাতির দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপণ করেন।

(ক) **বিজ্ঞানবাদিগণের আত্মখ্যাতিবাদ** এইপ্রকার:—ইঁহারা বলেন, একমাত্র আন্তরবিজ্ঞান বা বুদ্ধি নামক বস্তুই আছে, তদ্ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোন বস্তু নাই। এই বিজ্ঞান স্বতঃপ্রকাশ এবং বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণিক। এই যে রূপরসাদিবিশিষ্ট বাহ্য জগৎ, তাহা পরমার্থতঃ বাহ্য নহে, কিন্তু সমস্তই আন্তর বিজ্ঞানমাত্র; অন্তরেই তাহাদের প্রতীতি হয়। বস্তুতঃ আন্তর বা বাহ্যবস্তু বলিয়া যাহা কিছু আমরা ব্যবহার করি, তাহা আমাদের বুদ্ধি বা বিজ্ঞানেরই আকার মাত্র। নিরাকার বিজ্ঞান বা বুদ্ধি কেবলমাত্র মুক্তিদশাতেই থাকে। এই সাকার এবং নিরাকার উভয়প্রকার বিজ্ঞানই ক্ষণিক, তাহারা একক্ষণে উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই আর একটী সদৃশ বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একক্ষণও উহার স্থিতি হয় না। এইরূপে বিজ্ঞানসকলের একটী ধারা চলিতেছে। যেমন ঘটকে একটী বস্তু বলিয়াই আমরা বুঝি, ইহা কিন্তু ঘটাকার বিজ্ঞানধারা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। একটী ঘট যে আমাদের নিকট অনেকক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ, একক্ষণে উৎপন্ন একটী ঘটাকার বিজ্ঞান, ঠিক্ তাহার পরবর্ত্তী তাহার যে নাশক্ষণ, সেই নাশক্ষণে তাহা হইতে উৎপদ্য-মান আর একটী ঘটাকার বিজ্ঞানে তাহার আকারের সাদৃশ্যরূপ ধর্ম্মটীকে সংক্রামিত করিয়া দিয়াই স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়। এইপ্রকারে পূর্ব্ববিজ্ঞানের সাদৃশ্যযুক্ত সুতরাং একাকার একটী ক্ষণিক ঘটবিজ্ঞানের ধারা চলিতেছে বলিয়া আমাদের নিকট একটী অনেকক্ষণস্থায়ী ঘটবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। বর্ত্তমান যুগের ইলেক্‌ট্রিক্ আলোকই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। তড়িৎ-শক্তি প্রতিক্ষণেই নব নব হইলেও, আলোক একটী বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই মতে সমস্ত বস্তুই অর্থাৎ তত্তৎ আকারবিশিষ্ট সমস্ত বিজ্ঞানই আন্তর বিজ্ঞানরূপে সত্য, কিন্তু তাহাদের যে বাহ্যদেশে প্রতীতি, তাহাই ভ্রম। "ইহা পূর্ব্বদৃষ্ট ঘট" এইরূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাও ভ্রম।

[এখানে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে—বেদান্তমতে এই ঘটাকার জ্ঞানটী বৃত্তিজ্ঞান, তাহা একক্ষণে উৎপন্ন, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিত এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়। এই বৃত্তিজ্ঞানের আকার, অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ঘটাদি বিষয়ের অনুরূপ হয়। ইহাই এইস্থলে বিজ্ঞানবাদের সহিত বেদান্তমতের প্রভেদ। বিজ্ঞানবাদীর এই যে বিজ্ঞান, ইহা বেদান্তবাদীর জ্ঞানের ন্যায়

ভাবদীপিকা

স্বপ্রকাশ বস্তু; ন্যায়মতাবলম্বীর জ্ঞানের ন্যায় পরতঃ প্রকাশ নহে। নৈয়ায়িকগণ এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞানকে আত্মার গুণ বলেন।]

যাহাহউক,বিজ্ঞানবাদীর এই ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। ঘট, পট প্রভৃতি আকারবিশিষ্ট যাবতীয় বিজ্ঞানকে এই মতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়। আর উক্ত ঘটপটাদি আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানসকলের যাহা দ্রষ্টা, তাহাই 'আমি' পদবাচ্য বস্তু, তাহাকেই "আলয়বিজ্ঞান" বা আত্মা বলা হয়। সুতরাং এই মতবাদে এই ক্ষণিকবিজ্ঞান ভিন্ন পৃথক্ কোন আত্মা নাই। এইহেতু এই মতবাদিগণকে নৈরাত্ম্যবাদী বলা হয়। এই আলয়বিজ্ঞানও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের ন্যায় ইহারও একটী স্বতন্ত্রধারা প্রবাহিত হয় বলিয়া "সেই আমি" এইপ্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হয়। ইহাকে যে স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় বা 'সেই আমি'—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহা ভ্রম মাত্র। [প্রত্যক্ষ ও স্মরণাত্মক জ্ঞানকে **প্রত্যভিজ্ঞা** বলে।] এইরূপে এইমতে একমাত্র বুদ্ধি বা বিজ্ঞানরূপ আত্মাকেই জ্ঞেয়বস্তু ও জ্ঞাতা আত্মা বলা হয় বলিয়া এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়।

এই বিজ্ঞানধারা যে ঘটপটাকার বা অহমাকার ধারণ করে, তাহার কারণ, প্রত্যেক বিজ্ঞানের তত্তদাকারে আকারিত হইবার সংস্কার। অনাদি সংসারে বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই সংস্কারসকল এবং বিজ্ঞানসকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে—সংস্কারবশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় এবং জ্ঞান হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি হয়। এইরূপে অনাদি সংস্কারবশতঃই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইতে প্রতিক্ষণেই তত্তদাকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেরই উৎপত্তি হয় এবং আলয়বিজ্ঞান হইতে প্রতিক্ষণেই আলয়বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এইভাবে এই ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধারা চলিতেছে এবং তাহাই জীব ও জগদ্রূপে প্রতীত ও ব্যবহৃত হইতেছে। কোন কোন বিজ্ঞানবাদী বলেন—আলয়বিজ্ঞান হইতেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ 'আমি' 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞানধারাই 'ঘট' 'পট' ইত্যাকার জ্ঞানধারাতে পরিণত হয়। আর এইহেতুবশতঃই ঘটপটাদির আকারবিশিষ্ট বিজ্ঞানধারার মধ্যে 'আমি জ্ঞাতা' এই ভাবটীও সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। আবার কোন মতে—আলয়বিজ্ঞানধারাকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারা হইতে স্বতন্ত্র বলা হয়। এইমতে আলয়বিজ্ঞানধারাতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানধারার লয়চিন্তনপূর্ব্বক যে নির্ব্বিশেষ ক্ষণিকবিজ্ঞানধারারূপে অবস্থিতি, তাহাই পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ। ইহাই সংক্ষেপে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার মত।

এই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদে ভ্রমস্থলে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ" এই লক্ষণটীর সমন্বয় এইপ্রকার :— "অন্যত্র" অর্থাৎ অলীক যে বাহ্য "ইদং"রূপে প্রতিভাত বস্তু [শুক্তিকা] তাহাতে,'অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ' অর্থাৎ আন্তরবিজ্ঞানের ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, তাহার অধ্যাস। কিন্তু এখানে গূঢ়ার্থ এইপ্রকার—এইমতে রজত বাহ্য কোন বস্তুতে আরোপিত হয় না, কিন্তু আন্তরবিজ্ঞানাকার যে সত্য রজত [ইহাই এখানে 'অন্যত্র' শব্দে গ্রহণীয়,] তাহাতে কল্পিত বাহ্যশুক্তিকাদিবস্তুগত ইদন্তারূপ ধর্ম্মের অধ্যাস হয় অর্থাৎ তাহাকে "ইহা" এইরূপ বোধ হয় [ইহাই অন্যধর্ম্মাধ্যাস]। তাৎপর্য্য এই যে—আন্তরবিজ্ঞানাকার যে সত্য রজত,তাহাতে বাহ্যতারূপ "ইদন্তার" আরোপ হয়

ভাবদীপিকা

অর্থাৎ 'ইহা বাহিরে অবস্থিত রজত' এইরূপ বোধ হয়। বিজ্ঞানের অনাদিসংস্কারই এতাদৃশ আরোপের হেতু। "আন্তরস্য রজতস্য বহির্বিদবভাসঃ" ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে রত্নপ্রভাকার এই কথাই বলিয়াছেন। ভামতীকার, "নেদং রজতম্ ইতি বাধস্য ইদন্তামাত্রবাধেনোপপত্তৌ" ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে শুক্তিরজতের বাধের বিচারকালে বলিয়াছেন যে—"আন্তরবিজ্ঞানাকার রজতে 'ইদন্তারই' বাধ হয়, রজতের বাধ হয় না; আন্তরবিজ্ঞানে তাদৃশ রজত তত্ত্বতঃ বর্ত্তমান থাকে," ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে—প্রথমোক্ত প্রকারে যদি অলীক শুক্তিকাতে রজতের অধ্যাস স্বীকার করা হয়, তবে রজতেরই বাধ হওয়া উচিত হইবে; কারণ যাহা আরোপিত হয়, তাহারই বাধ হয়। তাহাতে আর 'ইদন্তার' বাধ হইবে না, অথচ 'ইদন্তার' বাধের কথাই ভামতীমধ্যে বলা হইয়াছে। সেইহেতু,"অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"স্থলে আন্তরবিজ্ঞানাকার রজতে 'ইদন্তা'রূপ বহিষ্ট্বের অধ্যাসই বুঝিতে হইবে। সরলভাবে বলিতে গেলে বিজ্ঞানবাদীর মতে অধ্যাসস্থলে বস্তুস্থিতি এইপ্রকার দাঁড়ায়—যখন 'ইয়ং শুক্তিকা' এই আন্তরবিজ্ঞানের 'ইয়মা'কার বিজ্ঞানধারা বহিতে থাকে, সেই সময়ে যদি বিজ্ঞানস্থিত সংস্কারবশতঃ রজতাকার বিজ্ঞানধারা বহিতে আরম্ভ করে, এবং উক্ত 'ইয়ং শুক্তিকার' 'ইয়ম্'-ইত্যাকার বিজ্ঞানধারারূপ বহিষ্ট্ব ধর্ম্ম যদি সেই রজতাকার বিজ্ঞানধারায় সংক্রামিত হয়, তাহা হইলেই 'ইয়ম্'রূপে প্রতিভাত শুক্তিকাতে রজতভ্রম হয়। আর সেইহেতু উক্ত ইদন্তারূপ বহিষ্ট্ব ধর্ম্মের বাধ হইলেই বাহ্য রজতেরও বাধ হইয়া যায়। ইহাই বিজ্ঞানবাদের ভ্রমপ্রক্রিয়া।

[এই আত্মখ্যাতিবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মতে রজতটী আন্তর, বাহ্যদেশে তাহার অস্তিত্ব নাই'—ইহা অনুভববিরুদ্ধ; কারণ সকলেই পুরোবর্ত্তিরূপেই রজতকে প্রত্যক্ষ করে, কেহই সুখাদির ন্যায় তাহাকে অন্তরে অনুভব করে না। আর এই রজতের আন্তরতাসাধক কোন যুক্তিও নাই। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে—রজতাকার আন্তরবিজ্ঞানের বাহ্যত্ব প্রতীতি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করা যায়—এই যে বাহ্যরূপে প্রতীয়মান আন্তর রজত, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ অথবা অন্যসংবেদ্য? যদি স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়. তবে উহাকে নিত্য ও ব্যাপক বলিতে হইবে; সুতরাং তাহাতে বাহ্যত্বের বাধ সঙ্গত হইবে না এবং স্বয়ংপ্রকাশ বস্তুকে ভ্রমাত্মকও বলা যাইবে না। আর তাহা যদি অন্যসংবেদ্য হয়, তবে বৌদ্ধগণ যে বিজ্ঞানকে স্বয়ংপ্রকাশ বলেন, তাহা ত্যক্ত হইবে। এইরূপে ক্ষণিকবিজ্ঞানসকলের কার্য্যকারণভাব, একটী হইতে অপরটীতে সংস্কার সংক্রমণ, ইত্যাদি বহু বিপ্রতিপত্তি এই মতে আছে। তর্কপাদে ইহাদের বহুল আলোচনা হইবে।]

(খ) **সর্ব্বাস্তিত্ববাদী** বৌদ্ধগণের আত্মখ্যাতিবাদ এইপ্রকার:—ইঁহারা বিজ্ঞান এবং বাহ্যবস্তু উভয়ই স্বীকার করেন। এইমতে বাহ্যবস্তু বিজ্ঞানের আকারমাত্র নহে, কিন্তু বিজ্ঞানাতিরিক্ত তাহাদের স্বতন্ত্র সত্য সত্তা আছে। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদিগণ দুই দলে বিভক্ত, যথা—সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। তন্মধ্যে সৌত্রান্তিকগণ বলেন - পরমাণুপুঞ্জরূপ যে জ্ঞেয় বাহ্যপদার্থ, তাহা বিদ্যমান আছে, তবে তাহার প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু তদাকার জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয়। আর তাদৃশ জ্ঞানের আকারদৃষ্টে সেই বাহ্যপদার্থের অনুমান করা হয়। সুতরাং

ভাবদীপিকা

এইমতে সমস্ত বাহ্যবস্তুই অনুমেয়। বৈভাষিক বলেন—সত্য বাহ্যপদার্থ বিদ্যমান আছে এবং তাহার প্রত্যক্ষ হয়। এই উভয় মতেই ঘটপটাদিবস্তুসকল পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, তদতিরিক্ত কিছু নহে। পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী নামক কিছুই নাই। বৈভাষিকমতে একটী পরমাণুর প্রত্যক্ষ না হইলেও, পরমাণু সমষ্টির প্রত্যক্ষ হয়।

[স্মরণ রাখিতে হইবে যে—বেদান্তী প্রভৃতি অন্যমতাবলম্বিগণ, পরমাণুপুঞ্জরূপ যে অবয়ব-সমষ্টি, তাহা হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন ; কারণ পরমাণুসকল অতীন্দ্রিয় বলিয়া তৎসমষ্টিরও প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না, অথচ ঘটাদি বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার্য্য। পরমাণুসকল এই অবয়বীর অবয়বস্বরূপ।]

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয় মতেই ঘটাদি বাহ্যপদার্থ এবং আন্তরবিজ্ঞান উভয়ই ক্ষণিক। ইঁহাদের উভয়ের মতেই ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়কার শ্রীকৃষ্ণ ধূর্জটী দীক্ষিত বলেন—"এই উভয় মতেই ক্ষণিক বাহ্যপদার্থসকলই আত্মা। তবে সৌত্রান্তিক বলেন—তাহা অনুমেয় এবং বৈভাষিক বলেন—তাহা প্রত্যক্ষ, ইহাই প্রভেদ"। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদকে বাহ্যাস্তিত্ববাদও বলা হয়। দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে বাহ্যাস্তিত্ববাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে ইহার অন্যান্য বিষয় আলোচিত হইবে। এখানে "অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"রূপ অধ্যাসলক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয় :—(ক) যাঁহারা আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে—'অন্যত্র'—বাহ্য সত্য শুক্তিকাতে,"অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ"—আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানের ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, তাহার অধ্যাস, ইহাই 'অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাস'। (খ) আর যাঁহারা ক্ষণিক বাহ্যবস্তুকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে, 'অন্যত্র'—বাহ্য সত্য শুক্তিকাতে, 'অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ'—বাহ্য সত্য রজতের ধর্ম্ম যে রজতত্ব, তাহার অধ্যাস, ইহাই 'অন্যত্র অন্যধর্ম্মাধ্যাস'। ইহা বস্তুতঃ অন্যথাখ্যাতিই হইল।

বাহ্যাস্তিত্ববাদিগণের এই আত্মখ্যাতিবাদ, সিদ্ধান্তীর অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি বা বিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতির ন্যায় জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপনির্ণায়ক নহে ; পরন্তু অন্যথাখ্যাতিবাদের ন্যায় ভ্রম-সম্বন্ধীয় মতবাদ বিশেষ। যাঁহারা আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে দোষবশতঃ বাহ্য সত্যশুক্তিকাতে আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ আত্মার আকারভূত রজতের প্রতীতি হয় বলিয়া এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়। আর যাঁহারা বাহ্যবস্তুকে আত্মা মনে করেন, তাঁহাদের মতে যাহা কিছু জ্ঞান, সকলই আত্মবিষয়ক জ্ঞানই হয় বলিয়া এই মতবাদকে আত্মখ্যাতিবাদ বলা হয়। এই বাহ্যাস্তিত্ববাদে আর একটী বিশেষ এই যে—এইমতে যথার্থ-জ্ঞানের বিষয় যে রজত, তাহা বাহ্য ; কিন্তু ভ্রমজ্ঞানের বিষয় যে রজত, তাহা আন্তর ক্ষণিক-বিজ্ঞানের আকার হয় বলিয়া 'আন্তর'। ইঁহারা বলেন—এইরূপ স্বীকার না করিলে, ভ্রমজ্ঞান-কালে একই শুক্তিকাতে সকল ব্যক্তিরই রজত প্রতীতি হইবে, তাহা কিন্তু হয় না। সেইহেতু ভ্রমজ্ঞানের বিষয়কে অন্তরে স্বীকার করিতে হইবে। এই আত্মখ্যাতিবাদ কাশ্মীরী শৈবসম্প্রদায়, প্রাচীন বৈয়াকরণ ও ভর্তৃহরিকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। তবে তাহার মধ্যে অবান্তর প্রভেদ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৩৫পৃঃ] কেচিৎ তু যত্র যদধ্যাসঃ তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ ইতি। [৪৩ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[অখ্যাতিবাদে অধ্যাসলক্ষণ]

[সেই অধ্যাস সম্বন্ধে] কিন্তু অন্য কেহ কেহ বলেন, যেখানে যাহার অধ্যাস হয়,সেখানে তাহাদের (—অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের) বিবেকাগ্রহনিবন্ধন (—ধর্ম্মিদ্বয়ের এবং তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যজ্ঞানের অভাববশতঃ) যে ভ্রম (—শুক্তিকাতে 'ইহা রৌপ্য' এইপ্রকার যে ভ্রমমূলক ব্যবহার) তাহাই অধ্যাস।(১)

ভাবদীপিকা

সিদ্ধান্তী বলেন—এই বাহ্যাস্তিত্ববাদীর আত্মখ্যাতিও সঙ্গত নহে, কারণ স্বপ্নকালব্যতীত জাগ্রদবস্থাতে রজতাদি পদার্থের আন্তরতা অপ্রসিদ্ধ। শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষকালে সকলে তাহা বাহ্যদেশেই অনুভব করিয়া থাকে। এই সার্ব্বজনীন অনুভবের অপলাপ সঙ্গত নহে। উক্ত অধ্যস্ত রজতের যদি অন্তরে প্রতীতি হইত, তবে "ইদং রজতম্" এইরূপে তাহার বাহ্যতার অনুভব হইত না। যদি বলা হয়—ইদন্তারূপ বাহ্যতা বাহ্যদেশে সত্যশুক্তিকাতেই থাকে, কিন্তু যে দোষবশতঃ অন্তরে মিথ্যারজতের প্রতীতি হয়, সেই দোষবশতঃই বাহ্যশুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার আন্তর মিথ্যারজতে প্রতীতি হয়, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—বাহ্য সত্যশুক্তিকানিষ্ঠ ইদন্তার আন্তর মিথ্যারজতে প্রতীতি স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতিবাদই স্বীকার করা হইবে, তাহাতে বাহ্যাস্তিত্ববাদীর স্বসিদ্ধান্তহানি হইবে, ইত্যাদি।

(১) এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার ভট্টপাদ কুমারিলের শিষ্য আচার্য্য প্রভাকরের **অখ্যাতিবাদের** কথা বলিতেছেন। সেই অখ্যাতিবাদ এইপ্রকার—এই মতে ভ্রমজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, কারণ জ্ঞান যদি অযথার্থ হয়, তবে পুরুষের জ্ঞান উৎপন্ন হইবামাত্রই, সেই উৎপন্ন জ্ঞানে জ্ঞানত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম থাকায় পুরুষের সন্দেহ হইবে—"আমার এই যে জ্ঞান, ইহা যথার্থ অথবা অযথার্থ"? এইপ্রকার সন্দেহযুক্ত জ্ঞান হইলে, পুরুষের কোনকার্য্যে প্রবৃত্তিই সম্ভব হয় না; যেহেতু কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেই তাহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং যাবতীয় জ্ঞানকেই যথার্থজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেস্থলে শুক্তিকাতে রজতদর্শন করতঃ রজতার্থীর রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেইস্থলে ঐ রজতজ্ঞান একটী সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষাত্মক

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অখ্যাতিমতমাহ—**কেচিদিতি।** যত্র যস্য অধ্যাসো লোকসিদ্ধস্তয়োরর্থয়োঃ, তদ্ধিয়োশ্চ ভেদাগ্রহে সতি তন্মূলো ভ্রমঃ. ইদং রূপ্যম্ ইতি বিশিষ্টব্যবহার ইতি বদন্তি ইত্যর্থঃ। তৈরপি বিশিষ্টব্যবহারান্যথানুপপত্ত্যা বিশিষ্টভ্রান্তেঃ স্বীকার্য্যত্বাৎ পরত্র পরাবভাসসম্মতিরিতি ভাবঃ।

ভাবদীপিকা

বিশিষ্টজ্ঞান নহে। সেইস্থলে দুইটী জ্ঞান থাকে, একটী প্রত্যক্ষাত্মক এবং অপরটী স্মরণাত্মক। চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের তিমিরাদি দোষবশতঃ শুক্তিত্বধর্ম্মযুক্তরূপে শুক্তির বিশেষজ্ঞান হয় না; কিন্তু 'ইদম্' (-ইহা একটা কিছু) এইরূপ একটী প্রত্যক্ষাত্মক সামান্য জ্ঞান মাত্র হয়। অনন্তর শুক্তির সহিত দোষসহকৃত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে, লোভাদি প্রমাতৃগত দোষ এবং শুক্তিকানিষ্ঠ চাক্‌চিক্যরূপ প্রমেয়গত সাদৃশ্যদোষবশতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট হট্টস্থ রজতের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়; তদনন্তর রজতের স্মৃতি হয়। যদিও প্রত্যেক স্মৃতিতে "সেই রজত"—এইপ্রকারে তত্তাংশসমেত (—'সেই' এই অংশসমেত) জ্ঞানই হয়; তথাপি ইন্দ্রিয়রূপ প্রমাণগত তিমির দোষ, প্রমাতৃগত লোভ, ভয় প্রভৃতি দোষ, এবং প্রমেয়গত সাদৃশ্যদোষবশতঃ ঐ তত্তাংশের অর্থাৎ 'সেই রজত' এই জ্ঞানের "সেই"—এই অংশের প্রমোষ (—লোপ) হয়। প্রথমে উৎপন্ন "ইদম্" ইত্যাকার প্রত্যক্ষজ্ঞানটী, স্মৃতির "সেই" এই অংশটীকে উদিত হইতে দেয় না, ইহাও তত্তাংশ প্রমোষের অন্য একটী কারণ। যাহাহউক, এইপ্রকারে স্মৃতিজ্ঞানের "সেই" এই অংশের লোপ হইয়া যায় বলিয়া, প্রত্যক্ষাত্মক 'ইদম্' এই জ্ঞান এবং স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান, এই দুইটীজ্ঞান একইকালে যুগপৎ থাকিলেও, তাহারা যে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী জ্ঞান, ইহা প্রমাতা বুঝিতে পারে না। এইপ্রকারে দুইটী বস্তুর এবং তাহাদের দুইটী সত্যজ্ঞানের "ভেদের অগ্রহ"বশতঃ অর্থাৎ ভেদের জ্ঞান হয় না বলিয়া পুরুষের শুক্তিকাতে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ব্যবহারসিদ্ধির জন্য আর প্রত্যক্ষাত্মক ও স্মরণাত্মক এই জ্ঞানদ্বয়ের মিলনে একটী বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় না। সুতরাং এইমতে দুইটী যথার্থজ্ঞানই পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে থাকে, ভ্রমজ্ঞান নামধেয় কোন পদার্থই নাই। তবে রজতবস্তু সেখানে সত্যসত্যই থাকে না বলিয়া, তাদৃশস্থলে রজতগ্রহণে যে প্রবৃত্তি, তাহা ফলাধায়ক হয় না, এইমাত্র।

এই বিষয়ে একদল অখ্যাতিবাদী বলেন—'যদিও এইমতে ভ্রমজ্ঞান নাই, সমস্ত জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান, তথাপি যে কোনকোনস্থলে রজতগ্রহণের প্রবৃত্তি সফল হয় (—রজতপ্রাপ্ত হওয়া যায়) এবং কোনকোনস্থলে নিষ্ফল হয় (—রজতপ্রাপ্ত হওয়া যায় না) তাহার হেতু—যেখানে রজতত্ববিশিষ্ট রজতজ্ঞান হইয়া রজতার্থীর রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে সেই প্রবৃত্তিটী সফল হয়, আর যেখানে উক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষাত্মক এবং স্মরণাত্মক জ্ঞানদ্বয়ের ভেদাগ্রহ বশতঃ প্রবৃত্তি হয়, সেখানে প্রবৃত্তিটী নিষ্ফল হয়। অন্য একদল বলেন—সফল প্রবৃত্তিস্থলেও ভেদাগ্রহই কারণ হয় অর্থাৎ রজতে রজতের নিজের ভেদের জ্ঞান না থাকাটাই কারণ হয়। এই শেষোক্ত মতে কোনস্থলে বিশিষ্টজ্ঞানকে এবং কোনস্থলে ভেদাগ্রহকে যথাক্রমে সফল এবং নিষ্ফল প্রবৃত্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া এবং বিশিষ্টজ্ঞানও স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া লাঘব হয়। ইহাই হইল আচার্য্য প্রভাকরের অখ্যাতিবাদ। 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। 'অখ্যাতি'শব্দের অর্থ—(অ+খ্যাতি) জ্ঞানাভাব অর্থাৎ বিবেকাগ্রহ। "ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং ইহা স্মৃতিজ্ঞান"—এইপ্রকারে জ্ঞানদ্বয়ের এবং সেই জ্ঞানদ্বয়ের যে বিষয়দ্বয়, তাহাদের পার্থক্যজ্ঞানের অভাব থাকে বলিয়া এইমতবাদকে অখ্যাতিবাদ বলা হয়। এইমতে "যত্র যদধ্যাসঃ তদ্‌বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ" এই লক্ষণটী এইরূপে সমন্বিত হয়—

শাঙ্করভাষ্যম [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪১ পৃ:] অন্যেতু যত্র যদধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাম্‌ আচক্ষতে ইতি। [৪৬ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[শূন্যবাদে অধ্যাসলক্ষণ]

কিন্তু অপরে যেখানে (অর্থাৎ যে অধিষ্ঠানে) যাহার অধ্যাস হয়, তাহারই

ভাবদীপিকা

'যত্র'—যে শুক্তিকাতে, 'যদধ্যাসঃ'—যে রজতের অধ্যাস হয়, "তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ"—সেই শুক্তিও রজতের এবং তাহাদের যথার্থ জ্ঞানদ্বয়ের যে ভেদজ্ঞানের অভাব, তন্নিবন্ধন অর্থাৎ সেই ভেদজ্ঞানের অভাববশতঃ, সেই প্রমাত্মক জ্ঞানদ্বয়কে "ভ্রমঃ"—ভ্রম বলা হয়, ইত্যাদি।

এই অখ্যাতিবাদ খণ্ডনপ্রসঙ্গে **সিদ্ধান্তী** বলেন—'এই মতবাদ সমীচীন নহে, কারণ শুক্তিকাতে রজতদর্শনানন্তর তদ্‌গ্রহণে প্রবৃত্ত পুরুষ যখন রজতপ্রাপ্ত না হয়, তখন বলে—ইহা রজত নহে, রজতত্বশূন্য শুক্তিকাতে "ইহা রজত"—এইপ্রকার ভ্রমাত্মক একটী বিশিষ্টজ্ঞানই আমার হইয়াছিল"। কিন্তু এইরূপ কেহ বলে না যে, "রজতের স্মৃতি এবং শুক্তিকাজ্ঞানের ভেদাগ্রহবশতঃ আমার রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল" ইত্যাদি। সুতরাং অনুভবের অপলাপ হয় বলিয়া অখ্যাতিবাদীকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—"ইহা রজত" (—ইদন্তাবিশিষ্ট-রজত) এইপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞানপূর্ব্বকই তাহার রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল কিন্তু উক্তপ্রকারে ভেদাগ্রহবশতঃ হয় নাই। আর এক কথা, শুক্তিকাতে রজতগ্রহণের প্রবৃত্তির হেতুভূত "ইদং রজতম্" এইজ্ঞানটীকে যদি প্রত্যক্ষাত্মক এবং স্মরণাত্মকরূপে বিভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা-হইলে তদনন্তর যে "নেদং রজতম্" এইপ্রকার বাধজ্ঞান হয়, তাহা কি বুঝাইবে? অর্থাৎ উক্ত বাক্যস্থ 'ন' কারটী কাহার নিষেধ করিবে? যদি বলা হয়—উক্ত 'ন'কারটী প্রত্যক্ষ যে 'ইদন্তা', তাহার নিষেধ করিবে। তদুত্তরে বলা যায়—এইরূপ বলা যায় না, কারণ "নেদং রজতম্" এইস্থলে ইদন্তার জ্ঞানটী থাকেই; যেহেতু "ইদং ন রজতম্" ইহার অর্থ হয়—"এই যে বস্তুটী, ইহা রজত নহে"। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে—ইদন্তার জ্ঞানটী বাধিত না হইয়া বর্ত্তমানই থাকে। আর যদি বলা হয়—উক্ত ন-কারটী স্মৃতরজতকে নিষেধ করে। তদুত্তরে বলা যায়—তাহাও বলা যায় না, কারণ বিপণি প্রভৃতিতে সত্যরজতের জ্ঞানকালে রজতের নিষেধাত্মক জ্ঞান হইলেও (—অমুক বিপণিতে যে রজত দেখিয়াছিলাম তাহা রজত নহে," এইপ্রকার জ্ঞান হইলেও) উক্ত সত্য রজতগ্রহণে যে প্রবৃত্তি, তাহার অভাব হয় না—ইহা অনুভবসিদ্ধ। এইজন্যই স্মৃত রজতের নিষেধবুদ্ধিকে প্রবৃত্তির অভাবের হেতু বলা যায় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শূন্যমতমাহ—**অন্যে তু ইতি।** তস্যৈব অধিষ্ঠানস্য—শুক্ত্যাদেঃ বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং বিপরীতো বিরুদ্ধো ধর্ম্মো যস্য তদ্‌ভাবঃ তস্য রজতাদেঃ অত্যন্তাসতঃ কল্পনামাচক্ষতে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যানুবাদ

(অর্থাৎ সেই অধিষ্ঠানেরই) বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাকে [অধ্যাস] বলেন। (১)

ভাবদীপিকা

কিন্তু শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধিস্থলে "নেদং রজতম্" এইরূপ বাধজ্ঞান হইলে, শুক্তিকাতে রজতার্থীর প্রবৃত্তির অভাব দেখা যায়। সুতরাং "নেদং রজতম্" এইস্থলে স্মৃতরজতকে নিষেধের বিষয় বলা যায় না। আর উক্তস্থলে 'ইদম্' ও 'স্মৃতরজত' ব্যতিরেকে অন্য কোন নিষেধ্যবস্তুও নাই, যাহাকে 'ন'কারটী নিষেধ করিবে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, "ইদং রজতম্" এইপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞানবশতঃই শুক্তিকাতে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়, আর পরে "নেদং রজতম্" এইরূপে সেই বিশিষ্টজ্ঞানের ও তাহার বিষয় যে রজত, সেই উভয়ের নিষেধবশতঃই রজতগ্রহণ হইতে নিবৃত্তি হয়। সুতরাং ইচ্ছা না করিলেও অখ্যাতিবাদীকে রজতগ্রহণে প্রবৃত্তির হেতুরূপে অবশ্যই "ইদং রজতম্" এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রত্যক্ষাত্মক ও স্মরণাত্মকজ্ঞানের ভেদাগ্রহকে নহে। অতএব অখ্যাতিবাদ স্বীকার্য্য নহে,ইত্যাদি।

(১) সরলার্থ :—"যত্র" অর্থাৎ যে শুক্তিকারূপ অসৎঅধিষ্ঠানে,"যদধ্যাসঃ"—যে অসৎ রজতের অধ্যাস হয়, "তস্যৈব"—সেই অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানের বিপরীতধর্ম্ম যে অসৎ রজতত্ব, তাহার [অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানে] যে কল্পনা অর্থাৎ আরোপ, তাহাকেই অপরে অধ্যাস বলেন।

ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী বৌদ্ধের **অসৎখ্যাতিবাদকে** লক্ষ্য করিলেন। [ভামতীর টীকা ঋজুপ্রকাশিকার মতে—এখানে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতির কথা বলা হইয়াছে। আনন্দগিরি এবং ভাষ্যভাবপ্রকাশিকাকার বলেন—এখানে অসৎখ্যাতিবাদ এবং অন্যথাখ্যাতিবাদই লক্ষিত হইয়াছে।] অদ্বৈতবেদান্তিগণের অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদের ন্যায় মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের এই অসৎখ্যাতিবাদের দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ নিরূপিত হয়। অন্যথাখ্যাতিবাদ, অখ্যাতিবাদ ইত্যাদি মতবাদের ন্যায়, শুক্তিরজতাদিস্থলে যে ভ্রম হয়, ইহা কেবল তাদৃশ ভ্রমের হেতুপ্রদর্শকমাত্র নহে। সেই অসৎখ্যাতিবাদ এইপ্রকার—এই মতবাদিগণ অন্যান্য বৌদ্ধগণের ন্যায় বিজ্ঞানও স্বীকার করেন না। এইমতে শূন্যই পরমতত্ত্ব, তাহাই আত্মা। ইঁহাদের মতে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির, "সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম না" এইরূপ অনুভব হয়। তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, শূন্যই আত্মা। আর কেবল আত্মাই যে শূন্যরূপ তাহা নহে, কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎই শূন্যস্বরূপ। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ থাকে। ["অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" তৈঃ ২।৭।] নাশের পরও অসৎই হইয়া যায়। সুতরাং আদি ও অন্তে যে বস্তু অসৎ তাহাকে মধ্যেও অসৎই বলিতে হইবে। "রজ্জুসর্প" "শুক্তিরজত" ইত্যাদি পদার্থ আদি ও অন্তে অসৎ বলিয়া মধ্যকালেও যেমন অসৎ হয়, এই পরিদৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ রজ্জুসর্পাদির ন্যায় অসৎই হয়। [শূন্য, তুচ্ছ এবং অসৎ —এই তিনটী শব্দ একই অর্থের বাচক।] সুতরাং আত্ম এবং অনাত্মরূপ এই জগৎ শূন্যস্বরূপ। ইহাই পরমতত্ত্ব। কিন্তু তথাপি যে ঘটপটাদিবস্তুসকলের ভান হয়, তাহা অসৎকে সদ্রূপে ভ্রম করা হয় মাত্র। অন্যান্য মতবাদিগণ যাহাকে ব্যাবহারিক সত্তা বা প্রাতিভাসিক সত্তা ইত্যাদি

ভাবদীপিকা

বলেন ; ইঁহাদের মতে বস্তুসত্তার তাদৃশ কোন ভেদ নাই ; কারণ যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, সেই সমস্তই অসৎ ; শুক্তিকাও অসৎ, রজতও অসৎ। তথাপি যে শুক্তিকাতে রজতের ভান হয়, তাহা অসৎ শুক্তিকারূপ অধিষ্ঠানে অসৎ রজতের ভ্রম হয়। তাহাতে শঙ্কা হয়—অসৎ অধিষ্ঠানে অর্থাৎ শূন্যে রজতাদির ভ্রম কিপ্রকারে হয় ? তদুত্তরে বলা যায়—এই যে ভ্রম, ইহা কেশোণ্ডুকের ন্যায় নিরধিষ্ঠান ভ্রম মাত্র। [বদ্ধ চক্ষুর উপর অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা চাপ দিলে যে একপ্রকার ঈষৎ জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থের ভান হয়, তাহাকে কেশোণ্ডুক বলে। ইহার কোন আশ্রয় অর্থাৎ অধিষ্ঠান নাই।] শূন্যকে শুক্তিকারূপে ভ্রম করা হয়, তাদৃশ শুক্তিকা সুতরাং অসৎই হয়। আবার সেই অসৎ শুক্তিকাকে রজত বলিয়া ভ্রম করা হয়। এইরূপে এইমতে নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ এইমতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,এই সমস্তই অধিষ্ঠানরহিত ভ্রম মাত্র ; পরমার্থতঃ ইহারা শূন্য। কিন্তু তথাপি যে শুক্তি, রজত ও ঘটপটাদি বস্তুকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে সাংবৃতিক সৎ বলে। লৌকিকবুদ্ধিরূপ অবিদ্যা বা কল্পনাকেই 'সংবৃতি' বলা হয়। 'সংবৃতি'শব্দের অন্য অর্থ—আবরণ। এইহেতু এইমতে ব্যাবহারিক সত্যকেই 'সাংবৃত সত্য'বা সাংবৃতিক সৎ' বলা হয়। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য্যগণ শূন্যবাদের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই মাধ্যমিক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে অসৎখ্যাতিবাদী বলা যায় না ; কারণ তাঁহারা বলেন, 'পদার্থসকল অসৎ নহে, কিন্তু চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত। সেই চতুষ্কোটি এইপ্রকার—পদার্থসকল (১) সৎ নহে (২) অসৎ নহে, (৩) সদসৎ নহে আর (৪) সদসদ্‌ভিন্নও নহে। এইপ্রকার চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ত শূন্যই পরমতত্ত্ব। এইরূপে অসতেরও নিষেধ করায়, নাগার্জ্জুন মতাবলম্বীকে আর অসৎখ্যাতিবাদী বলা উচিত নহে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধমতে এই চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্ততাকেই অসৎ বলা হইয়াছে। এইরূপে অসতেরই খ্যাতি অর্থাৎ ভান হয় বলিয়া এই মতবাদকে অসৎ-খ্যাতিবাদ বলা হয়। এইমতে শূন্যভাবপ্রাপ্তিই পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ। মাধ্বসম্প্রদায় ও চার্ব্বাকগণকেও অসৎখ্যাতিবাদী বলা হয়। তবে ইঁহাদের মতবাদে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে।

এই অসৎখ্যাতিবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে **সিদ্ধান্তী** বলেন—এই মতবাদ সর্ব্বথা অসঙ্গত ; কারণ সুষুপ্ত পুরুষের অনুভবের দ্বারা শূন্যত্বসিদ্ধ হয় না, যেহেতু "সুষুপ্তিতে আমি ছিলাম না" —এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না, পরন্তু "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না"—এইপ্রকার অনুভবই সকলের হয়। ইহার দ্বারা জ্ঞাতা আত্মা, অজ্ঞান ও সুখের সত্তাই সিদ্ধ হয়, শূন্যতার সিদ্ধি হয় না। জ্ঞাতা যে আত্মা, তাহাকে শূন্য বলা সাহসমাত্র ; কারণ যিনি সকলকে শূন্য বলিয়া জানিতেছেন, তিনিও শূন্য হইলে, আর শূন্যবাদ প্রচার কে করিবেন ? আর শূন্যবাদে শূন্যই সর্ব্বস্থলে থাকায়, কোনপ্রকার ব্যবহার সম্ভব হয় না। শূন্যের দ্বারা ব্যবহার স্বীকার করিলে, জলের প্রয়োজন বহ্নির দ্বারা সিদ্ধ হওয়া উচিত হইবে ; কারণ শূন্যরূপে উভয়ে একই বস্তু। আর শূন্যবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে—'অসৎ শব্দের অর্থ কি ?' যদি তদুত্তরে বলা হয়—'শশশৃঙ্গের ন্যায় তুচ্ছতাই অসৎ-শব্দের অর্থ। তাহা হইলে শশশৃঙ্গের ন্যায় অসৎ জগতেরও প্রতীতি হইবে না, জগতের কিন্তু প্রতীতি হয়। আর যদি

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪৩ পৃঃ] সর্ব্বথাপি তু অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি ।১ তথা চ লোকে অনুভবঃ শুক্তিকা হি রজতবৎ অবভাসতে, একঃ চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বৎ ইতি ।২ [৪৮ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[সর্ব্বমতসাধারণ অধ্যাসলক্ষণ]

সকল প্রকারেই কিন্তু [এই অধ্যাসলক্ষণটী] একের অন্য ধর্ম্মাবভাসতাকে ব্যভিচার করে না (—একবস্তুর অপর বস্তুগত ধর্ম্মসহায়ে মিথ্যাজ্ঞান হইয়াই থাকে,

ভাবদীপিকা

বলা হয়—ইহার অর্থ, "ত্রিকালাবাধ্য সৎ-বস্তু হইতে বিলক্ষণ অথচ বাধযোগ্য বস্তুই অসৎ", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—এইপ্রকার স্বীকার করিলে অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদই সিদ্ধ হইবে। আর যে কেশোণ্ডুকের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে, কারণ আলোক-রশ্মিই তাহার অধিষ্ঠান। আবার শূন্যকে জগৎকারণ বলিলে, কটককুণ্ডলাদিতে অনুগত সুবর্ণের ন্যায়, 'অসৎ ঘট' 'অসৎ পট' এইপ্রকারে সর্ব্বত্রই অনুগতরূপে অসতের প্রতীতি হওয়া উচিত হইবে। তাহা কিন্তু হয় না। পক্ষান্তরে সমস্ত বস্তু সদ্রূপেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অসৎখ্যাতিবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরোক্ত পাঁচপ্রকার খ্যাতিবাদ ভিন্ন, **সদসৎ-খ্যাতি**' এবং **'সৎখ্যাতি'** নামক আরও দুইপ্রকার খ্যাতিবাদ পরবর্ত্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে খ্যাতিবাদ হয় সাতপ্রকার। ইহাদের মধ্যে সদসৎখ্যাতিবাদিগণ শুক্তিকাদি অধিষ্ঠানকে সৎবস্তু মনে করেন এবং ইন্দ্রিয়ের দোষবশতঃ অধ্যস্ত রজতাদিকে অথবা ইন্দ্রিয়গতদোষবশতঃ শুক্তিকাদিতে অসৎ রজতাদির বা রজতত্বাদি ধর্ম্মের যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সেই সম্বন্ধটীকে অসৎ মনে করেন। ন্যায়বাচস্পত্যকার প্রভৃতি এইমতবাদকে অসৎখ্যাতিবাদই বলেন। আর সৎখ্যাতিবাদিগণ বলেন—রজতাদির অবয়ব শুক্তিকার অবয়বে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, শুক্তির অবয়বের ন্যায় রজতের অবয়বও সত্য, মিথ্যা নহে। দোষযুক্ত চক্ষুর সন্নিকর্ষবশতঃ রজতের অবয়ব হইতেই সত্যরজতের ঝটিতি উৎপত্তি হয়,ইত্যাদি। এই সদসৎখ্যাতিবাদ—সাংখ্য, যোগ এবং বৈয়াকরণগণকর্ত্তৃক এবং সৎখ্যাতিবাদ ভাষ্যকার রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। তবে ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রক্রিয়াতেই অবান্তর বৈলক্ষণ্য আছে। এই মতবাদদ্বয়ও অসঙ্গত। ভাষ্যমধ্যে গৃহীত হয় নাই বলিয়া আমরা এই মতবাদদ্বয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এতেষু মতেষু পরত্র পরাবভাসত্বলক্ষণসংবাদমাহ—**সর্ব্বথাপিতুইতি** ৷ অন্যথাখ্যাতিত্বাদি-প্রকারবিবাদেঽপি অধ্যাসঃ পরত্র পরাবভাসত্বলক্ষণং ন জহাতি ইত্যর্থঃ। শুক্তৌ অপরোক্ষস্য রজতস্য দেশান্তরে বুদ্ধৌ বা সত্ত্বাযোগাৎ, শূন্যত্বে প্রত্যক্ষত্বাযোগাৎ, শুক্তৌ সত্ত্বে বাধাযোগাৎ

ভাষ্যানুবাদ

তাহার ব্যতিক্রম হয় না) (১)। ১ আর [ভ্রম বাধিত হইবার পর] লোকমধ্যে সেই-প্রকার অনুভবও হয়, যেহেতু শুক্তিকা রজতের ন্যায় অবভাসিত (—প্রতীত) হয়, একটী চন্দ্র দুইটীর ন্যায় প্রতিভাত হয়, ইত্যাদি [লোকব্যবহার দেখা যায়।]২

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, খ্যাতিবাদ সকলের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও, অধ্যাসকালে যে এক পদার্থে অপর পদার্থগত ধর্ম্মের অবভাস অর্থাৎ মিথ্যাপ্রতীতি হয়, তাহার কোথাও অন্যথা হয় না। পূর্ব্ববর্ণিত সকলপ্রকার খ্যাতিবাদেই "অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতা"রূপ এই সামান্য অধ্যাসলক্ষণটি এইরূপে সমন্বিত হয়, **অন্যথাখ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য" —শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্যবস্তু যে হট্টস্থিত রজত, তাহার ধর্ম্ম যে রজতত্ব, সেই রজতত্বযুক্তরূপে অবভাস হওয়া ; **বিজ্ঞানবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞানা-কার রজতের, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্যবস্তু যে অলীক বাহ্যশুক্তিকা, তাহার ধর্ম্ম যে ইদন্তারূপ বহিষ্ট্ব (-বাহ্যতা) তাহার অবভাস হওয়া; **সর্ব্বাস্তিত্ববাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ সত্যশুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অন্যবস্তু যে আন্তর ক্ষণিকবিজ্ঞান, তাহার ধর্ম্ম (—আকার) যে রজত, সেই সেই রজতরূপে প্রতীতি হওয়া; **অসৎখ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ অসৎ শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—অসৎরজতের ধর্ম্ম যে অসৎ রজতত্ব, সেই রজতত্বযুক্তরূপে প্রতীতি হওয়া ; এবং **অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদে**—"অন্যস্য" অর্থাৎ শুক্তিকার, "অন্যধর্ম্মাবভাসতা"—তৎকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন যে প্রাতিভাসিক রজত, সেই রজতের ধর্ম্ম যে রজতত্ব, তৎযুক্তরূপে প্রতীতি হওয়া, ইত্যাদি ইহারা সর্ব্বত্রই সমান হয়। **অখ্যাতিবাদে**—অখ্যাতিবাদখণ্ডনের যুক্তিমধ্যে প্রদর্শিত প্রবৃত্তির অনুরোধে (৪৪পৃঃ) অনিচ্ছুক অখ্যাতিবাদীকেও বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করিতে হয় বলিয়া, উপরে অন্যথাখ্যাতিবাদে প্রদর্শিত প্রকারে "অন্যস্য অন্যধর্ম্মাবভাসতার" সমন্বয় হয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মিথ্যাত্বমেবেতি ভাবঃ। আরোপ্যমিথ্যাত্বে ন যুক্ত্যপেক্ষা, তস্য অনুভবসিদ্ধত্বাৎ ইত্যাহ—**তথা চেতি ।** বাধানন্তরকালীনোঽয়মনুভবঃ, তৎপূর্ব্বং শুক্তিকাত্বজ্ঞানাযোগাৎ, রজতস্য বাধপ্রত্যক্ষ-সিদ্ধং মিথ্যাত্বং বচ্ছব্দেন উচ্যতে। আত্মনি নিরুপাধিকে অহঙ্কারাধ্যাসে দৃষ্টান্তমুক্ত্বা ব্রহ্মজীবা-ন্তরভেদস্য অবিদ্যাদ্যুপাধিকস্য অধ্যাসে দৃষ্টান্তমাহ—**এক ইতি ।** দ্বিতীয় চন্দ্রসহিতবদেক এব অঙ্গুল্যা দ্বিধা ভাতি ইত্যর্থঃ। লক্ষণপ্রকরণোপসংহারার্থঃ ইতি শব্দঃ। (ইতি অধ্যাস-লক্ষণ গ্রন্থঃ ।)

ভবতু অধ্যাসঃ শুক্ত্যাদৌ, আত্মনি তু ন সম্ভবতি ইতি আক্ষিপতি—**কথং পুনরিতি ।** যত্র অপরোক্ষাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং তত্র ইন্দ্রিয়সংযুক্তত্বং বিষয়ত্বং চ ইতি ব্যাপ্তিঃ শুক্ত্যাদৌ দৃষ্টা। তত্র ব্যাপকাভাবাৎ আত্মনোঽধিষ্ঠানত্বং ন সম্ভবতি ইতি অভিপ্রেত্য আহ—**প্রত্যগাত্ম-নীতি ।** প্রত্যচি পূর্ণে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যে বিষয়স্য অহঙ্কারাদেঃ তদ্ধর্ম্মাণাং চ অধ্যাসঃ কথমিত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্, [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪৬পৃঃ] কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্?১ সর্ব্বঃ হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যস্যতি ।২ যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনঃ অবিষয়ত্বং ব্রবীষি ।৩ উচ্যতে —ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ, অপরোক্ষত্বাৎ চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ ।৪ ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ

ভাষ্যানুবাদ

[অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে অধ্যাসসিদ্ধিবিষয়ে সংশয়]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, তাহা হইলে অবিষয় (—ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর) প্রত্যগাত্মাতে [দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুরূপ] বিষয় ও তাহার ধর্ম্মসকলের অধ্যাস কি প্রকারে হয় ?)১ যেহেতু সকলে সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই অন্য বিষয়কে অধ্যাস করিয়া থাকে ।২ আর তুমি যুষ্মৎপ্রত্যয়শূন্য (—'তুমি' এই শব্দজন্য জ্ঞানের অযোগ্য) প্রত্যগাত্মা যে অবিষয় (—জ্ঞানের অগম্য) এই কথাই বলিতেছ ।৩ [সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অযোগ্য প্রত্যগাত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস কি প্রকারে সম্ভব হইবে ?]

[প্রত্যগাত্মা একান্ত অবিষয় নহেন, সেইহেতু অধ্যাস সিদ্ধ হয়।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলা হইতেছে,ইহা (—এই প্রত্যগাত্মা) একেবারে অবিষয় হন না, কারণ [ইনি] "আমি" এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হন, আর যেহেতু অপরোক্ষ (—স্বয়ংপ্রকাশ) হন বলিয়া [লোকমধ্যে] প্রত্যগাত্মার (১) প্রসিদ্ধি

ভাবদীপিকা

(১) "কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ" ইত্যাদি শঙ্কার উত্তরদানপ্রসঙ্গে "উচ্যতে — ন তাবৎ অয়ম্" ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা বলিলেন,রত্নপ্রভাকারের মতে তাহার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উক্তব্যাপ্তিমাহ—**সর্ব্বো হীতি** । পুরোঽবস্থিতত্বম্—ইন্দ্রিয়সংযুক্তত্বম্। ননু আত্মনোঽপি অধিষ্ঠানত্বার্থং বিষয়ত্বাদিকমস্তু ইত্যত আহ—**যুষ্মদিতি** । ইদংপ্রত্যয়ানর্হস্য প্রত্যগাত্মনো "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে" (মুঃ ৩।১।৮) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য ত্বম্ অবিষয়ত্বং ব্রবীষি। সম্প্রতি অধ্যাস-লোভেন বিষয়ত্বাঙ্গীকারে শ্রুতিসিদ্ধান্তয়োঃ বাধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আত্মনি অধ্যাসসম্ভাবনাং প্রতিজানীতে—**উচ্যতে ইতি** । অধিষ্ঠানারোপ্যয়োঃ একস্মিন্ জ্ঞানে ভাসমানত্বমাত্রম্ অধ্যাসব্যাপকম্, তচ্চ ভানপ্রযুক্তসংশয়নিবৃত্ত্যাদিফলভাক্ত্বম্ ; তদেব ভানভিন্নত্বঘটিতং বিষয়ত্বং, তন্ন ব্যাপকম্, গৌরবাৎ ইতি মত্বা আহ—**ন তাবৎ ইতি** । অয়মাত্মা নিয়মেন অবিষয়ো ন ভবতি। তত্র হেতুমাহ—**অস্মদিতি** । অস্মৎপ্রত্যয়োঽহমিতি অধ্যাসঃ, তত্র ভাসমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অস্মদর্থঃ চিদাত্মা প্রতিবিম্বিতত্বেন যত্র প্রতীয়তে সোঽস্মৎপ্রত্যয়ঃ অহঙ্কারঃ, তত্র ভাসমানত্বাৎ ইতি বা অর্থঃ। ন চ অধ্যাসে সতি ভাসমানত্বম্, তস্মিন্ সতি স ইতি পরস্পরাশ্রয়ঃ ইতি বাচ্যম্, অনাদিত্বাৎ ; পূর্ব্বাধ্যাসে ভাসমানাত্মনঃ উত্তরাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বসম্ভবাৎ। ননু

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

পুরোঽবস্থিতে এব বিষয়ে বিষয়ান্তরম্ অধ্যসিতব্যম্ ইতি ; অপ্রত্যক্ষে অপি হি আকাশে বালাঃ তলমলিনতাদি অধ্যস্যন্তি ।৫ এবম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মনি অপি অনাত্মাধ্যাসঃ ।৬ [৫৩পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

আছে (—বালক হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলের নিকটই "আমি" এইরূপে এই প্রত্যগাত্মা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিভাত হন ।৪ সুতরাং এই স্বপ্রকাশ প্রত্যগাত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অধ্যাসাধিষ্ঠান হইতে পারেন।] আর এইপ্রকার নিয়ম নাই (২) যে সম্মুখে অবস্থিত বিষয়েই অন্যবিষয়কে অধ্যাস করিতে হইবে ; যেহেতু অপ্রত্যক্ষ (—ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য) আকাশেও বালকগণ (—অবিবেকী ব্যক্তিগণ) তল ও মলিনতাদির অধ্যাস করে (—আকাশ কড়াইএর তলদেশের ন্যায় ও নীলবর্ণ এইপ্রকার বলিয়া থাকে ।৫) এইপ্রকারে প্রত্যগাত্মাতেও অনাত্মার অধ্যাস অবিরুদ্ধ হয় (—সম্ভব হয় ।৬)

ভাবদীপিকা

তাৎপর্য্য এইপ্রকার—অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে যে অধ্যাসের অসম্ভাবনা শঙ্কা করা হইতেছে,তাহার হেতু কি ? ১। প্রত্যগাত্মা সামান্যতঃ বিষয় হন না বলিয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না ? অথবা ২। তিনি বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হন না বলিয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না ? যদি বলা হয় তিনি সামান্যতঃ বিষয় হন না বলিয়া অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না। তদুত্তরে বলা হইতেছে—**"ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ"** ইত্যাদি, অর্থাৎ সামান্যতঃ বিষয় হন বলিয়া প্রত্যগাত্মা অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। [দ্বিতীয় শঙ্কার উত্তর—**"ন চ অয়মস্তি নিয়মঃ"** ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশে প্রদত্ত হইবে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অহমিতি অহঙ্কারবিষয়কভানরূপস্য আত্মনো ভাসমানত্বং কথম্ ? তদ্বিষয়ত্বং বিনা তৎফলভাক্ত্বাযোগাৎ ইত্যত আহ—**অপরোক্ষত্বাৎ চ ইতি ।** চশব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। স্বপ্রকাশত্বাৎ ইত্যর্থঃ । স্বপ্রকাশত্বং সাধয়তি—**প্রত্যগিতি ।** আবালপণ্ডিতম্ আত্মনঃ সংশয়াদিশূন্যত্বেন প্রসিদ্ধেঃ স্বপ্রকাশত্বম্ ইত্যর্থঃ । অতঃ স্বপ্রকাশত্বেন ভাসমানত্বাৎ আত্মনঃ অধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং সম্ভবতি ইতি ভাবঃ । যত্তুক্তম্ অপরোক্ষাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বস্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ততয়া গ্রাহ্যত্বং ব্যাপকমিতি তত্র আহ—**ন চায়ম্ ইতি ।** তত্র হেতুমাহ—**অপ্রত্যক্ষেঽপি ইতি ।** ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যে অপি ইত্যর্থঃ। বালাঃ অবিবেকিনঃ তলম্ ইন্দ্রনীলকটাহকল্পং নভো মলিনং পীতমিত্যেবম্ অপরোক্ষমধ্যস্যন্তি। তত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং নাস্তি ইতি ব্যভিচারাৎ ন ব্যাপ্তিঃ। এতেন আত্মানাত্মনোঃ সাদৃশ্যাভাবাৎ ন অধ্যাসঃ ইতি অপাস্তম্ । নীলনভসোঃ তদভাবে অপি অধ্যাসদর্শনাৎ। সিদ্ধান্তে আলোকাকারচাক্ষুষবৃত্ত্যভিব্যক্তসাক্ষিবেদ্যত্বং নভসি ইতি জ্ঞেয়ম্। সম্ভাবনাং নিগময়তি—**এবমিতি।** ননু ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্যত্বেন সূত্রিতাম্ অবিদ্যাং হিত্বা অধ্যাসঃ [৫৩পৃঃ]

ভাবদীপিকা

এক্ষণে দেখাযাউক, এই প্রত্যগাত্মা বলিতে কি বুঝায় এবং কিপ্রকারে তিনি একান্ত অবিষয় হন না অর্থাৎ সামান্যতঃ বিষয় হন। **প্রত্যগাত্মার লক্ষণ** এই—"যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ সকল হইতে প্রাতিকূলভাবে নিজেকে নির্ব্বচনীয় করেন, তিনিই প্রত্যক্, আর সেই প্রত্যক্‌ই আত্মা (ভামতী)। অথবা প্রতিকূলভাবে—অসৎ জড় ও দুঃখাত্মক যে অহঙ্কার প্রভৃতি, তৎবিলক্ষণভাবে অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও সুখাত্মকরূপে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই প্রত্যক্, আর সেই প্রত্যক্‌ই আত্মা (রত্নপ্রভা)। তাহাতে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে—দেহেন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরবর্ত্তী, দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত, তাহাদের অধ্যাসের অধিষ্ঠান-ভূত যে শুদ্ধ কূটস্থ আত্মা, তাহাই প্রত্যগাত্মা। মিথ্যা অজ্ঞানের কার্য্যভূত অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা তিনি সোপাধিক হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার শুদ্ধতার কোন হানি হয় না। বহ্নিতপ্তলৌহপিণ্ডের ন্যায় অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত আধ্যাসিক তাদাত্ম্যভাব-প্রাপ্ত এই সোপাধিক আত্মাই জাগ্রদবস্থাতে 'আমি' এইরূপে অনুভবগোচর হন। আর সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানরূপ উপাধিযোগে তিনি অনুভবগোচর হন। সেই অনুভব এইরূপ—সুষুপ্তির পর "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতাম না" এইপ্রকার অনুভব সকলেরই হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সুষুপ্তিকালে নিশ্চয় সুখের অনুভব হইয়াছিল, নতুবা জাগ্রতে তাহার স্মৃতি হইত না। আর "কিছু জানিতাম না"—এইপ্রকার যে স্মৃতি হয়, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ না থাকিলেও, তাহার কারণভূত অজ্ঞান বর্ত্তমান ছিল, আর সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবশতঃ আত্মা যে সুখানুভব করিয়াছিলেন, জাগ্রদ-বস্থাতে সেই অজ্ঞানের পরিণামভূত অন্তঃকরণদ্বারা আত্মা সেই সুখকে স্মরণ করেন, এইরূপে ইহা সিদ্ধ হয় যে সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান হয় আত্মার উপাধি। এইপ্রকারে জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তিকালে যথাক্রমে অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানরূপ উপাধির দ্বারা শুদ্ধ চেতন নিজেকে নির্ব্বচনীয় অর্থাৎ অনুভবগোচর করেন। তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, শুদ্ধ নিরূপাধিক আত্মা অনুভবগোচর না হইলেও উপাধিসম্পর্কবশতঃ তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ হয়। সেইহেতু ভাষ্যে বলা হইল—"**ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ** অর্থাৎ ইনি একেবারে অবিষয় হন না"। এইরূপে প্রত্যগাত্মা কথঞ্চিৎ বিষয় হন বলিয়া অর্থাৎ সামান্যতঃ মানস-জ্ঞানের বিষয় হন বলিয়া তাঁহাকে আর অবিষয় বলা যায় না। সুতরাং তাঁহাতে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস হইতে পারে—ইহাই তাৎপর্য্য। তাহাতে শঙ্কা হয়—শুদ্ধ আত্মাতে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস হইলে তবে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ বিষয় বলা যাইতে পারে, আর তিনি প্রথমতঃ বিষয় হইলে তবে তাঁহাতে অন্তঃকরণাদির অধ্যাস হইতে পারে; সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায়—এই যে অধ্যাস, ইহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাসে বিষয়রূপে ভাসমান যে প্রত্যগাত্মা, তিনি পরবর্ত্তী অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন—ইহাতে কোন বিরোধ হয় না।

(২) অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, তাহার দ্বারা প্রত্যগাত্মা সামান্যভাবে বিজ্ঞাত হন বলিয়া প্রথম কোটিতে উল্লিখিত শঙ্কার সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় কোটিতে

ভাবদীপিকা

উল্লিখিত শঙ্কার সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে, অর্থাৎ যদি বলা হয়—"প্রত্যগাত্মা বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হন না বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন না", ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—**"ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ**—এইপ্রকার নিয়ম নাই", ইত্যাদি। এখানে তাৎপর্য্য এই—অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে হইলে যে বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই, কারণ আকাশ চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরিন্দ্রিয়,ইহাদের কোনটার দ্বারাই গৃহীত হয় না ; সুতরাং তাহাকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ও বলা যায় না। কিন্তু তথাপি সেই আকাশে তলমলিনতাদির অধ্যাস হয়। অতএব যাহা অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইবে, তাহা বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে, এইপ্রকার কোন নিয়ম হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলেও তদ্রূপ, বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও প্রত্যগাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, তাহাতে কোন বিরোধ হয় না।

পূর্ব্বপক্ষী যে শঙ্কা করিয়াছিলেন, ভগবান্ ভাষ্যকার এইপ্রকারে তাহার সমাধান করিলেন। এখানে তাঁহার গূঢ়াভিসন্ধি এইপ্রকার—আকাশকে যে ভাষ্যমধ্যে অপ্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা আকাশ প্রমাতৃভাস্য (—প্রমাতা জীবের দ্বারা প্রকাশ্য) নহে বলিয়াই বলা হইয়াছে। সিদ্ধান্তে আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয়, কারণ **আকাশ সাক্ষিভাস্য**। সেই সাক্ষিভাস্য প্রত্যক্ষ আকাশেই তলমলিনতাদির অধ্যাস হয় ; অপ্রত্যক্ষ অধিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ভ্রম হইতেই পারে না। **আকাশের প্রত্যক্ষপ্রক্রিয়া** বিষয়ে অদ্বৈতদীপিকাকার নৃসিংহাশ্রম বলেন—"আকাশের কোন রূপ না থাকায়, তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পথে অন্তঃকরণের যে বৃত্তি নির্গত হয়, তাহা আকাশকে বিষয় করিতে পারে না। কিন্তু আকাশব্যাপী যে চন্দ্র-সূর্য্যাদির আলোক, তাহার সহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তির সম্বন্ধ হয়। আর তাহার ফলে সেই আলোকাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা সেই আলোকা-বচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ যেমন সেই সৌরাদি আলোকের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ উক্ত সৌরাদি-আলোকবিষয়ক আলোকাকারাবৃত্তির দ্বারাই আলোকদেশে অবস্থিত যে আকাশ, সেই আকাশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তি-বশতঃ সেই আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয়। আকাশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যরূপ বিষয়-চৈতন্য এবং প্রমাতৃ-চৈতন্যের এই অভেদাভিব্যক্তির কারণ, তাহাদের [আকাশ ও অন্তঃকরণরূপ-] উপাধি সকলের একদেশস্থতা (৩২ পৃঃ ভাবদীঃ)। এইপ্রকারে অন্যাকারা বৃত্তির দ্বারা অন্যের অভিব্যক্তি অন্যত্র স্বীকৃত না হইলেও, প্রকৃতস্থলে ফলবলাৎ স্বীকার করা হয়। এইরূপে সাক্ষিভাস্যরূপে আকাশের প্রত্যক্ষ হয়"।

এখানে শঙ্কা হয়—আকাশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের অভিন্নতাপ্রযুক্ত যখন আকাশের প্রত্যক্ষ হয় বলা হইতেছে, তখন আলোকের ন্যায় আকাশকেও প্রমাতৃভাস্য বলাই উচিত, তাহাকে সাক্ষিভাস্য বলা হইতেছে কেন? তদুত্তরে বলা যায়—"ইন্দ্রিয় ও অনুমানাদি প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকেও যাহার জ্ঞান হয় তাহাকে সাক্ষিভাস্য বলা হয়"। প্রকৃতস্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয় বা অনুমানাদি প্রমাণব্যতিরেকেই আকাশের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া

ভাবদীপিকা

তাহাকে সাক্ষিভাস্য বলা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে—অন্তঃকরণের বিষয়াকারাবৃত্তি না হইলে সেই বিষয়টী প্রমাতৃভাস্য হয় না। প্রকৃতস্থলে অন্তঃকরণের আলোকাকারা বৃত্তি হইতেছে কিন্তু আকাশাকারাবৃত্তি হইতেছে না, সেইহেতু আকাশকে প্রমাতৃভাস্য না বলিয়া সাক্ষিভাস্যই বলিতে হয়। আর "ফলবলাৎ" স্বীকার করা হয়, ইহার অর্থ—যুক্তির বিরোধী হইলেও ফলদৃষ্টে স্বীকার করা হয়। সিদ্ধান্তে অন্যাকারাবৃত্তির দ্বারা অন্যের প্রত্যক্ষ হয়—ইহা স্বীকার করা হয় না; কারণ তাহাহইলে ঘটের রূপাকারাবৃত্তির দ্বারা ঘটের হ্রস্বত্বদীর্ঘত্বাদি পরিমাণেরও জ্ঞান হইয়া যাইবে, ইহা অনুভববিরুদ্ধ। প্রকৃতস্থলে কিন্তু "এই আকাশে বক উড়িতেছে", "আকাশ নীলবর্ণ," "জলে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্র প্রভৃতিতে ইহা দূরবর্ত্তী, ইহা নিকটবর্ত্তী—এইপ্রকার অনুভব" ইত্যাদির দ্বারা আকাশের যে প্রত্যক্ষ হয়, ইহা স্বীকার করা হয়। অথচ রূপবিহীন আকাশের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। আর বাহ্যইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে অসহায় মনের দ্বারাও তাহা গৃহীত হইতে পারে না। [মনকে কেহ ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ করেন না, এই বিষয়ে বিচার ১।৩।৩০ এবং ২।৪।১৭ সূত্রের ভাষ্য ও ভাবদীপিকাতে দ্রষ্টব্য] সেইহেতু আকাশের এই প্রত্যক্ষ হওয়ারূপ ফলদর্শন করিয়া উক্তপ্রকারে আলোকাকারাবৃত্তির দ্বারা তদনুগত আকাশের সাক্ষিভাস্যতা স্বীকার করা হয়।

উপরে যে দূরত্ব ইত্যাদির অনুভবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইপ্রকার—যখন দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ক প্রভৃতির সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হয়, তখন তত্তৎ জ্যোতিষ্কের প্রত্যক্ষত হয়ই, উপরন্তু তাহাদের দূরত্বেরও প্রতীতি হয়। এই যে দূরত্ব, ইহা দিক্ বা আকাশের ধর্ম্ম। সিদ্ধান্তে দিক্ ও আকাশ অভিন্ন দ্রব্য; নৈয়ায়িকগণের মতানুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্য নহে। যদি আকাশের প্রত্যক্ষ না হইত, তবে তাহার ধর্ম্ম যে দূরত্ব, তাহারও প্রতীতি হইত না; কারণ ধর্ম্ম কদাপি ধর্ম্মীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে জ্যোতিষ্ক ও চক্ষুর সন্নিকর্ষকালে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ ব্যতিরেকেই দূরত্বাদিরূপ ধর্ম্মযুক্তরূপে ধর্ম্মী আকাশেরও প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া আকাশকে প্রমাতৃভাস্য না বলিয়া সাক্ষিভাস্য বলা হয়।

"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ" (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি শঙ্কার উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ ভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভামতীকার যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—"কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মনি অবিষয়ে অধ্যাসঃ বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার যাহা বাস্তবিক সমাধান, তাহা "ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যাংশে প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর "ন চ অয়ম্ অস্তি নিয়মঃ" (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার প্রৌঢ়িবাদ আশ্রয় করিয়া উক্ত শঙ্কারই অন্যপ্রকার উত্তর দিতেছেন। [বিরুদ্ধপক্ষের কথন স্বীকার করিয়া লইয়াও অন্যযুক্তির দ্বারা বিরুদ্ধপক্ষখণ্ডন করা হইলে, তাহাকে **প্রৌঢ়িবাদ** বলে। ইহার দ্বারা স্বমতের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হয়।] তাহাতে বস্তুতঃ ইহাই বলা হইল যে, প্রত্যগাত্মা "অহম্" এইরূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হন বলিয়া তিনি আর অবিষয় হন না, সুতরাং তিনি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহাকে মানস প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে স্বীকার নাও করা হয়, তাহা হইলেও সেই প্রত্যগাত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

[৪৯ পৃঃ] তম্ এতম্ এবংলক্ষণম্ অধ্যাসং পণ্ডিতাঃ অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে।১ তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যাম্ আহুঃ।২ তত্র এবংসতি, যত্র যদধ্যাসঃ তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেনাপি সঃ ন সম্বধ্যতে।৩ তম্ এতম্ অবিদ্যাখ্যম্ আত্মানাত্মনোঃ ইতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারাঃ লৌকিকাঃ বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ।৪ সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধ-

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাস আবিদ্যক, তাহার দ্বারা অধিষ্ঠান কলুষিত হয় না]

এইপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত সেই এই অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ অবিদ্যা বলিয়া মনে করেন।১ আর তাহার বিবেকের দ্বারা (—অধ্যস্ত পদার্থের নিষেধের দ্বারা) বস্তুর (—ভ্রমের অধিষ্ঠানের) যে স্বরূপনির্দ্ধারণ, তাহাকেই বিদ্যা বলেন।২ এইপ্রকার হয় বলিয়া (—অধ্যাস অবিদ্যাত্মক হয় বলিয়া) যেখানে যাহার অধ্যাস হয়, তৎকৃত (—অধ্যস্ত পদার্থকৃত) দোষ কিম্বা গুণের দ্বারা তাহা (—অধিষ্ঠান) অণুমাত্রও সম্বদ্ধ হয় না।৩ সেই এই আত্মা ও অনাত্মার অবিদ্যা নামক পরস্পরের অধ্যাসকে হেতুরূপে অবলম্বন করিয়া লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহারসকল প্রবৃত্ত হইয়াছে।৪ আর বিধি, নিষেধ ও মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্রসকলও প্রবৃত্ত হইয়াছে।৫

ভাবদীপিকা

দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, তাহাতে কোন বাধা হয় না ; কারণ চক্ষুরাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয় বা অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, আকাশ যেমন তলমলিনতাদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হয় ; তদ্রূপ প্রত্যগাত্মা মনের বিষয় না হইলেও, দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, ইহা সম্ভব হয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

[৪৯পৃঃ] কিমিতি বর্ণ্যতে ইত্যত আহ—**তমেতমিতি**। আক্ষিপ্তং সমাহিতম্ উক্তলক্ষণলক্ষিতম্ অধ্যাসম্ অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। বিদ্যানিবর্ত্ত্যত্বাৎ চ অস্য অবিদ্যাত্বমিত্যাহ—**তদ্বিবেকেনেতি**। অধ্যস্তনিষেধেন অধিষ্ঠানস্বরূপনির্দ্ধারণং বিদ্যাম্ অধ্যাসনিবর্ত্তিকাম্ আহুরিত্যর্থঃ। তথাপি কারণাবিদ্যাং ত্যক্ত্বা কার্য্যাবিদ্যা কিমিতি বর্ণ্যতে তত্র আহ—**তত্র ইতি**। তস্মিন্ অধ্যাসে উক্তন্যায়েন অবিদ্যাত্মকে সতি ইত্যর্থঃ। মূল.বিদ্যায়াঃ সুষুপ্তৌ অনর্থত্বাদর্শনাৎ কার্য্যাত্মনা তস্যা অনর্থত্বজ্ঞাপনার্থং তদ্বর্ণনমিতি ভাবঃ। অধ্যস্তকৃতগুণদোষাভ্যাম্ অধিষ্ঠানং ন লিপ্যতে ইতি অক্ষরার্থঃ। (ইতি অধ্যাসসম্ভাবনা গ্রন্থঃ)

এবম্ অধ্যাসস্য লক্ষণসম্ভাবনে উক্ত্বা প্রমাণমাহ—**তমেতমিতি**। তং বর্ণিতমেতং সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং পুরস্কৃত্য হেতুং কৃত্বা লৌকিকঃ কর্ম্মশাস্ত্রীয়ঃ মোক্ষশাস্ত্রীয়শ্চ ইতি ত্রিবিধঃ ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তত্র বিধিনিষেধপরাণি কর্ম্মশাস্ত্রাণি ঋগ্বেদাদীনি, বিধিনিষেধ-

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

মোক্ষপরাণি।৫ কথং পুনঃ অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ ইতি ?৬ উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষু অহংমমাভিমানরহিতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।৭ নহি

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাস স্বীকারে প্রমাণসকলের অপ্রামাণ্যশঙ্কা ও তাহার নিরাকরণ। লোকব্যবহার সিদ্ধির জন্য অধ্যাস স্বীকার্য্য।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা কি প্রকারে আবার প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণসকল এবং শাস্ত্রসকল অবিদ্যাবদ্ বিষয়ক হইবে (—অবিদ্যাযুক্ত যে প্রমাতা, তিনি কি প্রকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের ও শাস্ত্রসকলের আশ্রয় হইবেন ?৬ তাহা হইলে আশ্রয়দোষে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণসকলও অপ্রমাণ হইয়া যাইবে,ইহাই ভাব।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা বলা হইতেছে, যেহেতু দেহ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে "আমি এবং আমার" এইপ্রকার অভিমানরহিত ব্যক্তির জ্ঞাতৃত্ব অসঙ্গত হয় বলিয়া প্রমাণসকলের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না।৭ আর যেহেতু ইন্দ্রিয়সকলকে গ্রহণ না করিয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার সম্ভব হয় না।৮ আর অধিষ্ঠানব্যতিরেকে (—ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয় যে শরীর, তাহাকে ছাড়িয়া) ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার সম্ভব হয় না।৯

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শুদ্ধপ্রত্যগ্‌ব্রহ্মপরাণি মোক্ষশাস্ত্রাণি বেদান্তবাক্যানি ইতি বিভাগঃ। এবং ব্যবহারহেতুত্বেন অধ্যাসে প্রত্যক্ষসিদ্ধেঽপি প্রমাণান্তরং পৃচ্ছতি– **কথং পুনরিতি।** অবিদ্যাবান্ অহম্ ইতি অধ্যাসবান্ আত্মা প্রমাতা, স বিষয়ঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তানি অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি ইতি বিগ্রহঃ। তত্তৎপ্রমেয়ব্যবহারহেতুভূতায়াঃ প্রমায়াঃ অধ্যাসাত্মকপ্রমাত্রাশ্রিতত্বাৎ প্রমাণানামবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং যদ্যপি প্রত্যক্ষম্, তথাপি পুনরপি কথং কেন প্রমাণেন অবিদ্যাবদ্‌বিষয়ত্বমিতি যোজনা। যদ্বা অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি কথং প্রমাণানি স্যুঃ? আশ্রয়দোষাৎ অপ্রামাণ্যাপত্তেঃ ইত্যাক্ষেপঃ। তত্র প্রমাণপ্রশ্নে ব্যবহারার্থাপত্তিং তল্লিঙ্গকানুমানং চ আহ–**উচ্যতে** ইত্যাদিনা **তস্মাৎ** ইত্যন্তেন। দেবদত্তকর্তৃকঃ ব্যবহারঃ তদীয়দেহাদিষু অহংমমাধ্যাসমূলঃ, তদন্বয়ব্যতিরেকানুসারিত্বাৎ,যদিত্থং তত্তথা, যথা মৃন্মূলো ঘটঃ ইতি প্রয়োগঃ। তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি—**দেহেতি।** দেবদত্তস্য সুষুপ্তৌ অধ্যাসাভাবে ব্যবহারাভাবো দৃষ্টঃ। জাগ্রৎস্বপ্নয়োরধ্যাসে সতি ব্যবহারঃ ইত্যন্বয়ঃ স্ফুটত্বাৎ ন উক্তঃ। অনেন লিঙ্গেন কারণতয়া অধ্যাসঃ সিদ্ধ্যতি, ব্যবহাররূপকার্য্যানুপপত্ত্যা বেতি ভাবঃ। নন্থ মনুষ্যত্বাদিজাতিমতি দেহেঽহমিতি অভিমানমাত্রাৎ ব্যবহারঃ সিধ্যতু কিমিন্দ্রিয়াদিষু মমাভিমানেন ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**নহীতি।** ইন্দ্রিয়পদং লিঙ্গাদেরপি উপলক্ষণম্, প্রত্যক্ষাদি ইত্যাদিপদপ্রয়োগাৎ। তথা চ প্রত্যক্ষলিঙ্গাদিপ্রযুক্তঃ যঃ ব্যবহারঃ দ্রষ্টা অনুমাতা শ্রোতাঽহমিত্যাদিরূপঃ স ইন্দ্রিয়াদীনি মমতাস্পদানি অগৃহীত্বা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, তানি মমত্বেন অনুপাদায় যঃ ব্যবহারঃ, স নেতি যোজনা। পূর্ব্বত্র অনুপাদানাসম্ভবক্রিয়য়োরেকো ব্যবহারকর্ত্তা ইতি ক্ত্বাপ্রত্যয়ঃ সাধুঃ। উত্তরত্র অনুপাদানব্যবহারয়োরেকাত্মকর্তৃকত্বাৎ তৎসাধুত্বম্

শাঙ্করভাষ্যম [অধ্যাসভাষ্যম্]

ইন্দ্রিয়াণি অনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি।৮ ন চ অধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যবহারঃ সম্ভবতি।৯ ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে।১০ ন চ এতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্ অসতি অসঙ্গস্য আত্মনঃ প্রমাতৃত্বম্ উপপদ্যতে।১১ ন চ প্রমাতৃত্বম্ অন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিঃ অস্তি।১২ তস্মাৎ অবিদ্যাবদ্বিষয়াণি এব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চ।১৩ পশ্বাদিভিশ্চ অবিশেষাৎ।১৪

ভাষ্যানুবাদ

আবার যে দেহে আত্মভাব অধ্যস্ত হয় নাই, সেই দেহের দ্বারা কেহ [কোন ব্যাপারে] প্রবৃত্ত হয় না।১০ আর এই সমস্ত না থাকিলে (—দেহের সহিত প্রত্যগাত্মার ইতরেতরাধ্যাস এবং ধর্ম্মিদ্বয়ের ধর্ম্মাধ্যাস না হইলে) অসঙ্গ আত্মার জ্ঞাতৃত্ব সঙ্গত হয় না।১১ আবার জ্ঞাতৃত্বব্যতিরেকে [প্রত্যক্ষাদি-] প্রমাণসকলের প্রবৃত্তি হয় না।১২ সেইহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকল এবং শাস্ত্রসকল অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকেই বিষয় করে (—(১) অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকে আশ্রয় করিয়াই প্রমাণসকল ও শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত হয়।১৩ অতএব ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অধ্যাস স্বীকার্য্য।]

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ইহাই বলা হইল যে, অবিদ্যা যদি প্রমাতা (—জ্ঞাতা জীব) হইতে ভিন্ন অথচ প্রমাতৃনিষ্ঠ কোন আগন্তুক দোষ হইত তাহা হইলেই আশ্রয়দোষে প্রমাণ সকলের অপ্রামাণ্য শঙ্কা হইত। অবিদ্যা কিন্তু প্রমাতৃকোটির অন্তর্গতই হয়; কারণ অবিদ্যাযুক্ত যে আত্মা তাহাকেই প্রমাতা বলা হয়। প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার এতাদৃশ প্রমাতারই হইয়া থাকে। অবিদ্যাবশতঃ দেহাদিতে 'আমি' এইপ্রকার অধ্যাস না হইলে কোন প্রকার প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহারই সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রমাতৃ-পুরুষরূপ আশ্রয়দোষে প্রমাণসকল অপ্রমাণ হয় না।১০

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি ভেদঃ। ইন্দ্রিয়াদিষু মম ইত্যধ্যাসাভাবে অন্ধাদেরিব দ্রষ্টৃত্বাদিব্যবহারঃ ন স্যাৎ ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রিয়াধ্যাসেনৈব ব্যবহারাৎ অলং দেহাধ্যাসেন ইত্যত আহ—**ন চেতি।** ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠানম্ আশ্রয়ঃ শরীরমিত্যর্থঃ। ননু অস্তু আত্মনা সংযুক্তং শরীরং তেষামাশ্রয়ঃ, কিমধ্যাসেন ইত্যত্র আহ—**ন চ অনধ্যস্তাত্মভাবেন ইতি।** অনধ্যস্ত আত্মভাবঃ আত্মতাদাত্ম্যং যস্মিন্ তেন ইত্যর্থঃ। "অসঙ্গো হি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ আধ্যাসিক এব দেহাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ ন সংযোগাদিঃ ইতি ভাবঃ। ননু আত্মনো দেহাদিভিঃ আধ্যাসিকসম্বন্ধোঽপি মা অস্তু, স্বতশ্চেতনতয়া প্রমাতৃত্বোপপত্তেঃ। ন চ সুষুপ্তৌ প্রমাতৃত্বাপত্তিঃ, করণোপরমাৎ ইতি তত্রাহ—**ন চৈতস্মিন্নিতি।** প্রমাশ্রয়ত্বং হি প্রমাতৃত্বম্। প্রমা যদি নিত্যচিন্মাত্রং তর্হি আশ্রয়ত্বাযোগঃ, করণবৈয়র্থ্যং চ। যদি বৃত্তিমাত্রম্ জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গঃ, বৃত্তের্জ্জড়ত্বাৎ। অতো বৃত্তীদ্ধঃ বোধঃ প্রমা, তদাশ্রয়ত্বম্ অসঙ্গস্য আত্মনঃ বৃত্তিমন্মনস্তাদাত্ম্যাধ্যাসং বিনা ন সম্ভবতি ইতি ভাবঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

যথা হি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততঃ নিবর্ত্তন্তে, অনকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে ।১৫ যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষম্, অভিমুখম্, উপলভ্য "মাং হন্তুম্,

ভাষ্যানুবাদ

[পরোক্ষজ্ঞানী বিবেকিপুরুষগণের লোকব্যবহারও পশুগণের ব্যবহারতুল্য, অধ্যাস প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ।]

(১) আর [ব্যবহার কালে] পশু প্রভৃতির সহিত [বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের] কোন প্রভেদ নাই ।১৪ যেহেতু যেমন পশুপ্রভৃতি, শব্দপ্রভৃতির সহিত [তাহাদের] শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতির সম্বন্ধ হইলে, যদি সেই শব্দ প্রভৃতির জ্ঞান প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় এবং অনুকূল হইলে [তাহাতে] প্রবৃত্ত হয় ।১৫ যেমন [পশুগণ] উদ্যতদণ্ডহস্ত পুরুষকে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিয়া "এই ব্যক্তি আমাকে মারিতে ইচ্ছা করিতেছে"—এইরূপ মনে করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ

ভাবদীপিকা

(১) যদি বলা হয়—আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী ও ভ্রমজ্ঞানবিহীন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণেরও উক্তপ্রকার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার যে অবিদ্যাযুক্ত পুরুষেরই হয়, ইহা কি প্রকারে বলা যায় ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—"আর ব্যবহারকালে" ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দেহাধ্যাসে, তদ্ধর্ম্মাধ্যাসে চ অসতি ইত্যক্ষরার্থঃ। তর্হি আত্মনঃ প্রমাতৃত্বং মা অস্তু ইতি বদন্তং প্রত্যাহ—**ন চেতি ।** তস্মাৎ আত্মনঃ প্রমাতৃত্বাদিব্যবহারার্থম্ অধ্যাসোঽঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি অনুমানার্থাপত্ত্যোঃ ফলমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি ।** প্রমাণসত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রমাণপ্রশ্নং সমাধায় আক্ষেপং পরিহরতি---**তস্মাদিতি ।** অহমিত্যধ্যাসস্য প্রমাত্রন্তর্গতত্বেন অদোষত্বাৎ অবিদ্যাবদাশ্রয়াণ্যপি প্রমাণানি এব ইতি যোজনা । সতি প্রমাতরি পশ্চাৎ ভবন্ দোষঃ ইতি উচ্যতে, যথা কাচাদিঃ। অবিদ্যা তু প্রমাত্রন্তর্গতত্বাৎ ন দোষঃ, যেন প্রত্যক্ষাদীনাম্ অপ্রামাণ্যং ভবেৎ ইতি ভাবঃ । ননু যদুক্তমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্যবহারঃ অধ্যাসকার্য্যঃ ইতি, তদযুক্তম্, বিদুষাম্ অধ্যাসাভাবে অপি ব্যবহারদৃষ্টেঃ ইত্যত আহ—**পশ্বাদিভিশ্চেতি ।** 'চ' শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। কং বিদ্বত্ত্বং "ব্রহ্মাস্মি"ইতি সাক্ষাৎকারঃ, উত যৌক্তিকম্ আত্মানাত্মভেদজ্ঞানম্? আদ্যে বাধিতাধ্যাসানুবৃত্ত্যা ব্যবহারঃ ইতি সমন্বয়সূত্রে বক্ষ্যতে । দ্বিতীয়ে—পরোক্ষজ্ঞানস্য অপরোক্ষভ্রান্ত্যনিবর্ত্তকত্বাৎ, বিবেকিনামপি ব্যবহারকালে পশ্বাদিভিঃ অবিশেষাৎ অধ্যাসবত্ত্বেন তুল্যত্বাৎ ব্যবহারঃ অধ্যাসকার্য্যঃ ইতি যুক্তমিত্যর্থঃ। অত্রায়ং প্রয়োগঃ—বিবেকিনোঽধ্যাসবন্তঃ, ব্যবহারবত্ত্বাৎ, পশ্বাদিবৎ ইতি ; তত্র সংগ্রহবাক্যং ব্যাকুর্ব্বন্ দৃষ্টান্তে হেতুং স্ফুটয়তি—**যথা হীতি ।** বিজ্ঞানস্য অনুকূলত্বং প্রতিকূলত্বং চ ইষ্টানিষ্টসাধনগোচরত্বম্, তদেব উদাহরতি—**যথেতি ।** অয়ং দণ্ডঃ মদনিষ্টসাধনম্, দণ্ডত্বাৎ, অনুভূতদণ্ডবৎ। ইদং তৃণম্ ইষ্টসাধনম্, অনুভূতজাতীয়ত্বাৎ, অনুভূততৃণবৎ ইত্যনুমায় ব্যবহরন্তি ইত্যর্থঃ । অধুনা হেতোঃ পক্ষধর্ম্মতামাহ

শাঙ্করভাষ্যম [অধ্যাসভাষ্যম্]

অয়ম্ ইচ্ছতি'' ইতি পলায়িতুম আরভন্তে, হরিতত ণপূর্ণ-পাণিম্ উপলভ্য তং প্রতি অভিমুখী ভবন্তি ।১৬ এবং পুরুষাঃ অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীন্ আক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবতঃ উপলভ্য ততঃ নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি প্রবর্ত্তন্তে ।১৭ অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণ-প্রমেয়ব্যবহারঃ ।১৮ পশ্বাদীনাং চ প্রসিদ্ধঃ অবিবেকপুরঃসরঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ ।১৯ তৎসামান্য-দর্শনাৎ ব্যুৎপত্তিমতাম্ অপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ তৎকালঃ সমানঃ ইতি নিশ্চীয়তে ।২০ শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি

ভাষ্যানুবাদ

করে, আবার হরিতবর্ণ তৃণপূর্ণহস্ত পুরুষকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অভিমুখী হয় (—তদভিমুখে গমন করে।)১৬ এইরূপে ব্যুৎপন্নচিত্ত (—বিবেকী) পুরুষগণও ক্রূরদৃষ্টি, গর্জ্জনকারী ও উদ্যতখড়্গহস্ত বলবান্ পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার তাহার বিপরীত পুরুষগণের প্রতি প্রবৃত্ত হয়।১৭ অতএব বিবেকী এবং অবিবেকী পুরুষগণের প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবহার পশু প্রভৃতির সহিত সমানই হয় [ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।]১৮ আর পশুপ্রভৃতির প্রত্যক্ষাদিব্যবহার যে [দেহাদিতে আত্মজ্ঞানরূপ-] অবিবেকপূর্ব্বক হয়, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।১৯ তাহার সাদৃশ্য দেখা যায় বলিয়া (—পশুপ্রভৃতির ব্যবহারের ন্যায় ব্যবহার দেখা যায় বলিয়া) ব্যুৎপন্ন পুরুষগণেরও যে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার, তাহা তৎকালে (—ব্যবহারকালে, অধ্যাসের কার্য্যরূপে] সমানই হয়, ইহা [অনুমান ও অর্থাপত্তির দ্বারা] নিশ্চয় করা যায়।২০ [সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদির দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস হইলেই ব্যবহার সম্ভব হয়। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ আত্মার দ্বারা কোনপ্রকার ব্যবহারই সম্ভব হয় না।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

—**এবমিতি** । ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ অপি ইত্যন্বয়ঃ। বিবেকিনঃ অপি ইত্যর্থঃ। ফলিতমাহ—**অত ইতি** । অনুভববলাৎ ইত্যর্থঃ। **সমান ইতি** । অধ্যাসকার্য্যত্বেন তুল্য ইত্যর্থঃ। নন্বস্মাকং প্রবৃত্তিরধ্যাসাদিতি ন পশ্বাদয়ো ব্রুবন্তি, নাপি পরেষামেতৎ প্রত্যক্ষম্, অতঃ সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্ত ইতি, নেত্যাহ—**পশ্বাদীনাং চেতি** । তেষাম্ আত্মানাত্মনোর্জ্ঞান-মাত্রমস্তি, ন বিবেকঃ, উপদেশাভাবাৎ। অতঃ সামগ্রীসত্ত্বাৎ অধ্যাসঃ তেষাং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। নিগময়তি—**তৎসামান্যেতি** । তৈঃ পশ্বাদিভিঃ সামান্যং ব্যবহারবত্ত্বং, তস্য দর্শনাৎ বিবেকিনামপি অয়ং ব্যবহারঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে ইতি সম্বন্ধঃ। সমানত্বং ব্যবহারস্য অধ্যাসকার্য্যত্বেন ইতি উক্তং পুরস্তাৎ। তত্র উক্তান্বয়ব্যতিরেকৌ স্মারয়তি— **তৎকাল ইতি** । তস্য অধ্যাসস্য কালঃ এব কালঃ যস্য, সঃ তৎকালঃ। যদা অধ্যাসঃ তদা ব্যবহারঃ, তদভাবে

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

বুদ্ধিপূর্ব্বকারী ন অবিদিত্বা আত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধম্ অধি-ক্রিয়তে, তথাপি ন বেদান্তবেদ্যম্, অশনায়াদ্যতীতম্, অপেত-ব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদম্, অসংসারি আত্মতত্ত্বম্, অধিকারে অপেক্ষ্যতে, অনুপযোগাৎ অধিকারবিরোধাৎ চ ।২১ প্রাক্ চ তথা ভূতাত্ম-

ভাষ্যানুবাদ

[শাস্ত্রীয় ব্যবহারে ব্যভিচারশঙ্কানিরাস। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার। অধ্যাস শ্রুতিসিদ্ধ।]

[আচ্ছা লৌকিকব্যবহার অবিবেকপূর্ব্বক হয় হউক, কিন্তু যাগ-যজ্ঞাদিরূপ যে শাস্ত্রীয় ব্যবহার, তাহা আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানব্যতিরেকে কি প্রকারে হইবে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—] কিন্তু যদিও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া শাস্ত্রীয়ব্যবহারে অধিকারী হয় না (১) ; তাহা হইলেও বেদান্তবেদ্য, ক্ষুধাপ্রভৃতিরহিত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিজাতিভেদশূন্য এবং জন্মমরণবর্জ্জিত যে আত্মতত্ত্ব, তাহা কর্ম্মাধিকারে অপেক্ষিত হয় না (—অসঙ্গ আত্মার জ্ঞান থাকিলে তবে যে সেই ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হইবে, তাহা নহে,) যেহেতু [কর্ম্মানুষ্ঠানে] তাহার উপযোগ নাই এবং তাহা অধিকারের বিরোধী, [কারণ এতাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে, সকলপ্রকার অভিমানের নিবৃত্তি হয় বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না ।]২১ এতাদৃশ আত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে যে শাস্ত্রপ্রবৃত্ত হয়,তাহা অবিদ্যা-

ভাবদীপিকা

(১) আত্মার পরলোকসম্বন্ধ না জানিয়া শাস্ত্রীয়কর্ম্মে অধিকারী হয় না, ইহার কারণ—যে ব্যক্তি যজ্ঞাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে পরলোকে স্বর্গাদিতে সুখভোগ করিবার ইচ্ছাতেই তাহা করে, যদি শরীরই সমস্ত কর্ম্মের কর্ত্তা ও ফলভোক্তা হয়, তাহাহইলে ইহজন্মেই অবশ্যম্ভাবী শরীরনাশের অনন্তর সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ পরলোকে গমন করিয়া তাহার ফলভোগ করিবার জন্য আর কেহ থাকিবে না । এইহেতু স্বীকার করিতে হইবে যে—শরীরাতিরিক্ত পরলোকগমনে সমর্থ আত্মা আছে। সেই আত্মাই প্রকৃত "আমি", "আমি"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সুষুপ্তৌ তদভাবঃ ইতি উক্তান্বয়াদিমান্ ইতি যাবৎ । অতো ব্যবহারলিঙ্গাৎ বিবেকিনামপি দেহাদিষু অহংমমাভিমানঃ অস্তি ইত্যনবদ্যম্ । ননু লৌকিকব্যবহারস্য আধ্যাসিকত্বে অপি জ্যোতিষ্টোমাদিব্যবহারস্য ন অধ্যাসজন্যত্বং, তস্য দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য হেতুম্ অঙ্গীকরোতি—**শাস্ত্রীয়ে তু ইতি ।** তর্হি কথং বৈদিককর্ম্মণঃ অধ্যাসজন্যত্বসিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য, কিং তত্র দেহান্যাত্মধীমাত্রম্ অপেক্ষিতম্ উত আত্মতত্ত্বজ্ঞানম্ ? আদ্যে তস্য অধ্যাসা-বাধকত্বাৎ তৎসিদ্ধিরিত্যাহ—**তথাপীতি ।** ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**ন বেদান্তেতি ।** ক্ষুৎপিপাসাদিগ্রস্তঃ জাতিবিশেষবান্ অহং সংসারী ইতি জ্ঞানং কর্ম্মণ্যপেক্ষিতং, ন তদ্বিপরীতাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানম্, অনুপযোগাৎ, প্রবৃত্তিবাধাৎ চ ইত্যর্থঃ । শাস্ত্রীয়কর্ম্মণঃ অধ্যাসজন্যত্বং নিগময়তি—

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

বিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্রম্ অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং ন অতিবর্ত্ততে।২২ তথাহি 'ব্রাহ্মণঃ যজেত'ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণিআত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসম্ আশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে।২৩ অধ্যাসঃ নাম

ভাষ্যানুবাদ

যুক্ত পুরুষবিষয়তাকে অতিক্রম করে না। (—অবিদ্যাযুক্ত পুরুষকেই তাহা আশ্রয় করে।)২২ যেমন "ব্রাহ্মণগণ যাগ করিবে" ইত্যাদি শাস্ত্রসকল আত্মাতে বর্ণ, আশ্রম, বয়স এবং অবস্থাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার অধ্যাসকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয় (২)।২৩

ভাবদীপিকা

শরীরমাত্র নহে। এইপ্রকার আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মের অধিকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি কর্ম্মে অধিকারী,তাহার শরীরাদি হইতে ভিন্ন পরলোকগমনসমর্থ যে আত্মা, তদ্বিষয়কজ্ঞান থাকেই।

(২) "ব্রাহ্মণঃ যজেত" ইত্যাদি বিধি বাক্যানুসারে অধ্যাস যে শ্রুতিরূপ প্রমাণসিদ্ধ ইহা অবগত হওয়া যায়, কারণ যে ব্যক্তি আত্মাতে ব্রাহ্মণত্ব জাতির অধ্যাস করে অর্থাৎ নিজেকে ব্রাহ্মণজাতি মনে করে, উক্তশাস্ত্রবাক্য সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া সার্থক হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে জাতির অধ্যাস বুঝা যায়। তদ্রূপ "ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেত—সামাবর্ত্তন করিবার পর আর ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষা করিবে না", "গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত—গৃহস্থাশ্রমী মনোমত ভার্য্যালাভ করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল যে ব্যক্তি নিজেকে গৃহস্থ মনে করে তাহাকে আশ্রয় করিয়া সফল হয়। ইহার দ্বারা আত্মাতে আশ্রমের অধ্যাস বুঝা যায়। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত—আট বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল ব্রাহ্মণকুলে জাত যে ব্যক্তি নিজেকে তত্তৎ বয়োবিশিষ্ট মনে করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে বয়সের অধ্যাস বুঝা যায়। "অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগঃ—দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি [শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী] জল বা বহ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে", ইত্যাদি শাস্ত্রসকল আত্মাতে তত্তৎ অবস্থার অধ্যাস করিয়া অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে ঐরূপ দুরারোগ্য ব্যাধিযুক্ত মনে করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত হয়। এতদ্দ্বারা আত্মাতে অবস্থার অধ্যাস বুঝা যায়। ভাষ্যস্থ আদি পদে—নানাপ্রকার পাতক উপপাতক এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্তবোধক শাস্ত্রসকলকে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রাক্‌চেতি। অধ্যাসে আগমং প্রমাণয়তি—**তথা হীতি।** যথা প্রত্যক্ষানুমানার্থাপত্তয়ঃ অধ্যাসে প্রমাণং, তথা আগমঃ অপি ইত্যর্থঃ। "ব্রাহ্মণো যজেত" "ন হ বৈ স্নাত্বা ভিক্ষেত" "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত" "কৃষ্ণকেশঃ অগ্নীন্ আদধীত" ইতি আগমো ব্রাহ্মণাদিপদৈঃ অধিকারিণং বর্ণাদ্যভিমানিনম্ অনুবদন্ অধ্যাসং গময়তি ইতি ভাবঃ। এবমধ্যাসে প্রমাণসিদ্ধেঽপি কস্য কুত্র অধ্যাসঃ ইতি জিজ্ঞাসায়াং তম্ উদাহর্ত্তুং লক্ষণং স্মারয়তি—**অধ্যাসঃ নামেতি।** উদাহরতি—**তৎ যথেতি।** তল্লক্ষণং যথা স্পষ্টং ভবতি, তথা উদাহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। স্বদেহাৎ ভেদেন প্রত্যক্ষাঃ পুত্রাদয়ো বাহ্যাঃ, তদ্ধর্ম্মান্ সাকল্যাদীন্

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ ইতি অবোচাম।২৪ তৎ যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহম্ এব বিকলঃ সকলঃ বা ইতি বাহ্য-ধর্ম্মান্ আত্মনি অধ্যস্যতি।২৫ তথা দেহধর্ম্মান্—স্থূলঃ অহং, কৃশঃ অহং, গৌরঃ অহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লঙ্ঘয়ামি চ ইতি।২৬ তথা ইন্দ্রিয়ধর্ম্মান্—মূকঃ, কাণঃ, ক্লীবঃ, বধিরঃ, অন্ধঃ অহম্ ইতি।২৭ তথা অন্তঃকরণধর্ম্মান্ কামসঙ্কল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্।২৮ এবম্ অহংপ্রত্যয়িনম্ অশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মনি অধ্যস্য,

ভাষ্যানুবাদ

[অধ্যাসলক্ষণের স্পষ্টতার জন্য অধ্যাসের বিশেষ বিশেষ স্থল প্রদর্শন]

[এইপ্রকারে অধ্যাস যে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধ, তাহা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহাকেই স্পষ্ট করিবার জন্য কোন বস্তুর কোথায় অধ্যাস হয়, তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—] অধ্যাস অর্থ যে যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি (—যে বস্তুটী যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তুরূপে বুঝা,) ইহা আমরা বলিয়াছি।২৪ তাহা এইরূপ—পুত্র বা ভার্য্যা প্রভৃতি বিকল (—হীনাঙ্গ) অথবা সকল (—পূর্ণাঙ্গ) হইলে, আমিই বিকল অথবা সকল,এইরূপে বাহ্য ধর্ম্মসকলকে আত্মাতে অধ্যাস করে।২৫ সেইরূপে দেহের ধর্ম্মসকলকে আত্মাতে অধ্যাস করে, যথা—'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি গৌরবর্ণ', 'আমি অবস্থান করিতেছি', 'আমি গমন করিতেছি' এবং আমি লঙ্ঘন করিতেছি, ইত্যাদি।২৬ তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মসকলকে আত্মাতে অধ্যাস করে, যথা—'আমি বোবা', 'আমি একচক্ষুহীন', 'আমি ক্লীব', 'আমি বধির', 'আমি অন্ধ', ইত্যাদি।২৭ সেইরূপে কাম, সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (—সন্দেহ) এবং অধ্যবসায় প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্মসকলকে আত্মাতে অধ্যাস করে।২৮ এইপ্রকারে অহং প্রত্যয়ীকে (—'আমি' এইপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন অন্তঃকরণকে) অশেষ স্বপ্রচারের (—কামাদি মনোবৃত্তি সকলের) সাক্ষী যে প্রত্যগাত্মা, তাহাতে অধ্যাস করিয়া

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দেহবিশিষ্টাত্মনি অধ্যস্যতি, তদ্ধর্ম্মজ্ঞানাৎ স্বস্মিন্ তত্তুল্যধর্ম্মানধ্যস্যতীত্যর্থঃ। ভেদাপরোক্ষ-জ্ঞানে তদ্ধর্ম্মাধ্যাসাযোগাৎ অন্যথাখ্যাত্যনঙ্গীকারাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। দেহেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্ মনোবিশিষ্টাত্মনি অধ্যস্যতীত্যাহ—**তথেতি**। কৃশত্বাদিধর্ম্মবতঃ দেহাদেঃ আত্মনি তাদাত্ম্যেন কল্পিতত্বাৎ তদ্ধর্ম্মাঃ সাক্ষাদাত্মনি অধ্যস্তা ইতি মন্তব্যম্। অজ্ঞাতপ্রত্যগ্রূপে সাক্ষিণি মনোধর্ম্মাধ্যাসমাহ—**তথা অন্তঃকরণেতি**। ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্বা তদ্বদেব ধর্ম্ম্যধ্যাসমাহ—**এবমিতি**। অন্তঃকরণং সাক্ষিণি অভেদেন অধ্যস্য, তদ্ধর্ম্মান্ কামাদীন্ অধ্যস্যতি ইতি মন্তব্যম্। স্বপ্রচারাঃ মনোবৃত্তয়ঃ। প্রতি—প্রাতিলোম্যেন অসজ্জড়দুঃখাত্মকাহঙ্কারাদিবিলক্ষণতয়া সচ্চিৎসুখাত্মকত্বেন অঞ্চতি—প্রকাশতে ইতি প্রত্যক্। এবমাত্মনি অনাত্মতদ্ধর্ম্মাধ্যাসমুদাহৃত্য,অনাত্মনি আত্মনঃ অপি সংসৃষ্টত্বেন

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণ অন্তঃকরণাদিষু অধ্যস্যতি ।২৯ এবম্ অয়ম্ অনাদিঃ অনন্তঃ নৈসর্গিকঃ অধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ ।৩০ অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে

ভাষ্যানুবাদ

তাহার বিপরীতক্রমে (—অচেতন অন্তঃকরণের বিপরীতধর্ম্ম যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যরূপে অবস্থিত) সর্ববসাক্ষী (—মনোবৃত্তি সকলের সাক্ষিস্বরূপ) সেই প্রত্যগাত্মাকে আবার অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে অধ্যাস করে ।২৯

[অধ্যাসবর্ণনার উপসংহার। মিথ্যাজ্ঞানরূপ অধ্যাস ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞাননাশ্য বলিয়া মোক্ষরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি।]

এইরূপে এই অনাদি, অনন্ত এবং নৈসর্গিক (—(১) স্বাভাবিক) অধ্যাস যে মিথ্যা-জ্ঞানরূপ, কর্ত্তৃত্ব ও ভোর্ক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক, ইহা সকল লোকের প্রত্যক্ষ ।৩০ [জন্মমরণ-রূপ-] অনর্থের হেতুস্বরূপ ইহার আত্যন্তিক নাশের জন্য এবং [তাহার উপায়ভূত] আত্মৈকত্ববিদ্যালাভের জন্য (—যে বিদ্যার দ্বারা জীবাত্মার ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান হয়, সেই বিদ্যালাভের জন্য) সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে (—সমস্ত

ভাবদীপিকা

(১) নৈসর্গিক শব্দটীর তাৎপর্য্য এই—নিসর্গ (=নি+সৃজ্+অল্) অর্থ—সৃষ্টি+ভবার্থে ষ্ণিক্—নৈসর্গিক। তাহাতে অর্থ হয়—সৃষ্টির প্রকার এইরূপই অর্থাৎ চেতন ও জড়—এই বিরুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন বস্তুদ্বয়ের আবিশ্যক সংসর্গ এইপ্রকারই হইয়া থাকে, ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অধ্যাসমাহ—**তং চেতি**। অহমিতি অধ্যাসে চিদাত্মনো ভানং বাচ্যম্, অন্যথা জগদান্ধ্যাপত্তেঃ। ন চ অনধ্যস্তস্য অধ্যাসে ভানমস্তি। তস্মাৎ রজতাদৌ ইদমঃ ইব আত্মনঃ সংসর্গাধ্যাসঃ এষ্টব্যঃ। **তদ্বিপর্য্যয়েণেতি**। তস্য অধ্যস্তস্য জড়স্য বিপর্য্যয়ঃ অধিষ্ঠানত্বম্, চৈতন্যং চ তদাত্মনা স্থিতমিতি যাবৎ। তত্র অজ্ঞানে কেবলাত্মনঃ সংসর্গঃ, মনসি অজ্ঞানোপহিতস্য, দেহাদৌ মন-উপহিতস্য ইতি বিশেষঃ। এবম্ আত্মনি বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসাৎ কর্ত্তৃত্বাদিলাভঃ। বুদ্ধ্যাদৌ চ আত্মাধ্যাসাৎ চৈতন্যলাভঃ ইতি ভাবঃ। বর্ণিতাধ্যাসম্ উপসংহরতি—**এবম্ অয়মিতি**। অনাদ্যবিদ্যাত্মক-ত্বয়া কার্য্যাধ্যাসস্য অনাদিত্বম্। অধ্যাসাৎ সংস্কারঃ, ততঃ অধ্যাসঃ ইতি প্রবাহতো নৈসর্গিকত্বম্। এবমুপাদানং নিমিত্তং চ উক্তং ভবতি। জ্ঞানং বিনা ধ্বংসাভাবাৎ আনন্ত্যম্। তদুক্তং ভগবদ্-গীতাসু—"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।" [১৫।৩] ইতি। হেতুমুক্ত্বা স্বরূপমাহ—**মিথ্যেতি**। মিথ্যা মায়া তয়া প্রতীয়তে ইতি প্রত্যয়ঃ—কার্য্যপ্রপঞ্চঃ,তৎপ্রতীতি-শ্চেত্যেবংস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ। তস্য কার্য্যমাহ—**কর্ত্তৃত্বেতি**। প্রমাণং নিগময়তি—**সর্ব্বেতি**। সাক্ষিপ্রত্যক্ষমেব অধ্যাসধর্ম্মিগ্রাহকং মানম্, অনুমানাদিকং তু সম্ভাবনার্থম্ ইতি অভিপ্রেত্য প্রত্যক্ষোপসংহারঃ কৃতঃ। (ইতি অধ্যাসপ্রমাণগ্রন্থঃ।)

শাঙ্করভাষ্যম্ [অধ্যাসভাষ্যম্]

বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে ।৩১ যথা চ অয়ম্ অর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়ম্ অস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ ।৩২
ইতি প্রথমবর্ণকম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে সেই বিষয়ে বিচার করা হইতেছে।)৩১ আর যে প্রকারে বেদান্তসকলের (—উপনিষৎ সকলের) ইহা (—জীব ও পরমাত্মার ঐক্য-জ্ঞান) অর্থ হয়, তাহা আমরা এই শারীরকমীমাংসাতে(২) প্রদর্শন করিব ।৩২ প্রথম বর্ণক (৩) সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(২) "শারীরকমীমাংসা" শব্দটির অর্থ এই—শরীর কুৎসিৎ হয় বলিয়া 'শরীর' -শব্দের উত্তর কুৎসিতার্থে 'কন্' প্রত্যয় করিয়া 'শরীরক' শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, ইহার অর্থ কুৎসিৎ শরীর। সেই কুৎসিৎ শরীরে জীব অবস্থান করে বলিয়া "সঃ অস্য নিবাসঃ" এই অর্থে শরীরক শব্দের উত্তর "ঞ" প্রত্যয় করিয়া যে "শারীরক" শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ হয়—জীব, সেই জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য এই গ্রন্থে মীমাংসা অর্থাৎ বিচার করা হইতেছে বলিয়া এই শাস্ত্রটীকে 'শারীরকমীমাংসাশাস্ত্র' বলা হয়। যদিও উপনিষদে ও এই মীমাংসাশাস্ত্রে প্রাণাদি উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি তাহাতে ইহাদের মুখ্যতাৎপর্য্য নাই বুঝিতে হইবে, কারণ উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা হইলেই, 'তত্ত্বমসি' শ্রবণানন্তর জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের স্ফুরণ হয় বলিয়া উপনিষদে তাহারা বর্ণিত ও এই শাস্ত্রে বিচারিত হইয়াছে।

(৩) **বর্ণক**—যেখানে একাধিক অর্থ প্রতিপাদনে সূত্রের তাৎপর্য্য থাকে, সেখানে এক একটী তাৎপর্য্যার্থের বর্ণনা যে যে ভাষ্যাংশে থাকে,সেই সেই ভাষ্যাংশকে একটী বর্ণক বলা হয়। বিবরণকার এবং তদনুবর্ত্তিগণ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রটী বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রতিপাদন

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবমধ্যাসং বর্ণয়িত্বা তৎসাধ্যে বিষয়প্রয়োজনে দর্শয়তি—**অস্যেতি ।** কর্ত্তৃত্বাদ্যনর্থ-হেতোরধ্যাসস্য সমূলস্য আত্যন্তিকনাশো মোক্ষঃ, স কেন ইত্যতঃ আহ—**আত্মৈতি ।** ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্য প্রতিপত্তিঃ শ্রবণাদিভিরপ্রতিবন্ধেন লাভঃ তস্যাঃ ইত্যর্থঃ। বিদ্যায়াং কারণমাহ—**সর্ব্বে ইতি ।** আরভ্যন্তে—অধীত্য বিচার্য্যন্তে ইত্যর্থঃ । বিচারিতবেদান্তানাং ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিষয়ঃ, মোক্ষঃ ফলমিত্যুক্তং ভবতি। অর্থাৎ তদ্বিচারাত্মকশাস্ত্রস্যাপি তে এব বিষয়প্রয়োজনে ইতি জ্ঞেয়ম্। ননু বেদান্তেষু প্রাণাদ্যুপাস্তীনাং ভানাৎ আত্মৈক্যমেব তেষাম্ অর্থঃ ইতি কথমিত্যতঃ আহ—**যথা চেতি ।** শরীরমেব শরীরকং, কুৎসিতত্বাৎ, তন্নিবাসী শারীরকঃ জীবঃ তস্য ব্রহ্মত্ববিচারো মীমাংসা তস্যামিত্যর্থঃ । উপাস্তীনাং চিত্তৈকাগ্র্যদ্বারা আত্মৈক্যজ্ঞানার্থত্বাৎ তদ্বাক্যানামপি মহাতাৎপর্য্যম্ ঐক্যে ইতি বক্ষ্যতে । এবমধ্যাসোক্ত্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যে বিরোধাভাবেন বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বাৎ শাস্ত্রমারম্ভণীয়মিতি দর্শিতম্। ইতি প্রথমবর্ণকম্

শাঙ্করভাষ্যম্

বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্য ইদম্ আদিমং সূত্রম্। ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্। [৬৬ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

[এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসার অন্তর্গত নহে।]

যাহার ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে, সেই বেদান্ত-মীমাংসাশাস্ত্রের ইহা প্রথম সূত্র। দ্বিতীয় বর্ণক (৪) সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

করে বলিয়া ইহার ভাষ্যকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী বর্ণকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ভামতীমতাবলম্বিগণ এইপ্রকার বর্ণকভেদ স্বীকার করেন নাই। যাহাহউক এই বর্ণকচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম বর্ণকটীর তাৎপর্য্য এই—"অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই এই ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্রের মোক্ষরূপ যে প্রয়োজন (—ফল,) তাহা এবং এই শাস্ত্রের বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, তাহা সিদ্ধ হয়; কারণ অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে যাবতীয় পদার্থের সত্যতা সিদ্ধ হইবে, আর তাহাহইলে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান জীব ও ব্রহ্মের বিভিন্নতাও সত্য হইয়া যাইবে বলিয়া জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ বিষয় সিদ্ধ হইবে না। আর অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে, অধ্যাসদ্বারা যাহার অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই অবিদ্যা যে জগতের পরিণামী কারণ, ইহাও সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সেই অবিদ্যার নিবৃত্তিতে যে মোক্ষরূপ ফল হয়, তাহাও সিদ্ধ হইবে না। অতএব অধ্যাসসিদ্ধ হইলেই এই শাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। আর বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত হইতে পারে। সেইহেতু প্রথমেই অধ্যাস সিদ্ধ হয় কি হয় না, সেই বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে এই প্রথম বর্ণকটীর অবয়ব হয় এইপ্রকার, **বিষয়**—এই শাস্ত্রের বিষয়—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। **সংশয়**—এই শাস্ত্রের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহার অনুকূল যে অধ্যাস, তাহা সিদ্ধ হয় কি হয় না? **পূর্ব্বপক্ষ**—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন যে আত্মা ও অনাত্মা, তাহাদের অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং অধ্যাসের অভাবে বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিচারস্য সাক্ষাদ্বিষয়াঃ বেদান্তাঃ, তেষাং গতার্থত্বাগতার্থত্বাভ্যামারম্ভসন্দেহে কৃৎস্নস্য বেদস্য বিধিপরত্বাৎ, বিধেশ্চ "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" [জৈঃ সূঃ ১।১।১] ইত্যাদিনা পূর্ব্বতন্ত্রেণ বিচারিতত্বাৎ, অবগতার্থা এব বেদান্তা ইত্যব্যবহিতবিষয়াভাবাৎ ন আরম্ভঃ ইতি প্রাপ্তে ব্রূতে—**বেদান্তেতি।** বেদান্তবিষয়কপূজিতবিচারাত্মকশাস্ত্রস্য ব্যাখ্যাতুমিষ্টস্য সূত্রসন্দর্ভস্য ইদং প্রথমসূত্রমিত্যর্থঃ। যদি বিধিরেব বেদার্থঃ স্যাৎ, তদা সর্ব্বজ্ঞো বাদরায়ণো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং ন ব্রূয়াৎ, ব্রহ্মণি মানাভাবাৎ। অতো ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাস্যত্বোক্ত্যা কেনাপি তন্ত্রেণ অনবগতব্রহ্মপরবেদান্তবিচার আরম্ভণীয় ইতি সূত্রকৃৎ দর্শয়তি। তচ্চ "ব্যাচিখ্যাসিতস্য" ইতি পদেন ভাষ্যকারঃ বভাষে। ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্।

ভাবদীপিকা

সিদ্ধান্ত---এই অধ্যাস স্বাভাবিক, চেতন আত্মার সহিত জড়দেহাদির তাদাত্ম্যাধ্যাসের দ্বারা 'আমি' এইপ্রকারে এই অধ্যাস সর্ব্বলোকের অনুভবগোচর হয় বলিয়া অধ্যাস সিদ্ধ হয়। আর সেইহেতু বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে।

এইরূপে প্রথম বর্ণকে **'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'** এই সূত্রটীর অর্থ হয় এইপ্রকার, **অতঃ**—অধ্যাস সিদ্ধ হয় বলিয়া, **অথ**—সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য। [সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত ।] ইহাই প্রথম বর্ণকের অর্থ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে—এই জিজ্ঞাসাধিকরণের যাহা বিচার্য্য বিষয় অর্থাৎ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, তাহাই সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে এই বর্ণকচতুষ্টয়েরও বিচার্য্য বিষয়, কারণ সেই মুল বিষয়বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বিচার-প্রসঙ্গে যে সকল শঙ্কা হয়, তাহাদের নিরাকরণের জন্যই বর্ণকচতুষ্টয়ে এই অবান্তর বিষয় সকলের বিচার করা হইয়াছে।

(৪) দ্বিতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য এই—অধ্যাসসিদ্ধির দ্বারা এই ব্রহ্মবিচারাত্মক উত্তর-মীমাংসাশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেও, এই শাস্ত্রটী পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে গতার্থ অথবা অগতার্থ (—উপনিষদ্‌বাক্যের বিচারাত্মক এই শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে বিচারিত হইয়াছে, অথবা হয় নাই) এইপ্রকার শঙ্কা হয়। তাহাতে শাস্ত্রারম্ভবিষয়েই পুনঃ সংশয় হয়, কারণ এই শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাই যদি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনেও প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে পুনরায় ঐ একই উদ্দেশ্যে উত্তরমীমাংসারূপ এই পৃথক্ শাস্ত্রের আরম্ভ নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই শঙ্কার সমাধান এই দ্বিতীয় বর্ণকে করা হইয়াছে। তাহাতে এই দ্বিতীয় বর্ণকটীর অবয়ব হয় এইপ্রকার, **শঙ্কা**—এই শাস্ত্র পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ কি অগতার্থ? **পূর্ব্বপক্ষ**—সমগ্রবেদই বিধিপর অর্থাৎ বেদ হইতে মাত্র ক্রিয়ার বোধ হয়। সুতরাং কর্ম্মপ্রতি-পাদন ব্যতিরেকে, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বেদের প্রতিপাদ্য নহে। অতএব ইহা বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যের মোক্ষরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমস্তই পূর্ব্বমীমাংসাতেই বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই শাস্ত্র আরম্ভনীয় নহে। **সিদ্ধান্ত**—সমগ্র বেদ কর্ম্মমাত্র প্রতিপাদন করে না, কারণ উপসংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্য্যবোধক লিঙ্গের দ্বারা [ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে] ইহা সিদ্ধ হয় যে—উপনিষৎসকলে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মপ্রতিপাদিত হয় নাই। আর উপনিষদেও যদি কর্ম্মই প্রতিপাদিত হইত, তবে উপনিষদ্‌বাক্যসকলের বিচারের জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বাদরায়ণ এই উত্তর মীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন না। সুতরাং উপনিষৎ সকলের যাহা কিছু প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং অবিদ্যানিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ ইত্যাদি, তাহা পূর্ব্বমীমাংসাতে বিচারিত হয় নাই। অতএব উপনিষদ্‌বাক্যসকলের বিচার পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ নহে বলিয়া এই শাস্ত্র আরম্ভ-নীয়। সেইহেতু সূত্রের উল্লেখের পূর্ব্বে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—"ইহা প্রথমসূত্র"। এইপ্রকারে দ্বিতীয় বর্ণকে **"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"** এই সূত্রটীর অর্থ হয় এইপ্রকার, **অতঃ**—বেদান্তবাক্যসকলের বিচার পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ হয় না বলিয়া, **অথ**—সাধনচতুষ্টয়-

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥

পদচ্ছেদ—অথ, অতঃ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

সূত্রার্থ—**অথ**—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরম্, **অতঃ**—হেত্বর্থঃ, তথাচ কর্ম্মফলস্য অনিত্যত্বাৎ, জ্ঞানফলস্য মোক্ষস্য চ নিত্যত্বাৎ [মোক্ষকামেন মোক্ষসাধনব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যৈঃ.] **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ—**অথ**—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (১) হইবার অনন্তর, **অতঃ**—এই শব্দটী হেতুরূপ অর্থের প্রকাশক, অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহা নিত্য হয় বলিয়া [মোক্ষের সাধনভূত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য বেদান্তবাক্যসকলের দ্বারা মুমুক্ষুব্যক্তির] **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য। [ইহা তৃতীয় বর্ণকানুযায়ী (২) সূত্রার্থ।]

ভাবদীপিকা

সম্পন্ন হইবার অনন্তর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্ম বিচার করা কর্ত্তব্য। অতএব পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ নহে বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই উত্তর-মীমাংসাশাস্ত্র আরম্ভণীয়।

(১) **সাধনচতুষ্টয়**—**নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক**—একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য ও সত্য এবং জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা, এই প্রকার অবধারণ। **ইহামুত্রফলভোগবিরাগ**—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগাকাঙ্ক্ষাত্যাগ। **শমদমাদিসাধনসম্পত্তি** এবং **মুমুক্ষুত্ব**—এইগুলিকে সাধনচতুষ্টয় বলে। তন্মধ্যে শমদমাদিসাধন বলিতে এইগুলিকে বুঝিতে হইবে, যথা—১। **শম**—অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ বারংবার দোষদর্শনপূর্ব্বক ভোগ্যবিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা। ২। **দম**—বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয় সকল হইতে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার। ৩। **উপরতি**—সন্ন্যাস অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিহিতকর্ম্মের ত্যাগ। মতান্তরে—শ্রবণমননাদিব্যতিরিক্ত কোন বিষয়েই অন্তরিন্দ্রিয় মনকে ও বাহ্যেন্দ্রিয়-সকলকে যাইতে না দেওয়া। ৪। **তিতিক্ষা**—অপ্রতিকারপূর্ব্বক চিন্তা ও খেদশূন্য হইয়া সমস্ত দুঃখের সহন। ৫। **সমাধান**—নিদ্রা ও আলস্য পরিহারপূর্ব্বক শুদ্ধ ব্রহ্মে মনের সর্ব্বপ্রকারে একাগ্রতা সম্পাদন। ৬। **শ্রদ্ধা**—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। অত্রস্থ 'আদি' শব্দের দ্বারা বিবরণকার 'গুরূপসদনকে' অর্থাৎ গুরুর নিকট গমনকরাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে এই সাধন হয় সাতটী। "সাধনসম্পত্তি" বলিতে উক্ত সাধনগুলির উৎকর্ষ-প্রাপ্তিকে বুঝিতে হইবে। এই সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন উত্তরবর্ত্তী সাধনের হেতু; যেমন আত্মাই নিত্যসুখস্বরূপ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখসকল অনিত্য ও পরিণামে দুঃখপ্রদ—এইপ্রকার নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক যাহার না থাকে, সুখের হেতুরূপে প্রতীয়মান রূপ-রসাদি ভোগ্যবিষয়সকল হইতে বিমুখতারূপ বৈরাগ্য তাহার হইতে পারে না। আবার যাহার বৈরাগ্য না থাকে, তাহার পক্ষে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়সংযমরূপ শমদমাদির বা অন্য সাধন-সকলের অভ্যাস বা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না। আবার উক্ত সাধনসকলের প্রাপ্তি যাহার না হয়, রূপরসাদিভোগাকাঙ্ক্ষী তাহার মোক্ষের ইচ্ছাও হয় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনসকল থাকিলেই পরবর্ত্তী সাধনসকলের অভ্যাস ও তাহাতে স্থিতি সম্ভব হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

[৬৩পৃঃ] অত্র অথ-শব্দঃ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে, ন অধিকারার্থঃ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ অনধিকার্য্যত্বাৎ।১ মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়া-

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রস্থ অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্য। আরম্ভ, মঙ্গল বা পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষাদি নহে।]

এখানে (—সূত্রমধ্যে) আনন্তর্য্য যাহার অর্থ, সেই অথ-শব্দটী গৃহীত হইতেছে (—এখানে 'অথ' শব্দটীর অর্থ "কোন কিছুর পর") কিন্তু অধিকার (—আরম্ভ) যাহার অর্থ,তাহা গৃহীত হইতেছে না (—ইহার অর্থ "কোন কিছুর আরম্ভ করা" নহে;) যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার (—"ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার") আরম্ভ করা যায় না (৩)।১

ভাবদীপিকা

(২) এই তৃতীয় বর্ণকের তাৎপর্য্য এই—প্রথম বর্ণকদ্বয়ে (৬২ ও ৬৪ পৃঃ) যথাক্রমে বিষয় ও প্রয়োজনের সদ্ভাব এবং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে অন্তর্ভূত না হওয়ারূপ সূত্রের পরম্পরাপ্রাপ্ত অর্থের বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই শাস্ত্রের অধিকারী আছে কি নাই, তাহার বিচার করা হইতেছে; কারণ অধিকারী না থাকিলে শাস্ত্র কাহার উপকারের জন্য রচিত হইবে? অতএব অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রারম্ভই ব্যর্থ হইয়া পড়ে বলিয়া এই তৃতীয় বর্ণকে অধিকারী সিদ্ধ হয় কি না, তাহা বিচারিত হইতেছে। এইরূপে এই বর্ণকটীর অবয়ব হয় এইপ্রকার, **শঙ্কা**—ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের কোন অধিকারী আছে কি নাই? **পূর্ব্বপক্ষ**—ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়েই মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া, সেই ভোগপ্রদকর্ম্মেই তাহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু মোক্ষবিষয়ে হয় না। সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রের কোন অধিকারী দেখা যায় না। অতএব অধিকারীর অভাবে এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না। **সিদ্ধান্ত**—ভোগতৃষ্ণপুরুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগপ্রদকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলেও, কর্ম্মফলসকল অনিত্য হয় বলিয়া ভোগবিতৃষ্ণ মোক্ষকামী ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি না হইয়া নিত্য যে মোক্ষ, তাহাতেই প্রবৃত্তি হয়। সেই মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন যে ব্রহ্মবিচার, তাহার অধিকারী আছে। অতএব অধিকারী সিদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত। পরবর্ত্তি-ভাষ্যমধ্যে এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

(৩) 'অথ' শব্দটীর অর্থ অনেকপ্রকার, যথা—মঙ্গল, আনন্তর্য্য, আরম্ভ, প্রশ্ন ও সমগ্র।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবং বর্ণকদ্বয়েন বেদান্তবিচারস্য কর্ত্তব্যতায়াং বিষয়প্রয়োজনবত্ত্বম্ অগতার্থত্বং চেতি হেতুদ্বয়ং সূত্রস্য আর্থিকার্থং ব্যাখ্যায় অক্ষরব্যাখ্যাম্ আরভমাণঃ পুনরপি অধিকারিভাবাভাবাভ্যাং শাস্ত্রারম্ভসন্দেহে সতি অথশব্দস্য আনন্তর্য্যার্থকত্বোক্ত্যা অধিকারিণং সাধয়তি—**অত্র অথশব্দ ইতি**। সূত্রে ইত্যর্থঃ। "মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষ্বথো অথ" ইতি [অমরকোশে অব্যয়বর্গে] অথশব্দস্য বহবঃ অর্থাঃ সন্তি। তত্র "অথ যোগানুশাসনম্" [যোঃ সূঃ ১।১] ইত্যত্র সূত্রে যথা

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবাৎ অর্থান্তরপ্রযুক্তঃ এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনঃ ভবতি।২ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলতঃ আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ।৩

[৭০ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

আর বাক্যার্থে মঙ্গলের সমন্বয় হয় না বলিয়া (—'অথ' শব্দের অর্থ "মঙ্গল" হইলে তাহার দ্বারা বাক্যার্থ নিষ্পন্ন হয় না বলিয়া) অন্য অর্থে (—আনন্তর্য্যরূপ অর্থে) প্রযুক্ত যে অথশব্দ, তাহাও শ্রবণের দ্বারাই মঙ্গলরূপ (৪) ফলপ্রদ হয়।২ আর [অথশব্দের অর্থ যে] পূর্ব্বপ্রকৃতের (—পূর্ব্বে বর্ণিত কোন কিছুর) অপেক্ষা (৫), তাহার ফলতঃ (—বস্তুতঃ) আনন্তর্য্য হইতে কোন ভেদ নাই।৩

ভাবদীপিকা

এতদ্ব্যতীত 'পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা'রূপ অন্য একটী অপ্রসিদ্ধ অর্থও আছে। এইসকল অর্থের মধ্যে 'অথ' শব্দের কোন অর্থটী সঙ্গত, এখানে তাহার বিচার করা হইতেছে। এখানে 'আরম্ভ'রূপ অর্থ হইতে পারে না, কারণ 'জিজ্ঞাসা' এই শব্দটী 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জানা এবং 'সন্' প্রত্যয়ের অর্থ 'ইচ্ছা'। অতএব 'জিজ্ঞাসা'শব্দের অর্থ হয়—'জানিবার ইচ্ছা'। এই ইচ্ছাটীকে কিন্তু আরম্ভ করা যায় না। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান থাকিলে অর্থাৎ কোন বস্তু প্রাপ্ত হইলে কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইরূপ যদি মনে হয় এবং সেই বস্তুটী প্রাপ্ত হওয়া পুরুষের প্রযত্নসাধ্য এইরূপ যদি মনে হয়, তবে স্বতঃই সেই বিষয়ে পুরুষের ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছাকে আর ঘটাদির ন্যায় আরম্ভ করা যায় না, তাহা আপনিই হয়। সুতরাং 'ব্রহ্মকে জানিবার যে ইচ্ছা', তাহাকে আর আরম্ভ করা যায় না। আর যদি 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পদে লক্ষণা করিয়া 'ব্রহ্মবিচার' এইরূপ অর্থ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অথশব্দঃ আরম্ভার্থকঃ যোগশাস্ত্রমারভ্যতে ইতি; তদ্বদত্র কিং ন স্যাৎ ইত্যত আহ—**ন অধিকারার্থঃ ইতি**। অয়মাশয়ঃ—কিং জিজ্ঞাসাপদং জ্ঞানেচ্ছাপরম্, উত বিচারলক্ষকম্? আদ্যে অথশব্দস্য আরম্ভার্থত্বে ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা আরভ্যতে ইতি সূত্রার্থঃ স্যাৎ; স চ অসঙ্গতঃ, তস্যা অনারভ্যত্বাৎ। নহি প্রত্যধিকরণম্ ইচ্ছা ক্রিয়তে, কিন্তু তয়া বিচারঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, কর্ত্তব্যপদাধ্যাহারং বিনা বিচারলক্ষকত্বাযোগাৎ, অধ্যাহৃতে চ তেনৈবারম্ভোক্তেঃ অথশব্দবৈয়র্থ্যাৎ কিন্তু অধিকারসিদ্ধ্যর্থমানন্তর্য্যার্থতা এব যুক্তা ইতি। অধুনা সম্ভাবিতম্ অর্থান্তরং দূষয়তি—**মঙ্গলস্যেতি**। বাক্যার্থে বিচারকর্ত্তব্যতা। নহি তত্র মঙ্গলস্য কর্তৃত্বাদিনা অন্বয়ঃ অস্তীত্যর্থঃ। ননু সূত্রকৃতা শাস্ত্রাদৌ মঙ্গলং কার্য্যমিতি অথশব্দঃ প্রযুক্তঃ ইতি চেৎ? সত্যম্, ন তস্য অর্থঃ মঙ্গলং কিন্তু তচ্ছ্রবণম্ উচ্চারণং চ মঙ্গলকৃত্যং করোতি। তদর্থস্তু আনন্তর্য্যমেব ইত্যাহ—**অর্থান্তরেতি**। অর্থান্তরম্—আনন্তর্য্যম্। শ্রুত্যা—শ্রবণেন। শঙ্খবীণাদিনাদশ্রবণবৎ ওঁকারাথশব্দয়োঃ শ্রবণং মঙ্গলফলকম্। "ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ"॥ ইতি স্মরণাৎ ইতি ভাবঃ। ননু প্রপঞ্চঃ মিথ্যা ইতি

ভাবদীপিকা

করা হয়, তাহাহইলে অবশ্যই "কর্ত্তব্য" এই পদটীকে অধ্যাহার করিয়া সূত্রের অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে সূত্রের এই অংশের অর্থ হইবে—"ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য"। কিন্তু তাহাহইলেও 'অথ'শব্দের আরম্ভরূপ অর্থ ব্যর্থই হয়, কারণ "কোন কিছু করা কর্ত্তব্য" এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করিলে, "সেই বিষয়টী যে পূর্ব্বে করা হয় নাই, এক্ষণে তাহাকে আরম্ভ করা হইবে", এইপ্রকার অর্থই বুঝা যায়। তাহাতে ফলতঃ এই 'কর্ত্তব্য' পদটীর দ্বারাই 'আরম্ভ'রূপ অর্থটীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া 'অথ'শব্দের 'আরম্ভ'রূপ অর্থ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

(৪) 'অথ' শব্দের অর্থ যদি 'মঙ্গল' হয়,তাহাহইলে সূত্রার্থ হইবে—"মঙ্গলের হেতু হয় বলিয়া প্রত্যহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে"। কিন্তু এইপ্রকার অর্থ করা যায় না, কারণ 'মঙ্গল' অথশব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ কিছুই নহে। যাহা শব্দের বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ নহে, তাহা বাক্যার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। তাহার হেতু—অর্থ দুইপ্রকার, ১। জ্ঞাপ্যার্থ এবং ২। কার্য্যার্থ। 'জ্ঞাপ্যার্থ' শব্দের অর্থ—শব্দের বৃত্তিলভ্য অর্থ, অর্থাৎ শব্দের শক্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ। আর 'কার্য্যার্থ'শব্দের অর্থ—শব্দটীর উচ্চারণ বা শ্রবণক্রিয়াজন্য কোন ফল, যেমন শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিলে মঙ্গলরূপ ফল হয়। 'কার্য্যার্থ' ও 'জ্ঞাপ্যার্থের' মধ্যে এই জ্ঞাপ্যার্থই বাক্যার্থে অন্বিত হয় কিন্তু 'কার্য্যার্থ' অন্বিত হয় না, কারণ শক্তিবৃত্তি বা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদজন্য উপস্থিতির বিষয় হয় যে পদার্থ, তাহারই বাক্যার্থে অন্বয় হয়। ইহা স্বীকার না করিলে, যাহা পদজন্য উপস্থিতির বিষয় না হয়, তাদৃশপদার্থের জ্ঞানও বাক্যার্থের বোধকালে হইয়া যাইবে, 'ঘট আনয়ন কর' বলিলে 'পটদর্শন কর' এইরূপ অর্থবোধ হইয়া যাইবে। সেইহেতু 'মঙ্গল' অথশব্দের জ্ঞাপ্যার্থ নহে বলিয়া অর্থাৎ তাহা কার্য্যার্থ হয় বলিয়া, উক্তপ্রকারে "মঙ্গলের হেতু হয় বলিয়া প্রত্যহ

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রকৃতে সতি, অথৈতন্মতং প্রপঞ্চঃ সত্য ইত্যত্র পূর্ব্বপ্রকৃতার্থাৎ উত্তরার্থস্য অর্থান্তরত্বার্থঃ অথশব্দঃ দৃষ্টঃ, তথা অত্র কিং ন স্যাৎ ইত্যত আহ—**পূর্ব্বেতি।** ফলতঃ ফলস্য ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ পূর্ব্বম্ অর্থবিশেষঃ প্রকৃতঃ নাস্তি, যস্মাত্তস্যা অর্থান্তরত্বম্ অথশব্দেন উচ্যেত। যতঃ কুতশ্চিদর্থান্তরত্বং সূত্রকৃতা ন বক্তব্যম্, ফলাভাবাৎ। যদি ফলস্য জিজ্ঞাসাপদোক্তকর্ত্তব্য-বিচারস্য হেতুত্বেন যৎ পূর্ব্বং প্রকৃতং তদপেক্ষা অস্তি ইতি অপেক্ষাবলাৎ প্রকৃতহেতুম্ আক্ষিপ্য ততঃ অর্থান্তরত্বম্ উচ্যতে,তদা অর্থান্তরত্বম্ আনন্তর্য্যে অন্তর্ভবতি, হেতুফলভাবজ্ঞানায় আনন্তর্য্যস্য অবশ্যং বাচ্যত্বাৎ। তস্মাৎ ইদমর্থান্তরমিত্যুক্তে তস্য হেতুত্বাপ্রতীতেঃ। তস্মাৎ ইদম্ অনন্তর-মিত্যুক্তে ভবত্যেব হেতুত্বপ্রতীতিঃ। ন চ অশ্বাৎ অনন্তরঃ গৌঃ ইত্যত্র হেতুত্বভানাপত্তিরিতি বাচ্যম্। তয়োর্দ্দেশতঃ কালতো বা ব্যবধানেন আনন্তর্য্যস্য অমুখ্যত্বাৎ। অতঃ সামগ্রীফলয়োরেব মুখ্যম্ আনন্তর্য্যম্, অব্যবধানাৎ। তস্মিন্ উক্তে সতি অর্থান্তরত্বং ন বাচ্যম্। জ্ঞাতত্বাৎ বৈফল্যাৎ চ ইতি ভাবঃ। ফলস্য বিচারস্য পূর্ব্বপ্রকৃতহেত্বপেক্ষায়াঃ বলাৎ যদর্থান্তরত্বং তস্য আনন্তর্য্যাভেদাৎ ন পৃথগথশব্দার্থত্বমিতি অধ্যাহৃত্য ভাষ্যং যোজনীয়ম্। যদ্বা, পূর্ব্বপ্রকৃতে অর্থে অপেক্ষা যস্যাঃ অর্থান্তরতায়াঃ, তস্যাঃ ফলং জ্ঞানং, তদ্দ্বারা আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ তজ্জ্ঞানে তস্যাঃ জ্ঞানতঃ অন্তর্ভাবাৎ ন অথশব্দার্থতা ইত্যর্থঃ।

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে"---এইরূপ সূত্রার্থ হইতে পারে না। ইহা মনে রাখিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—**"মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে**—বাক্যার্থে মঙ্গলের সমন্বয় হয় না", ইত্যাদি।

তাহাতে শঙ্কা হয়—অমরকোষে "অথ"শব্দের অর্থ 'মঙ্গল' বলা হইয়াছে, যথা—"মঙ্গলানন্তরারম্ভপ্রশ্নকার্ৎস্ন্যেষথো অথ" ইত্যাদি। অতএব মঙ্গলকে 'অথ'শব্দের শক্যার্থই বলিতে হইবে। সুতরাং তাহা কেন বাক্যার্থে অন্বিত হইবে না? তদুত্তরে বলা যায়—অভিধান হইতে যে শব্দের শক্যার্থেরই বোধ হয়, ইহা সকলস্থলে স্বীকার করা হয় না। যেমন "গুণে শুক্লাদয়ঃ পুংসি গুণিলিঙ্গাস্তু তদ্বতি অর্থাৎ শুক্লাদিশব্দ গুণ বুঝাইলে পুংলিঙ্গ হয় এবং গুণবান্‌কে অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যকে বুঝাইলে, সেই দ্রব্যের যে লিঙ্গ উক্ত শুক্লাদিশব্দেরও সেই লিঙ্গ হয়", ইত্যাদি। উক্ত বাক্যটীর দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, শুক্লশব্দের শক্যার্থ দুইপ্রকার—শুক্লগুণ এবং শুক্লদ্রব্য। কিন্তু বিবেচকব্যক্তিগণ শুক্লাদিশব্দের এই উভয়প্রকার শক্যার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—লাঘবানুরোধে শুক্লাদিশব্দের শক্যার্থ শুক্লাদি গুণ, গুণীর অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্যের বোধ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা হয়। সুতরাং অভিধানের সকল অর্থই শক্যার্থ নহে। সেইহেতু অভিধানে 'অথ'শব্দের শক্যার্থরূপে "মঙ্গলের" উল্লেখ থাকিলেও তাহা গৃহীত হইতে পারে না, তাদৃশ অর্থকে প্রকৃতস্থলে কার্য্যার্থরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব 'ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ —"পুরাকালে ওঁকার এবং অথশব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল, সেইহেতু তাহারা দুইটীই মাঙ্গলিক", এই স্মৃতিবাক্যে যে অথশব্দকে মাঙ্গলিক বলা হইয়াছে, তাহা এই কার্য্যার্থাভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ওঁকার ও অথ-শব্দ শ্রবণ করিলে মঙ্গল হয় কিন্তু মঙ্গল তাহাদের জ্ঞাপ্যার্থ নহে, ইহাই উক্ত স্মৃতিবাক্যস্থ মাঙ্গলিক শব্দের অভিপ্রায়। সুতরাং অন্য প্রয়োজনে আনীত জলপূর্ণ ঘট দর্শনে বা শঙ্খধ্বনি শ্রবণে যেমন মঙ্গল হয়, প্রকৃতস্থলে 'অথ'শব্দশ্রবণের দ্বারাও তদ্রূপ মঙ্গলই হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবান্ ভাষ্যকার **"শ্রুত্যামঙ্গলপ্রয়োজনঃ ভবতি"** ইত্যাদি ভাষ্যাংশে এই কথাই বলিয়াছেন। এইরূপে এই 'অথ'শব্দের উচ্চারণের দ্বারা ভগবান্ সূত্রকারেরও সৎশব্দপ্রয়োগরূপ মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হইয়াছে।

(৫) এখানে পুনরায় এইপ্রকার শঙ্কা হয়—'অথশব্দ' মঙ্গল ব্যতিরেকে শক্তি বা লক্ষণা বৃত্তিতে অন্য অর্থও প্রকাশ করে বলিয়া এখানে অথশব্দের অর্থ আনন্তর্য্যই বা হইবে কেন? "পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা"রূপ অর্থান্তরও (—অন্যপ্রকার অর্থও) অথ-শব্দের অর্থ হইবে না কেন? তদুত্তরে বলা যায়—"পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা" বলিতে কি বুঝায়? তাহা কি—১। পূর্ব্বে প্রস্তাবিত যে একটী পক্ষ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পক্ষের অবতারণাকে বুঝায়? অথবা ২। উত্তরবর্ত্তী কার্য্যবস্তুতে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণভূত বস্তুর অপেক্ষা, তাহাকে বুঝায়? যদি প্রথমপক্ষ স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয়—পূর্ব্বে প্রস্তাবিত যে একটী পক্ষ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া পরে যে অন্যপক্ষের অবতারণা, তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, যেমন—"অয়মেব পক্ষঃ সমীচীনঃ, অথ মতম্ অসমীচীনঃ" ইত্যাদিস্থলে প্রথমে প্রস্তাবিত সমীচীনতা পক্ষকে অপেক্ষা করিয়া পরে অসমীচীনতা পক্ষের প্রস্তাব হইয়াছে বলিয়া 'অথ'শব্দের অর্থ হয় "পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা"। এখানেও

শাঙ্করভাষ্যম্

[৬৭পৃঃ]সতি চ আনন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেন অপেক্ষ্যতে, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেন অপেক্ষ্যতে, তৎ বক্তব্যম্ ।১ স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং তু সমানম্ ।২

ভাষ্যানুবাদ

[ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অনিয়ত। কর্ত্তা এক নহে বলিয়া অথশব্দের অর্থ ক্রমরূপ অমুখ্য আনন্তর্য্য নহে।]

আর [অথ-শব্দের] অর্থ আনন্তর্য্য হইলে, যেমন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তাহার পূর্ব্বভাবী বেদাধ্যয়নকে নিয়মিতভাবে অপেক্ষা করে, এইরূপে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও যে পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুটীকে নিয়মিতভাবে অপেক্ষা করে, তাহা বলিতে হইবে ।১ স্বাধ্যায়ের (—বেদাধ্যয়নের) যে আনন্তর্য্য, তাহা কিন্তু সমান (—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উভয়ের পূর্ব্বেই বেদাধ্যয়ন নিয়মিতভাবে অপেক্ষিত হয় ।২ সুতরাং বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়—ইহা বলা যায় না।]

ভাবদীপিকা

এইপ্রকারই হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—এখানে তাদৃশ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের পূর্ব্বে অন্য কোন পক্ষের উল্লেখ নাই। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয়—"পরবর্ত্তী কার্য্যে যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অপেক্ষা, তাহাই পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, যেমন—'ঘটেন নেত্রসন্নিকর্ষঃ অথ ঘটজ্ঞানম্', এইস্থলে পরবর্ত্তী ঘটজ্ঞানরূপ কার্য্যের প্রতি, পূর্ব্ববর্ত্তী যে "ঘটের সহিত নেত্রসন্নিকর্ষ", তাহাকে কারণ-রূপে বুঝা যায়। সেইহেতু এই অথ-শব্দটীর অর্থ হয় পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। এখানেও এইরূপই হইবে। তাহা হইলে বলিব—এইরূপ ব্যাখ্যাতে 'অথ-শব্দের' অর্থ ফলতঃ আনন্তর্য্যই হইল, যেহেতু কার্য্য যে নিয়মিতভাবে কারণের অব্যবহিত পরবর্ত্তী হয়, ইহাই কার্য্যে কারণের অপেক্ষারূপ পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। এতাদৃশ যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন, "**পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ**" ইত্যাদি; অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রস্তাবিতের যে অপেক্ষা, তাহা ফলতঃ (—বস্তুতঃ) আনন্তর্য্য হইতে অভিন্ন, ইত্যাদি।

উপরোক্ত দ্বিতীয় কোটিতে উল্লিখিত যে কার্য্যকারণভাবমূলক আনন্তর্য্যরূপ পূর্ব্বপ্রকৃতা-পেক্ষা, তাহার দ্যোতনের জন্য রত্নপ্রভাকার "ফলতঃ" এই পদটীতে 'সার্ব্ববিভক্তিক তসিল্' প্রত্যয়ের দ্বারা অর্থ করিয়াছেন—'ফলস্য' অর্থাৎ ফলের। তাহাতে এই ভাষ্যাংশের অর্থ হয়—"ব্রহ্মবিচাররূপ ফলের হেতুভূত যে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত [পদার্থ,] তাহার যে [সেই ব্রহ্মবিচাররূপ-]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নন্বানন্তর্য্যার্থকত্বে অপি আনন্তর্য্যস্য অবধিঃ কঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**সতি চেতি**। যৎ নিয়মেন পূর্ব্ববৃত্তং—পূর্ব্বভাবি অসাধারণকারণম্ পুষ্কলকারণমিতি যাবৎ, তদেব অবধিরিতি বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ননু অস্তু ধর্ম্মবিচারে ইব ব্রহ্মবিচারে অপি বেদাধ্যয়নং পুষ্কলকারণম্, ইত্যত আহ—**স্বাধ্যায়েতি**। সমানম্—ব্রহ্মবিচারে সাধারণকারণম্, ন পুষ্কলকারণম্ ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ননু ইহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ ?৩ ন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপি অধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।৪ যথা চ হৃদয়া-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) কর্ম্মাববোধের আনন্তর্য্যটাই বিশেষ (—অসাধারণ কারণ) হউক ? (—বেদোক্ত কর্ম্মজ্ঞানের হেতুভূত যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নজন্য যে কর্ম্মের জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হউক ?)৩

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহাহইলে বলিব—না, তাহা বলা যায় না ; কারণ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার (—কর্ম্মজ্ঞানের) পূর্ব্বেও যে ব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সঙ্গত হয়।৪ [এক্ষণে অথ-শব্দের অর্থ যে অমুখ্য আনন্তর্য্য বা

ভাবদীপিকা

ফলবিষয়ে অপেক্ষা, তাহার আনন্তর্য্য হইতে কোন ভেদ নাই"। অর্থাৎ ব্রহ্মবিচাররূপ ফলের হেতুভূত যে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থ অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয়, ব্রহ্মবিচাররূপ ফলের প্রতি তাহার অপেক্ষা আছে বলিয়া এখানে অথশব্দের অর্থ যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা, তাহাকে আনন্তর্য্যই বলিতে হইবে ; যেহেতু একপক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্যপক্ষের উল্লেখ করিলে, কার্য্যকারণভাব পরিস্ফুট হয় না, কিন্তু "ইহা তাহার অনন্তর" এইরূপ বলিলে কার্য্যকারণভাব পরিস্ফুট হয়। সুতরাং যে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষাতে কার্য্যকারণভাব বুঝা যায়, তাহাই হইবে এখানে অথ-শব্দের অর্থ, আর তাহাকেই আনন্তর্য্য বলা হয়। তাহাতে শঙ্কা হয়—'আনন্তর্য্য' অর্থ হইলেই যে কার্য্যকারণভাব সূচিত হইবে, তাহা বলা যায় না ; কারণ "আদৌ অশ্বমানয় অথ গাম্—অগ্রে অশ্ব আনয়ন কর, অনন্তর গরু আনয়ন কর", ইত্যাদি স্থলে 'অথ'শব্দের যে আনন্তর্য্যরূপ অর্থ হয়, তাহাতে কার্য্যকারণভাব বুঝা যায় না। তদুত্তরে বলা যায়—হাঁ, তাহা সত্য, এতাদৃশস্থলে কার্য্যকারণভাব সূচিত হয় না ; সেইহেতু এতাদৃশ আনন্তর্য্যকে কার্য্যকারণভাববিহীন অমুখ্য আনন্তর্য্য বা 'ক্রম' বলা হয়। এই অমুখ্য আনন্তর্য্য বা 'ক্রম'রূপ যে অথ-শব্দের অর্থ, তাহা প্রস্তাবিতস্থলে সম্ভব হয় কি না, তাহা "যথা চ হৃদয়াগ্রবদানানাম্

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ননু সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন "যজ্ঞেন দানেন" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিশ্রুত্যা "যজ্ঞাদি কর্ম্মাণি জ্ঞানায় বিধীয়ন্তে" ইতি সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।২৬) বক্ষ্যতে। তথা চ পূর্ব্বতন্ত্রেণ তদববোধঃ পুষ্কলকারণমিতি শঙ্কতে—**ননু ইতি**। ইহ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্। বিশেষঃ—অসাধারণকারণম্। ["একস্য তু উভয়ার্থত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্" (জৈঃ সূঃ ৪।৩।৫) ইতি জৈমিনিসূত্রম্। তদর্থস্তু—একস্য কর্ম্মণঃ উভয়ার্থত্বে অনেকফলসম্বন্ধে সংযোগঃ—উভয়সম্বন্ধবোধকং বাক্যং,তস্য পৃথক্ত্বং ভেদঃ স হেতুঃ। ততশ্চ অত্রাপি জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলকানামপি "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদিবচনাৎ জ্ঞানার্থত্বং চেতি।] পরিহরতি—**ন ইত্যাদিনা**। অয়মাশয়ঃ—ন তাবৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদয়দানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তথা ইহ ক্রমঃ বিবক্ষিতঃ, শেষ-শেষিত্বে অধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ।৫ [৭৪ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

ক্রম হইতে পারে না,তাহা বলিতেছেন—] আর যেমন [অথ-শব্দের অর্থরূপে] ক্রমের বিবক্ষা আছে বলিয়া হৃদয়াদির যে অবদানসকল, (১) তাহাদের মধ্যে আনন্তর্য্যের নিয়ম দৃষ্ট হয় (—একের পর অন্যের অবদান হইবে, এইপ্রকারে ক্রমের নিয়ম দৃষ্ট হয়), এখানে (—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) সেইরূপ ক্রম বিবক্ষিত হয় নাই ; যেহেতু [এইস্থলে উভয় জিজ্ঞাসার মধ্যে] শেষ-শেষিত্বে (২) বা অধিকৃতাধিকারে(৩) কোন প্রমাণ নাই (৪)।৫ [সুতরাং ধর্ম্ম ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি নহে বলিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয় না। অতএব সূত্রস্থ অথশব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

ভাবদীপিকা

আনন্তর্য্যনিয়মঃ", ইত্যাদি পরবর্ত্তিভাষ্যে আলোচিত হইবে । কার্য্যকারণভাবযুক্ত যে মুখ্য আনন্তর্য্য,তাহাই এখানে 'অথ'শব্দের অর্থরূপে গ্রহণীয় —ইহাই ভগবান্ ভাষ্যকারের অভিপ্রায়।

(১) **অবদান**—অবদান শব্দের ধাতুগত অর্থ—ছেদন অর্থাৎ হোমের জন্য হোমপরিমিত অংশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন । বস্তুতঃ তত্তৎ ভাগের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণই অবদান শব্দের পর্য্যবসিত অর্থ । [৩।৩।৪৫ সূত্রের রত্নপ্রভা, ন্যায়নির্ণয় এবং কাঃ শ্রৌত সূত্র ৬।৭।৭ দ্রষ্টব্য, যথা—"অবদ্যতি—গৃহ্নাতি", "তত্তৎ ভাগং গৃহ্নাতি," "পৃথকৃকৃত্বাগ্রহণম্," ইত্যাদি।] প্রস্তাবিতস্থলে "হৃদয়াদ্যবদানানাম্" ইত্যাদি ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য এইপ্রকার---শ্রুতিতে আছে "হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি অথ জিহ্বায়াঃ অথ বক্ষসঃ" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৪) ইত্যাদি। ইহার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পূর্ব্বতন্ত্রস্থং ন্যায়সহস্রং ব্রহ্মজ্ঞানে তদ্বিচারে বা পুষ্কলকারণম্, তস্য ধর্ম্মনির্ণয়মাত্রহেতুত্বাৎ। নাপি কর্ম্মনির্ণয়ঃ, তস্য অনুষ্ঠানহেতুত্বাৎ। নহি ধূমাগ্ন্যোঃ ইব ধর্ম্মব্রহ্মণোঃ ব্যাপ্তিঃ অস্তি, যয়া ধর্ম্মজ্ঞানাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং ভবেৎ। যদ্যপি শুদ্ধিবিবেকাদিদ্বারা কর্ম্মাণি হেতবঃ, তথাপি তেষাং নাধিকারিবিশেষণত্বম্ অজ্ঞাতানাং তেষাং জন্মান্তরকৃতানামপি ফলহেতুত্বাৎ। অধিকারিবিশেষণং জ্ঞায়মানং প্রবৃত্তিপুষ্কলকারণম্ আনন্তর্য্যাবধিত্বেন বক্তব্যম্। অতঃ কর্ম্মাণি, তদববোধঃ, তন্ন্যায়বিচারো বা ন অবধিরিতি, ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসানন্তর্য্যমিতি। ননু ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ কার্য্যকারণত্বাভাবে অপি আনন্তর্য্যোক্তিদ্বারা ক্রমজ্ঞানার্থঃ অথশব্দঃ । "হৃদয়স্যাগ্রে অবদ্যতি অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ" (তৈঃ সং ৬।৩।১০।৪) ইত্যবদানানাং ক্রমজ্ঞানার্থাথশব্দবৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**যথা ইতি।**" অবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমো যথা অথশব্দার্থঃ তস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তথেহ ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ক্রমো বিবক্ষিতঃ, এককর্ত্তৃকত্বাভাবেন তয়োঃ ক্রমানপেক্ষণাৎ । অতো ন ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইত্যর্থঃ । ননু তয়োরেককর্ত্তৃকত্বং কুতো নাস্তীত্যত আহ—**শেষেতি।**

ভাবদীপিকা

অথ—"প্রথমে হৃদয়ের অবদান করিবে (—যজ্ঞার্থে নিহত পশুর হৃদয় হইতে খানিকটা অংশ ছেদন করিয়া গ্রহণ করিবে,) অনন্তর জিহ্বার অবদান করিবে, অনন্তর বক্ষের অবদান করিবে," ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যে একটী অঙ্গের অবদানের পর অন্য অঙ্গের অবদান বিহিত হইতেছে বলিয়া অত্রস্থ "অথ" শব্দটীর অর্থ যে ক্রম, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

(২) **শেষ-শেষিত্ব**—ইহার অর্থ অঙ্গাঙ্গিত্ব; 'শেষ' শব্দের অর্থ অঙ্গ এবং 'শেষী' শব্দের অর্থ অঙ্গী, তাহার ভাব অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাব। যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগটী হয় অঙ্গী এবং সমিধাদি প্রযাজসকল হয় তাহার অঙ্গ। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই ছয়টী প্রমাণের দ্বারা কোনটী অঙ্গ এবং কোনটী অঙ্গী, তাহা অবগত হওয়া যায়। আনন্দময়াধিকরণে এই প্রমাণসকল আলোচিত হইবে।

(৩) **অধিকৃতাধিকার**—কোন বিশেষ কর্ম্মে অধিকার থাকিলে, তবে যদি অন্য কর্ম্মে অধিকার হয়, তাহাহইলে তাহাকে অধিকৃতাধিকার বলে। যথা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইষ্ট্বা সোমেন যজেত"—দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞসম্পাদন করিয়া পরে সোমযাগ করিবে"। তাহাতে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসযজ্ঞে অধিকারী হয় এবং তাহা সম্পাদন করে, তবেই সেই ব্যক্তির সোমযাগের অনুষ্ঠানে অধিকার হয়, অন্য ব্যক্তির তাহাতে অধিকার হয় না। এইরূপে দর্শপূর্ণমাসযাগে অধিকৃত ব্যক্তির যে সোমযাগে অধিকার, ইহাকেই বলে অধিকৃতাধিকার। এইরূপ অন্যান্যস্থলেও বুঝিতে হইবে।

(৪) এইরূপে, "যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানাম্ আনন্তর্য্যনিয়মঃ" ইত্যাদি ভাষ্যবাক্যটীর তাৎপর্য্য এইপ্রকার—'হৃদয়স্য অগ্রে অবদ্যতি অথ জিহ্বায়াঃ অথ বক্ষসঃ,' এইস্থলে 'অথ'শব্দের অর্থ যেমন গৌণআনন্তর্য্য বা ক্রম, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাস্থলে তাদৃশ 'ক্রম'রূপ অর্থ হইবে না, অর্থাৎ অগ্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা হইবে ও পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইবে, সূত্রস্থ অথশব্দটীর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যেষামেকপ্রধানশেষতা যথা অবদানানাং প্রযাজাদীনাং চ। যয়োশ্চ শেষশেষিত্বম্, যথা প্রযাজদর্শয়োঃ। যস্য চ অধিকৃতাধিকারত্বম্, যথা অপাং প্রণয়নং দর্শপূর্ণমাসাঙ্গমাশ্রিত্য "গোদোহনেন পশুকামস্য" ইতি বিহিতস্য গোদোহনস্য। যথা বা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" ইতি দর্শাদ্যুত্তরকালে বিহিতস্য সোমযাগস্য দর্শাদ্যধিকৃতাধিকারত্বং, তেষামেককর্তৃকত্বং ভবতি। ততশ্চৈকপ্রয়োগবচনগৃহীতানাং তেষাং যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাৎ ক্রমাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুত্যাদিভির্হি ক্রমো বোধ্যতে; নৈবং জিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিত্বে শ্রুতিলিঙ্গাদিকং মানমস্তি। ননু "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪) ইতি শ্রুত্যা, "অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥" ইতি স্মৃত্যা চ অধিকৃতাধিকারত্বং ভাতীতি। তন্ন, "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪), "আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং ত্বয়া উদাহৃতশ্রুতিস্মৃত্যোরশুদ্ধচিত্ত-বিষয়ত্বাবগমাৎ। এতদুক্তং ভবতি—যদি জন্মান্তরকৃতকর্ম্মভিঃ শুদ্ধং চিত্তম্, তদা ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতব্যম্। যদি ন শুদ্ধমিতি রাগেণ জ্ঞায়তে, তদা গৃহী ভবেৎ, তত্রাপ্যশুদ্ধে

ভাবদীপিকা

এইপ্রকার অর্থ হইবে না; যেহেতু যেখানে হৃদয়াদির অবদানের ন্যায় অনেক ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় একই ব্যক্তি, সেখানেই প্রয়োগবিধিবোধিত ক্রমের বোধ হয়, কারণ একই ব্যক্তি কখনও সমস্ত কর্ম্ম যুগপৎ করিতে পারে না। প্রস্তাবিতস্থলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি নহে বলিয়া সূত্রস্থ 'অথ'শব্দের দ্বারা 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য,' এইরূপে অমুখ্য আনন্তর্য্য বা 'ক্রম'রূপ অর্থ বুঝাইবে না। যদি বলা হয়—এই উভয়প্রকার জিজ্ঞাসার কর্ত্তা যে একই ব্যক্তি নহে, তাহা কিপ্রকারে অবগত হওয়া যায়? তদুত্তরে বলা যায়—যেখানে 'শেষশেষিভাব' বা 'অধিকৃতাধিকারভাব' থাকে, সেখানে তত্তৎ অঙ্গগুলি একই ব্যক্তি-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এখানে জিজ্ঞাসাদ্বয়ের মধ্যে 'শেষশেষিভাব' নাই, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাটী যে দর্শপূর্ণমাসযাগের ন্যায় অঙ্গী এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাটী যে প্রযাজাদির ন্যায় তাহার অঙ্গ, এইরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ও লিঙ্গাদি কোন প্রমাণ নাই। আর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে 'অধিকৃতাধিকারভাবও' নাই অর্থাৎ প্রথমে পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কর্ম্মের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে; অথবা উক্ত শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য কর্ম্মের জ্ঞানলাভান্তে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, তবেই পুরুষের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার হইবে—এইরূপ কোন বিধি নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন, "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪) "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪)—"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে", "যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে," ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসগ্রহণ করতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা যায়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মে অধিকৃত, তাহারই ব্রহ্মবিচারে অধিকার আছে। অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে 'শেষশেষিভাব' অথবা 'অধিকৃতাধিকারভাব' নাই বলিয়া, তাহারা একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং অধিকারীর ভেদবশতঃ সূত্রস্থ 'অথ' শব্দটীর অর্থ 'ক্রম' হইবে না।

এখানে প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলে যে সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠগণের জন্যই বিহিত। চিত্ত শুদ্ধ অর্থাৎ রাগাদিদোষরহিত না হইলে তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪)—ব্রহ্মচর্য্যসমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তদনন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে, [অনন্তর চিত্তশুদ্ধ হইলে] সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে," ইত্যাদি শ্রুতিই অবলম্বনীয়। চিত্ত রাগাদিকলুষরহিত না হইলে বানপ্রস্থাশ্রমেই আমরণ অবস্থান করিবে, কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে না ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্। অনিষ্ট্বাচৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষ-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বনী ভবেৎ, তত্রাপ্যশুদ্ধৌ, তথৈব কালমাকলয়েৎ, বনে শুদ্ধৌ প্রব্রজেদিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (জাবাঃ ৪) ইতি। তস্মাৎ ন অনয়োরধিকৃতাধিকারত্বে কিঞ্চিৎ মানমিতি ভাবঃ। নন্ মীমাংসয়োঃ শেষশেষিত্বম্ অধিকৃতাধিকারত্বং চ মাস্তু,

শাঙ্করভাষ্যম্

[৭২ পৃঃ] ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ ।১ অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানং, তচ্চ অনুষ্ঠানাপেক্ষম্ ।২ নিঃশ্রেয়সফলং তু ব্রহ্মবিজ্ঞানং, ন চ অনুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্ ।৩ ভব্যশ্চ ধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[ফল এবং জিজ্ঞাস্যবিষয়ের ভেদবশতঃও 'অথ'শব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

(১) আর, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফলের ও জিজ্ঞাস্য বিষয়ের ভেদ আছে বলিয়াও এখানে অথ-শব্দের অর্থরূপে 'ক্রম' বিবক্ষিত নহে।১ ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয় (—স্বর্গাদিসুখ), তাহা [যজ্ঞাদি কর্ম্মের] অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে।২ কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নিঃশ্রেয়স (—মোক্ষ), তাহা আর অন্য অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে না।৩ ভব্য (—সাধ্য) যে ধর্ম্ম, [ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতে] তাহাই জিজ্ঞাস্য, জ্ঞানকালে (—যখন শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মকে অর্থাৎ সাঙ্গকর্ম্মসকলকে জানা যায়, তখন)

ভাবদীপিকা

গিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ"। অর্থাৎ "যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষকামনা করে অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করে, সে অধোগামী হয়," ইত্যাদি। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে।

(১) যদি বলা হয়—মোক্ষরূপ একই ফল সম্পাদন করে এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি হয়, এইহেতু ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ত্তা একই ব্যক্তি। সুতরাং 'অথ'শব্দের অর্থ 'ক্রম' হইবে না। কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—**"ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ** —ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার," ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

একমোক্ষফলকত্বেন এককর্ত্তৃকত্বং স্যাদেব। বদন্তি হি—"জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং মুক্তিঃ" ইতি সমুচ্চয়বাদিনঃ। এবমেকবেদার্থজিজ্ঞাস্যকত্বাৎ চ এককর্ত্তৃকত্বম্। তথা চ আগ্নেয়াদিষড়্যাগানাম্ একস্বর্গফলকানাং দ্বাদশাধ্যায়ানাং চ একধর্ম্মজিজ্ঞাস্যকানাং ক্রমবৎ তয়োঃ ক্রমঃ বিবক্ষিত ইতি ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**ফলেতি**। ফলভেদাৎ জিজ্ঞাস্যভেদাৎ চ ন ক্রমঃ বিবক্ষিতঃ ইত্যনুষঙ্গঃ। যথা সৌর্য্যার্য্যম্‌প্রাজাপত্যচরূণাং ব্রহ্মবর্চ্চসস্বর্গায়ুঃফলভেদাৎ, যথা বা কামচিকিৎসাতন্ত্রয়োর্জিজ্ঞাস্যভেদাৎ ন ক্রমাপেক্ষা, তদ্বৎ মীমাংসয়োঃ ন ক্রমাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। তত্র ফলভেদং বিবৃণোতি—**অভ্যুদয়েতি**। বিষয়াভিমুখ্যেন উদেতি ইতি অভ্যুদয়ঃ বিষয়াধীনং সুখং স্বর্গাদিকম্, তচ্চ ধর্ম্মজ্ঞানহেতোর্মীমাংসায়াঃ ফলমিত্যর্থঃ। ন কেবলং ফলস্য স্বরূপতো ভেদঃ, কিন্তু হেতুতঃ অপি ইত্যাহ—**তচ্চেতি**। ব্রহ্মজ্ঞানহেতোর্মীমাংসায়াঃ ফলং তু তদ্বিরুদ্ধমিত্যাহ—**নিঃশ্রেয়সেতি**। নিত্যং নিরপেক্ষং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সম্—মোক্ষঃ, তৎফলমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানং চ স্বোৎপত্তিব্যতিরিক্তমনুষ্ঠানং নাপেক্ষতে ইত্যাহ—**ন চেতি**। স্বরূপতঃ হেতুতশ্চ ফলভেদাৎ ন সমুচ্চয় ইতি ভাবঃ। জিজ্ঞাস্যভেদং বিবৃণোতি—**ভব্যশ্চেতি**। ভবতীতি ভব্যঃ, সাধ্যঃ ইত্যর্থঃ। সাধ্যত্বে হেতুমাহ—**নেতি**। তর্হি তুচ্ছত্বম্, ন ইত্যাহ—

শাঙ্করভাষ্যম

ন জ্ঞানকালে অস্তি, পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ।৪ ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং, নিত্যত্বাৎ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্।৫ চোদনা প্রবৃত্তি-ভেদাৎ চ।৬ যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণং সা স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানা

ভাষ্যানুবাদ

তাহা থাকে না, যেহেতু তাহা পুরুষব্যাপারতন্ত্র (—পুরুষের প্রযত্নই তাহার উৎপত্তির হেতু)।৪ কিন্তু এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে) ভূতবস্তু (—ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদনের অযোগ্য সিদ্ধবস্তু) ব্রহ্মই জিজ্ঞাস্য, তিনি নিত্য বলিয়া পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহেন (—ধর্ম্মের ন্যায় পুরুষের প্রযত্নের অধীন নহেন।৫ সুতরাং ফল ও জিজ্ঞাস্যবিষয়ের ভেদবশতঃ জিজ্ঞাসাদ্বয়ের কর্ত্তা একই ব্যক্তি হইতে পারে না, এইহেতু সূত্রস্থ অথ-শব্দের অর্থ 'ক্রম' হইতে পারে না।]

[শব্দপ্রমাণের অর্থবোধকতার ভেদবশতঃও 'অথ'শব্দের অর্থ 'ক্রম' নহে।]

[এক্ষণে বেদবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণের যে অর্থবোধকতা, তাহার ভেদবশতঃ জিজ্ঞাস্যবিষয়ের ভেদপ্রদর্শনদ্বারা 'অথ'-শব্দের 'ক্রম'রূপ অর্থ নিরাকরণ করিতেছেন—] আর চোদনার (১) যে প্রবৃত্তি, তাহার ভেদবশতঃও জিজ্ঞাস্যের ভেদ হয় (—বেদবাক্যের যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ অর্থবোধকত্ব, তাহার বৈলক্ষণ্যবশতঃও ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বৈলক্ষণ্য হয়)।৬ যেহেতু যে চোদনা ধর্ম্মের লক্ষণ (২)

ভাবদীপিকা

(১) "চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্" (শাবরভাষ্য ১।১।২)—যে বচনের দ্বারা ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই চোদনা। অর্থাৎ যাহা কর্ম্মে বা উপাসনাতে প্রবৃত্ত করায় এতাদৃশ বেদবাক্য বা বিধিই চোদনা শব্দের অর্থ। কিন্তু এখানে সামান্যভাবে বেদবাক্যমাত্রই চোদনা শব্দে গৃহীত হইতেছে, কারণ "চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ" ইত্যাদি ভাষ্যে বিধির প্রবৃত্তিভেদ প্রদর্শিত হইতেছে না, পরন্তু বিধির অবিষয় যে ব্রহ্ম এবং বিধির বিষয় যে কর্ম্ম, তদুভয়ের প্রতিপাদক যে সাধারণ বেদবাক্য, তাহার কর্ম্মপ্রতিপাদকতা এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদকতারূপ প্রবৃত্তিভেদই প্রদর্শিত হইতেছে। "প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ" "চোদনালক্ষণয়োঃ অর্থানর্থয়োঃ" ইত্যাদি বহুস্থলেই [ইহা পরবর্ত্তিভাষ্যমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।] এইপ্রকারে চোদনাশব্দের দ্বারা সাধারণভাবে বেদবাক্যই গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পুরুষেতি। পুরুষব্যাপারঃ—প্রযত্নঃ তন্ত্রং—হেতুর্যস্য, তত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কৃতিসাধ্যত্বাৎ কৃতি-জনকজ্ঞানকালে ধর্ম্মস্য অসত্ত্বম্, ন তুচ্ছত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ধর্ম্মাৎ বৈলক্ষণ্যমাহ—**ইহ ত্বিতি।** উত্তরমীমাংসায়ামিত্যর্থঃ। ভূতম্—অসাধ্যম্। তত্র হেতুঃ—**নিত্যেতি।** সদা সত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সাধ্যাসাধ্যত্বেন ধর্ম্মব্রহ্মণোঃ স্বরূপভেদম্ উক্ত্বা হেতুতঃ অপি আহ—**নেতি।** ধর্ম্মবৎ কৃত্যধিনং ন ইত্যর্থঃ। মানতঃ অপি ভেদমাহ—**চোদনেতি।** অজ্ঞাতজ্ঞাপকং বাক্যমত্র চোদনা। তস্যাঃ প্রবৃত্তিঃ বোধকত্বং তদ্বৈলক্ষণ্যাচ্চ জিজ্ঞাস্যভেদ ইত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং

শাঙ্করভাষ্যম্

এব পুরুষম্ অববোধয়তি।৭ ব্রহ্মচোদনাতু পুরুষম্ অববোধয়তি এব কেবলম্‌।৮ অববোধস্য চোদনাঽজন্যত্বাৎ ন পুরুষঃ অববোধে নিযুজ্যতে ; যথা অক্ষার্থসন্নিকর্ষেণ অর্থাববোধে, তদ্বৎ।৯

[৭৯ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

(—ধর্ম্মের প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞাপক), তাহা নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করতঃই পুরুষের জ্ঞানোৎপাদন করে (৩)।৭ কিন্তু ব্রহ্মচোদনা (—ব্রহ্মজ্ঞাপক বেদবাক্য) পুরুষের কেবলমাত্র জ্ঞানই উৎপাদন করে।৮ অববোধ (—ব্রহ্মজ্ঞান) বিধিবোধক বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া [বিধিবাক্য কর্ত্তৃক] পুরুষ জ্ঞানে নিযুক্ত হয় না, যেমন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞানকালে হয়, তদ্রূপ (৪)।৯

ভাবদীপিকা

(২) এইস্থলে ভগবান্ ভাষ্যকার পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের "**চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ**" (পূঃ মীঃ ১।১।২) এই স্থত্রটীর উল্লেখ করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। উক্ত স্থত্রটীতে ধর্ম্মের লক্ষণ কি তাহা বলা হইয়াছে। স্থত্রটীর অর্থ এই, **চোদনা**—প্রেরণাবোধক বেদবাক্য, তাদৃশ বেদবাক্য হয় **লক্ষণ**—জ্ঞাপক যাহার, এমন যে **অর্থঃ**—পুরুষের অনিষ্টানমুবন্ধী ইষ্ট বস্তুর সাধন, তাহাই **ধর্ম্মঃ**—ধর্ম্ম। অর্থাৎ পুরুষের অনিষ্টের অনুৎপাদক অথচ অভীষ্ট বস্তুপ্রাপ্তির সাধনরূপে যাহা বেদবাক্য কর্ত্তৃক জ্ঞাপিত হয়,তাহাই ধর্ম্ম। পুরুষ যে স্বর্গাদি-রূপ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছাকরে, যাগ, দান, হোম প্রভৃতিই যে তাহার সাধন, ইহা বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়। অতএব উক্ত যাগ, দান, হোমাদি কর্ম্মই হইল 'ধর্ম্ম'শব্দের অর্থ। ভট্টপাদ আচার্য্য কুমারিল বলিয়াছেন—"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবল প্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্মত্বেন হীষ্যতে॥" (শ্লোঃ বাঃ, সূঃ ১।১।২, ২৬৮-৬৯) অর্থাৎ যে কর্ম্ম [সাক্ষাৎভাবেত নহেই, এমন কি] স্বীয় ফলের দ্বারাও অনিষ্টের জনক হয় না, যাহা কেবলমাত্র প্রীতিরই হেতু, তাহাই ধর্ম্ম।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিবৃণোতি—**যা হীতি।** লক্ষণং প্রমাণম্। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিবাক্যং হি স্ববিষয়ে ধর্ম্মে যাগাদিকরণকস্বর্গাদিফলকভাবনারূপে ফলহেতুযাগাদিগোচরনিয়োগে বা হিতসাধনে যাগাদৌ বা পুরুষং প্রবর্ত্তয়ৎ এব অববোধয়তি। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদি বাক্যন্তু ত্বমর্থং কেবলম্ অপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম বোধয়ত্যেব, ন প্রবর্ত্তয়তি বিষয়াভাবাৎ ইত্যর্থঃ। ননু অববোধ এব বিষয়স্তত্রাহ—**ন পুরুষ ইতি।** ব্রহ্মচোদনয়া পুরুষঃ অববোধে ন প্রবর্ত্ত্যতে ইত্যত্র হেতুং পূর্ব্ববাক্যেন আহ—**অববোধস্যেতি।** স্বজন্যজ্ঞানে স্বয়ং প্রমাণং ন প্রবর্ত্তকমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—**যথেতি।** মানাদেব বোধস্য জাতত্বাৎ, জাতে চ বিধ্যযোগাৎ ন বাক্যার্থজ্ঞানে পুরুষপ্রবৃত্তিঃ। তথা চ প্রবর্ত্তকমানমেয়ো ধর্ম্মঃ, উদাসীনমানমেয়ং ব্রহ্ম, ইতি জিজ্ঞাস্যভেদাৎ ন তন্মীমাংসয়োঃ ক্রমার্থঃ অথশব্দ ইতি ভাবঃ।

ভাবদীপিকা

(৩) এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন, চোদনা পুরুষকে স্ববিষয়ে অর্থাৎ বিধির বিষয় যজ্ঞাদিকর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সমকালেই কর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানোৎপাদন করে। যদি বলা হয় —কি প্রকারে তাহা সম্ভব, অর্থাৎ কর্ম্মে নিয়োগ এবং কর্ম্মের জ্ঞান একইকালে কিপ্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলা যায়—**'ভাবনা'** উৎপাদন দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। 'ভাবনার' লক্ষণ—ভবিতুর্ভবনানুকূলোভাবয়িতুর্ব্ব্যাপারবিশেষঃ"। ইহার অর্থ—"ভবিতুঃ" অর্থাৎ উৎপদ্যমান বস্তুর, 'ভবনানুকূল'—উৎপত্তির অনুকূল, যে ভাবয়িতার (—উৎপাদনকর্ত্তার) ব্যাপারবিশেষ তাহাই ভাবনা। ভাবনা, প্রবৃত্তি, কৃতি, উৎপাদনা, ব্যাপার এবং প্রযত্ন এইগুলি প্রায় সমানার্থক। এই ভাবনা আবার দুইপ্রকার—**শাব্দীভাবনা** এবং **আর্থীভাবনা।** শাব্দীভাবনাস্থলে উৎপদ্যমান বস্তুটী হয় আর্থীভাবনা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে পুরুষের প্রবৃত্তি। আর আর্থীভাবনা স্থলে উৎপদ্যমান বস্তুটী হয় তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্তব্য ফল। [ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুত হইবে।] বিধিবাক্যস্থ লিঙ্ (—বিধিলিঙ,লোট্, তব্য ইত্যাদি প্রত্যয়) শ্রবণানন্তর, পুরুষের মনে হয়,"শ্রুতি আমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছেন"। ইহা হইতে বুঝা যায়—'নিযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল একটী বিশেষ ব্যাপার বিধিবাক্যে আছে। সেই ব্যাপারটীকেই শাব্দীভাবনা বলা হয়। ইহার অনুভব এইপ্রকার—'শিশু যখন রোদন করে, তখন তাহার রোদনধ্বনি শ্রবণকরতঃ মাতা মনে করেন, "শিশু চায় আমি তাহার নিকট যাই" অর্থাৎ 'মৎপ্রেরণানুকূলব্যাপারবান্ শিশুঃ'। এইরূপে মাতা যে শিশুনিষ্ঠ স্বপ্রেরণানুকূল একটী ব্যাপারবিশেষ অর্থাৎ শিশুনিষ্ঠ অভিপ্রায় অনুভব করেন, তাহাই শাব্দীভাবনা। "পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলো ভাবয়িতুর্ব্ব্যাপারবিশেষঃ"—ইহাই শাব্দীভাবনার লক্ষণ। এখানে 'ভাবয়িতা' শব্দেরঅর্থ—যিনি প্রযোজ্য পুরুষের মনে 'আর্থীভাবনা' উৎপাদন করেন। অপৌরুষেয় বেদে বেদই ভাবয়িতা এবং লোকমধ্যে গুরু বা প্রেরকপুরুষই ভাবয়িতা। উক্ত দৃষ্টান্তে শিশুই ভাবয়িতা। সেই ভাবয়িতৃনিষ্ঠ যে প্রযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকুল ব্যাপার বিশেষ, তাহাই শাব্দীভাবনা। মোটকথা, যিনি প্রেরণা দান করেন, তিনি কোন ব্যক্তিই হউন বা শ্রুতিই হউন, তন্নিষ্ঠ যে ব্যাপারবিশেষকে প্রযোজ্যপুরুষ [উক্ত দৃষ্টান্তে মাতা] অনুভব করেন, তাহাই **শাব্দীভাবনা।** আর "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণানন্তর, উক্ত প্রকারে ভাবয়িত্রী শ্রুতিনিষ্ঠ শাব্দীভাবনাকে বুঝিয়া তদনন্তর পুরুষ মনে করে, "স্বর্গাদি ফললাভের জন্য আমার শ্রুতিবোধিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা উচিত"। এই যে যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি পুরুষের একটা আন্তর প্রযত্ন উৎপন্ন হয়, ইহাকেই বলে আর্থীভাবনা। উক্ত শিশুর দৃষ্টান্তে, রোদনধ্বনি শ্রবণানন্তর মাতার মনে শিশুর নিকট যাইবার যে প্রেরণারূপ আন্তর ব্যাপারবিশেষ উৎপন্ন হয়, তাহাই আর্থীভাবনা। "প্রয়োজনেচ্ছাজনিত ক্রিয়াবিষয়ব্যাপারঃ" ইহাই আর্থীভাবনার লক্ষণ। "প্রয়োজনেচ্ছাজনিত" অর্থাৎ "আমার স্বর্গরূপ ফল হউক"—এইপ্রকার প্রয়োজনের অর্থাৎ ফলের যে ইচ্ছা, তাহার দ্বারা জনিত অর্থাৎ উৎপাদিত যে যাগাদিক্রিয়াসম্পাদনবিষয়ক আন্তর ব্যাপার, তাহাই **আর্থীভাবনা।** ইহাই হইল আর্থীভাবনার লক্ষণসমন্বয়। এই আর্থীভাবনাটী শাব্দীভাবনার সাধ্য ফলস্বরূপ,কারণ শাব্দীভাবনা হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। এইপ্রকারে পুরুষের মনে আর্থীভাবনার

শাঙ্করভাষ্যম

[৭৭পৃঃ] তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিশ্যতে ইতি।১ উচ্যতে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বং চ।২ তেষু হি সৎসু

ভাষ্যানুবাদ

[সাধন চতুষ্টয়ের আনন্তর্য্যই সূত্রস্থ অথ-শব্দের অর্থ]

সেইহেতু (—অথশব্দের অন্যপ্রকার অর্থ না হইয়া আনন্তর্য্যরূপ অর্থই হয় বলিয়া) এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার অনন্তর (—অব্যবহিত পরে) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্ট হইতেছে।১ তাহা বলা হইতেছে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (৫), ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি সাধনের উৎকর্ষ প্রাপ্তি এবং মোক্ষলাভের ইচ্ছা, ইহাদের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্ট হইতেছে।২ সেইসকল বর্ত্তমান থাকিলে ধর্ম্ম-

ভাবদীপিকা

উদয় হইলে, পুরুষ সেই সেই যাগাদি কর্ম্মের স্বরূপ, তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা (—যে সকল অঙ্গসহযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সেই সোমাহরণ, বেদিকরণ, প্রযাজ, ব্রাহ্মণভোজন, দান প্রভৃতি তত্তৎ যজ্ঞের অঙ্গকর্ম্মসমূহ) ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়া পরে তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গাদিরূপফললাভ করে। এইপ্রকারে স্বর্গাদি ফলই হয় আর্থীভাবনার সাধ্য। এইরূপে বিধিবাক্য, সেই বাক্যপ্রতিপাদ্য অর্থের জ্ঞানোৎপাদন করে এবং পুরুষের মনে উক্ত দ্বিবিধ ভাবনা উৎপাদন করিয়া, তাহাকে স্ববিষয় যে যজ্ঞাদিকর্ম্ম, তাহাতে নিযুক্তও করে। এখানে এই দ্বিবিধ ভাবনার উৎপাদনকেই "স্ববিষয়ে নিযুঞ্জানা এব" ইত্যাদি ভাষ্যে বলা হইয়াছে।

[প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে—ধাতুর উত্তর যে তি, তস্ অন্তি ইত্যাদি প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে আখ্যাত বলে। এই আখ্যাতসকলের দ্বারা সামান্যতঃ ভাবনার বোধ হয়, কারণ, আখ্যাতমাত্রই ব্যাপারবাচী। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বিধিলিঙরূপ যে আখ্যাত, তাহার দ্বারা কেবল শাব্দীভাবনার বোধ হয়। স্থল বিশেষে লট্, লোট ও তব্যাদি প্রত্যয়ের দ্বারাও শাব্দীভাবনার বোধ হয়। আর সামান্যভাবে সকল আখ্যাতের দ্বারাই আর্থীভাবনার বোধ হয়।]

(৪) এখানে তাৎপর্য্য এই—চক্ষুর সহিত ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, উক্ত বিষয়ের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবমথশব্দস্য অর্থান্তরাসম্ভবাৎ আনন্তর্য্যবাচিত্বে সতি তদবধিত্বেন পুষ্কলকারণং বক্তব্যমিত্যাহ—**তস্মাদিতি।** উপদিশ্যতে সূত্রকৃতেতি শেষঃ। তৎ কিমিত্যত আহ—**উচ্যতে ইতি।** বিবেকাদীনাম্ আগমিকত্বেন প্রামাণিকত্বং পুরস্তাৎ এব উক্তম্। লৌকিকব্যাপারাৎ মনসঃ উপরমঃ শমঃ। বাহ্যকরণানাম্ উপরমো দমঃ। জ্ঞানার্থং বিহিতনিত্যাদিকর্ম্মসন্ন্যাসঃ উপরতিঃ। শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং তিতিক্ষা। নিদ্রালস্যপ্রমাদত্যাগেন মনঃস্থিতিঃ সমাধানম্। সর্ব্বত্র আস্তিকতা শ্রদ্ধা। এতৎষট্কপ্রাপ্তিঃ শমাদিসম্পৎ। অত্র বিবেকাদীনামুত্তরোত্তরহেতুত্বেন অধিকারিবিশেষণত্বং মন্তব্যম্। তেষামন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুত্বমাহ—**তেষ্বিতি।** অথ কথঞ্চিৎ কুতূহলিতয়া ব্রহ্মবিচারপ্রবৃত্তস্যাপি ফলপর্য্যন্তং তত্ত্বজ্ঞানানুদয়াৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুম্, জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে।৩ তস্মাৎ অথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যম্ উপদিশ্যতে।৪ অতঃ শব্দঃ হেত্বর্থঃ।৫ যস্মাৎ বেদঃ এব অগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনানাম্ অনিত্যফলতাং দর্শয়তি—'তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে, এবম্ এব অমুত্র

ভাষ্যানুবাদ

জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও এবং পরেও ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করিতে এবং জানিতে পারা যায়, কিন্তু বিপর্য্যয় হইলে (—সাধনচতুষ্টয় না থাকিলে) পারা যায় না।৩ সেইহেতু অথশব্দের দ্বারা যথোক্ত সাধনচতুষ্টয়ের উৎকর্ষপ্রাপ্তির আনন্তর্য্যই উপদিষ্ট হইতেছে।৪

[সূত্রস্থ "অতঃ" শব্দটী হেতু তার দ্যোতক। কর্ম্মফলের অনিত্যতা ও জ্ঞানের ফল মোক্ষের নিত্যতাই সেইহেতু।]

[সূত্রস্থ—] অতঃ এই শব্দটী হেতুবাচক।৫ যেহেতু, বেদই অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রেয়ঃসাধনভূত কর্ম্ম সকলের ফল যে অনিত্য, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"তাহা যেমন, এই সংসারে কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকসকল (—ভোগ্যবস্তু সকল) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এইরূপেই পরলোকে পুণ্যের দ্বারা অর্জ্জিত ভোগ্যবস্তুসকল

ভাবদীপিকা

জ্ঞান যেমন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, পুরুষকে আর উক্ত জ্ঞানোৎপাদনরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় না; তদ্রূপ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২) ইত্যাদি বেদবাক্য শ্রবণানন্তর, জীব যে সর্ব্ববিক্রিয়ারহিত ব্রহ্মস্বরূপমাত্র, এতাদৃশজ্ঞানই শুদ্ধচিত্তপুরুষের উৎপন্ন হয়। তাদৃশ জ্ঞানোৎপাদনরূপ কর্ম্মে পুরুষকে আর প্রবৃত্ত হইতে হয় না, যেহেতু প্রমাণ জ্ঞানই উৎপাদন করে, স্বজন্য জ্ঞানে আর প্রবৃত্তি উৎপাদন করে না। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিই এখানে শব্দ নামক প্রমাণ। এইরূপে প্রবর্ত্তক যে প্রমাণ অর্থাৎ বিধিবাক্য, তাহা ভাবনা উৎপাদন দ্বারা তত্তৎ কর্ম্মে পুরুষের প্রবৃত্তি উৎপাদনের সমকালেই তত্তৎ কর্ম্মের জ্ঞানোৎপাদন করে। আর অপ্রবর্ত্তক উদাসীন যে প্রমাণ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞাপক বেদবাক্য, তাহা ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করে। এইরূপে ধর্ম্ম হয় প্রবর্ত্তক প্রমাণের বিষয় এবং ব্রহ্ম হন উদাসীন প্রমাণের বিষয়। এইপ্রকারে প্রমাণের দ্বারাও 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' জিজ্ঞাস্য বিষয় যে ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম' তাহাদের ভেদ হয় বলিয়া সেই জিজ্ঞাসাদ্বয়ের কর্ত্তা একই ব্যক্তি হইতে পারে না। সুতরাং নিয়মিতভাবে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পরই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, ইহা বলা যায় না বলিয়া 'অথ'শব্দটীর অর্থ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার আনন্তর্য্যরূপ 'ক্রম' নহে।

(৫) ৬৫পৃঃ ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্যতিরেকসিদ্ধিঃ। অথশব্দব্যাখ্যানম্ উপসংহরতি—তস্মাদিতি। নন্বু উক্তবিবেকাদিকং ন সম্ভবতি, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতম্" (আপঃ ধর্ম্মঃ সূঃ ২।১।১) ইত্যাদিশ্রুত্যা কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বেন ততঃ বৈরাগ্যাসিদ্ধেঃ। জীবস্য ব্রহ্মস্বরূপমোক্ষশ্চ অযুক্তঃ, ভেদাৎ; তস্য লোষ্টাদিবৎ পুরুষার্থত্বাযোগাচ্চ। ততঃ ন মুমুক্ষাসম্ভব ইত্যাক্ষেপপরিহারার্থং—অতঃ শব্দঃ। তং

শাঙ্করভাষ্যম্

পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে (ছাঃ ৮।১।৬) ইত্যাদিঃ ।৬ তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ অপি পরং পুরুষার্থং দর্শয়তি—'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১) ইত্যাদিঃ ।৭ তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং

ভাষ্যানুবাদ

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি ।৬ তদ্রূপ, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে যে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়, তাহাও [বেদই] প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—"ব্রহ্মবিৎ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি ।৭ সেইহেতু (—কর্ম্মের ফলসকল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল মোক্ষ নিত্য হয় বলিয়া) যথোক্ত সাধনসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য (১)।৮

ভাবদীপিকা

(১) এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে "তস্মাৎ যথোক্ত সাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ভগবান্ ভাষ্যকার "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই সূত্রটীর আক্ষরিক অর্থ কি, তাহা বর্ণনা করিলেন। এইস্থলে দেখা যাইতেছে—"কর্ত্তব্য" এই শব্দটীর অধ্যাহার করিয়া তিনি এই সূত্রটীর অর্থ করিয়াছেন। তাহাতে সংশয় হয়—এখানে 'কর্ত্তব্য' এই শব্দটীর অধ্যাহার করা হইল কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—'ক্রিয়া' পদের শ্রবণব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষার উপশম হয় না বলিয়া বাক্যের অর্থবোধ হয় না। প্রস্তাবিত সূত্রটীতে কোন ক্রিয়াপদ শ্রুত হইতেছে না, সেইহেতু 'কর্ত্তব্য' এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে পুনঃ সংশয় হয়—'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিলেই উক্ত সূত্রটীর অর্থবোধ হইতে পারিত ; সুতরাং 'কর্ত্তব্য' এই পদটীরই অধ্যাহার হইবে কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—যদি 'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করা হয়, তাহাহইলে "রামঃ ভবতি পুরুষশ্রেষ্ঠঃ"ইত্যাদি বাক্যের ন্যায়, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয়সম্পাদনের অনন্তর, কর্ম্মফলসকল অনিত্য এবং জ্ঞানের ফল মোক্ষ নিত্য বলিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়"—এইপ্রকারে অনুবাদ মাত্ররূপে এই সূত্রটীর অর্থবোধ হইবে ; অর্থাৎ সাধনসকলের উৎকর্ষপ্রাপ্তির অনন্তর যে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ব্যাচষ্টে—**অতঃশব্দ ইতি ।** অথশব্দেন আনন্তর্য্যবাচিনা তদবধিত্বেন অর্থাৎ বিবেকাদিচতুষ্টয়স্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুত্বং যদুক্তং তস্য আর্থিকহেতুত্বস্য আক্ষেপনিরাসায় অনুবাদকঃ অতঃশব্দ ইত্যর্থঃ। উক্তং বিবৃণোতি—**যস্মাদিতি ।** তস্মাদিতি উত্তরেণ সম্বন্ধঃ। "যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্", "যৎকৃতকং তদনিত্যম্" ইতি ন্যায়বতী "তৎ যথেহ" (ছাঃ ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিঃ কর্ম্মফলাক্ষয়ত্বশ্রুতের্ব্বাধিকা। তস্মাৎ "অতঃ অন্যদার্ত্তম্" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি শ্রুত্যা অনাত্মমাত্রস্য অনিত্যত্ববিবেকাৎ বৈরাগ্যলাভঃ ইতি ভাবঃ। মুমুক্ষাং সম্ভাবয়তি—**তথেতি ।** যথা বেদঃ কর্ম্মফলানিত্যত্বং দর্শয়তি, তথা ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রশান্তশোকানলমপারং স্বয়ংজ্যোতিরানন্দং দর্শয়তি ইত্যর্থঃ। জীবত্বাদেরধ্যাসোক্ত্যা ব্রহ্মত্বসম্ভব উক্ত এব ইতি ভাবঃ। এবমথাতঃশব্দাভ্যাং পুষ্কলকারণবতঃ অধিকারিণঃ সমর্থনাৎ শাস্ত্রমারব্ধব্যমিত্যাহ—**তস্মাদিতি ।** সূত্রবাক্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।৮ ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।৯ ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি।১০ অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য

ভাষ্যানুবাদ

['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'পদের সমাস প্রদর্শন। 'ব্রহ্মণঃ' পদে ষষ্ঠী বিভক্তিটী কর্ম্মে ষষ্ঠী।]

ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা [ইহা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের বিগ্রহবাক্য]।৯ আর, ব্রহ্ম "জন্মাদ্যস্য যতঃ" [ব্রঃ সূঃ ১।১।২] এই বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত।১০ অতএব (—জগৎকারণত্বরূপ ব্রহ্মলক্ষণের সঙ্গতি হইবে না বলিয়া) ব্রহ্মশব্দের [ব্রাহ্মণত্ব]

ভাবদীপিকা

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' স্বতঃই হয়, এখানে তাহার পুনঃকথনমাত্ররূপ অর্থ প্রতিভাত হইবে। আর তাহা-হইলে যাহা স্বতঃই হয়, তাদৃশবিষয়ের বর্ণনার জন্য এই শাস্ত্রের আরম্ভ অনর্থক হইয়া পড়িবে। আবার "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে যেমন কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিতে পুরুষের তাহাতে প্রবৃত্তি হয়, প্রস্তাবিতস্থলে 'ভবতি' পদ প্রযুক্তহইলে বিধিস্পর্শ না থাকায় পুরুষের তাহাতে প্রবৃত্তিও হইবে না। সেইহেতু উক্ত আনর্থক্যদোষের পরিহার এবং পুরুষের প্রবৃত্তিসিদ্ধির জন্য 'ভবতি' ইত্যাদি ক্রিয়াদের অধ্যাহার না করিয়া 'কর্ত্তব্য' এই ক্রিয়াপদটীর অধ্যাহার করা হইয়াছে। তাহাতে পুনঃ শঙ্কা হয়—'কর্ত্তব্য'পদটীর অধ্যাহার করিলেই বা সূত্রের অর্থ কি প্রকারে হইবে? যেহেতু 'জ্ঞা'ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয় করিয়া যে জিজ্ঞাসা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার অর্থ জ্ঞানের অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা করা। কিন্তু জ্ঞানকে বা ইচ্ছাকে আর 'করা' যায় না। বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে জ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং ইষ্টসাধনতা এবং কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান থাকিলে (—এই বস্তুটী লব্ধ হইলে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে এবং এই বস্তুটী লাভকরা আমার প্রযত্নসাধ্য—এইপ্রকার জ্ঞান

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পূরণার্থম্ অধ্যাহৃতকর্ত্তব্যপদান্বয়ার্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপদেন বিচারং লক্ষয়িতুং তস্য স্বাভিমতসমাস-কথনেন অবয়বার্থং দর্শয়তি—**ব্রহ্মণ ইতি।** নন্ু "ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা" ইতিবৎ 'ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা' ইতি চতুর্থীসমাসঃ কিং ন স্যাদিতি চেৎ? উচ্যতে—জিজ্ঞাসাপদস্য হি মুখ্যার্থঃ ইচ্ছা। তস্যাঃ প্রথমং কর্ম্মকারকম্ অপেক্ষিতম্। পশ্চাৎ ফলম্। ততশ্চাদৌ কর্ম্মজ্ঞানার্থং ষষ্ঠীসমাসো যুক্তঃ। কর্ম্মণি উক্তে সতি অর্থাৎ ফলমুক্তং ভবতি। ইচ্ছায়াঃ কর্ম্মণ এব ফলত্বাৎ। যথা স্বর্গস্য ইচ্ছা ইত্যুক্তে স্বর্গস্য ফলত্বং লভ্যতে, তদ্বৎ। অতএব 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইত্যত্রাপি 'সা হি তস্য জ্ঞাতুমিচ্ছা' (শাবরভাষ্যম্), ইতি ইচ্ছাং গৃহীত্বা ষষ্ঠীসমাসো দর্শিতঃ। বিচারলক্ষণায়াং তু বিচারস্য ক্লেশাত্মকতয়া প্রথমং ফলাকাঙ্ক্ষত্বাৎ "ধর্ম্মায় জিজ্ঞাসা" ইতি চতুর্থীসমাস উক্তঃ। তথা বৃত্তি-কারৈঃ "ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা" ইত্যুক্তং চেদস্তু জ্ঞানত্বেন ব্রহ্মণঃ ফলত্বাদিতি। অধুনা ব্রহ্মপদার্থমাহ—**ব্রহ্মচেতি।** নন্ু "ব্রহ্ম ক্ষত্রম্, ইদং ব্রহ্ম আয়াতি, ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুঃ, ব্রহ্ম প্রজাপতিঃ" ইতি শ্রুতিষু, লোকে চ ব্রাহ্মণত্বজাতৌ জীবে বেদে কমলাসনে চ ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**অতএবেতি।** জগৎকারণত্বলক্ষণপ্রতিপাদকসূত্রাসাঙ্গত্যপ্রসঙ্গাৎ এবেত্যর্থঃ। বৃত্ত্যন্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্

জাত্যাদ্যর্থান্তরম্ আশঙ্কিতব্যম্।১১ ব্রহ্মণঃ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ন শেষে; জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দে-

ভাষ্যানুবাদ

জাতি প্রভৃতি অন্য প্রকার অর্থ আশঙ্কা করা উচিত নহে।১১ ["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা"—এইস্থলে] 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহা "কর্ম্মে ষষ্ঠী", কিন্তু "শেষে" (—সম্বন্ধ সামান্যে) ষষ্ঠী নহে ; যেহেতু জিজ্ঞাসার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের অপেক্ষা থাকে (১) এবং যেহেতু [এখানে ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রমাণাদি] অন্য কোন জিজ্ঞাস্য বিষয়ের নির্দ্দেশও নাই।১২

ভাবদীপিকা

থাকিলে), পুরুষের মনে ইচ্ছাও স্বতঃই উৎপন্ন হয় ; সুতরাং তাহাদিগকে আর 'করা' যায় না। অতএব 'কর্ত্তব্য' এই পদটী অধ্যাহার করিলেও সূত্রার্থের সঙ্গতি হয় না। তদুত্তরে বলা যায়—হাঁ, তাহা সত্য, ইচ্ছা বা জ্ঞানের সহিত 'কর্ত্তব্য' এই পদের অন্বয় হয় না। কিন্তু এখানে 'কর্ত্তব্য'পদের অধ্যাহারের দ্বারা এই সূত্রটির শ্রুতিসম্মত অর্থলাভের ও পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধির জন্য অজহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা উক্ত 'জিজ্ঞাসা'পদঘটক সামান্যজ্ঞানবাচী 'জ্ঞা' ধাতুটির অর্থ হইবে—"অপরোক্ষজ্ঞানরূপ বিশেষজ্ঞান"। আর জহল্লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা উক্ত পদঘটক ইচ্ছাবাচী সন্ প্রত্যয়টীর অর্থ হইবে—'ইচ্ছাসাধ্য বিচার'। এইপ্রকারে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই পদটীর অর্থ হইবে—"ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ অর্থাৎ "ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানলাভের জন্য [উপনিষদ্ বাক্যসকলের] বিচার করা কর্ত্তব্য", ইত্যাদি। সুতরাং কোনপ্রকারদোষ হয় না।

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই—'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিয়া 'জিজ্ঞাসা' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ 'জানা' এবং সন্ প্রত্যয়ের অর্থ 'ইচ্ছা', এইরূপে জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ হয় জানিবার ইচ্ছা করা। কিন্তু এই 'জানা' এবং 'ইচ্ছা করা' ইহারা উভয়েই সকর্ম্মক ক্রিয়া বলিয়া কর্ম্মের জ্ঞান ব্যতিরেকে ইহাদের অর্থবোধ সম্পূর্ণ হয় না। সেইহেতু 'জানা'—মাত্র এইশব্দটী উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়—"কাহাকে জানা" এবং 'ইচ্ছা করা' বলিলে, জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়—"কি ইচ্ছা করা," ইত্যাদি। সেইহেতু 'জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ 'জানিবার ইচ্ছা' এইস্থলে ইচ্ছার কর্ম্ম (—বিষয়) হয় জ্ঞান, কারণ জ্ঞানেরই (—জানিবারই) ইচ্ছা হয়। আর জ্ঞানের কর্ম্ম (— বিষয়) হন ব্রহ্ম, কারণ ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানই এখানে বিবক্ষিত। এইপ্রকারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ম্মরূপে জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মের বোধ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শেষে ষষ্ঠীতি উক্তং দূষয়তি—**ব্রহ্মণ ইতীতি।** সম্বন্ধসামান্যং শেষঃ। জিজ্ঞাসেত্যত্র সন্প্রত্যয়বাচ্যায়া ইচ্ছায়া জ্ঞানং কর্ম্ম। তস্য জ্ঞানস্য ব্রহ্ম কর্ম্ম। তত্র সকর্ম্মকক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানং বিনা জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ, ইচ্ছায়া বিষয়জ্ঞানজন্যত্বাৎ চ প্রথমাপেক্ষিতং কর্ম্মৈব ষষ্ঠ্যা বাচ্যম্, ন শেষঃ ইত্যর্থঃ। নন্ প্রমাণাদিকমন্যদেব তৎকর্ম্ম অস্তু, ব্রহ্ম তু শেষিতয়া সম্বধ্যতাং, তত্র আহ—**জিজ্ঞাস্যান্তরেতি।** শ্রুতং কর্ম্ম ত্যক্ত্বা অন্যৎ অশ্রুতং কল্পয়ন্ "পিণ্ডমুৎসৃজ্য করং

শাঙ্করভাষ্যম্

শাৎ চ ।১২ ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহে অপি ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে, সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ ।১৩ এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বম্ উৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কর্ম্মত্বং কল্পয়তঃ ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্যাৎ ।১৪ ন ব্যর্থঃ, ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচার-

ভাষ্যানুবাদ

["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা" এইস্থলে "ব্রহ্মণঃ" এই শব্দের ষষ্ঠী, 'সম্বন্ধে ষষ্ঠী' কেন নহে, তাহার হেতু ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, সম্বন্ধে ষষ্ঠী গ্রহণ করিলেও, ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ক্রিয়ার কর্ম্ম হওয়া বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু সামান্য সম্বন্ধ, বিশেষ সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই থাকে (—সামান্য সম্বন্ধকে গ্রহণ করিলে, তাহার অন্তর্গত যে কর্ম্মত্বরূপ বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়), ইত্যাদি ।১৩

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহাহইলে বলিব, এইরূপ হইলেও [—"কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি—কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়," ব্যাকরণের এই নিয়মানুযায়ী,"ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা"—এইরূপে] ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ কর্ম্মত্বত্যাগ করিয়া ["শেষে ষষ্ঠী" ব্যাকরণের এই নিয়মানুযায়ী] সামান্য সম্বন্ধকে দ্বার করিয়া পরোক্ষভাবে [ব্রহ্মের] কর্ম্মত্ব কল্পনাকারীর প্রয়াস ব্যর্থই হইয়া যায়, [কারণ ষষ্ঠীর সম্বন্ধসামান্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেও, 'সেই সম্বন্ধটী কিরূপ'—এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য পুনরায় 'কর্ম্মত্বরূপ' বিশেষ সম্বন্ধটীকেই গ্রহণ করিতে হয় ।]১৪

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, না, ['ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই পদের অর্থ, 'শেষে ষষ্ঠী'

ভাবদীপিকা

হয় । সেইহেতু "ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা" এইপ্রকার অর্থবোধের জন্য প্রকৃতস্থলে "ব্রহ্মণঃ" এই পদে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহাকে 'কর্ম্মণি ষষ্ঠী' বলিয়া বুঝিতে হইবে । ইহাই "জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ" ইত্যাদি ভাষ্যাংশে বলা হইয়াছে । যদি বলা হয়—ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণাদি অথবা তৎসম্বন্ধী অন্য কিছু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ও তাহাদের অঙ্গিরূপে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন । তদুত্তরে বলা হইয়াছে—**জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাৎ চ** ইত্যাদি ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

লেট়্" ইতি ন্যায়মনুসরতি ইতি ভাবঃ । গূঢ়াভিসন্ধিঃ শঙ্কতে—**নন্বিতি ।** "ষষ্ঠী শেষে" (পাঃ সূঃ ২।৩।৫০) ইতি বিধানাৎ ষষ্ঠ্যা সম্বন্ধমাত্রং প্রতীতমপি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সকর্ম্মক-ক্রিয়াসন্নিধানাৎ কর্ম্মত্বে পর্য্যবস্যতি ইত্যর্থঃ । অভিসন্ধিমজানন্ ইব উত্তরমাহ—**এবমপীতি ।** কর্ম্মলাভে অপি, প্রত্যক্ষং "কর্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" (পাঃ সূঃ ২।৩।৬৫) ইতি সূত্রেণ জিজ্ঞাসাপদস্য অকারপ্রত্যয়ান্তত্বেন কৃদন্তস্য যোগে বিহিতং প্রথমাপেক্ষিতং কর্ম্মত্বং ত্যক্ত্বা পরোক্ষম্—অশাব্দং কল্পয়ত ইত্যর্থঃ । শেষবাদী স্বাভিসন্ধিমুদ্ঘাটয়তি—**ন ব্যর্থ ইতি ।** শেষষষ্ঠ্যাং ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞাতা ভবতি । তত্র যানি ব্রহ্মাশ্রিতানি লক্ষণপ্রমাণযুক্তিজ্ঞানসাধনফলানি,

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিজ্ঞানার্থত্বাৎ ইতি চেৎ?।১৫ ন, প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানাম্ অর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ।১৬ ব্রহ্ম হি জ্ঞানেন আপ্তুম্ ইষ্টতমত্বাৎ প্রধানম্।১৭ তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

এই নিয়মানুযায়ী, 'ব্রহ্মসম্বন্ধী জিজ্ঞাসা"—এইরূপ করিলে] প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, যেহেতু ব্রহ্মাশ্রিত অশেষ বিচারের প্রতিজ্ঞা [এখানে] প্রয়োজন (১)।১৫

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহাহইলে বলিব, না, তাহা বলা যায় না; কারণ [ব্রহ্মরূপ] প্রধানের পরিগ্রহ হইলে (—প্রধানভূত ব্রহ্ম গৃহীত হইলে), তাঁহাকে যাহারা অপেক্ষা করে, তাহারা অর্থবলে আক্ষিপ্ত হয় (—অর্থাপত্তিপ্রমাণবলে (২) লব্ধ হয়)।১৬ যেহেতু, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যন্ত

ভাবদীপিকা

(১) এখানে শঙ্কাকর্তার আশয় এই—'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এইস্থলে যদি 'ব্রহ্মণঃ' পদে কর্ম্মেষষ্ঠী স্বীকার করিয়া "ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা" অর্থাৎ "ব্রহ্মকর্ম্মকবিচার" এইরূপ অর্থ স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে জিজ্ঞাসাক্রিয়ার কর্ম্মরূপে মাত্র "ব্রহ্মকে" প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার আনুষঙ্গিক আর কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তদপেক্ষা "শেষে ষষ্ঠী" স্বীকার করিয়া "ব্রহ্মসম্বন্ধী জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার—এইরূপ অর্থ স্বাকার করিলে এইলাভ হয় যে, ব্রহ্মবিচারের আনুষঙ্গিকরূপে জ্ঞাতব্য যে 'ব্রহ্মের লক্ষণ', 'ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় প্রমাণ', 'ব্রহ্মের জ্ঞান', 'ব্রহ্মবিষয়ক শঙ্কানিবারক যুক্তি,' 'ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন,' 'ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল' ইত্যাদি, তাহাদের বিচারকেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বস্তুতঃ এইগুলির বিচার না করিলে তাহাকে আর ব্রহ্মবিচারই বলা যায় না এবং তাহার দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিচারাত্মক এই গ্রন্থের প্রারম্ভে এইগুলিই যে এই গ্রন্থে বিচারণীয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা প্রয়োজন। অতএব "শেষে ষষ্ঠী" স্বীকারকারী আমার প্রয়াসকে আর ব্যর্থ বলা যায় না।

(২) **অর্থাপত্তিপ্রমাণ**—উপপাদ্যজ্ঞানের দ্বারা (—কার্য্যের জ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের (—কারণের) কল্পনাকে অর্থাপত্তিপ্রমাণ বলে। যাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় বা দেখা যায়, তাহাকে উপপাদ্য বলে। আর যাহা সেই উপপাদ্যকে উপপন্ন করে, তাহাকে উপপাদক

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তেষামপি বিচারঃ প্রতিজ্ঞাতঃ ভবতি। তজ্জিজ্ঞাসায়া অপি ব্রহ্মজ্ঞানার্থত্বেন ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাৎ। কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যাং তু "ব্রহ্মকর্ম্মক এব বিচারঃ" প্রতিজ্ঞাতো ভবতি ইতি অভিসন্ধিনা শেষষষ্ঠীতি উচ্যতে। অতঃ মৎপ্রয়াসো ন ব্যর্থঃ। ব্রহ্ম, তৎসম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং বিচারপ্রতিজ্ঞানমর্থঃ ফলং যস্য তত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ত্বৎপ্রয়াসস্য ইদং ফলং ন যুক্তম্, সূত্রেণ মুখতঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণঃ বিচারে প্রতিজ্ঞাতে সতি তদুপকরণানাং বিচারস্য আর্থিকপ্রতিজ্ঞায়া উদিতত্বাৎ ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—**ন প্রধানেতি**। সংগৃহীতম্ অর্থং সদৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি—**ব্রহ্ম হীত্যাদিনা**। "তৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

জিজ্ঞাসিতৈঃ বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি, তানি অর্থাক্ষিপ্তানি এব ইতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি ।১৮ যথা "রাজা অসৌ গচ্ছতি" ইতি উক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞঃ গমনম্ উক্তং ভবতি, তদ্বৎ ।১৯ শ্রুত্যনুগমাৎ চ ।২০ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" [তৈঃ ৩।১] ইতি প্রত্যক্ষম্ এব ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি ।২১ তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠী-

ভাষ্যানুবাদ

আকাঙ্ক্ষিত বলিয়া ব্রহ্ম হন প্রধান ।১৭ জিজ্ঞাসার কর্ম্মভূত সেই প্রধান [ব্রহ্ম] পরিগৃহীত হইলে, যে সকল বিষয় ব্যতিরেকে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিত হন না (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ হয় না), তাহারা অর্থবলে আক্ষিপ্ত হইয়াই থাকে ; এইহেতু তাহাদিগকে আর পৃথগ্‌ভাবে সূত্রিত করা (—এই সূত্রের প্রতিপাদ্যরূপে বলা) আবশ্যক হয় না ।১৮ যেমন, 'ঐ রাজা যাইতেছেন'—ইহা বলিলে পরিজনবর্গের সহিত রাজার গমনই কথিত হয়, [এখানেও] তদ্রূপ (৩) বুঝিতে হইবে) ।১৯

[শ্রুতি ও সূত্রের সামঞ্জস্যের জন্যও 'ব্রহ্মণঃ' এই পদে "কর্ম্মে ষষ্ঠীই" গ্রহণীয় ।]

আর শ্রুতির অনুগম (—শ্রুতি ও সূত্রের একই প্রকার অর্থলাভ) হয় বলিয়া 'ব্রহ্মণঃ' পদের ষষ্ঠী বিভক্তিটীকে কর্ম্মে ষষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।২০ বস্তুতঃ "যাহা হইতে এই প্রাণিবর্গ জন্মলাভ করে", ইত্যাদি শ্রুতিসকল, "তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম"—এইরূপে প্রত্যক্ষভাবেই ব্রহ্ম যে

ভাবদীপিকা

বলে। যথা—"পীন অর্থাৎ স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না"—এইরূপ বলিলে, ইহা বুঝা যায় যে, দেবদত্ত নিশ্চয়ই রাত্রে ভোজন করে, অন্যথা তাহার শরীর স্থূল হইত না। এইস্থলে স্থূলত্বটী দেখা যায়, সুতরাং তাহাই এখানে উপপাদ্য । আর রাত্রিভোজনটী হয় 'উপপাদক', কারণ রাত্রিভোজন ব্যতিরেকে উপপাদ্য যে স্থূলত্ব, তাহা উপপন্ন (—সঙ্গত) হয় না। এইপ্রকারে দেবদত্তের শরীরের স্থূলতারূপ উপপাদ্যদৃষ্টে যে তাহার রাত্রিভোজনরূপ উপপাদকের কল্পনা করা হয়, তাহা প্রমাজ্ঞানই হয় । এতাদৃশ প্রমাজ্ঞানের করণ যে উক্ত প্রকার অনুপপত্তিজ্ঞান, তাহাকেই অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে। প্রকৃতবিচার্য্যস্থলে ব্রহ্মকর্ম্মক বিচারই উপপাদ্য। তাহার দ্বারা আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য যে 'ব্রহ্মের লক্ষণ' ইত্যাদিরূপ উপপাদকসকল, তাহারা কল্পিত হইবে, অর্থাৎ অর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্য হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য।

(৩) এখানে ইহাই বলা হইল যে ব্রহ্ম বিচারিত হইলেই তৎসংশ্লিষ্ট যে ব্রহ্মের লক্ষণ ও প্রমাণাদি, তাহারাও বিচারিত হইবে । তজ্জন্য 'শেষে ষষ্ঠী' স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের ন্যায়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি মূলশ্রুত্যনুসারাচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীতি আহ—শ্রুত্যনুগমাচ্চ ইতি ।

শাঙ্করভাষ্যম

পরিগ্রহে সূত্রেণ অনুগতং ভবতি ।২২ তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ।২৩ জ্ঞাতুম্, ইচ্ছা জিজ্ঞাসা ।২৪ অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়াঃ ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম ; ফলবিষয়ত্বাৎ ইচ্ছায়াঃ ।২৫ জ্ঞানেন

ভাষ্যানুবাদ

জিজ্ঞাসাক্রিয়ার কর্ম্ম, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন ।২১ আর তাহা (—উক্ত শ্রুতি-বাক্য) কর্ম্মে ষষ্ঠী গ্রহণ করিলে সূত্রের অনুগত হয় (—একই অর্থ প্রতিপাদন করে ।২২ শ্রুতিরূপ মূলের সহিত সূত্রের বিরোধ সঙ্গত নহে, ইহাই ভাব ।] সেইহেতু ["ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা"—এইস্থলে] 'ব্রহ্মণঃ' এইপদে কর্ম্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।২৩

[সূত্রস্থ 'জিজ্ঞাসা'শব্দের ব্যাখ্যা। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল অপরোক্ষব্রহ্মানুভূতি।]

[এক্ষণে সূত্রস্থ 'জিজ্ঞাসা'পদের ব্যাখ্যা করা হইতেছে—] জানিবার ইচ্ছাই জিজ্ঞাসা ।২৪ অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞানই (১) সন্‌প্রত্যয়ের বাচ্য যে ইচ্ছা, তাহার কর্ম্ম (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় বা ফল), যেহেতু ইচ্ছার বিষয় হয় ফল (—যাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছাকরা হয়, তাহাকেই ফলরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়) ।২৫ জ্ঞানরূপ প্রমাণের

ভাবদীপিকা

সমপ্রধানভাবে তাহাদের বিচার্য্যতা প্রতিপাদন সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে গৌরব দোষ হয়।

(১) "অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানম্" ইহার অর্থ—অবিদ্যারূপ আবরণ নিবৃত্ত হইলে যে ব্রহ্মচৈতন্য অভিব্যক্ত হয়, তাহাই 'অবগতি', তাদৃশ 'অবগতি' হইয়াছে পর্য্যন্ত অর্থাৎ অবধি যে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এইপ্রকার অখণ্ডবৃত্ত্যাত্মক অপরোক্ষজ্ঞানের, তাদৃশ জ্ঞান । এইস্থলে গূঢ়াভিসন্ধি এইপ্রকার—প্রথমে জ্ঞান হয় অনন্তর ইচ্ছা হয়, ইহাই নিয়ম। কোন বস্তুর জ্ঞান না হইলে, তৎসম্বন্ধী ইচ্ছা হয় না—ইহা অনুভবসিদ্ধ। প্রস্তাবিতস্থলে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' অর্থাৎ "ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার" কথা বলা হইতেছে। কিন্তু তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানত কাহারও নাই। সুতরাং অজ্ঞাত ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছাই হওয়া সম্ভব নহে। আর এক কথা, "জ্ঞানেন হি

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শ্রুতিসূত্রয়োরেকার্থত্বলাভাৎ চ ইত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসাপদস্য অবয়বার্থমাহ—**জ্ঞাতুমিতি**। ননু অনবগতে বস্তুনি ইচ্ছায়া অদর্শনাৎ তস্যাঃ মূলং বিষয়জ্ঞানং বক্তব্যম্, ব্রহ্মজ্ঞানং তু জিজ্ঞাসায়াঃ ফলম্, তদেব মূলং কথমিতি আশঙ্ক্য আহ—**অবগতীতি**। আবরণনিবৃত্তিরূপাভিব্যক্তি-মচ্চৈতন্যমবগতিঃ পর্য্যন্তঃ অবধির্যস্য অখণ্ডসাক্ষাৎকারবৃত্তিজ্ঞানস্য তদেব জিজ্ঞাসায়াঃ কর্ম্ম, তদেব ফলম্। মূলং ত্বাপাতজ্ঞানমিত্যধুনা বক্ষ্যতে ইতি ফলমূলজ্ঞানয়োর্ভেদাৎ ন জিজ্ঞাসানুপ-পত্তিরিত্যর্থঃ। ননু গমনস্য গ্রামঃ কর্ম্ম, তৎপ্রাপ্তিঃ ফলমিতি ভেদাৎ কর্ম্মৈব ফলমিতি অযুক্তং তত্র আহ—**ফলেতি**। ক্রিয়ান্তরে তয়োর্ভেদে অপি ইচ্ছায়াঃ ফলবিষয়ত্বাৎ কর্ম্মৈব ফল-মিত্যর্থঃ। ননু জ্ঞানাবগত্যোরৈক্যাৎ ভেদোক্তিরযুক্তা ইত্যত আহ—**জ্ঞানেনেতি**। জ্ঞানং

শাঙ্করভাষ্যম্.

হি প্রমাণেন অবগন্তুম্, ইষ্টং ব্রহ্ম ।২৬ ব্রহ্মাবগতিঃ হি পুরুষার্থঃ নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ ।২৭ তস্মাৎ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসিতব্যম্. ।২৮ ইতি তৃতীয়বর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

দ্বারাই (—'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইপ্রকার যে অখণ্ডাকারবৃত্তিরূপজ্ঞান, তাহার দ্বারাই) ব্রহ্মকে জানিবার (—অভিব্যক্ত করিবার) ইচ্ছা করা হয় ।২৬ ব্রহ্মাবগতিই পুরুষার্থ, কারণ তাহা সংসারের বীজভূতা যে অবিদ্যা, যাহা অনর্থের আদি (—মূলকারণ), তাহাকে নিঃশেষে নাশ করে।২৭ সেইহেতু ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা উচিত (—ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য)।২৮তৃতীয় বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাবদীপিকা

প্রমাণেন"—ইত্যাদিভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞানকে 'ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছার' প্রতি প্রমাণ অর্থাৎ কারণ বলা হইতেছে। ব্রহ্মজ্ঞান হয় 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' অর্থাৎ 'ব্রহ্মবিচারের' ফল,তাহাই আবার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার "কারণ" কি প্রকারে হইবে? সুতরাং কোন প্রকারেই ব্রহ্মবিষয়িণী জিজ্ঞাসা যুক্তিসঙ্গত হয় না। অতএব এই গ্রন্থের আরম্ভ হইতে পারে না। এতাদৃশ শঙ্কার উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"**অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানম্**", ইত্যাদি। তাহাতে প্রথম শঙ্কার উত্তরে ইহাই বলা হইতেছে যে—ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বস্তু নহেন, নিজের অনুভব ও শাস্ত্রাদি হইতে ব্রহ্মসম্বন্ধে আপাতজ্ঞান সকলেরই হয়, ইহা "ন তাবৎ অয়ম্ একান্তেন অবিষয়ঃ অস্মৎ-প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" (৪৮ পৃঃ) ইত্যাদি অধ্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে এবং "অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্ .. সর্ব্বস্য আত্মত্বাৎ চ ব্রহ্মাস্তিত্ব প্রসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশেও বলা হইবে। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে যে আপাতজ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি কারণ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছাটী অনবগত বিষয়ে না হওয়ায়, অনুভবের বিরোধ হয় না। আর যে বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মজ্ঞান হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'ফল', তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' কি প্রকারে হইবে, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ফল বটে, তবে সেই ফলস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানটী কি প্রকার তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। 'অবগতি' অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার যে অপরোক্ষ অখণ্ডাকার বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান, তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কর্ম্ম অর্থাৎ বিষয়রূপ ফল; তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' নহে। আর ব্রহ্মসম্বন্ধে আপাতজ্ঞানই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রতি কারণ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বৃত্তিঃ, অবগতিস্তৎফলমিতি ভেদ ইতি ভাবঃ। অবগন্তুম্—অভিব্যঞ্জয়িতুম্। অবগতেঃ ফলত্বং স্ফুটয়তি—**ব্রহ্মেতি।** হিশব্দোক্তং হেতুমাহ—**নিঃশেষেতি।** বীজমবিদ্যা আদির্যস্য অনর্থস্য তন্নাশকত্বাদিত্যর্থঃ। অবয়বার্থমুক্ত্বা সূত্রবাক্যার্থমাহ—**তস্মাদিতি।** অত্র সন্প্রত্যয়স্য বিচারলক্ষকত্বং তব্যপ্রত্যয়েন সূচয়তি। অথাতঃ শব্দাভ্যামধিকারিণঃ সাধিতত্বাৎ তেন ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যর্থঃ॥ ইতি তৃতীয়বর্ণকম্॥

শাঙ্করভাষ্যম্

তৎ পুনঃ ব্রহ্ম প্রসিদ্ধম্ অপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ?১ যদি প্রসিদ্ধং ন জিজ্ঞাসিতব্যম্।২ অথ অপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুম্ ইতি।৩

ভাষ্যানুবাদ

[সামান্যভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জানিবার জন্যই ব্রহ্মবিচার আবশ্যক।]

পূর্ব্বপক্ষ—আচ্ছা, সেই ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ?১ যদি প্রসিদ্ধ হন, তবে আর জিজ্ঞাসা করা উচিত হইবে না, [কারণ জ্ঞাত বস্তুকে আর কেহ জানিতে ইচ্ছা করে না।]২ আর যদি অপ্রসিদ্ধ হন, তবে জিজ্ঞাসা করিতেই পারা যায় না, [কারণ যাহা সর্ব্বথা অজ্ঞাত, তাহাকে জানিবার জন্য বিচার করা নিষ্ফল,] ইত্যাদি।৩

ভাবদীপিকা

ইহা উপরেই বলা হইয়াছে। এইরূপে পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞানভেদে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 'কারণ' ও 'ফলের' ভেদ হয় বলিয়া কোনপ্রকার বিরোধ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপন্ন হয়। অতএব এই গ্রন্থ আরম্ভণীয়।

তাহাতে পুনঃ শঙ্কা হয়—"অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্-বাচ্যায়াঃ ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম" ইত্যাদি ভাষ্যে অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞানকে ইচ্ছার (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার) কর্ম্ম (—বিষয়) বলা হইতেছে। আর তাহার হেতুরূপে বলা হইতেছে—"ফলবিষয়ত্বাৎ ইচ্ছায়াঃ"—"যেহেতু ইচ্ছার বিষয় হয় ফল।" "ইচ্ছার বিষয় ফল"—এই বাক্যস্থ 'ফল' বলিতে জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে, কারণ জিজ্ঞাসার অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছার ফল—'জানা' অর্থাৎ 'জ্ঞানই' হইয়া থাকে। এইরূপে হেতু ও ফলভাব সূচনার জন্য কথিত এই দুইটী বাক্যে 'কর্ম্ম' ও 'ফল' বলিতে এক 'জ্ঞান' পদার্থকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। তাহাতে জিজ্ঞাসাক্রিয়ার 'কর্ম্ম' ও 'ফল' এই দুইটী বস্তুতঃ অভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? কারণ ইহা দেখা যায় যে—'কর্ম্ম' এবং 'ফল' বিভিন্নই হইয়া থাকে, যথা—গমনক্রিয়ার কর্ম্ম হয় 'গ্রাম', কিন্তু 'গ্রামের প্রাপ্তি' হয় গমনক্রিয়ার 'ফল'। সুতরাং প্রকৃতস্থলেও 'কর্ম্ম' ও 'ফলের' বিভিন্নতাই সিদ্ধ হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলা যায়—অন্যক্রিয়াতে 'কর্ম্ম' ও 'ফলের' ভেদ থাকিলেও ইচ্ছারূপ যে ক্রিয়া, তাহার যাহা 'কর্ম্ম', তাহাই 'ফল'। কারণ ইচ্ছা ফলকেই বিষয় করে, অর্থাৎ মনুষ্য

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রথমবর্ণকে বন্ধস্য অধ্যাসত্বোক্ত্যা বিষয়াদিসিদ্ধাবপি, ব্রহ্মপ্রসিদ্ধ্যপ্রসিদ্ধ্যোঃ বিষয়াদিসম্ভবাসম্ভবাভ্যাং শাস্ত্রারম্ভসন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমাহ—**তৎপুনরিতি**। পুনঃশব্দঃ বর্ণকান্তরদ্যোতনার্থঃ। যদি বেদান্তবিচারাৎ প্রাগেব ব্রহ্ম জ্ঞাতং,তর্হি অজ্ঞাতত্বরূপবিষয়ত্বং নাস্তি। অজ্ঞানাভাবেন তন্নিবৃত্তিরূপফলমপি নাস্তীতি ন বিচারয়িতব্যম্। অথ অজ্ঞাতং, কেনাপি তর্হি তদুদ্দেশেন বিচারঃ কর্ত্তুং ন শক্যতে, অজ্ঞাতস্য উদ্দেশাযোগাৎ। তথা চ বুদ্ধৌ অনারূঢ়স্য বিচারাত্মকশাস্ত্রেণ বেদান্তৈশ্চ প্রতিপাদনাযোগাৎ তৎপ্রতিপাদ্যত্বরূপঃ সম্বন্ধঃ নাস্তি ইতি জ্ঞানানুৎপত্তেঃ ফলমপি নাস্তি ইত্যনারভ্যং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। আপাতপ্রসিদ্ধ্যা বিষয়াদিলাভাৎ আরম্ভণীয়মিতি সিদ্ধান্তয়তি—**উচ্যতে ইত্যাদিনা**। প্রসিদ্ধং তাবদিত্যর্থঃ। অস্তিত্বস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

উচ্যতে—অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিতম্।৪ ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বা-দয়ঃ অর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতেঃ ধাতোঃ অর্থানুগমাৎ।৫ সর্ব্বস্য

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্ত—এতদুত্তরে বলা হইতেছে—বস্তুতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম [প্রসিদ্ধ] আছেন।৪ যেহেতু ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি করা হইলে, তাহার নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব প্রভৃতি অর্থসকল প্রতীত হয়, কারণ তাহাহইলেই 'বৃংহ' ধাতুর অর্থ অনুকূল হয় (১)।৫ আর সকলের আত্মা হন বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্বের

ভাবদীপিকা

যে বিষয়টীকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, সেই বিষয়টীর প্রাপ্তি হইলে তাহার ইচ্ছার পূর্ত্তি হয় বলিয়া সেই ইচ্ছাক্রিয়ার কর্ম্মরূপ যে বিষয়, তাহাকেই তাহার ফলরূপে অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এখানে কোনপ্রকার বিরোধ হয় না।

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ব্রহ্মবস্তু লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নহে। আর শ্রুতি হইতে ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ করিলেও লোকে তাহার অর্থবোধ করিতে পারে না, কারণ 'ব্রহ্ম' কি,তাহা তাহারা জানে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন—বেদাধ্যয়নকালে পদ ও পদার্থের জ্ঞানের জন্য নিরুক্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা আবশ্যক। তদনুযায়ী ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি করিলেই ব্রহ্ম যে নিত্যশুদ্ধত্বাদি স্বভাববান্, তাহা প্রতীত হয়। সেই ব্যুৎপাদনপ্রক্রিয়া এইপ্রকার—"বৃংহ"

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অপ্রকৃতত্বেন অস্তিপদস্য প্রসিদ্ধিপরত্বাৎ। নন্বু কেন মানেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিঃ? ন চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যা সা ইতি বাচ্যম্। ব্রহ্মপদস্য লোকে সঙ্গতিগ্রহাভাবেন তদ্ঘটিত-বাক্যস্য অবোধকত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মপদব্যুৎপত্ত্যা প্রথমং তস্য নির্গুণস্য সগুণস্য চ প্রসিদ্ধিরিত্যাহ **—ব্রহ্মশব্দস্য হীতি।** অস্যার্থঃ— শ্রুতৌ সূত্রে চ ব্রহ্মপদস্য প্রয়োগান্যথানুপপত্ত্যা কশ্চিৎ অর্থঃ অস্তি ইতি জ্ঞায়তে। প্রমাণবাক্যে নিরর্থকশব্দপ্রয়োগাদর্শনাৎ। স চ অর্থঃ মহত্ত্বরূপ ইতি ব্যাকরণাৎ নিশ্চীয়তে, "বৃহি বৃদ্ধৌ" (পাঃ ধাঃ) ইতি স্মরণাৎ। সা চ বৃদ্ধিঃ নিরবধিকমহত্ত্বমিতি, সঙ্কোচকাভাবাৎ,শ্রুতৌ অনন্তপদেন সহ প্রয়োগাচ্চ জ্ঞায়তে। নিরবধিকমহত্ত্বং চ অন্তবত্ত্বাদিদোষবত্ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণহীনত্বে চ ন সম্ভবতি। লোকে গুণহীনদোষবতোঃ অল্পত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। অতঃ বৃংহণাৎ ব্রহ্মেতি ব্যুৎপত্ত্যা দেশকালবস্তুতঃ পরিচ্ছেদাভাবরূপং নিত্যত্বং প্রতীয়তে। অবিদ্যাদিদোষশূন্যত্বং শুদ্ধত্বম্, জাড্যরাহিত্যম্ বুদ্ধত্বম্, বন্ধকালে অপি স্বতঃ বন্ধাভাবঃ মুক্তত্বং চ প্রতীয়তে। এবং সকলদোষশূন্যং নির্গুণং প্রসিদ্ধম্। তথা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং চ তৎপদবাচ্যং প্রসিদ্ধম্। জ্ঞেয়স্য কার্য্যস্য বা পরিশেষে অল্পত্বপ্রসঙ্গেন সর্ব্বজ্ঞত্বস্য সর্ব্বকার্য্যশক্তিমত্ত্বস্য চ লাভাদিতি। এবং তৎপদাৎ প্রসিদ্ধেরপ্রমাণত্বেন আপাতত্বাৎ অজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ জিজ্ঞাসোপপত্তিঃ ইত্যুক্ত্বা ত্বম্পদার্থাত্মনাপি ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধ্যা তদুপপত্তিরিত্যাহ—**সর্ব্বস্যেতি।** সর্ব্বস্য লোকস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

আত্মত্বাৎ চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ ; সর্ব্বঃ হি আত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন ‘নাহমস্মি’ ইতি ।৬ যদি হি ন আত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সর্ব্বঃ লোকঃ “ন অহম্ অস্মি” ইতি প্রতীয়াৎ ।৭ আত্মা চ ব্রহ্ম ।৮ যদি তর্হি

ভাষ্যানুবাদ

প্রসিদ্ধি আছে ; যেহেতু সকলেই আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু ‘আমি নাই’—এইপ্রকার অনুভব কেহই করে না ।৬ যদি আত্মার অস্তিত্বের প্রসিদ্ধিই না থাকিত, তাহাহইলে সকল লোকই ‘আমি নাই’ এইপ্রকার অনুভব করিত, [তাহা কিন্তু করে না] ।৭ সেই [স্বানুভবযোগ্য] আত্মাই ব্রহ্ম, [ইহা “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়] ।৮

ভাবদীপিকা

ধাতুর উত্তর “মন্” প্রত্যয় করিলে, “ব্রহ্মন্” শব্দটা নিষ্পন্ন হয়। “বৃহি বৃদ্ধৌ” ব্যাকরণের এই সূত্রানুযায়ী ‘বৃংহ’ ধাতুর অর্থ হয় ‘বৃদ্ধি’। ‘মন্’ প্রত্যয়ের অর্থ ‘অবধিরাহিত্য’। সুতরাং ‘বৃংহ+মন্’ প্রত্যয়ের অর্থ হয়—‘নিরতিশয় মহান্’ অর্থাৎ যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কোন বস্তু নাই, তিনিই ব্রহ্ম। এইরূপে ‘বৃংহণাৎ’ অর্থাৎ নিরতিশয় ব্যাপক বলিয়া, তাঁহাকে বলা হয় ব্রহ্ম। নিরতিশয় মহান্ বলিয়া ব্রহ্ম দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না; সেইহেতু তিনি ‘নিত্য’, কারণ যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অনিত্য—ইহা অনুভবসিদ্ধ। আর যিনি নিত্য, তিনি অবশ্যই শুদ্ধ অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষশূন্য, কারণ যাহা সদোষ, তাহা কদাপি নিত্য হয় না। আর ব্রহ্ম অবিদ্যাদিদোষশূন্য বলিয়া ‘বুদ্ধ’ অর্থাৎ জাড্যশূন্য, কারণ অবিদ্যাদিদোষই জড়তার হেতু। আবার অবিদ্যাদিদোষ ও জাড্যশূন্য হন বলিয়া বন্ধনের হেতুর অভাববশতঃ তাঁহাকে নিত্য-মুক্তও বলিতে হইবে। এইরূপে সকল দোষশূন্য, তৎপদের লক্ষ্যভূত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম সিদ্ধ হন। আর যিনি অন্তবত্তাদি দোষযুক্ত, নশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণহীন, তাঁহার পক্ষে নিরতিশয় মহান্ হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ লোকমধ্যে দেখা যায় যে, যাহা নশ্বর, যাহা দোষযুক্ত যাহা অল্প, তাদৃশ কোন বস্তুই নিরতিশয় মহান্ নহে। এইরূপে নিরতিশয় মহান্ বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতাও সিদ্ধ হয়। আর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তিনি সর্ব্বশক্তিমানও বটেন, কারণ ইহা দেখা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যঃ অয়মাত্মা তদভেদাৎ ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নন্বাত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ কা ইত্যত আহ—**সর্ব্বঃ হীতি ।** “অহমস্মি” ইতি ন প্রত্যেতি ইতি ন, কিন্তু প্রত্যেতি এব। সা এব সচ্চিদাত্মনঃ প্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আত্মনঃ কুতঃ সত্তা ইতি শূন্যমতমাশঙ্ক্য আহ—**যদি হীতি ।** আত্মনঃ শূন্যস্য প্রতীতৌ, ‘অহং নাস্মি’ ইতি লোকঃ জানীয়াৎ। লোকস্তু ‘অহমস্মি’ ইতি জানাতি, তস্মাদাত্মনঃ অস্তিত্বপ্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আত্মপ্রসিদ্ধৌ অপি ব্রহ্মণঃ কিমায়াতম্? তত্র আহ—**আত্মা চেতি ।** “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধি-পক্ষোক্তং দোষং পূর্ব্বপক্ষেণ স্মারয়তি—**যদীতি ।** অজ্ঞাতত্বাভাবেন বিষয়ত্বাভাবাৎ অবিচার্য্যত্বং

শাঙ্করভাষ্যম্

লোকে ব্রহ্ম আত্মত্বেন প্রসিদ্ধম্ অস্তি, ততঃ জ্ঞাতম্ এব ইতি অজিজ্ঞাস্যত্বং পুনঃ আপন্নম্ ।৯ ন, তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ ।১০ দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টম্ আত্মা ইতি প্রাকৃতাঃ জনাঃ, লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ ।১১ ইন্দ্রিয়াণি এব চেতনানি আত্মা ইতি অপরে ।১২ মনঃ ইতি অন্যে ।১৩ বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকম্ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্মবিষয়ে অর্থাৎ স্বাত্মবিষয়ে মতভেদ থাকায় তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানের জন্য এই শাস্ত্রের আরম্ভ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, লোকমধ্যে ব্রহ্ম যদি আত্মরূপে প্রসিদ্ধ থাকেন, তবে [তিনি] জ্ঞাতই হইলেন বলিয়া [ব্রহ্মের] অজিজ্ঞাস্যতাই পুনরায় আসিয়া পড়িল, [কারণ জ্ঞাত বস্তুকে আর কেহ জানিতে ইচ্ছা করে না] ।৯

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব, না, তাহা বলা যায় না, যেহেতু তাহার বিশেষের প্রতি বিপ্রতিপত্তি (—সংশয়) আছে (—আত্মবস্তুটীর স্বরূপ বাস্তবিক কি, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার মতভেদ আছে) ।১০ [যথা] প্রাকৃত (—শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য) মনুষ্যগণ এবং লোকায়তিকগণ (—চার্ব্বাকগণ) স্বীকার করেন যে, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা ।১১ অপরে (—অন্য একদল চার্ব্বাক) বলেন, চেতন ইন্দ্রিয়সকলই আত্মা ।১২ অন্যে (—অপর একদল চার্ব্বাক) বলেন, মনই আত্মা ।১৩ কেহ কেহ (—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ) বলেন, ক্ষণিকবিজ্ঞানই আত্মা ।১৪ অপরে

ভাবদীপিকা

যায় যে, অল্পজ্ঞ ব্যক্তির শক্তিও সীমাবদ্ধই হয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞব্রহ্মকে অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান্‌ও বলিতে হইবে। সংসারে এমন কোন বস্তু যদি থাকিত, যাহা ব্রহ্ম জানেন না, বা যাহার উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে হয় নাই, তাহাহইলে ব্রহ্ম অসর্ব্বজ্ঞ এবং সকলপ্রকার কার্য্যবস্তু উৎপাদনে সামর্থ্য-হীন হইতেন। আর তাহাহইলে ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইতেন, সুতরাং ব্রহ্মপদবাচ্য হইতেন না। অতএব ব্রহ্মকে অপরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে তাঁহাকে অবশ্যই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমানরূপেও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে তৎপদের বাচ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ উপাস্য সগুণ ব্রহ্মও সিদ্ধ হন।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। যথা ইদং রজতমিতি বস্তুতঃ শুক্তিপ্রসিদ্ধিঃ, তদ্বৎ 'অহমস্মি' ইতি সর্ব্বচৈতন্যরূপপর্য্যবসানেন বস্তুতঃ ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধিঃ। নেয়ং পূর্ণানন্দব্রহ্মত্বরূপবিশেষগোচরা, বাদিনাং বিবাদাভাবপ্রসঙ্গাৎ। নহি শুক্তিত্ববিশেষদর্শনে সতি রজতং রঙ্গমন্যৎ বা ইতি বিপ্রতিপত্তিরস্তি। অতঃ বিপ্রতিপত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা সামান্যতঃ প্রসিদ্ধৌ অপি বিশেষস্য অজ্ঞাতত্বাৎ বিষয়াদিসিদ্ধিঃ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—**নেত্যাদিনা**। সামান্যবিশেষভাবঃ স্বাত্মনি সচ্চিৎপূর্ণাদিপদবাচ্যভেদাৎ কল্পিত ইতি মন্তব্যম্। তত্র স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ বিপ্রতিপত্তীঃ উপন্যস্যতি—**দেহমাত্রমিত্যাদিনা**।

শাঙ্করভাষ্যম্

একে ।১৪ শূন্যম্ ইতি অপরে ।১৫ অস্তি দেহাদিব্যতিরিক্তঃ সংসারী, কর্ত্তা, ভোক্তা ইতি অপরে ।১৬ ভোক্তা এব কেবলং, ন কর্ত্তা ইতি একে ।১৭ অস্তি তদ্ব্যতিরিক্তঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ ইতি কেচিৎ ।১৮ আত্মা স ভোক্তুঃ ইতি অপরে ।১৯ এবং বহবঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বলেন, শূন্যই আত্মা।১৫ আবার অপরে (—ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ) বলেন, দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, সংসারী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা আছেন [তিনিই আত্মা]।১৬ কেহ কেহ (—সাংখ্যমতাবলম্বিগণ) বলেন, আত্মা কেবলমাত্র ভোক্তা, কিন্তু কর্ত্তা নহেন।১৭ অপর কেহ কেহ (—পাতঞ্জলমতাবলম্বিগণ) বলেন, তাহা হইতে (—সেই ভোক্তা জীবাত্মা হইতে) ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন ঈশ্বর আছেন।১৮ অপরে (—বেদান্তিগণ) বলেন, তিনি (—ব্রহ্ম) ভোক্তার (—জীবাত্মার) আত্মস্বরূপ (—মহাকাশ যেমন ঘটাকাশের যথার্থ স্বরূপ, পরমাত্মাও তদ্রূপ জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ)।১৯ এইপ্রকারে বহুলোক যুক্তি ও তাহার আভাস

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যাঃ—প্রাকৃতাঃ। বেদবাহ্যমতানি উক্ত্বা তার্কিকাদিমতমাহ—**অস্তীতি।** সাংখ্যমতমাহ—**ভোক্তেতি।** কিম্ আত্মা দেহাদিরূপঃ উত তৎভিন্নঃ ইতি বিপ্রতিপত্তি-কোটিত্বেন দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিশূন্যানি উক্ত্বা তৎভিন্নঃ অপি কর্ত্তৃত্বাদিমান্ ন বা ইতি বিপ্রতিপত্তি-কোটিত্বেন তার্কিকসাংখ্যপক্ষৌ উপন্যস্য অকর্ত্তাপি ঈশ্বরাৎ ভিন্নঃ ন বা ইতি বিবাদকোটিত্বেন যোগিমতমাহ—**অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর ইতি।** নিরতিশয়ত্বং গৃহীত্বা ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিসম্পন্ন ইতি যোগিনঃ বদন্তি। ভেদকোটিম্ উক্ত্বা সিদ্ধান্তকোটিমাহ—**আত্মা স ভোক্তুরিতি।** ভোক্তুর্জীবস্য অকর্ত্তুঃ সাক্ষিণঃ স ঈশ্বর আত্মা স্বরূপমিতি বেদান্তিনো বদন্তীত্যর্থঃ। বিপ্রতিপত্তীরুপসংহরতি—"**এবং বহবঃ**" ইতি। বিপ্রতিপত্তীনাং প্রপঞ্চঃ নিরাসশ্চ বিবরণোপন্যাসেন দর্শিতঃ সুখবোধায় ইতি ইহ উপরম্যতে। তত্র যুক্তিবাক্যাশ্রয়াঃ সিদ্ধান্তিনঃ, "জীবঃ ব্রহ্মৈব, আত্মত্বাৎ, ব্রহ্মবৎ" ইত্যাদিযুক্তেঃ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।১৬) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ অবাধিতায়াঃ সত্ত্বাৎ। অন্যে তু "দেহাদিরাত্মা, অহংপ্রত্যয়গোচরত্বাৎ, ব্যতিরেকেণ ঘটাদিবৎ" ইত্যাদি যুক্ত্যাভাসম্, "স বা এষঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ" (তৈঃ ২।১।১), ইন্দ্রিয়সংবাদে চক্ষুরাদয়ঃ "তে হ বাচম্ উচুঃ" (বৃঃ ১।৩।২), "মন উবাচ", "যঃ অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" (বৃঃ ৪।৪।২২), "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ২।১৩।১), "কর্ত্তা" "বোদ্ধা" (প্রঃ ৪।৯), "অনশ্নন্নন্যঃ" (শ্বেঃ ৪।৬), "আত্মানমন্তরঃ যময়তি" (বৃঃ মাধ্যঃ ৩।৭।৩০) ইতি বাক্যাভাসং চ আশ্রিতা ইতি বিভাগঃ। "দেহাদিঃ অনাত্মা, ভৌতিকত্বাৎ, দৃশ্যত্বাৎ" ইত্যাদিন্যায়ৈঃ, "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) ইত্যাদিসূত্রৈশ্চ আভাসত্বং বক্ষ্যতে।

শাঙ্করভাষ্যম্

বিপ্রতিপন্নাঃ যুক্তিবাক্যতদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ ।২০ তত্র অবিচার্য্য যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানঃ নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেত, অনর্থং চ ইয়াৎ ।২১ তস্মাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্ত-বাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে ।২২ ইতি চতুর্থবর্ণকম্ ॥১।১।১॥ ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥

ভাষ্যানুবাদ

এবং [শ্রুতি] বাক্য ও তাহার আভাসকে আশ্রয় করিয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইয়া থাকেন ।২০ সেইস্থলে (—সেইসকল মতবাদের মধ্যে) বিচার না করিয়া যে কোন একটীকে অঙ্গীকার করিলে, মোক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে এবং [সংসারকূপে পতনরূপ] অনর্থকেও প্রাপ্ত হইবে ।২১ সেইহেতু (—বিষয় ও অধিকারী ইত্যাদি অনুবন্ধচতুষ্টয়, পূর্ব্বমীমাংসাতে গতার্থ না হওয়া, ব্রহ্মসম্বন্ধে সংশয় ইত্যাদি হেতুসকল সিদ্ধ হয় বলিয়া), ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রস্তাবকে দ্বার করিয়া তাহার (—বেদান্তবাক্যের) অবিরোধী তর্কসকল যাহার সহকারী এবং মোক্ষ যাহার ফল, এতাদৃশ বেদান্তবাক্যসকলের মীমাংসা (—বিচার), প্রস্তাবিত হইতেছে ।২২॥১।১।১॥ চতুর্থবর্ণকের (১) এবং জিজ্ঞাসাধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(১) এইপ্রকারে চতুর্থবর্ণকের প্রতিপাদ্য বিষয়টী হইল এই—প্রথমবর্ণকে (৬২পৃঃ) অধ্যাস-সিদ্ধির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,জীবের যে সংসাররূপ বন্ধন, তাহা অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই জীবের মোক্ষরূপ প্রয়োজন

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ননু সন্তু বিপ্রতিপত্তয়স্তথাপি যস্য যন্মতে শ্রদ্ধা তদাশ্রয়ণাৎ তস্য স্বার্থঃ সেৎস্যতি, কিং ব্রহ্মবিচারারম্ভেণ ইত্যত আহ—**তত্রাবিচার্য্যেতি ।** ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাদেব মুক্তিরিতি বস্তুগতিঃ। মতান্তরাশ্রয়ণে তদভাবাৎ মোক্ষাসিদ্ধিঃ। কিঞ্চ, আত্মানম্ অন্যথা জ্ঞাত্বা তৎপাপেন সংসারান্ধকূপে পতেৎ, "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" (ঈঃ ১২), "যে কে চাত্মহনো জনাঃ" (ঈঃ ৩) ইতি শ্রুতেঃ; "যো অন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মা-পহারিণা" ॥ ইতি বচনাচ্চেত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং মুমুক্ষুণাং নিঃশ্রেয়সফলায় বেদান্তবিচারঃ কর্ত্তব্য ইতি সূত্রার্থমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি ।** বন্ধস্য অধ্যস্তত্বেন বিষয়াদিসদ্ভাবাৎ, অগতার্থত্বাৎ, অধিকারিলাভাৎ, আপাতপ্রসিদ্ধ্যা বিষয়াদিসম্ভবাচ্চ বেদান্তবিষয়া মীমাংসা পূজিতা বিচারণা, বেদান্তাবিরোধিনঃ যে তর্কাঃ তন্ত্রান্তরস্থাঃ তানি উপকরণানি যস্যাঃ, স নিঃশ্রেয়সায় আরভ্যতে ইত্যর্থঃ। ননু সূত্রে বিচারবাচিপদাভাবাৎ তদারম্ভঃ কথং সূত্রার্থ ইত্যত আহ—**ব্রহ্মেতি ।** ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছোক্তিদ্বারা বিচারং লক্ষয়িত্বা তৎকর্ত্তব্যতাং ব্রবীতি ইতি ভাবঃ

ভাবদীপিকা

সিদ্ধ হয়। এইরূপে এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য যে মোক্ষরূপ ফল এবং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বিষয়, তাহা সিদ্ধ হইলেও, যাহার সহিত জীবের ঐক্য প্রতিপাদন করা হইতেছে, সেই ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ (—জ্ঞাত) অথবা অপ্রসিদ্ধ, এইপ্রকার সংশয় হয়। তাহার ফলে জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ যে বিষয়, তাহাতে এবং তাহার ফল যে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানলভ্য মোক্ষ, তাহাতে সন্দেহ হইয়া পড়ে। আর তাহার ফলে, জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানলভ্য যে মোক্ষ, তৎপ্রতিপাদক এই শাস্ত্রের আরম্ভ বিষয়েই পুনরায় সংশয় হইয়া পড়ে। সেই সংশয়ের নিরাকরণ এই চতুর্থ বর্ণকে করা হইয়াছে। এইরূপে এই চতুর্থ বর্ণকের অবয়ব হয় এইপ্রকার, **সংশয়**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ ? **পূর্ব্বপক্ষ**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ যাহাই হউন না কেন, এই শাস্ত্রের আরম্ভ হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হইলে, চক্ষুরাদি প্রমাণজন্য জ্ঞানের বিষয় ঘট যেমন অজ্ঞাত নহে বলিয়া জিজ্ঞাস্য হয় না, ব্রহ্মও তদ্রূপ অজ্ঞাত নহেন বলিয়া জিজ্ঞাস্য হইবেন না। আর ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ হইলেও, জিজ্ঞাস্য হইতে পারিবেন না, কারণ যে বস্তু সর্ব্বথা অজ্ঞাত, তাহাকে জানিবার জন্য বিচার করা নিস্ফল। অতএব ব্রহ্মবিচারের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার ফল মোক্ষ কিছুই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই শাস্ত্র আরম্ভণীয় নহে। **সিদ্ধান্ত**—ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ পদার্থ, কারণ সকলেই 'আমি আছি' এইরূপে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে কিন্তু 'আমি নাই' অথবা 'আছি কি নাই'—এইপ্রকার অনুভব কেহ করে না। আর সেই আত্মাকেই "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (মাঃ ২) ইত্যাদি শ্রুতি বলেন 'ব্রহ্ম'। কিন্তু ব্রহ্ম এইরূপে সামান্যভাবে জ্ঞাত হইলেও,তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি আছে। সুতরাং সেই বিপ্রতিপত্তি নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মবিচারাত্মক এই শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত। এইরূপে এই বর্ণকে সূত্রার্থ হয় এইপ্রকার—**অতঃ**—ব্রহ্ম সামান্যভাবে জ্ঞাত, সেইহেতু তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হয় বলিয়া, **অথ**—সাধনচতুষ্টয়ের উৎকর্ষপ্রাপ্তির অনন্তর, **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য।

জিজ্ঞাসাধিকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবং প্রথমসূত্রস্য চত্বারঃ অর্থা ব্যাখ্যানচতুষ্টয়েন দর্শিতাঃ। সূত্রস্য চ অনেকার্থত্বং ভূষণম্। ননু ইদং সূত্রং শাস্ত্রাৎ বহিঃ স্থিত্বা শাস্ত্রমারম্ভয়তি অন্তর্ভূর্ত্বা বা ? আদ্যে তস্য হেয়তা, শাস্ত্রাসম্বন্ধাৎ। দ্বিতীয়ে তস্য আরম্ভকং বাচ্যম্। ন চ স্বয়মেব আরম্ভকম্, স্বস্মাৎ স্বোৎপত্তেঃ ইতি আত্মাশ্রয়াৎ। ন চ আরম্ভকান্তরং পশ্যাম ইতি। উচ্যতে—শ্রবণবিধিনা আরব্ধমিদং সূত্রং শাস্ত্রান্তর্গতমেব শাস্ত্রারম্ভং প্রতিপাদয়তি। যথা অধ্যয়নবিধির্ব্বেদান্তর্গত এব কৃৎস্নবেদস্য অধ্যয়নে প্রযুঙ্‌ক্তে, তদ্বৎ ইতি অনবদ্যম্ ॥১।১।১॥ ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্।

শঙ্কর সরকার

২। জন্মাদ্যধিকরণম্। [২ সূত্র]

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে মোক্ষের সাধনভূত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্ম বিচারণীয়, ইহা নিরূপিত হইয়াছে; তাহা কিন্তু অসার, কারণ ব্রহ্মের কোন লক্ষণ না থাকায় তাঁহার স্বরূপই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কাহার বিচার করা হইবে? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধানকল্পে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণ করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিংবাস্তি নহি বিদ্যতে।
জন্মাদেরন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ ॥
ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্ম স্রগ্ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকান্যেব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তি হি ॥

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ লক্ষণং নাস্তি কিংবা অস্তি? জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেঃ চ অপ্রসিদ্ধিতঃ ন হি বিদ্যতে। স্রগ্ভুজঙ্গবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং লক্ষ্ম স্যাৎ। লৌকিকানি এব সত্যাদীনি অখণ্ডং হি লক্ষয়ন্তি।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", (তৈঃ ৩।১), "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ [তটস্থং স্বরূপং চ] লক্ষণং নাস্তি কিংবা অস্তি?

পূর্ব্বপক্ষ—["যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি শ্রুত্যুক্তস্য] জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বাৎ [ব্রহ্মণঃ তটস্থলক্ষণং, তথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তস্য] সত্যাদেঃ চ অপ্রসিদ্ধিতঃ [ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং] ন হি বিদ্যতে।

সিদ্ধান্ত—[জন্মাদেঃ অন্যনিষ্ঠত্বেঽপি] স্রগ্ভুজঙ্গবৎ ব্রহ্মনিষ্ঠং [কল্পিতজগৎ-] কারণত্বং লক্ষ্ম স্যাৎ; [অতঃ ব্রহ্মণঃ তটস্থলক্ষণং সিদ্ধ্যতি। ভিন্নার্থানাম্ অপি পিতৃসুতভ্রাতৃজামাত্রাদি-শব্দানাম্ একদেবদত্তপর্য্যবসিত্বে যথা ন বিরোধঃ, তথা] লৌকিকানি এব সত্যাদীনি অখণ্ডং হি লক্ষয়ন্তি। [অতঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণম্ অপি সিদ্ধ্যতি।]

অনুবাদ

সংশয়—["যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে", "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে] ব্রহ্মের [তটস্থ এবং স্বরূপ-] লক্ষণ বিদ্যমান নাই অথবা আছে?

পূর্ব্বপক্ষ—["যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মগ্রহণ করে"—এই শ্রুতিতে বর্ণিত] জন্মাদি (—জন্ম, স্থিতি এবং লয়) অন্যনিষ্ঠ বলিয়া (—জগৎকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এইহেতু ব্রহ্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া, ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ] এবং ["ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত-] সত্যাদি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া (—লোকপ্রসিদ্ধ উক্ত সত্যাদি শব্দের দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে বুঝা যায় না বলিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ] নিশ্চয়ই বিদ্যমান নাই।

সিদ্ধান্ত—[জন্মপ্রভৃতি অন্যনিষ্ঠ হইলেও অর্থাৎ জগৎকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও,]

পুষ্পমাল্য ও সর্পের ন্যায় (—'যাহা সর্পরূপে প্রতিভাত, তাহা পুষ্পমাল্যই'—এইরূপ প্রয়োগস্থলে কল্পিত সর্পত্ব যেমন মাল্যের ধর্ম্ম না হইয়াও মাল্যের পরিচায়ক সুতরাং লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার ন্যায়) ব্রহ্মনিষ্ঠ কল্পিত জগৎকারণত্ব [ব্রহ্মের] লক্ষণ হইবে (—কল্পিত জগৎকারণত্ব বস্তুতঃ ব্রহ্মের ধর্ম্ম না হইলেও তাঁহার লক্ষণ হইবে। অতএব ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ (১) সিদ্ধ হয়। আর বিভিন্নপ্রকার অর্থ প্রতিপাদক পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি শব্দসকল এক দেবদত্তকে বুঝাইলেও যেমন বিরোধ হয় না, তদ্রূপ] যথার্থবচনরূপ লৌকিক অর্থে নিরূঢ় সত্যাদিশব্দ অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করে (—লক্ষণাদ্বারা অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে বুঝায়। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণও (২) সিদ্ধ হয়]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—লক্ষণাভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ সিদ্ধ হয় না বলিয়া বিচারের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হয় না, সেইহেতু মুক্তিও সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মের লক্ষণ নির্ণীত হয়, সুতরাং ব্রহ্মবিচারের দ্বারা মুক্তি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(১) **তটস্থলক্ষণ**—"যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিতত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্"—ইহাই তটস্থলক্ষণের লক্ষণ। ইহার অর্থ—লক্ষ্যবস্তু যতকাল থাকে, ততকাল তাহার সহিত না থাকিয়াও যাহা লক্ষ্যবস্তুকে অন্যবস্তু হইতে ভিন্নভাবে বোধ করায়, তাহাই তটস্থলক্ষণ। যেমন—পৃথিবীর লক্ষণ 'গন্ধবত্ত্ব'। মহাপ্রলয়কালে ক্ষিতিপরমাণু থাকে কিন্তু তাহাতে গন্ধ থাকে না তথাপি 'গন্ধবত্ত্বই' হয় পৃথিবীর লক্ষণ। সুতরাং ক্ষিতিপরমাণু যতকাল থাকে ততকাল তাহাতে গন্ধ না থাকিলেও গন্ধবত্ত্বটী পৃথিবীকেই বুঝায় বলিয়া তাহা হয় পৃথিবীর তটস্থলক্ষণ। প্রস্তাবিতস্থলে তদ্রূপ জগৎ মিথ্যা বলিয়া সেই কল্পিত জগতের কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মে না থাকিলেও,"জগজ্জন্মাদিকারণত্বরূপ" (—জগতের জন্মের কারণ হওয়ারূপ) লক্ষণটী অন্যবস্তু হইতে ভিন্নভাবে ব্রহ্মকে বোধ করায় বলিয়া তাহা হয় ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ।

(২) **স্বরূপলক্ষণ**—"স্বরূপং সৎ ব্যাবর্ত্তকম্"—ইহাই স্বরূপলক্ষণের লক্ষণ। ইহার অর্থ—যাহা বস্তুর স্বরূপ হইয়া অন্যবস্তু হইতে সেই বস্তুটীকে ভিন্নরূপে বোধ করায়, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। যথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ, কারণ ইহা অর্থাৎ সত্যাদি পদার্থ ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়া অন্যবস্তু হইতে ব্রহ্মকে ভিন্নরূপে বোধ করায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বরূপলক্ষণস্থলে শব্দের শক্তিবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের বোধ হয় না,পরন্তু লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই তাহা হয়। সত্য জ্ঞান ইত্যাদি শব্দ শক্তিবৃত্তিতে লৌকিক সত্য, লৌকিক জ্ঞান ইত্যাদিকে বুঝাইলেও, লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা তাহারা সত্যজ্ঞানাদিস্বরূপ অলৌকিক অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে বোধ করায়। এইরূপে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্"—ইহা হয় ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ্।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রথমসূত্রেণ শাস্ত্রারম্ভমুপপাদ্য শাস্ত্রমারভমাণঃ পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োঃ সঙ্গতিং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—**ব্রহ্মেতি।** মুমুক্ষুণা ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যুক্তম্। ব্রহ্মণঃ বিচার্য্যত্বোক্ত্যা অর্থাৎ প্রমাণাদিবিচারাণাং প্রতিজ্ঞাতত্বেঽপি ব্রহ্মপ্রমাণং ব্রহ্মযুক্তিরিত্যাদিবিশিষ্টবিচারাণাং বিশেষব্রহ্মজ্ঞানং বিনা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, তৎস্বরূপজ্ঞানায় আদৌ লক্ষণং বক্তব্যং, তন্ন সম্ভবতি

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্ ইতি উক্তম্। কিং লক্ষণকং পুনঃ তৎ ব্রহ্ম ইতি ? অতঃ আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—

ভাষ্যানুবাদ

ব্রহ্ম বিচারণীয়, ইহা [প্রথম সূত্রে] বলা হইয়াছে। [তাহাতে প্রশ্ন হয়—] সেই ব্রহ্ম আবার কিরূপ লক্ষণযুক্ত ? (—ব্রহ্মের লক্ষণ কি ?) তদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলিতেছেন—

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২॥

পদচ্ছেদ—জন্মাদি, অস্য, যতঃ।

সূত্রার্থ—অস্য—প্রত্যক্ষাদ্যুপস্থাপিতস্য বিচিত্রস্য জগতঃ, **জন্মাদি**—জন্ম—উৎপত্তিঃ আদিঃ যস্য জন্মস্থিতিভঙ্গস্য তৎ জন্মাদি, জন্মস্থিতিভঙ্গম্ ইত্যর্থঃ। **যতঃ**—যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি [তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ]।

অনুবাদ—অস্য—প্রত্যক্ষাদির দ্বারা উপস্থাপিত এই বিচিত্রজগতের, **জন্মাদি**—জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি, তাহা হয় আদি (—প্রথম) যে জন্ম স্থিতি ও নাশের, তাহাই জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও নাশ। **যতঃ**—যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কারণ হইতে হয়,তাহাই ব্রহ্ম।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যাক্ষিপ্য সূত্রকৃতং পূজয়ন্নেব লক্ষণসূত্রমবতারয়তি—**কিংলক্ষণকমিতি।** কিম্ আক্ষেপে। নাস্ত্যেব লক্ষণমিত্যর্থঃ। আক্ষেপেণাস্যোত্থানাৎ আক্ষেপসঙ্গতিঃ। লক্ষণদ্যোতি-বেদান্তানাং স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং লক্ষ্যে ব্রহ্মণি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদসঙ্গতয়ঃ। তথাহি— 'যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদি বাক্যং বিষয়ঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণঃ লক্ষণং বক্তি ন বেতি সন্দেহঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপাসিদ্ধ্যা মুক্ত্যসিদ্ধিঃ ফলম্,সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিরিতিঃ ভেদঃ। যদ্যপি আক্ষেপসঙ্গতৌ পূর্ব্বাধিকরণফলমেব ফলমিতি কৃত্বা পৃথগ্ ন বক্তব্যম্। তদুক্তম্—'আক্ষেপে চাপবাদে চ প্রাপ্ত্যাং লক্ষণকর্ম্মণি। প্রয়োজনং ন বক্তব্যং যচ্চ কৃত্বা প্রবর্ত্ততে॥' ইতি। তথাপি স্পষ্টার্থমুক্তমিতি মন্তব্যম্। যত্র পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তেন পূর্ব্বপক্ষঃ, তত্র আপবাদিকী সঙ্গতিঃ। প্রাপ্তিস্তদর্থা চিন্তা। তত্র ন বক্তীতি প্রাপ্তম্। জন্মাদের্জগদ্ধর্ম্মত্বেন ব্রহ্মলক্ষণত্বাযোগাৎ। ন চ 'জগদুপাদানত্বে সতি কর্ত্তৃত্বং' লক্ষণমিতি বাচ্যম্, কর্ত্তুরুপাদানত্বে দৃষ্টান্তাভাবেন অনুমানা-প্রবৃত্তেঃ। ন চ শ্রৌতস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুত্যৈব লক্ষণসিদ্ধেঃ কিমনুমানেনেতি বাচ্যম্, অনুমানস্য শ্রুত্যনুগ্রাহকত্বেন তদভাবে তদ্বিরোধে বা শ্রুত্যর্থাসিদ্ধেঃ। ন চ জগৎকর্ত্তৃত্বমুপাদানত্বং বা প্রত্যেকং লক্ষণম্ অস্তু ইতি বাচ্যম্,কর্ত্তৃত্বমাত্রস্য উপাদানাৎ ভিন্নস্য ব্রহ্মত্বাযোগাৎ বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ ইতি প্রাপ্তে পুরুষাভ্যূহমাত্রস্য অনুমানস্য অপ্রতিষ্ঠিতস্য অতীন্দ্রিয়ার্থে স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ। অপৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষশ্রুত্যুক্তোভয়কারণত্বস্য সুখাদিদৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়িতুং শক্যত্বাৎ, তদেব লক্ষণমিতি সিদ্ধান্তয়তি—**'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইতি।** অত্র যদ্যপি 'জগজ্জন্মস্থিতিলয়-কারণত্বম্' লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে,তথাপ্যগ্রে 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩)

শাঙ্করভাষ্যম্

জন্ম উৎপত্তিঃ আদিঃ অস্য ইতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানঃ বহুব্রীহিঃ ।১ জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ ।২ জন্মনশ্চ আদিত্বং শ্রুতিনির্দ্দেশা-

ভাষ্যানুবাদ

[সূত্রস্থ জন্মাদিশব্দের অর্থ—উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়।]

"জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি হয় আদি ইহার"—এইরূপে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস (১) বুঝিতে হইবে।১ জন্ম স্থিতি ও লয়—ইহাই সমাসটীর অর্থ।২ আর জন্মের যে আদিত্ব, তাহা শ্রুতির নির্দ্দেশ ও বস্তুর স্থিতিকে অপেক্ষা করে

ভাবদীপিকা

(১) বহুব্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ হয় প্রধান এবং সমাসঘটক পদার্থসকল হয় তাহার বিশেষণ। যেখানে এই বিশেষণগুলির সহিত প্রধান যে বিশেষ্যরূপ অন্য পদার্থ, তাহার গ্রহণ হয়, তাহাকে **তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** বলে। যথা—পীতাম্বরম্। এইস্থলে—পীত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, এতাদৃশ যে পুরুষ,তাহাই বিশেষ্য এবং সমাসঘটক যে পীত ও অম্বর পদার্থ তাহাই বিশেষণ। এখানে পীতাম্বরবিশিষ্টপুরুষরূপে পীতবর্ণ, অম্বর ও বিশেষ্য পুরুষ—এই তিনটাই গৃহীত হইতেছে বলিয়া তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইল। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ, জন্ম হইয়াছে আদি (—প্রথম) যাহার, এতাদৃশ যে স্থিতি ও লয় তাহাই হয় 'বিশেষ্য' এবং জন্ম হয় 'বিশেষণ'। এই জন্মরূপ বিশেষণের সহিত বিশেষ্য যে স্থিতি ও লয় তাহাও গৃহীত হইতেছে বলিয়া তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইল। এই তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসবশতঃ উক্ত ভাষ্যাংশের সারার্থ হয় এইপ্রকার—"জন্ম হইয়াছে আদি যাহার অর্থাৎ যে স্থিতি ও লয়ের তাহাই জন্মাদি। সেই জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম স্থিতি ও লয়. এই জগতের যাঁহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম"।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যধিকরণে তৎকারণত্বং ন কর্ত্তৃত্বমাত্রং কিন্তু কর্ত্তৃত্বোপাদনত্বোভয়রূপমিতি বক্ষ্যমাণং সিদ্ধবৎকৃত্য উভয়কারণত্বং লক্ষণমিত্যুচ্যতে ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। ননু জিজ্ঞাস্যনির্গুণব্রহ্মণঃ কারণত্বং কথং লক্ষণম্ ইতি চেৎ? উচ্যতে—যথা রজতং শুক্তের্লক্ষণং—যদ্রজতং সা শুক্তিরিতি, তথা যৎ জগৎকারণম্ তৎ ব্রহ্মেতি কল্পিতং কারণত্বং তটস্থং সদেব ব্রহ্মণঃ লক্ষণমিত্যনবদ্যম্। সূত্রং ব্যাচষ্টে—**জন্মেত্যাদিনা**। বহুব্রীহৌ পদার্থাঃ সর্ব্বে বাক্যার্থস্য অন্যপদার্থস্য বিশেষণানি। যথা 'চিত্রগোর্দ্দেবদত্তস্য চিত্রা গাবঃ', তদ্বদত্রাপি জন্মাদীতি নপুংসকৈকবচনদ্যোতিতস্য সমাহারস্য জন্মস্থিতিভঙ্গস্য জন্ম বিশেষণম্। তথা চ জন্মনঃ সমাসার্থৈকদেশস্য গুণত্বেন সংবিজ্ঞানং যস্মিন্ বহুব্রীহৌ স তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ইত্যর্থঃ। তত্র 'যৎ জন্মকারণম্, তৎ ব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মত্ববিধানমযুক্তম, স্থিতিলয়কারণাৎ ভিন্নত্বেন জ্ঞাতে ব্রহ্মত্বস্য জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ। অতঃ জন্মস্থিতিভঙ্গৈর্নিরূপিতানি ত্রীণি কারণত্বানি মিলিতান্যেব লক্ষণমিতি মত্বা সূত্রে সমাহারঃ দ্যোতিত ইতি ধ্যেয়ম্। ননু আদিত্বং জন্মনঃ কথং জ্ঞাতব্যং, সংসারস্য অনাদিত্বাৎ ইত্যত আহ—**জন্মনশ্চেতি**। মূলশ্রুত্যা বস্তুগত্যা চ আদিত্বং জ্ঞাত্বা তদপেক্ষ্য সূত্রকৃতা জন্মন আদিত্বমুক্তমিত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

পেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষং চ ।৩ শ্রুতিনির্দ্দেশঃ তাবৎ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইতি, অস্মিন্ বাক্যে জন্মস্থিতি-প্রলয়ানাং ক্রমদর্শনাৎ ।৪ বস্তুবৃত্তমপি, জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ ।৫ 'অস্য' ইতি প্রত্যক্ষাদিসন্নিধাপিতস্য ধর্ম্মিণঃ ইদমা নির্দ্দেশঃ ।৬ ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্মসম্বন্ধার্থা ।৭ 'যতঃ' ইতি কারণনির্দ্দেশঃ ।৮ অস্য জগতঃ নামরূপাভ্যাং

ভাষ্যানুবাদ

(—মূলশ্রুতি এবং বস্তুস্থিতি পর্য্যালোচনা করতঃ জন্মের প্রাথম্য অবগত হইয়া ভগবান্ সূত্রকার জন্মের আদিত্বের কথা বলিয়াছেন) ।৩ শ্রুতির নির্দ্দেশটী এই— "যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি, যেহেতু এই বাক্যটীতে জন্ম স্থিতি এবং প্রলয়ের ক্রম দেখা যায় ।৪ বস্তুস্থিতিও (—বস্তুর স্বভাবও) এইপ্রকার দেখা যায়, যেহেতু জন্মের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব লাভ হয় এতাদৃশ যে ধর্ম্মী, তাহার স্থিতি ও প্রলয় সম্ভব হয় ।৫

[সূত্রস্থ 'অস্য' এবং 'যতঃ' শব্দের অর্থ যথাক্রমে 'জগৎ' ও 'ব্রহ্ম' ।]

[সূত্রস্থ] "অস্য" এইস্থলে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা উপস্থাপিত যে [জগদ্রূপ-] ধর্ম্মী, তাহারই 'ইদম্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ।৬ ষষ্ঠী বিভক্তিটী (—সূত্রস্থ 'অস্য' এইপদে 'ইদম্' শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মী জগতের সহিত] জন্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ।৭ [সূত্রস্থ] 'যতঃ'

ভাবদীপিকা

প্রসঙ্গতঃ **অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি** কি, তাহা বলা হইতেছে। যেখানে মাত্র প্রধান পদার্থটী অর্থাৎ বিশেষ্যটী গৃহীত হয়, বিশেষণের গ্রহণ হয় না, তাহাকে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলে । যথা—"দৃষ্টসাগরং পশ্য" অর্থাৎ 'যৎ কর্ত্তৃক সাগর দৃষ্ট হইয়াছে সেই পুরুষকে দেখ' । এইস্থলে মাত্র পুরুষটীই দর্শন ক্রিয়ার বিষয়রূপে গৃহীত হয়, সাগর তাহা হয় না। এইহেতু এইস্থলে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইল।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইদমঃ প্রত্যক্ষার্থমাত্রবাচিত্বমাশঙ্ক্য উপস্থিতসর্ব্বকার্য্যবাচিত্বমাহ—**অস্যেতীতি** । বিয়দাদিজগতঃ নিত্যত্বাৎ ন জন্মাদিসম্বন্ধ ইত্যত আহ—**ষষ্ঠীতি** । বিয়দাদিমহাভূতানাং জন্মাদিসম্বন্ধঃ বক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। ননু জগতঃ জন্মাদের্ব্বা ব্রহ্মসম্বন্ধাভাবাৎ ন লক্ষণত্বমিত্যাশঙ্ক্য তৎকারণত্বং লক্ষণমিতি পঞ্চম্যর্থমাহ—**যত ইতীতি** । যচ্ছব্দেন সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দরূপং বস্তূচ্যতে, 'আনন্দাদ্ধ্যেব' (তৈঃ ৩।৬) ইতি নির্ণীতত্বাৎ। তথা চ স্বরূপলক্ষণসিদ্ধিরিতি মন্তব্যম্ । পদার্থমুক্ত্বা পূর্ব্বসূত্রস্থব্রহ্মপদানুষঙ্গেণ তচ্ছব্দাধ্যাহারেণ চ সূত্রবাক্যার্থমাহ—**অস্যেত্যাদিনা** । কারণস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিসম্ভাবনার্থানি জগতঃ বিশেষণানি। যথা কুম্ভকারঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যাকৃতস্য অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকাল-নিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতি-ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি, তৎ ব্রহ্ম ইতি বাক্যশেষঃ।৯ অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষু এব অন্তর্ভাবঃ ইতি জন্মস্থিতিনাশানাম ইহ গ্রহণম্।১০ যাস্কপরিপঠিতানাং তু

ভাষ্যানুবাদ

এই পদটী [জগতের] কারণের নির্দ্দেশ করিতেছে।৮ [সুতরাং বাক্যটীর অর্থ হইল—] নাম ও রূপের দ্বারা ব্যাকৃত (—অভিব্যক্ত) এই যে জগৎ, যাহা অনেক-প্রকার কর্ত্তা এবং ভোক্তার সহিত সংযুক্ত, যাহা প্রতিনিয়ত (—ব্যবস্থিত) দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া এবং ফলের আশ্রয়, যাহার রচনার স্বরূপ মনের দ্বারা চিন্তাও করা যায় না, তাহার জন্ম স্থিতি ও লয় যে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কারণ হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা বাক্যশেষ (—এইস্থলে "তৎ ব্রহ্ম" এই অংশটী বাক্যের শেষভাগে যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে)।৯

[জন্মাদি শব্দের অর্থ—জন্ম স্থিতি ও লয়, যাস্কোক্ত ভাববিকারসকল নহে।]

[উৎপত্তি স্থিতি ও লয় ব্যতিরেকে] অন্য যে ভাবপদার্থাশ্রিত বিকারসকল (—ক্ষয় বৃদ্ধি ও বিপরিণাম), তাহাদের [জন্ম স্থিতি ও লয়] এই তিনটীর মধ্যেই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রথমং কুম্ভশব্দাভেদেন বিকল্পিতং পৃথুবুধ্নোদরাকারস্বরূপং বুদ্ধাবালিখ্য তদাত্মনা কুম্ভং ব্যাকরোতি—বহিঃ প্রকটয়তি, তথা পরমকারণমপি স্বেক্ষিতং নামরূপাত্মনা ব্যাকরোতি ইত্যনুমীয়তে ইতি মত্বা আহ—**নামরূপাভ্যামিতি**। ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া। আদ্যকার্য্যং চেতনজন্যং, কার্য্যত্বাৎ, কুম্ভবদিতি প্রধানশূন্যয়োর্নিরাসঃ। হিরণ্যগর্ভাদিজীবজন্যত্বং নিরস্যতি—**অনেকেতি**। শ্রাদ্ধবৈশ্বানরেষ্ট্যাদৌ পিতাপুত্রয়োঃ কর্তৃভোক্ত্রোর্ভেদাৎ পৃথগুক্তিঃ। 'যঃ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বম্' (শ্বেঃ ৬।১৮) 'সর্ব্বে এতে আত্মনঃ ব্যুচ্চরন্তি' ইতি শ্রুত্যা স্থূলসূক্ষ্মদেহোপাধিদ্বারা জীবানাং কার্য্যত্বেন জগন্মধ্যপাতিত্বাৎ ন জগৎকারণত্বম্ ইত্যর্থঃ। কারণস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সম্ভাবয়তি—**প্রতিনিয়তেতি**। প্রতিনিয়তানি—ব্যবস্থিতানি দেশকালনিমিত্তানি যেষাং ক্রিয়াফলানাং তদাশ্রয়স্যেত্যর্থঃ। স্বর্গস্য ক্রিয়াফলস্য মেরুপৃষ্ঠং দেশঃ, দেহপাতাদূর্দ্ধং কালঃ, উত্তরায়ণমরণাদিনিমিত্তং প্রতিনিয়তম্। এবং রাজসেবাফলগ্রামাদের্দেশাদিব্যবস্থা জ্ঞেয়া। তথা চ—যথা সেবাফলং দেশাদ্যভিজ্ঞদাতৃকং, তথা কর্ম্মফলং, ফলত্বাদিতি সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। সর্ব্বশক্তিত্বং সম্ভাবয়তি—**মনসাপীতি**। ননু অন্যে অপি বৃদ্ধিপরিণামাদয়ঃ ভাববিকারাঃ সন্তীতি কিমিতি জন্মাদীত্যাদিপদেন ন গৃহ্যন্তে। তত্রাহ—**অন্যেষামিতি**। বৃদ্ধিপরিণাময়োর্জন্মনি, অপক্ষয়স্য নাশে অন্তর্ভাব, ইতি ভাবঃ। ননু 'দেহঃ জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি' (নিঃ ১।১।১) ইতি যাস্কমুনিবাক্যম্ এতৎসূত্রমূলং কিং ন স্যাৎ? অত আহ—**যাস্কেতি**। যাস্কমুনিঃ কিল

শাঙ্করভাষ্যম্

'জায়তে' 'অস্তি' ইত্যাদীনাং গ্রহণে, তেষাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্যমানত্বাৎ মূলকারণাৎ উৎপত্তিস্থিতিনাশাঃ জগতঃ ন গৃহীতাঃ স্যুঃ ইতি আশঙ্ক্যেত ; তৎ মা আশঙ্কি, ইতি যা উৎপত্তিঃ ব্রহ্মণঃ, তত্র এব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ, তে এব গৃহ্যন্তে ।১১ ন যথোক্ত-বিশেষণস্য জগতঃ যথোক্তবিশেষণম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা অন্যতঃ প্রধা-

ভাষ্যানুবাদ

অন্তর্ভাব হয় (১), এইহেতু এখানে জন্ম স্থিতি ও নাশের গ্রহণ হইয়াছে ।১০ কিন্তু যাস্ক মুনিকর্তৃক পঠিত যে 'জন্মলাভ করে', 'স্থিতিলাভ করে' (২) ইত্যাদি [ছয়টী ভাববিকার], তাহাদের গ্রহণ হইলে, তাহারা [ভূতসকলকে আশ্রয় করিয়া] জগতের স্থিতিকালেই সম্ভব হয় বলিয়া মূলকারণ ব্রহ্ম হইতে যে জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ হয়, তাহা গৃহীত হয় না—এইপ্রকার আশঙ্কা কেহ করিতে পারেন; সেইপ্রকার আশঙ্কা কেহ না করুক্, এইহেতু ব্রহ্ম হইতে যে উৎপত্তি, তাঁহাতেই যে স্থিতি ও প্রলয়, তাহারাই (—সেই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ই, এখানে] গৃহীত হইতেছে ।১১

[ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু জগৎকরণ নহে। "ব্রহ্ম অনুমানগম্য" এইমতে ব্রহ্মের অনুমান।]

[ব্রহ্মভিন্ন অন্য কারণ হইতে যে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন—]পূর্ব্বকথিত বিশেষণযুক্ত ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া (—ঈশ্বরকে জগতের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানরূপে গ্রহণ না করিয়া) পূর্ব্বকথিত বিশেষণযুক্ত

ভাবদীপিকা

(১) "বৃদ্ধি" অর্থ অবয়বের উপচয়, যথা—নব-নব তন্তুসংযোগে বস্ত্রের উৎপত্তি, সুতরাং তাহা জন্মেরই অন্তর্গত। "বিপরিণামও" জন্মের অন্তর্গত, যেমন স্বর্ণের যে বিপরিণাম, তাহাই কটক কুণ্ডলাদির উৎপত্তি। "অপক্ষয়" অর্থ অবয়বের হ্রাস, তাহা নাশের অন্তর্ভুক্ত।

(২) যাস্ক মুনি নিরুক্ত নামক গ্রন্থে ভৌতিক ভাবপদার্থ মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকারের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মহাভূতানামুৎপন্নানাং স্থিতিকালে ভৌতিকেষু প্রত্যক্ষেণ জন্মাদিষট্কমুপলভ্য নিরুক্তবাক্যং চকার। তন্মূলীকৃত্য জন্মাদিষট্ককারণত্বং লক্ষণং সূত্রার্থ ইতি গ্রহণে সূত্রকৃতা ব্রহ্মলক্ষণং ন সংগৃহীতং, কিন্তু মহাভূতানাং লক্ষণমুক্তমিতি শঙ্কা স্যাৎ, সা মা ভূদিতি যে শ্রুত্যুক্তা জন্মাদয়স্ত এব গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ। যদি নিরুক্তস্যাপি শ্রুতির্মূলমিতি মহাভূতজন্মাদিকমর্থঃ, তর্হি সা শ্রুতিরেব সূত্রস্য মূলমস্তু, কিমন্তর্গড়ুনা নিরুক্তেনেতি ভাবঃ। যদি জগতঃ ব্রহ্মাতিরিক্তং কারণং স্যাৎ, তদা ব্রহ্মলক্ষণস্য তত্র অতিব্যাপ্ত্যাদিদোষঃ স্যাৎ, অতস্তন্নিরাসায় লক্ষণসূত্রেণ ব্রহ্ম বিনা জগজ্জন্মাদিকং ন সম্ভবতি, কারণান্তরাসম্ভবাদিতি যুক্তিঃ সূত্রিতা। সা তর্কপাদে (২।২) বিস্তরেণ বক্ষ্যতে। অধুনা সংক্ষেপেণ তাং দর্শয়তি—**ন যথোক্তেত্যাদিনা** ৷ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যেত্যাদীনাং চতুর্ণাং জগদ্বিশেষণানাং ব্যাখ্যানাবসরে প্রধানশূন্যয়োঃ সংসারিণশ্চ

শাঙ্করভাষ্যম্

নাৎ অচেতনাৎ অণুভ্যঃ অভাবাৎ সংসারিণঃ বা উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্ ।১২ ন চ স্বভাবতঃ, বিশিষ্টদেশকালনিমিত্তা- নাম্ ইহ উপাদানাৎ ।১৩ এতদেব অনুমানং সংসারিব্যতিরিক্তে-

ভাষ্যানুবাদ

জগতের (১০১ পৃঃ) অন্য হইতে অর্থাৎ অচেতন প্রধান হইতে, অথবা পরমাণুসকল হইতে, অথবা অভাব হইতে, অথবা সংসারী জীববিশেষ হইতে (—প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ হইতে) উৎপত্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা করিতে পারা যায় না।১২ আর স্বভাব হইতেও [জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি] হইতে পারে না, যেহেতু বিশিস্টদেশ, বিশিষ্টকাল এবং বিশিষ্ট নিমিত্তসকলের (১) এখানে গ্রহণ

ভাবদীপিকা

কথা বলিয়াছেন। তাহা এই—১। জায়তে—উৎপন্ন হয়, ২। অস্তি—স্থিতি লাভ করে, ৩। বর্দ্ধতে—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ৪। বিপরিণমতে - পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ৫। অপক্ষীয়তে—ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং নশ্যতি—নাশ প্রাপ্ত হয়। ইহারা জগতের স্থিতিকালে ভৌতিক পদার্থসকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া সূত্রস্থ জন্মাদিশব্দে ইহাদের গ্রহণ হইলে ব্রহ্ম হইতে যে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়, তাহা আর বলা হয় না। সেইহেতু জন্মাদি শব্দে ইহারা গ্রহণীয় নহে।

(১) এখানে ভাব এই—জগতে ঘটাদি বস্তু উৎপাদনে প্রবৃত্ত পুরুষ বিশিষ্ট অর্থাৎ অসাধারণ—এক এক কার কার্য্যের জন্য এক এক প্রকার, দেশ কাল ও নিমিত্তকে গ্রহণ করে। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে একজন চেতন কর্ত্তা ব্যতিরেকে অচেতন স্বভাবের দ্বারা এইপ্রকার বি.ষ্ট দেশকালাদি অবলম্বনে জগদ্রূপ কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিরাসো দর্শিতঃ। পরমাণুনামচেতনানাং স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ জীবাদন্যস্য জ্ঞানশূন্যত্বনিয়মেন অনুমানাৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরাসিদ্ধৌ তেষাং প্রেরকাভাবাৎ জগদারম্ভকত্বাসম্ভব ইতি ভাবঃ। স্বভাবাদেব বিচিত্রং জগদিতি লোকায়তঃ। তং প্রত্যাহ—**ন চেতি।** জগত উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং ন শক্যমিত্যন্বয়ঃ। কিং স্বয়মেব স্বস্য হেতুরিতি স্বভাবঃ, উত কারণানপেক্ষত্বম্? ন আদ্যঃ, আত্মাশ্রয়াৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—**বিশিষ্টেতি।** বিশিষ্টানি অসাধারণানি দেশকাল- নিমিত্তানি তেষাং কার্য্যার্থিভিরুপাদীয়মানত্বাৎ কার্য্যস্য কারণানপেক্ষত্বং ন যুক্তমিত্যর্থঃ। অনপেক্ষত্বে ধান্যার্থিনাং ভূবিশেষে বর্ষাদিকালে বীজাদিনিমিত্তে চ প্রবৃত্তির্ন স্যাদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বোক্তসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশেষণকম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা জগত উৎপত্ত্যাদিকং ন সম্ভবতীতি ভাষ্যেণ কর্ত্তারং বিনা কার্য্যং নাস্তীতি ব্যতিরেক উক্তঃ। তেন যৎ কার্য্যং,তৎ সকর্তৃকমিতি ব্যাপ্তিঃ জ্ঞায়তে। এতদেব ব্যাপ্তিজ্ঞানং জগতি পক্ষে কর্ত্তারং সাধয়ৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরং সাধয়তি, কিং শ্রুত্যেতি তার্কিকাণাং ভ্রান্তিমুপন্যস্যতি—**এতদেবেতি।** এতদেব—অনুমানমেব সাধনং, ন শ্রুতিঃ ইতি মন্যন্তে ইতি যোজনা। অথবা, এতৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানমেব শ্রুত্যনুগ্রাহকযুক্তিমাত্রত্বেন

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্বরাস্তিত্বাদিসাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ ।১৪ ননু ইহাপি তদেব উপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে? ১৫ ন, বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

হইয়াছে।১৩ ঈশ্বরকারণবাদিগণ (—নৈয়ায়িকগণ) এই অনুমানকেই (১) সংসারী হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্বাদির (—অস্তিত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ইত্যাদির) সাধনরূপে মনে করেন [কিন্তু শ্রুতিকে তাহা মনে করেন না] ।১৪

[ব্রহ্ম শ্রুতিমাত্রগম্য, অনুমানাদি প্রমাণ তাহার সহকারী।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়—এই স্থলেও (—জন্মাদি সূত্রেও) তাহাই (—ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদক অনুমানই, সূত্রকার কর্ত্তৃক] উপন্যস্ত হইয়াছে।১৫

ভাবদীপিকা

(১) "এতদেব অনুমানম্" বলিতে, "ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতঃ যথোক্তবিশেষণম্ ঈশ্বরং মুক্ত্বা" ইত্যাদিভাষ্যে, জগতের কারণরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধিতে যে অনুমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকে বুঝিতে হইবে। সেই অনুমান প্রদর্শনের প্রক্রিয়া এইপ্রকার—উক্ত ভাষ্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে—"কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না"। তাহাতে "যাহা কার্য্য, তাহার কর্ত্তা কেহ অবশ্যই থাকে"—এইপ্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়। সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বলে, "জগদিদং, সর্ব্বজ্ঞেশ্বরকর্ত্তৃকম্, অচিন্ত্যরচনারূপত্বে সতি কার্য্যত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবম্" —'এই জগৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, যেহেতু ইহা কার্য্যবস্তু এবং ইহার রচনাকৌশল আমাদের ন্যায় জীব চিন্তাও করিতে পারে না; যাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে, তাহা এইপ্রকার অচিন্ত্যরচনাকৌশলযুক্ত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অস্মৎসম্মতং সদনুমানং স্বতন্ত্রমিতি মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বম্ আদিশব্দার্থঃ। যদ্বা, ব্যাপ্তিজ্ঞানসহকৃতমেতৎ লক্ষণমেব অনুমানং স্বতন্ত্রং মন্যন্তে ইত্যর্থঃ। তত্র অয়ং বিভাগঃ—ব্যাপ্তিজ্ঞানাৎ জগতঃ কর্ত্তা অস্তি ইতি অস্তিত্বসিদ্ধিঃ, পশ্চাৎ স কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞঃ, জগৎকারণত্বাৎ ব্যতিরেকেণ কুলালাদিবৎ ইতি সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ লক্ষণাদিতি। অত্র 'মন্যন্তে' ইত্যনুমানস্য আভাসত্বং সূচিতম্। তথা হি—অঙ্কুরাদৌ তাবৎ জীবঃ কর্ত্তা ন ভবতি, জীবাৎ ভিন্নস্য ঘটবদচেতনত্বনিয়মাদন্যঃ কর্ত্তা নাস্ত্যেবেতি ব্যতিরেকনিশ্চয়াৎ, যৎ কার্য্যং, তৎ সকর্ত্তৃকমিতি ব্যাপ্তিজ্ঞানাসিদ্ধিঃ। লক্ষণলিঙ্গকানুমানে তু বাধঃ, অশরীরস্য জন্যজ্ঞানাযোগাৎ, যজ্জ্ঞানং তন্মনোজন্যমিতি ব্যাপ্তিবিরোধেন নিত্যজ্ঞানাসিদ্ধের্জ্ঞানাভাবনিশ্চয়াৎ। তস্মাদতীন্দ্রিয়ার্থে শ্রুতিরেব শরণম্। শ্রুত্যর্থসম্ভাবনার্থত্বেন অনুমানং যুক্তিমাত্রং ন স্বতন্ত্রমিতি ভাবঃ। ননু ইদমযুক্তং শ্রুতেরনুমানান্তর্ভাবমভিপ্রেত্য ভবদীয়সূত্রকৃতা অনুমানস্য এব উপন্যস্তত্বাদিতি বৈশেষিকঃ শঙ্কতে—**নন্বিতি**। অতঃ 'মন্যন্তে' ইত্যনুমানস্য আভাসোক্তিঃ অযুক্তা ইতি ভাবঃ। যদি শ্রুতীনাং স্বতন্ত্রমানত্বং ন স্যাৎ, তর্হি 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) ইত্যাদিনা তাসাং তাৎপর্য্যং সূত্রকৃন্ন বিচারয়েৎ, তস্মাৎ উত্তরসূত্রাণাং শ্রুতিবিচারার্থত্বাৎ জন্মাদিসূত্রে অপি

শাঙ্করভাষ্যম্

সূত্রাণাম্।১৬ বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈঃ উদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে।১৭ বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, ন অনুমানাদি-প্রমাণান্তর নির্ব্বৃত্তা।১৮ সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু জগতঃ জন্মাদি-কারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায় অনুমানম্ অপি বেদান্তবাক্যা-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না,তাহা নহে, কারণ উপনিষদ্‌বাক্যরূপ কুসুমসকল গ্রথিত করাই সূত্রসকলের প্রয়োজন।১৬ উপনিষদ্‌বাক্যসকলই সূত্রসকলের দ্বারা উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বিচার করা হইতেছে।১৭ যেহেতু [শ্রুতি] বাক্যের বিচার হইতে যে অধ্যবসান (—বেদান্তবাক্যসকলের ব্রহ্মে তাৎপর্য্য-নিশ্চয়) হয়, তাহার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত হয়, কিন্তু অনুমান প্রভৃতি অন্য প্রমাণের দ্বারা সম্পাদিত হয় না।১৮ জগতের জন্মাদির যাহা কারণ, তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌বাক্যসকল বিদ্যমান থাকায়, তাহাদের অর্থগ্রহণের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য

ভাবদীপিকা

কার্য্যও নহে'—এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা জগৎকর্ত্তৃরূপে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, এতাদৃশ অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, শ্রুতির দ্বারা নহে। এখানে ভগবান্ ভাষ্যকার সেই নৈয়ায়িকমতের উল্লেখ করিলেন।

[বেদান্তিগণ কিন্তু নৈয়ায়িকগণের এই মতবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা নৈয়ায়িক-গণের উক্তপ্রকার অনুমানের বিরুদ্ধে বলেন—কার্য্যমাত্রই কৃতিসাধ্য (—প্রযত্নসাধ্য), আর সেই কৃতি, শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই সম্ভব, ইহা নৈয়ায়িকগণই স্বীকার করেন। পরমেশ্বরের শরীর নাই বলিয়া এতাদৃশ অনুমানের দ্বারা তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্ব নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হইতে পারে না। এইপ্রকারে উক্তপ্রকার অনুমানে নানা দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন, "অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, অদুষ্ট অনুমানপ্রমাণ শ্রুতির সহায়তামাত্র করিতে পারে", ইত্যাদি। উক্তপ্রকার অনুমানের দোষ প্রদর্শন এবং উভয়পক্ষের তর্ক অত্যন্ত জটিল বলিয়া এখানে অবতারণা করা হইল না।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শ্রুতিরেব স্বাতন্ত্র্যেণ বিচার্য্যতে, ন অনুমানমিতি পরিহরতি—**নেতি**। কিঞ্চ, মুমুক্ষোঃ ব্রহ্মাবগতিরভীষ্টা, যদর্থমস্য শাস্ত্রস্য আরম্ভঃ, সা চ নানুমানাৎ, 'তং তু ঔপনিষদম্' (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ ন অনুমানং বিচার্য্যমিত্যাহ—**বাক্যার্থেতি**। বাক্যস্য তদর্থস্য চ বিচারাৎ যদধ্যবসানং তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ প্রমেয়সম্ভবনিশ্চয়শ্চ তেন জাতা ব্রহ্মাবগতিঃ মুক্তয়ে ভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র সম্ভবঃ বাধাভাবঃ। ননু কিমনুমানমুপেক্ষিতমেব? নেত্যাহ—**সৎসু ত্বিতি**। বিমতম্ অভিন্ননিমিত্তোপাদানকম্, কার্য্যত্বাৎ, ঊর্ণনাভ্যারব্ধতন্ত্বাদিবৎ; বিমতং চেতনপ্রকৃতিকং কার্য্যত্বাৎ সুখাদিবদিত্যনুমানং শ্রুত্যর্থদার্ঢ্যায় অপেক্ষিতমিত্যর্থঃ। দার্ঢ্যম—সংশয়বিপর্য্যা-

শাঙ্করভাষ্যম্

বিরোধি প্রমাণং ভবৎ ন নিবার্য্যতে; শ্রুত্যা এব চ সহায়ত্বেন তর্কস্য অভ্যুপেতত্বাৎ।১৯ তথাহি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রুতিঃ, "পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেব উপসম্পদ্যেত, এবমেব ইহ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যম্ আত্মনঃ দর্শয়তি।২০ ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াম্ ইব

ভাষ্যানুবাদ

উপনিষদ্‌বাক্যের অবিরোধী যে অনুমান, তাহাও প্রমাণ হয় বলিয়া নিবারিত হয় না; যেহেতু শ্রুতিকর্ত্তৃকই সহায়করূপে তর্ক স্বীকৃত হইয়াছে।১৯ যথা—"শ্রবণ করিবে, মনন করিবে" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "পণ্ডিত ও মেধাবী ব্যক্তি গান্ধার দেশই প্রাপ্ত হয়, এইপ্রকারেই এখানে আচার্য্যবান্ পুরুষ [ব্রহ্মকে] জানিতে পারেন," (১) ইত্যাদি শ্রুতি নিজের [অর্থবোধের জন্য] পুরুষবুদ্ধির সাহায্যের অপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।২০

[ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের ভেদ।]

[যদি বলা হয়—শ্রুতি ও লিঙ্গাদি প্রমাণই ধর্ম্মরূপ বেদার্থজ্ঞানের প্রতি প্রমাণ। ব্রহ্মও বেদার্থ (—বেদপ্রতিপাদ্য), সুতরাং শ্রুতিলিঙ্গাদিই ব্রহ্মবিষয়েও প্রমাণ

ভাবদীপিকা

(১) এই ছান্দোগ্য শ্রুতিটীর তাৎপর্য্য এই—যেমন কোন বদ্ধচক্ষুব্যক্তি দস্যুগণকর্ত্তৃক গান্ধারদেশ হইতে নীত হইয়া কোন বিজন অরণ্যে ত্যক্ত হইলে, অপর পুরুষের সাহায্য প্রার্থনান্তে, সেই সাহায্যকারী পুরুষের প্রদর্শিত মার্গে বিচারপূর্ব্বক গমন করতঃ গান্ধার-দেশকেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সংসাররূপ অরণ্যে পতিত জীবও তত্ত্বদর্শী গুরুকর্ত্তৃক 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ 'তুমি বদ্ধ জীব নহ, কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ'—এইরূপে উপদিষ্ট হইলে স্বয়ং যদি পণ্ডিত অর্থাৎ বাক্যের অর্থাবধারণে সমর্থ এবং মেধাবী হয় অর্থাৎ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট অর্থের অসম্ভাবনা প্রভৃতিকে তর্কের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা-হইলে স্বস্বরূপকে জানিতে পারে। এইরূপে শ্রুতিতে পুরুষবুদ্ধির অপেক্ষাও স্বীকৃত হইয়াছে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সনিবৃত্তিঃ। 'মন্তব্যঃ' (বৃঃ ২।৪।৬) ইতি শ্রুতার্থস্তর্কেণ সম্ভাবনীয় ইত্যর্থঃ। যথা—কশ্চিৎ গন্ধারদেশেভ্যঃ চৌরৈঃ অন্যত্র অরণ্যে বদ্ধনেত্র এব ত্যক্তঃ কেনচিৎ মুক্তবন্ধস্তদুক্তমার্গগ্রহণসমর্থঃ পণ্ডিতঃ স্বয়ং তর্ককুশলঃ মেধাবী স্বদেশানেব প্রাপ্নুয়াৎ, এবমেব ইহ অবিদ্যাকামাদিভিঃ স্বরূপানন্দাৎ প্রচ্যাব্য অস্মিন্নরণ্যে সংসারে ক্ষিপ্তঃ কেনচিৎ দয়াপরবশেন আচার্য্যেণ 'ন অসি ত্বং সংসারী,' কিন্তু 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যুপদিষ্টস্বরূপঃ স্বয়ং তর্ককুশলশ্চেৎ স্বরূপং জানীয়াৎ, ন অন্যথেতি শ্রুতিঃ স্বস্যাঃ পুরুষমতিরূপতর্কাপেক্ষাং দর্শয়তি ইত্যাহ—পণ্ডিত ইতি। আত্মনঃ—শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মণঃ মননাদ্যপেক্ষা ন যুক্তা, বেদার্থত্বাৎ, ধর্ম্মবৎ,

শাঙ্করভাষ্যম

শ্রুত্যাদয়ঃ এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াম্, কিন্তু শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবম্ ইহ প্রমাণম্; অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য ।২। কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে ন অনু-

ভাষ্যানুবাদ

হইবে, কিন্তু অনুমানাদি নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনপ্রতিপাদ্য] ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ন্যায় (—জিজ্ঞাস্য ধর্ম্মের ন্যায়, উত্তরমীমাংসাদর্শনপ্রতিপাদ্য] ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতেও (—জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মেও) শ্রুতি প্রভৃতিই (১) প্রমাণ নহে, কিন্তু শ্রুতি প্রভৃতি এবং অনুভব প্রভৃতি (—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ অনুভব, মননাত্মক অনুমান,নিদিধ্যাসন প্রভৃতি) যথাসম্ভব এখানে (—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাস্থলে,জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মবিষয়ে] প্রমাণ; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান (—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি) অনুভবেই(—ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবেই) পর্য্যবসিত হয় এবং [ব্রহ্মরূপ] সিদ্ধবস্তুকেই বিষয় করে (২)।২।

ভাবদীপিকা

(১) এই 'শ্রুত্যাদয়ঃ' পদের আদি পদের দ্বারা ভামতীকার স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রত্নপ্রভাকার এবং আনন্দগিরি প্রভৃতি শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা নামক প্রমাণ ছয়টীকে গ্রহণ করিয়াছেন। [আনন্দময়াধিকরণ দ্রষ্টব্য।]

(২) এখানে তাৎপর্য্য এই—শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রভৃতি ও অনুমান প্রভৃতি প্রমাণসকল বেদান্তবাক্যের শক্তি এবং তাৎপর্য্যাদি নির্ণয়দ্বারা স্বস্বযোগ্যতানুযায়ী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষকে উৎপাদন করে; আর সেই বৃত্তি সাক্ষাৎভাবে অবিদ্যাকে নাশ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপের আবির্ভাবরূপ ফলকে অভিব্যক্ত করে। এইহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাস্থলে ইহারা সকলেই হয় ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কিন্তু শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদয় এব অপেক্ষিতা ইত্যত আহ—**নেতি।** জিজ্ঞাস্যে ধর্ম্মে ইব জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অনুভবঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাখ্যঃ বিদ্বদনুভবঃ। আদিপদাৎ মননিদি-ধ্যাসনয়োর্গ্রহঃ। তত্র হেতুমাহ—**অনুভবেতি।** মুক্ত্যর্থং ব্রহ্মজ্ঞানস্য শাব্দস্য সাক্ষাৎকারা-বসানত্বাপেক্ষণাৎ প্রত্যগ্‌ভূতসিদ্ধব্রহ্মগোচরত্বেন সাক্ষাৎকারফলকত্বসম্ভবাৎ তদর্থং মননাদ্যপেক্ষা যুক্তা। ধর্ম্মে তু নিত্যপরোক্ষে সাধ্যে সাক্ষাৎকারস্য অনপেক্ষিতত্বাৎ অসম্ভবাচ্চ শ্রুত্যা নির্ণয়মাত্র-মনুষ্ঠানায় অপেক্ষিতম্। লিঙ্গাদয়স্তু শ্রুত্যন্তর্ভূতা এব শ্রুতিদ্বারা নির্ণয়োপযোগিত্বেন অপেক্ষ্যন্তে, ন মননাদয়ঃ, অনুপযোগাদিত্যর্থঃ। নিরপেক্ষঃ শব্দঃ শ্রুতিঃ। শব্দস্য অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যং লিঙ্গম্। পদং যোগ্যেতরপদাকাঙ্ক্ষং বাক্যম্। অঙ্গবাক্যসাপেক্ষং প্রধানবাক্যং প্রকরণম্। ক্রমপঠিতানামর্থানাং ক্রমপঠিতৈঃ যথাক্রমং সম্বন্ধঃ স্থানম্। যথা ঐন্দ্রাগ্ন্যাদয়ঃ ইষ্টয়ঃ দশ ক্রমেণ পঠিতাঃ, দশ মন্ত্রাশ্চ 'ইন্দ্রাগ্নী রোচনা দিবঃ' ইত্যাদ্যাঃ। তত্র প্রথমেষ্টৌ

শাঙ্করভাষ্যম্,

ভবাপেক্ষা অস্তি ইতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ, পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য ৷২২ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং লৌকিকং বৈদিকং চ কর্ম্ম, যথা অশ্বেন গচ্ছতি, পদ্ভ্যাম্,

ভাষ্যানুবাদ

[যদি বলা হয়—ব্রহ্মের ন্যায় ধর্ম্মও অবিশেষভাবে বেদপ্রতিপাদ্য বলিয়া, ধর্ম্মেও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষরূপ অনুভবের অপেক্ষা থাকিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রসিদ্ধ যে কর্ত্তব্যবিষয় (—অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম) তাহাতে, অনুভবের (—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাত্মক অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষের) অপেক্ষা নাই, সেইহেতু শ্রুতি প্রভৃতিরই প্রামাণ্য থাকে (৩); যেহেতু কর্ত্তব্য যে বিষয়, তাহা পুরুষের অধীন হইয়াই আত্মলাভ করে (—অনুষ্ঠেয় যাগাদি কর্ম্ম পুরুষের প্রযত্নের দ্বারাই সম্পাদিত হয়) ৷২২ লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্ম করিতে পারা যায়, নাও করিতে পারা যায় অথবা অন্যভাবেও করিতে পারা যায়, যেমন [কোন পুরুষ] অশ্বদ্বারা

ভাবদীপিকা

(৩) এইস্থলে তাৎপর্য্য এই—অবিশেষভাবে শ্রুতিপ্রতিপাদ্য হইলেও যাগাদি কর্ম্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয় না,- কারণ যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, ইহাই নিয়ম। যাগাদি কর্ম্ম যখন পুরুষের প্রযত্নের দ্বারা আরব্ধ হয়, তখন বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ও হয় না। আর কর্ম্ম যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখনও তাহাকে নিত্য পরোক্ষই বলিতে হয়; যেহেতু যে ক্রিয়াসমষ্টির নাম যাগ, সেই ক্রিয়া পঞ্চমক্ষণে নাশ প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু তত্তৎক্রিয়া একের পর অন্যটী অনুষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রিয়ার নাশ হইয়া যায় বলিয়া, ক্রিয়াসমষ্টিরূপ যাগ আর একক্ষণে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সেইহেতু তাহার আর প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। এইপ্রকারে যাগাদিকর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়া, ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপ যে প্রত্যক্ষ, তাহারই বা বিষয় তাহা কি প্রকারে হইবে? অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে যাগাদিকর্ম্মে অনুভবের অপেক্ষা নাই, পরন্তু শ্রুতি লিঙ্গাদিই তাহাতে প্রমাণ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রথমমন্ত্রস্য বিনিয়োগ ইত্যাদ্যূহনীয়ম্। সংজ্ঞাসাম্যং সমাখ্যা। যথা আধ্বর্য্যবসংজ্ঞকানাং মন্ত্রাণামাধ্বর্য্যবসংজ্ঞকে কর্ম্মণি বিনিয়োগ ইতি বিবেকঃ। এবং তাবৎ, ব্রহ্ম ন মননাদ্যপেক্ষম্, বেদার্থত্বাৎ, ধর্ম্মবদিত্যনুমানে সাধ্যত্বেন ধর্ম্মস্য অনুভবাযোগ্যত্বম্, অনপেক্ষিতানুভবত্বং চোপাধিরিত্যুক্তম্। উপাধিব্যতিরেকাৎ ব্রহ্মণি মননাদ্যপেক্ষিত্বং চোক্তম্। তত্র যদি বেদার্থত্বমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ ধর্ম্মেণ সাম্যং ত্বয়োচ্যেত, তর্হি কৃতিসাধ্যত্বং বিধিনিষেধবিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ ব্রহ্মণি ধর্ম্মবৎ স্যুরিতি। বিপক্ষে বাধকমাহ—**পুরুষেত্যাদিনা** ৷ পুরুষকৃত্যধীনঃ আত্মলাভঃ উৎপত্তির্য্যস্য তৎভাবাচ্চধর্ম্মে শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যমিত্যন্বয়ঃ। ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বং লৌকিককর্ম্মদৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি—**কর্ত্তুমিতি** ৷ লৌকিকবদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং স্ফুটয়তি—**যথেতি** ৷ দার্ষ্টান্তিকম্

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যথা বা, ন বা গচ্ছতি ইতি ।২৩ তথা “অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি” “নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি (তৈঃ সং ৬।৬।১১।৪); “উদিতে জুহোতি”, “অনুদিতে জুহোতি” ইতি ।২৪ বিধিপ্রতিষেধাশ্চ অত্র অর্থবন্তঃ স্যুঃ, বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ ।২৫ ন তু বস্তু এবং, নৈবম্,

ভাষ্যানুবাদ

যাইতে পারে, পদদ্বারা যাইতে পারে, অন্যপ্রকারেও যাইতে পারে অথবা নাও যাইতে পারে।২৩ তদ্রূপ ‘অতিরাত্র নামক সোমযাগে ষোড়শী (—সোমরসাধার পাত্র বিশেষ) গ্রহণ করিবে,’ ‘অতিরাত্র নামক সোমযাগে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না,’ [‘অগ্নিহোত্রযাগে] সূর্য্য উদিত হইলে হোম করিবে’, ‘সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই হোম করিবে’, ইত্যাদি স্থলেও হয়।২৪ আর বিধি (৪) এবং প্রতিষেধ সকল (৫) এখানে অর্থবান্ (—কর্ম্মে সাবকাশ) হয়, আবার বিকল্প (৬) উৎসর্গ (৭) এবং অপবাদও (৮) কর্ম্মেই সাবকাশ হয়।২৫ কিন্তু বস্তু ‘এইপ্রকার’ অথবা ‘এইপ্রকার

ভাবদীপিকা

(৪) **বিধি**—অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপক বেদভাগকে বিধি বলে। তাহা কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত কোন কিছু অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করে। যথা—“অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ”—‘যিনি স্বর্গকামনা করিবেন, তাঁহার অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞ করা উচিত’, ইত্যাদি।

(৫) **প্রতিষেধ** (নিষেধ)—যে সকল শ্রুতিবাক্য পুরুষকে অনর্থের হেতুভূত কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তাহাকে প্রতিষেধ বলে। যথা—“ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ”—‘কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না’। [কলঞ্জ শব্দের নানাপ্রকার অর্থ দেখা যায়, যথা—রক্ত লশুন, তামাক, শুষ্কমাংস বিষাক্তশরাহত পশুপক্ষীর মাংস, পলাণ্ডু, শূল্য মাংস (শীক্-কাবাব), ইত্যাদি।]

(৬) **বিকল্প**—“একস্মিন্ সাধ্যে তুল্যপ্রাপকাভ্যাং দ্বয়োঃ নিরপেক্ষসাধনয়োঃ সন্নিপাতঃ বিকল্পঃ”—‘সমান প্রমাণদ্বয়ের দ্বারা একই সাধ্য ক্রিয়াতে পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটী সাধনের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আহ—**তথেতি**। তদ্বৎ ধর্ম্মস্য কর্ত্তুমকর্ত্তুং শক্যত্বমুক্ত্বা অন্যথা কর্ত্তুং শক্যত্বমাহ—**উদিত ইতি**। ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বমুপপাদ্য তত্র বিধ্যাদিযোগ্যতামাহ—**বিধীতি**। বিধিপ্রতিষেধাশ্চ বিকল্পাদয়শ্চ ধর্ম্মে সাধ্যে যে অর্থবন্তঃ সাবকাশা ভবন্তি,তে ব্রহ্মণ্যপি স্যুরিত্যর্থঃ। ‘যজেত’ ‘ন সুরাং পিবেৎ’ ইত্যাদয়ঃ বিধিনিষেধাঃ। ‘ব্রীহিভির্যবৈর্ব্বা যজেত’ ইতি সম্ভাবিতঃ বিকল্পঃ গ্রহণাগ্রহণয়োরৈচ্ছিকঃ। উদিতানুদিতহোময়োর্ব্ব্যবস্থিতবিকল্পঃ। ‘ন হিংস্যাৎ’ ইত্যুৎসর্গঃ। ‘অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত’ ইত্যপবাদঃ। তথা ‘আহবনীয়ে জুহোতি’ ইত্যুৎসর্গঃ। ‘অশ্বস্য পদে পদে জুহোতি’ ইত্যপবাদ ইতি বিবেকঃ। এতে ব্রহ্মণি স্যুরিত্যত্রেষ্টাপত্তিং বারয়তি—**ন তু** ইত্যাদিনা **ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ** ইত্যন্তেন। ইদং বস্তু এবম্, নৈবম্, ঘটঃ পটো

শাঙ্করভাষ্যম্

অস্তি, নাস্তি ইতি বা বিকল্প্যতে ৷২৬ বিকল্পনাস্তুঃ পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ ৷২৭ ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্ ৷২৮ কিং তর্হি ?২৯ বস্তুতন্ত্রমেব তৎ ৷৩০ ন হি স্থাণৌ একস্মিন্ স্থাণুঃ বা পুরুষঃ

ভাষ্যানুবাদ

নহে,' 'বর্ত্তমান আছে অথবা নাই'—এইপ্রকার বিকল্প করা যায় না।২৬ বিকল্প সকল কিন্তু পুরুষের বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে।২৭ বস্তুর যথার্থ জ্ঞান পুরুষের বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না।২৮ তবে কাহাকে অপেক্ষা করে?২৯ [তাহা বলা হইতেছে—]তাহা(—বস্তুর যথার্থজ্ঞান) বস্তুতন্ত্রই হইয়া থাকে (—বস্তুটী যেপ্রকার হয়,জ্ঞানও সেইপ্রকারই হইয়া থাকে, কর্ত্তার অধীন হয় না)।৩০ একটী স্থাণুতে,তাহা স্থাণু অথবা পুরুষ অথবা অন্য

ভাবদীপিকা

প্রাপ্তি হইলে, তাহাকে বিকল্প বলে। যথা—'ব্রীহিভির্যজেত,' 'যবৈর্যজেত,'—'ব্রীহি সকলের দ্বারা যাগ করিবে,' 'যবসকলের দ্বারা যাগ করিবে,' ইত্যাদি। ঐচ্ছিক এবং ব্যবস্থিত ভেদে এই বিকল্প আবার দুই প্রকার। ব্রীহি (ধান্য) ও যবস্থলে ঐচ্ছিক বিকল্প,পুরুষ স্বেচ্ছামত যখন যেটী ইচ্ছা যাগের জন্য গ্রহণ করিতে পারে। 'উদিতে জুহোতি,' 'অনুদিতে জুহোতি'—'সূর্য্য উদিত হইলে অগ্নিহোত্র হোম করিবে,' 'সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র হোম করিবে'—ইহা ব্যবস্থিত বিকল্প। অগ্নিহোত্রহোম প্রথম আরম্ভ করিবার সময়, ইহার যে কোন একটী কল্প গ্রহণে পুরুষের স্বাধীনতা থাকিলেও, একবার কোন একটী কল্প গৃহীত হইলে, যাবজ্জীবন তদনুযায়ীই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এইহেতু ইহাকে ব্যবস্থিত বিকল্প বলে।

(৭) **উৎসর্গ**—সামান্য বিধি। যথা—'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি'—'কোন প্রাণীকে বধ করিবে না'।

(৮) **অপবাদ**—উক্ত সামান্যবিধির ব্যতিক্রম। যথা—'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত'—'অগ্নিষোম নামক দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বধ করিবে' ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেতি প্রকারবিকল্পঃ। অস্তি নাস্তি বেতি সত্তাস্বরূপবিকল্পঃ। ননু বস্তুন্যপি আত্মাদৌ বাদিনামস্তি নাস্তীত্যাদিবিকল্পা দৃশ্যন্তে তত্রাহ—**বিকল্পনাস্ত্বিতি** ৷ অস্তিত্বাদিকোটিস্মরণং পুরুষবুদ্ধিঃ, তন্মূলা মনঃস্পন্দিতমাত্রাঃ সংশয়বিপর্য্যয়বিকল্পাঃ, ন প্রমারূপা ইত্যক্ষরার্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ধর্ম্মঃ হি যথা যথা জ্ঞায়তে,তথা তথা কর্ত্তুং শক্যতে ইতি যথাশাস্ত্রং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ বিকল্পাঃ সর্ব্বে প্রমারূপা এব ভবন্তি। তৎসাম্যে ব্রহ্মণ্যপি সর্ব্বে বিকল্পা যথার্থাঃ স্যুরিতি। তত্রাপি এবমিতি বদন্তং প্রত্যাহ—**নেতি** ৷ যদি সিদ্ধবস্তুজ্ঞানমপি সাধ্যজ্ঞানবৎ পুরুষবুদ্ধিমপেক্ষ্য জায়েত, তদা সিদ্ধে বিকল্পা যথার্থাঃ স্যুঃ, ন সিদ্ধবস্তুজ্ঞানং পৌরুষম্। কিং তর্হি? প্রমাণবস্তুজন্যম্। তথাচ বস্তুন একরূপত্বাদেকজ্ঞানমেব প্রমা, অন্যে বিকল্পা অযথার্থা এবেত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**নহি স্থাণাবিতি** ৷ স্থাণুরেবেত্যবধারণে সিদ্ধে সর্ব্বে বিকল্পা যথার্থা

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্যঃ বা ইতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি ।৩১ তত্র পুরুষঃ অন্যঃ বা ইতি মিথ্যাজ্ঞানম্ ।৩২ স্থাণুঃ এব ইতি তত্ত্বজ্ঞানং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ ।৩৩ এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্ ।৩৪ তত্র এবংসতি ব্রহ্মজ্ঞানম্ অপি বস্তুতন্ত্রমেব ; ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ ।৩৫ ননু ভূত-বস্তুত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব ইতি বেদান্তবাক্যবিচারণা

ভাষ্যানুবাদ

কিছু—এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞান (—যথার্থ জ্ঞান) নহে ।৩১ সেখানে (—স্থাণুতে) পুরুষজ্ঞান অথবা অন্যজ্ঞান হয় মিথ্যাজ্ঞান ।৩২ 'ইহা স্থাণুই'—এইটী যথার্থজ্ঞান, যেহেতু তাহা বস্তুতন্ত্র ।৩৩ এইরূপে সিদ্ধবস্তুসকল যাহাদের বিষয়, তাহাদের (—সেই জ্ঞান সকলের) প্রামাণ্য হয় বস্তুতন্ত্র ।৩৪ এইপ্রকার হয় বলিয়া (—বিকল্পজ্ঞান পুরুষের বুদ্ধির অধীন এবং সম্যক্ জ্ঞান বস্তুর অধীন হয় বলিয়া) ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুর অধীনই হয়, যেহেতু তাহা ভূতবস্তুকে (—পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত সিদ্ধ বস্তুকে) বিষয় করে (৯) ।৩৫

[অতীন্দ্রিয় বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, ভূতবস্তু হইলে ব্রহ্মের প্রমাণান্তর বিষয়তা হয়ই (—ব্রহ্ম, শ্রুতিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্য প্রমাণেরও বিষয় অবশ্যই

ভাবদীপিকা

(৯) এতাবৎ পর্য্যন্ত ইহাই সিদ্ধ হইল যে, অবিশেষভাবে বেদপ্রতিপাদ্য হইলেও কর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্য নাই। শ্রুতি-লিঙ্গাদি ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইলেও, ব্রহ্ম বিষয়ে কেবল তাহারাই প্রমাণ নহে। সেইস্থলে শ্রুতি-লিঙ্গাদি ও তদনুকূল অনুমানাদিও প্রমাণ। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য শ্রবণ, মননাত্মক অনুমান ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতিরও অপেক্ষা আছে। সারকথা এই যে—যদ্ব্যতিরেকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হয় না, শ্রুতির সহকারিরূপে সেই সকলেরই অপেক্ষা আছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্র যদ্বস্তুতন্ত্রং জ্ঞানং তৎ যথার্থং, যৎ পুরুষতন্ত্রং তন্মিথ্যেতি বিভজতে—**তত্রেতি,** স্থাণাবিত্যর্থঃ। স্থাণাবুক্তন্যায়ং ঘটাদিষ্বতিদিশতি—**এবমিতি।** প্রকৃতমাহ—**তত্রৈবং সতীতি।** সিদ্ধে অর্থে জ্ঞানপ্রমাত্বস্য বস্ত্বধীনত্বে সতি ব্রহ্মজ্ঞানমপি বস্তুজন্যমেব যথার্থম্, ন পুরুষতন্ত্রম্, ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ, স্থাণুজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। অতঃ সাধ্যে অর্থে সর্ব্বে বিকল্পাঃ পুংতন্ত্রাঃ, ন সিদ্ধে অর্থে ইতি বৈলক্ষণ্যাৎ ন ধর্ম্মসাম্যং ব্রহ্মণ ইতি মননাদ্যপেক্ষা সিদ্ধেতি ভাবঃ। ননু তর্হি ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদিগোচরং, ধর্ম্মবিলক্ষণত্বাৎ, ঘটাদিবৎ। তথা চ জন্মাদিসূত্রে জগৎকারণানুমানং বিচার্য্যম্, সিদ্ধার্থে তস্য মানত্বাৎ ; ন শ্রুতিঃ, সিদ্ধার্থে তস্যা অমানত্বেন তদ্বিচারস্য নিষ্ফলত্বাদিতি শঙ্কতে—**নন্বিতি।** প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব প্রাপ্তমিতি কৃত্বা

শাঙ্করভাষ্যম্

অনর্থিকা এব প্রাপ্তা ।৩৬ ন, ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ ।৩৭ স্বভাবতঃ বিষয়বিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি, ন ব্রহ্মবিষয়াণি ।৩৮ সতি হি ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ,ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যম্ ইতি গৃহ্যেত ।৩৯ কার্য্যমাত্রমেব তু গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কিম্ অন্যেন

ভাষ্যানুবাদ

হন), সেইহেতু [ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য] উপনিষদ্‌বাক্যসকলের বিচার অনর্থকই হইল (১) ।৩৬

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব, না, তাহা বলা যায় না, কারণ [ব্রহ্ম] ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া [জগতের সহিত তাঁহার কার্য্য-কারণ] সম্বন্ধ গৃহীত হয় না ।৩৭ ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃই [শব্দাদি] বিষয়কেই বিষয় করে, কিন্তু ব্রহ্মকে বিষয় করে না ।৩৮ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলে, 'এই কার্য্যবস্তুটী ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ'—এইরূপ জ্ঞান হইত [তাহা কিন্তু হয় না] ।৩৯ কিন্তু যে কার্য্যটী মাত্র গৃহীত হয়, তাহা কি ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ (—ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট) অথবা অন্য

ভাবদীপিকা

(১) এখানে শঙ্কাকর্ত্তা ইহাই বলিতেছেন—ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধবস্তু ব্রহ্ম [ঘটাদির ন্যায়] প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অন্যপ্রমাণেরও বিষয় হইয়া পড়েন, কেবল শ্রুতি প্রমাণেরই বিষয় হন না ; যেহেতু অন্যপ্রমাণদ্বারা জ্ঞাত যে ভাব বস্তু, তাহা প্রতিপাদন করিলে শ্রুতি অনুবাদিকা মাত্র হইয়া পড়েন, তাহাতে শ্রুতির আর প্রামাণ্যই থাকে না। সুতরাং এই 'জন্মাদি' সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণের জন্য অনুমান প্রমাণেরই উপন্যাস করা হইয়াছে, কিন্তু 'বেদান্তবাক্য কুসুম গ্রথনের(—প্রদর্শনের) জন্য' নহে, অর্থাৎ এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্যসকলের প্রস্তাব করা হয় নাই, ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রমাণান্তরস্যৈব বিচারপ্রাপ্তাবিতি শেষঃ। অত্র পূর্ব্বপক্ষী প্রষ্টব্যঃ—কিং যৎ কার্য্যং, তৎ ব্রহ্মজমিত্যনুমানং ব্রহ্মসাধকম্ ; কিং বা যৎ কার্য্যম্, তৎ সকারণমিতি ? ন আদ্যঃ, ব্যাপ্ত্যসিদ্ধেঃ ইত্যাহ—**নেতি।** ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বাৎ প্রত্যক্ষেণ ব্যাপ্তিগ্রহাযোগাৎ ন প্রমাণান্তরবিষয়ত্ব-মিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বং কুত ইত্যত আহ—**স্বভাবত ইতি।** 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ (কঃ ৪।১) ইতি শ্রুতেঃ, ব্রহ্মণঃ রূপাদিহীনত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বে অপি ব্যাপ্তিগ্রহঃ কিং ন স্যাদত আহ—**সতি হীতি।** তন্নাস্তীতি শেষঃ। ইদং কার্য্যং ব্রহ্মজম্—ইতি ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষং, ব্রহ্মণঃ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে কারণসিদ্ধাবপি কারণস্য ব্রহ্মত্বং শ্রুতিং বিনা জ্ঞাতুমশক্যমিত্যাহ—**কার্য্যমাত্রমিতি।** সম্বদ্ধং—কৃতং। যস্মাৎ শ্রুতিমন্তরেণ জগৎকারণং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ালাভঃ, তস্মাৎ তল্লাভায় শ্রুতিরেব প্রাধান্যেন বিচার-ণীয়া।অনুমানং তু উপাদানত্বাদিসামান্যদ্বারা মৃদাদিবৎ ব্রহ্মণঃ স্বকার্য্যাত্মকত্বাদিশ্রৌতার্থসম্ভাবনার্থং

শাঙ্করভাষ্যম্

কেনচিৎ বা সম্বদ্ধম্ ইতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্ ।৪০ তস্মাৎ জন্মাদি-সূত্রং ন অনুমানোপন্যাসার্থম্ ।৪১ কিং তর্হি ?৪২ বেদান্তবাক্য প্রদর্শনার্থম্ ।৪৩ কিং পুনঃ তৎ বেদান্তবাক্যম্ যৎ সূত্রেণ ইহ লিলক্ষয়িষিতম্ ?৪৪ "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ বরুণং পিতরম্ উপসসার, অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি" (তৈ ৩.১), ইতি উপক্রম্য আহ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্তি

ভাষ্যানুবাদ

কোন কিছুর সহিত সম্বদ্ধ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না ।৪০ সেইহেতু জন্মাদিসূত্রটী অনুমানের উপন্যাসের জন্য নহে (—ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুরূপে অনুমান প্রমাণের উল্লেখের জন্য নহে) ।৪১ তবে কি জন্য ?৪২ [উত্তর] বেদান্তবাক্যসকল প্রদর্শনের জন্য (১) ।৪৩

[ব্রহ্মের লক্ষণজ্ঞাপক বিষয়বাক্য প্রদর্শন ।]

আচ্ছা, সেই বেদান্তবাক্যটী কি, যাহাকে সূত্রের দ্বারা লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা করা হইতেছে ?৪৪ [সেই বেদান্তবাক্যটী এই—] "বরুণের পুত্র প্রসিদ্ধ ভৃগু, হে ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন [এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া] পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন"—এইরূপে আরম্ভ করিয়া [শ্রুতি] বলিতেছেন—

ভাবদীপিকা

(১) এখানে সিদ্ধান্তীর তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মই যে জগৎকারণ কিন্তু পরমাণু কাল বা স্বভাব প্রভৃতি নহে ইহা শ্রুতি ব্যতিরেকে অনুমানাদি অন্য কোন প্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব নহে। কারণ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়া অনুমান প্রমাণের হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই উৎপন্ন হইতে পারে না। আর 'জগদ্রূপ কার্য্যের কর্ত্তা কেহ অবশ্যই আছেন, সেই কর্ত্তাই ব্রহ্ম'—এইপ্রকারে জগতের কর্ত্তৃরূপেও ব্রহ্মের অনুমান করা যায় না, কারণ সেই কর্ত্তাটী যে ব্রহ্মই হইবেন, পরমাণু কাল বা শূন্য প্রভৃতি হইবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং ব্রহ্ম অনুমানগম্য নহেন, কিন্তু শ্রুতিমাত্রগম্য। অতএব বুঝিতে হইবে যে—অনুমানাদি প্রমাণসকল শ্রুত্যুক্ত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদন করতঃ শ্রুতির অর্থনির্ণয়ে সহায়তা মাত্র করে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রুতিবাক্যই প্রধানভাবে বিচারণীয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

গুণতয়া বিচার্য্যমিত্যুপসংহরতি—**তস্মাদিতি।** এতৎসূত্রস্য বিষয়বাক্যং পৃচ্ছতি—**কিং পুনরিতি।** ইহ ব্রহ্মণি লক্ষণার্থত্বেন বিচারয়িতুমিষ্টং বাক্যং কিমিত্যর্থঃ। অত্র হি প্রথম-সূত্রে বিশিষ্টাধিকারিণো ব্রহ্মবিচারং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মজ্ঞাতুকামস্য দ্বিতীয়সূত্রে লক্ষণমুচ্যতে। তথৈব শ্রুতাবপি মুমুক্ষো ব্রহ্মজ্ঞাতুকামস্য জগৎকারণত্বোপলক্ষণানুবাদেন ব্রহ্ম জ্ঞাপ্যতে ইতি শ্রৌতার্থক্রমানুসারিত্বং সূত্রস্য দর্শয়িতুং সোপক্রমং বাক্যং পঠতি—**ভৃগুরিতি।** অধীহি—স্মারয়, উপদিশেত্যর্থঃ। অত্র 'যেন' ইতি একত্বং বিবক্ষিতম্, নানাত্বে ব্রহ্মত্ববিধানাযোগাৎ।

শাঙ্করভাষ্যম্

অভিসংবিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম ইতি” (তৈঃ ৩।১)।৪৫ তস্য চ নির্ণয়বাক্যম্,—“আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি” (তৈঃ ৩।৬)।৪৬ অন্যানি অপি এবংজাতীয়কানি বাক্যানি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব-সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ-কারণবিষয়াণি উদাহর্ত্তব্যানি। ৪৭ ॥১।১।২॥ ইতি দ্বিতীয়ং জন্মাদ্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

“যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করে, যাঁহার দ্বারা জাত প্রাণিগণ জীবিত থাকে, [বিনাশকালে] যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম”, ইত্যাদি।৪৫ আর তাহার (—সেই প্রশ্নের) নির্ণয়বাক্য এই—“এই ভূতসকল নিশ্চিতভাবে আনন্দ হইতেই জন্মলাভ করে, জাত জীবগণ আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে [এবং বিনাশকালে] আনন্দেই প্রতিগমন করে ও প্রবেশ করে”, ইত্যাদি।৪৬ [এইরূপে] নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ যে [জগৎ] কারণ, তদ্বিষয়ক অন্যান্য এইজাতীয় বাক্যসকলকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।৪৭ ॥১।১।২॥ জন্মাদ্যধিকরণ সমাপ্ত।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যৎ জগৎকারণং তদেকম্ ইতি অবান্তরবাক্যম্। যদেকং কারণং তৎ ব্রহ্ম ইতি বা, যৎ কারণং তদেকং ব্রহ্ম ইতি বা মহাবাক্যমিতি ভেদঃ। কিং তর্হি স্বরূপলক্ষণম্ ইত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষাৎ নির্ণীতঃ যতশ্শব্দার্থঃ সত্যজ্ঞানানন্দ ইত্যাহ—**তস্য চেতি।** ‘যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ’ (মুঃ ১।১।১০) ‘তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে’ (মুঃ ১।১।১০) ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ (বৃঃ ৩।৯।২৮) ইত্যাদি শাখান্তরীয়বাক্যানি অপি অস্য বিষয় ইত্যাহ—**অন্যান্যপীতি।** এবঞ্জাতীয়কত্ব-মেবাহ **নিত্যেতি।** তদেবং সর্ব্বাসু শাখাসু লক্ষণদ্বয়বাক্যানি জিজ্ঞাস্যে ব্রহ্মণি সমন্বিতানি, তদ্ধিয়া মুক্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২॥ ইতি দ্বিতীয়ং জন্মাদ্যধিকরণম্।

৩। শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্। [৩ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদকর্ত্তৃব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ।

অধিকরণসঙ্গতি—ব্রহ্ম জগৎকারণ বলিয়া যে সর্ব্বজ্ঞও হইবেন—ইহা অর্থতঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ জগতের অন্তঃপাতী যে বেদ, তাহা নিত্য বলিয়া ব্রহ্ম আর তাহার কর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং বেদকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? এইপ্রকার আক্ষেপের সমাধান করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য কিং বা কর্ত্তৃ ন কর্ত্তৃ তৎ।
বিরূপ নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ ॥
কর্ত্তৃ নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তের্নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ ॥

অন্বয়—ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ন, কিংবা কর্ত্তৃ? "বিরূপ, নিত্যয়া বাচা" ইত্যেবং নিত্যত্ববর্ণনাৎ তৎ কর্ত্তৃ ন। কর্ত্তৃ, নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তেঃ। পূর্ব্বসাম্যতঃ নিত্যত্বং। সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতৌ নিঃশ্বাস ইব অপ্রযত্নেনৈব ব্রহ্মণঃ বেদকর্ত্তৃত্বম্ উক্তম্। অত্র ইয়ং শ্রুতিঃ বিষয়ঃ। তত্র সন্দিহ্যতে—] ব্রহ্ম বেদস্য কর্ত্তৃ ন [ভবতি], কিম্বা কর্ত্তৃ [ভবতি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুতৌ এব] "বিরূপ, নিত্যয়া বাচা"—ইত্যেবং [বেদস্য] নিত্যত্ববর্ণনাৎ, তৎ [ব্রহ্ম বেদস্য] কর্ত্তৃ ন [ভবতি। অতঃ সর্ব্বজ্ঞম্ অপি ন ভবতি]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্ম বেদস্য] কর্ত্তৃ [ভবিতুম্ অর্হতি, কুতঃ? উচ্যতে—"অস্য মহতঃ ভূতস্য" ইত্যাদি শ্রুতৌ] নিঃশ্বসিতাদ্যুক্তেঃ। ["তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" ইতি যজ্ঞশব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণঃ বিস্পষ্টমেব বেদোৎপত্তি শ্রবণাৎ চ। ননু উৎপদ্যমানস্য বেদস্য কথং নিত্যত্বম্? তত্র আহ—] পূর্ব্বসাম্যতঃ নিত্যত্বং [সিধ্যতি। অতঃ] সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ [ব্রহ্ম] সর্ব্ববিৎ ভবেৎ।

অনুবাদ

সংশয়—["এই যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি, ইহারা এই মহৎ ভূতের (—ব্রহ্মের) নিঃশ্বসিত", ইত্যাদি শ্রুতিতে নিঃশ্বাসের ন্যায় কোনপ্রকার প্রযত্ন ব্যতিরেকেই ব্রহ্মের বেদকর্ত্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। এখানে এই শ্রুতিটীই এই অধিকরণের বিষয়বাক্য। তাহাতে সন্দেহ করা হইতেছে—] ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহেন, কিম্বা কর্ত্তা?

পূর্ব্বপক্ষ—[শ্রুতিতেই] "হে বিরূপ, নিত্য বাণীর দ্বারা স্তুতি কর"—এইরূপে [বেদের] নিত্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সেই ব্রহ্ম [বেদের] কর্ত্তা নহেন। [সেইহেতু সর্ব্বজ্ঞও নহেন]।

সিদ্ধান্ত—[ব্রহ্ম বেদের] কর্ত্তা [ইহাই সঙ্গত। কেন ? তাহা বলা হইতেছে—"অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে] যেহেতু বেদের নিঃশ্বসিতাদির কথা বলা হইয়াছে (—বেদ যে নিঃশ্বাসের ন্যায় ব্রহ্মের বিনাপ্রযত্নেই তাঁহা হইতে উৎপন্ন—ইহা বলা হইয়াছে। আর যেহেতু "সকল যজ্ঞে যাঁহাকে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই যজ্ঞশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ঋক্ ও সামসকল জন্মলাভ করিয়াছে"—ইত্যাদি শ্রুতিতে যজ্ঞশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি বিশেষ স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যদি বলা হয়—উৎপদ্যমান বেদের নিত্যতা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] পূর্ব্বের সাম্যবশতঃ (—অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পীয় বেদের সাদৃশ্যবশতঃ, বেদের] নিত্যতা সিদ্ধ হয়। [অতএব] সর্ব্বাবভাসক (—সমগ্র জগৎ-ব্যবস্থার প্রকাশক) বেদের কর্ত্তা বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার নির্দ্ধারণ হয় না বলিয়া জগৎকারণের চেতনতা সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—উভয়ই সিদ্ধ হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম ইতি উপক্ষিপ্তং। তদেব দ্রঢ়য়ন্ আহ—

ভাষ্যানুবাদ

[তৃতীয় সূত্র রচনার উদ্দেশ্য।]

জগৎকারণত্ব প্রদর্শনের দ্বারা ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা উপক্ষিপ্ত (—প্রসঙ্গক্রমে কথিত) হইয়াছে [১০১ পৃঃ]। তাহাকেই দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥

সূত্রার্থ—["অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেব এতৎ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি-বাক্যং অত্র বিষয়ঃ। তৎ বেদকর্তৃত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং ন সাধয়তি, উত সাধয়তি ইতি সন্দেহে, 'ন সাধয়তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[**শাস্ত্রস্য**—ঋগ্বেদাদেঃ, **যোনিঃ**—কারণং, তস্য ভাবঃ তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং, তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ]—বেদকর্তৃত্বাৎ [ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং ভবতি]।

অনুবাদ—["এই যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি, ইহারা এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত"—ইত্যাদি বাক্যই এখানে বিষয়। তাহা বেদের কর্ত্তৃরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সাধন করে না, কিম্বা সাধন করে—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, 'সাধন করে না'—ইহা হয় পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[**শাস্ত্রস্য**—ঋগ্বেদাদির, **যোনিঃ**—কারণ, তাহার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহাই শাস্ত্রযোনিত্ব, সেই শাস্ত্রযোনিত্বরূপ] —বেদকর্তৃত্বরূপ হেতুবশতঃ ব্রহ্ম হন সর্ব্বজ্ঞ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ সর্ব্বার্থজ্ঞানশক্তয়ঃ।
শ্রীরামং সর্ব্ববেত্তারং বেদবেদ্যমহং ভজে॥

বৃত্তানুবাদেন সঙ্গতিং বদন্ উত্তরসূত্রমবতারয়তি—**জগদিতি**। চেতনস্য ব্রহ্মণঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

মহতঃ ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।১

ভাষ্যানুবাদ

[ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ।]

মহৎ যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র, যাহা [পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিক্ষা কল্প প্রভৃতি] অনেক বিদ্যাস্থান দ্বারা (—অনেক প্রকার বিদ্যার আকরভূত শাস্ত্রের দ্বারা) পুষ্ট, যাহা প্রদীপের ন্যায় সমস্ত [প্রতিপাদ্য] বিষয়কে প্রকাশ করে এবং যাহা সর্ব্বজ্ঞকল্প (—যাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান হয় বলিয়া যাহাকে প্রায়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জগৎকারণত্বোক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বমর্থাৎ প্রতিজ্ঞাতং সূত্রকৃতা, চেতনস্রষ্টুঃ জ্ঞানপূর্ব্বকত্বাৎ। তথা চ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞম্, সর্ব্বকারণত্বাৎ, যো যৎকর্ত্তা স তজ্জ্ঞঃ, যথা কুলাল ইতি স্থিতম্। তদেবার্থিকং সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রধানাদিনিরাসায় বেদকর্ত্তৃত্বহেতুনা দ্রঢ়য়ন্ আহ ইত্যর্থঃ। হেতুদ্বয়স্য একার্থসাধনত্বাৎ একবিষয়ত্বমবান্তরসঙ্গতিঃ। যদ্বা বেদস্য নিত্যত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বহেতুতা নাস্তি ইত্যাক্ষেপসঙ্গত্যা বেদহেতুত্বমুচ্যতে। "অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইতি বাক্যং বিষয়ঃ। তৎ কিং বেদহেতুত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সাধয়তি, উত ন সাধয়তি ইতি সন্দেহঃ। তত্র ব্যাকরণাদিবৎ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বে মূলপ্রমাণসাপেক্ষত্বেন অপ্রামাণ্যাপাতাৎ ন সাধয়তীতি পূর্ব্বপক্ষে জগদ্ধেতোশ্চেতনত্বাসিদ্ধিঃ ফলম্। সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিঃ। অস্য বেদান্তবাক্যস্য স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গস্য বেদকর্ত্তরি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদসঙ্গতয়ঃ। এবমাপাদং শ্রুত্যাদিসঙ্গতয় উহ্যাঃ। বেদে হি সর্ব্বার্থপ্রকাশনশক্তিরুপলভ্যতে, সা তদুপাদানব্রহ্মগতশক্তিপূর্ব্বিকা তদ্গতা বা প্রকাশনশক্তিত্বাৎ। কার্য্যগতশক্তিত্বাৎ বা, প্রদীপশক্তিবৎ ইতি বেদোপাদানত্বেন ব্রহ্মণঃ স্বসম্বদ্ধাশেষার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপং সর্ব্বসাক্ষিত্বং সিদ্ধ্যতি। যদ্বা, যথা অধ্যেতারঃ পূর্ব্বক্রমং জ্ঞাত্বা বেদং কুর্ব্বন্তি, তথা বিচিত্রগুণমায়াসহায়ঃ অনাবৃতানন্তস্বপ্রকাশচিন্মাত্রঃ পরমেশ্বরঃ স্বকৃতপূর্ব্বকল্পীয়ক্রমসজাতীয়ক্রমবন্তং বেদরাশিং তদর্থান্ চ যুগপৎ জানন্ এব করোতীতি ন বেদস্য পৌরুষেয়তা। যত্র হ্যর্থজ্ঞানপূর্ব্বকং বাক্যজ্ঞানং বাক্যস্রষ্টৌ কারণং, তত্র পৌরুষেয়তা। অত্র চ যৌগপদ্যাৎ ন সা, অতঃ বেদকর্ত্তা বেদমিব তদর্থমপি স্বসম্বদ্ধং নান্তরীয়কতয়া জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—**শাস্ত্রেতি।** শাস্ত্রং প্রতি হেতুত্বাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণং চ ইতি সঙ্গতিদ্বয়ানুসারেণ সূত্রযোজনামভিপ্রেত্য পদানি ব্যাচষ্টে—**মহত ইতি।** হেতোঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধয়ে বেদস্য বিশেষণানি। তত্র গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ মহত্ত্বম্, হিতশাসনাৎ শাস্ত্রত্বম্। শাস্ত্রশব্দঃ শব্দমাত্রোপলক্ষণার্থ ইতি মত্বা আহ—**অনেকেতি।** "পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাণি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তচ্ছন্দো জ্যোতিষাণি ষড়ঙ্গানি" ইতি দশ বিদ্যাস্থানানি বেদার্থজ্ঞানহেতবঃ, তৈরুপকৃতস্য ইত্যর্থঃ। অনেন মন্বাদিভিঃ পরিগৃহীতত্বেন বেদস্য প্রামাণ্যং সূচিতম্। অবোধকত্বাভাবাদপি প্রামাণ্যমিত্যাহ—**প্রদীপবদিতি।** সর্ব্বার্থপ্রকাশনশক্তিমত্ত্বে অপি অচেতনত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞকল্পত্বম্। যোনিঃ—উপাদানং

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি ঈদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাৎ অন্যতঃ সম্ভবঃ অস্তি।২ যৎ যৎ বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি, যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ জ্ঞেয়ৈক-দেশার্থম্ অপি, সঃ ভতঃ অপি অধিকতরবিজ্ঞানঃ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে।৩ কিমু বক্তব্যম্, অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যবর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্য অপ্রযত্নেন এব লীলান্যায়েন পুরুষনিঃশ্বাসবৎ যস্মাৎ মহতঃ

ভাষ্যানুবাদ

সর্ব্বজ্ঞই বলা যায়), তাহার যোনি (—উপাদান) এবং কারণ (—কর্ত্তা) হন ব্রহ্ম।১ ঋগ্বেদাদিরূপ সর্ব্বজ্ঞতা গুণসম্পন্ন এইপ্রকার শাস্ত্রের নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না।২ যে যে বহু অর্থ প্রতিপাদক শাস্ত্র যে পুরুষবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, তিনি সেই শাস্ত্র হইতে অধিকতর জ্ঞানবান্ হন, ইহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ আছে; যেমন ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র পাণিনি প্রভৃতির জ্ঞাত বিষয়ের একদেশ বিষয়কই হয় (—পাণিনি প্রভৃতি যাহা জানিতেন, তাহার কতকাংশ মাত্রই স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন)।৩ [বস্তুস্থিতি যখন এইপ্রকার, তখন—] "এই যে ঋগ্বেদ ইত্যাদি, ইহারা এই মহৎ ভূতের নিঃশ্বসিত (—নিঃশ্বাসের ন্যায় বিনাপ্রযত্নে অভিব্যক্ত")—এইপ্রকার শ্রুতি আছে বলিয়া, অনেক বিভিন্ন শাখাতে বিভক্ত এবং দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতির বিভাগের হেতুভূত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ত্তৃ চ। নমু সর্ব্বজ্ঞস্য যঃ গুণঃ সর্ব্বার্থজ্ঞানশক্তিমত্ত্বং, বেদস্য তদন্বিতত্বে অপি তদ্যোনেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং কুত ইত্যত আহ—**নহীতি**। উপাদানে তচ্ছক্তিং বিনা কার্য্যে তদযোগাৎ বেদোপাদানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। অনুমানং তু পূর্ব্বং দর্শিতম্। ন চ অবিদ্যায়াঃ তদাপত্তিঃ, শক্তিমত্ত্বে অপি অচেতনত্বাৎ ইতি ভাবঃ। বেদঃ স্ববিষয়াদধিকার্থজ্ঞানবজ্জন্যঃ, প্রমাণবাক্যত্বাৎ, ব্যাকরণরামায়ণাদিবৎ ইতি অনুমানান্তরম্। তত্র ব্যাপ্তিমাহ—**যদ্যদিতি**। বিস্তরঃ—শব্দাধিক্যম্। অনেন অর্থতঃ অল্পত্বং বদন্ কর্ত্তুর্জ্ঞানস্যার্থাধিক্যং সূচয়তি। দৃশ্যতে চার্থবাদাধিক্যং বেদে। অত্রৈবা যোজনা—যৎ যৎ শাস্ত্রং যস্মাৎ আপ্তাৎ সম্ভবতি, স ততঃ শাস্ত্রাদধিকার্থজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধম্, যথা শব্দসাধুত্বাদিঃ জ্ঞেয়ৈকদেশঃ অর্থঃ যস্য তদপি ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেরধি-কার্থজ্ঞাৎ সম্ভবতি। যত্বল্পার্থমপি শাস্ত্রমধিকার্থজ্ঞাৎ সম্ভবতি, তদা "অস্য মহতঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদিশ্রুতেঃ যস্মান্মহতঃ অপরিচ্ছিন্নাৎ ভূতাৎ সত্যাৎ যোনেঃ সকাশাৎ অনেকশাখেত্যাদিবিশিষ্টস্য বেদস্য পুরুষনিশ্বাসবৎ অপ্রযত্নেনৈব সম্ভবঃ, তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চ ইতি কিমু বক্তব্যমিতি। তত্র বেদস্য পৌরুষেয়ত্বশঙ্কানিরাসার্থং শ্রুতিস্থনিঃশ্বসিতপদার্থমাহ—**অপ্রযত্নেনেতি**। প্রমাণান্তরেণ অর্থজ্ঞানপ্রয়াসং বিনা নিমেষাদিন্যায়েন ইত্যর্থঃ। অত্র

শাঙ্করভাষ্যম্

ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতদ্ যৎ ঋগ্বেদঃ" (বৃঃ ২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, তস্য মহতঃ ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিমত্ত্বং চ ইতি।৪ ইতি প্রথমবর্ণকম্।

ভাষ্যানুবাদ

যে ঋগ্বেদাদি নামক শাস্ত্র, যাহা সবর্ববিধ জ্ঞানের আকরস্বরূপ, তাহা বিনাপ্রযত্নেই লীলান্যায়ে (—ক্রীড়ার ন্যায় স্বচ্ছন্দে) পুরুষের নিঃশ্বাসের ন্যায় যে মহৎ ভূতরূপ কারণ হইতে (—ব্রহ্ম হইতে) উৎপন্ন হয়, সেই মহৎ ভূতের নিরতিশয় সবর্বজ্ঞতা ও সবর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?৪

প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অনুমানেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মুঃ ১।১) ইতি শ্রুত্যুক্তসর্ব্বজ্ঞত্বদার্ঢ্যায় পাণিন্যাদিবৎ বেদকর্ত্তরি অধিকার্থজ্ঞানসত্তামাত্রং সাধ্যতে, ন তু অর্থজ্ঞানস্য বেদহেতুত্বম্, নিঃশ্বসিতশ্রুতিবিরোধাৎ, বেদজ্ঞানমাত্রেণ অধ্যেতৃবৎ বেদকর্ত্তৃত্বোপপত্তেশ্চ। ইয়ান্ বিশেষঃ—অধ্যেতা পরাপেক্ষঃ, ঈশ্বরস্তু স্বকৃতবেদানুপূর্ব্বীং স্বয়মেব স্মৃত্বা তথৈব কল্পাদৌ ব্রহ্মাদিষু আবির্ভাবয়ন্ অনাবৃতজ্ঞানত্বাৎ তদর্থম্ অপি অবর্জ্জনীয়তয়া জানাতীতি সর্ব্বজ্ঞ ইতি অনবদ্যম্। ইতি প্রথমবর্ণকম্

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্।

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য।

অধিকরণসঙ্গতি—লক্ষণ এবং প্রমাণের দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণীত হয়। পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মের লক্ষণ নিরূপণদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে। সেইহেতু পূর্ব্বাধিকরণের যাহা ফল অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়, প্রস্তাবিত অধিকরণের ফলও তাহাই হয় বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **একফলত্বসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

অস্ত্যন্যমেয়তাপ্যস্য কিম্বা বেদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে॥
রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যান্নাস্য মান্তরযোগ্যতা।
তং ত্বৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা॥

অন্বয়—অস্য অন্যমেয়তা অপি অস্তি, কিম্বা বেদৈকমেয়তা ? ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্ম অন্যেন অপি মীয়তে। রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ অস্য মান্তরযোগ্যতা ন, "তং তু ঔপনিষদ" ইত্যাদৌ বেদৈকমেয়তা প্রোক্তা।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—["তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতৌ পরব্রহ্মরূপস্য পুরুষস্য উপনিষদ্বেদ্যত্বং প্রতীয়তে। তদ্বাক্যং অত্র বিষয়ঃ। তত্র সন্দিহ্যতেঃ—]

অস্য [ব্রহ্মণঃ] অন্যমেয়তা অপি অস্তি, কিম্বা বেদৈকমেয়তা [অস্তি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্ম অন্যেন অপি [প্রমাণেন] মীয়তে।

সিদ্ধান্ত—রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ অস্য [ব্রহ্মণঃ] মানান্তরযোগ্যতা ন [অস্তি]। "তং তু ঔপনিষদ্" (বৃঃ ৩।৯।২৬), ["নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্" (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯,] ইত্যাদৌ [অস্য ব্রহ্মণঃ] বেদৈকমেয়তা প্রোক্তা, [অতঃ ব্রহ্ম বেদৈকমেয়ম্ ইতি]।

অনুবাদ

সংশয়—["সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি"—ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মরূপ পুরুষ যে উপনিষদ্‌গম্য, ইহা প্রতীত হয়। এই বাক্যটীই এখানে বিষয়বাক্য। তাহাতে সন্দেহ করা হইতেছে—] এই ব্রহ্ম কি অন্য প্রমাণেরও বিষয়, কিম্বা একমাত্র বেদেরই বিষয় (—মাত্র শ্রুতিপ্রমাণগম্য) ?

পূর্ব্বপক্ষ—ঘটের ন্যায় সিদ্ধবস্তু (—পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত ভাববস্তু) বলিয়া ব্রহ্ম অন্য প্রমাণের দ্বারাও বিজ্ঞাত হন।

সিদ্ধান্ত—রূপ এবং লিঙ্গাদিরহিত বলিয়া ইঁহার (—ব্রহ্মের) অন্য প্রমাণযোগ্যতা নাই (—ব্রহ্মে কোনপ্রকার রূপ-রসাদি নাই বলিয়া তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না এবং লিঙ্গ বা সাদৃশ্যাদিরহিত বলিয়া তিনি অনুমান বা উপমানাদি প্রমাণেরও বিষয় হন না)। "সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য", ["যিনি বেদবিৎ নহেন, তিনি সেই মহান্‌কে মনন করিতে পারেন না"] ইত্যাদি শ্রুতিতে এই ব্রহ্ম যে বেদমাত্রগম্য, তাহা কথিত হইয়াছে। [অতএব ব্রহ্ম বেদমাত্রবেদ্য]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—অনুমানাদি প্রমাণদ্বারাই ব্রহ্ম বিচার্য্য। সিদ্ধান্তে—বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণদ্বারাই ব্রহ্ম বিচার্য্য।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥

সূত্রার্থ—["তং তু ঔপনিষদম্" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইত্যাদি বাক্যং অত্র বিষয়ঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকগম্যত্বং সমর্পয়তি, উত ন, ইতি সন্দেহে, 'ন সমর্পয়তি'—ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[**শাস্ত্রম্**—ঋগ্বেদাদিঃ, **যোনিঃ**—প্রমাণং যস্য, তৎ শাস্ত্রযোনিঃ, তত্ত্বং শাস্ত্রযোনিত্বং, তস্মাৎ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ]—বেদৈকপ্রমাণকত্বাৎ [ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্যম্]।

অনুবাদ—["সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য" ইত্যাদি বাক্যটীই এখানে বিষয়। তাহা কি ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যতা সমর্পণ করে; অথবা করে না—ইহা পুর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**—[**শাস্ত্রম্**—ঋগ্বেদ প্রভৃতি, **যোনিঃ**—প্রমাণ হয় যাহার, তাহা শাস্ত্রযোনি, তাহার যে ভাব অর্থাৎ ধর্ম্ম তাহাই শাস্ত্রযোনিত্ব। সেই শাস্ত্রযোনিত্বরূপ] —বেদৈকপ্রমাণকত্বরূপ হেতুবশতঃ (—একমাত্র বেদরূপ প্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায় বলিয়া) ব্রহ্ম বেদমাত্রগম্য।

শাঙ্করভাষ্যম্

অথবা যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণম্ অস্য

ভাষ্যানুবাদ

[ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য]

অথবা এই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অবগতির প্রতি পূর্ব্বকথিত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র হয়

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে ।১ শাস্ত্রাৎ এব প্রমাণাৎ জগতঃ জন্মাদিকারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে ইতি অভিপ্রায়ঃ ।২ শাস্ত্রম্ উদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈঃ ৩।১) ইত্যাদি ।৩ কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রম্ ? যাবতা পূর্ব্বসূত্রে এব এবংজাতীয়কং শাস্ত্রম্ উদাহরতা শাস্ত্রযোনিত্বং ব্রহ্মণঃ দর্শিতম্ ।৪ উচ্যতে—তত্র পূর্ব্বসূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্য অনুপাদানাৎ জন্মাদিসূত্রেণ কেবলম্ অনুমানম্ উপন্যস্তম্ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

যোনি অর্থাৎ কারণ অর্থাৎ প্রমাণ।১ শাস্ত্ররূপ প্রমাণ হইতেই জগতের জন্মাদির (—উৎপত্তি,স্থিতি ও লয়ের) কারণ যে ব্রহ্ম, তিনি অধিগত হন—ইহাই অভিপ্রায়।২ [সেই] শাস্ত্র পূর্ব্বসূত্রে উদাহৃত হইয়াছে, যথা—"যাঁহা হইতে এই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করে", ইত্যাদি।৩

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, তবে এই সূত্রটীর প্রয়োজন কি ? যেহেতু পূর্ব্বসূত্রেই এই জাতীয় শাস্ত্রকে উদাহরণরূপে প্রদর্শনকারী ভগবান্ সূত্রকারকর্ত্তৃক ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব (—শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা) প্রদর্শিত হইয়াছে।৪

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলা হইতেছে, সেইস্থলে পূর্ব্বসূত্রের অক্ষরের দ্বারা স্পষ্টভাবে শাস্ত্রের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া 'জন্মাদিসূত্রের দ্বারা কেবল অনুমানই উপন্যস্ত হইয়াছে'—এইপ্রকার আশঙ্কা হইতে পারে, সেই আশঙ্কাকে নিবৃত্ত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অধুনা ব্রহ্মণঃ লক্ষণান্তরং প্রমাণজিজ্ঞাসায়াং বর্ণকান্তরমাহ—**অথবেতি** । লক্ষণপ্রমাণয়োর্ব্রহ্মনির্ণয়ার্থত্বাৎ একফলকত্বং সঙ্গতিঃ "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষম্" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি শ্রুতিঃ ব্রহ্মণঃ বেদৈকবেদ্যত্বং ব্রূতে ন বেতি সংশয়ে, কার্য্যলিঙ্গেনৈব লাঘবাৎ কর্ত্তুরেকস্য সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণঃ সিদ্ধেঃ ন ব্রূতে ইতি প্রাপ্তে; বেদপ্রমাণকত্বাৎ ব্রহ্মণঃ ন প্রমাণান্তরবেদ্যত্বম্ ইতি সিদ্ধান্তয়তি **—শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি** । তদ্ব্যাচষ্টে—**যথোক্তমিতি** । সর্ব্বত্র পূর্ব্বোত্তরপক্ষযুক্তিদ্বয়ং সংশয়বীজং দ্রষ্টব্যম্ । অত্র পূর্ব্বপক্ষে অনুমানস্য এব বিচার্য্যতাসিদ্ধিঃ ফলম্, সিদ্ধান্তে বেদান্তানামিতি ভেদঃ । অনুমানাদিনা ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পূর্ব্বসূত্রে প্রসঙ্গাৎ নিরস্তা । কিঞ্চ, বিচিত্রপ্রপঞ্চস্য প্রাসাদাদিবৎ এককর্ত্তৃকতাবাধাৎ ন লাঘবাবতারঃ । ন চ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ কর্ত্তুঃ একত্বসম্ভবঃ, একত্বজ্ঞানাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বজ্ঞানং, ততঃ তৎ ইত্যন্যোন্যাশ্রয়মভিপ্রেত্য আহ—**শাস্ত্রাদেবেতি** । কিং তৎ শাস্ত্রমিতি তদ্ আহ—**শাস্ত্রমিতি** । পৃথগারম্ভমাক্ষিপতি—**কিমর্থমিতি** । যেন হেতুনা দর্শিতং ততঃ কিমর্থমিত্যর্থঃ । জন্মাদিলিঙ্গকানুমানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ উপন্যাসশঙ্কানিরাসার্থং পৃথক্ সূত্রমিত্যাহ—**উচ্যতে ইতি** ।।১।১।৩।। ইতি তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ ।

শাঙ্করভাষ্যম্

আশঙ্ক্যেত, তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুম্ ইদং সূত্রং প্রববৃতে—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ।৫ ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ॥১।১।৩॥ ইতি তৃতীয়ং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ

করিবার জন্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রটী প্রবৃত্ত হইতেছে ।৫ ॥১।১।৩॥

দ্বিতীয় বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ ও শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ সমাপ্ত ।

৪। সমন্বয়াধিকরণম্ । [৪ সূত্র]

প্রথমবর্ণকম্

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদান্ত কর্ম্মাঙ্গদেবতাদিবোধক নহে, জ্ঞেয়ব্রহ্মবোধক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয়বর্ণকে ব্রহ্ম যে শাস্ত্রৈকগম্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা কিন্তু সঙ্গত হয় না, কারণ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রে কর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আক্ষেপের সমাধান করিবার জন্য এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **আক্ষেপসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

বেদান্তাঃ কর্তৃদেবাদিপরা ব্রহ্মপরা উত ।
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ ॥
ভিন্নপ্রকরণাল্লিঙ্গষট্কাচ্চ ব্রহ্মবোধকাঃ ।
সতি প্রয়োজনেঽনর্থহানেঽনুষ্ঠানতোঽত্র কিম্ ?

অন্বয়—বেদান্তাঃ কর্তৃদেবাদিপরাঃ উত ব্রহ্মপরাঃ ? অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ । ভিন্নপ্রকরণাৎ লিঙ্গষট্কাৎ চ ব্রহ্মবোধকাঃ। অনর্থহানে প্রয়োজনে সতি, অত্র অনুষ্ঠানতঃ কিম্ ?

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—বেদান্তাঃ কর্তৃদেবাদিপরাঃ উত ব্রহ্মপরা ?

পূর্ব্বপক্ষ—[বেদান্তেষু জীবপ্রকাশকবাক্যানি কর্তৃপরাণি, ব্রহ্মপ্রকাশকবাক্যানি দেবতাপরাণি, সৃষ্টিপ্রকাশকবাক্যানি চ সাধনপরাণি। তথা সতি] অনুষ্ঠানোপযোগিত্ব [বেদান্তাঃ] কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—ভিন্নপ্রকরণাৎ [তেষাং কর্ত্রাদিপ্রতিপাদকতয়া কর্ম্মশেষত্বাসম্ভবাৎ। তাৎপর্য্যনিশ্চয়হেতু-] লিঙ্গষট্কাৎ চ [বেদান্তাঃ] ব্রহ্মবোধকাঃ [ভবন্তি]। [ন চ অনুষ্ঠানম্ অন্তরেণ প্রয়োজনাভাবঃ ইতি বাচ্যম্। যতঃ 'নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদৌ ইব বোধাৎ অনর্থনিবৃত্তেঃ সম্ভবাৎ সংসারবন্ধনরূপ-] অনর্থহানে প্রয়োজনে সতি, অত্র অনুষ্ঠানতঃ কিম্ ? [ন কিমপি ইত্যর্থঃ]।

অনুবাদ

সংশয়—বেদান্তসকল (—উপনিষদ্ বাক্যসকল) কর্ত্তা এবং দেবতা প্রভৃতি প্রতিপাদন করে অথবা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে ?

পূর্ব্বপক্ষ—[উপনিষৎসকলে জীবপ্রকাশক বাক্যসকল কর্ত্তার বোধ উৎপাদন করে, ব্রহ্মপ্রকাশক বাক্যসকল দেবতার বোধ উৎপাদন করে এবং সৃষ্টিপ্রকাশকবাক্যসকল সাধন প্রতিপাদন করে। এইরূপে] কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী হয় বলিয়া (—কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কর্ত্তা ও দেবতাদি প্রতিপাদন করে বলিয়া, বেদান্তবাক্যসকল] কর্ত্তা প্রভৃতিই প্রতিপাদন করে।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্মকাণ্ড হইতে] ভিন্নপ্রকরণে পঠিত হয় বলিয়া [কর্ত্তা প্রভৃতির প্রতিপাদকরূপে কর্ম্মের অঙ্গ হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না]। আর [তাৎপর্য্যনিশ্চয়ের হেতুভূত-] ছয়প্রকার লিঙ্গ (১) আছে বলিয়া [বেদান্তবাক্যসকল] হয় ব্রহ্মবোধক। [আর ইহা বলা যায় না যে—অনুষ্ঠানব্যতিরেকে উপনিষৎসকলের কোনপ্রকার প্রয়োজন নাই। যেহেতু 'ইহা সর্প নহে'—ইত্যাদিস্থলের ন্যায়, জ্ঞান হইতে অনর্থনিবৃত্তি সম্ভব হয় বলিয়া, সংসারবন্ধনভূত-] অনর্থের নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন থাকায়, এখানে (—বেদান্তে) কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? [অর্থাৎ কিছুই সিদ্ধ হইবে না]।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—বেদান্তে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধান্তে—বেদান্তে মুমুক্ষুর প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয়।

ভাবদীপিকা

(১) **তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ছয়প্রকার লিঙ্গ** এই—যথা, "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে"॥ ইহার অর্থ—১। উপক্রম ও উপসংহার, ২। অভ্যাস, ৩। অপূর্ব্বতা, ৪। ফল, ৫। অর্থবাদ এবং ৬। উপপত্তি—ইহারা তাৎপর্য্য নির্ণায়ক লিঙ্গ। ইহাদের পরিচয় এই—১। **উপক্রম ও উপসংহার**—উপক্রম শব্দের অর্থ আরম্ভ এবং উপসংহার শব্দের অর্থ শেষ। যথা—ছান্দোগ্যে "সদেবসোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) এইরূপে যাহার বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।১৬।৩) এইরূপে তাহারই বর্ণনাদ্বারা প্রকরণ শেষ করা হইয়াছে। ২। **অভ্যাস**—ইহার অর্থ—একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ কথন, যথা—ছান্দোগ্যে উক্তস্থলেই প্রতিপাদ্য বিষয় যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব, তাহা "তত্ত্বমসি"(ছাঃ ৬।৮।৭—৬।১৬।৩) এই বাক্যটীর দ্বারা নয়বার কথিত হইয়াছে। ৩। **অপূর্ব্বতা**—ইহার অর্থ—প্রমাণান্তরাগম্যতা। যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণের প্রতিপাদ্য যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু, তাহাকে শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণদ্বারা জানা যায় না। ৪। **ফল**—ইহার অর্থ—গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রয়োজন, যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণেই "ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ" এবং "যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) এইরূপে মুক্তিরূপফলের কথা বলা হইয়াছে। ৫। **অর্থবাদ**—এখানে অর্থবাদ বলিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রাশস্ত্যজ্ঞাপনের জন্য স্তুতিমাত্রকে বুঝিতে হইবে। যথা—ছান্দোগ্যে উক্ত প্রকরণেই "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ" (ছাঃ ৬।১।৩) ইত্যাদি পিতাপুত্রের কথোপকথন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির বর্ণনা, ইত্যাদি। ৬। **উপপত্তি**—প্রতিপাদ্যবিষয় প্রতিপাদনের জন্য যুক্তিপ্রদর্শনকে উপপত্তি বলে। যথা—

শাঙ্করভাষ্যম.

কথং পুনঃ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্ উচ্যতে?১ যাবতা "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য প্রদর্শিতম্।২ অতঃ বেদান্তানাম্ আনর্থক্যম্, অক্রিয়ার্থ-

ভাষ্যানুবাদ

[সঙ্গতি প্রদর্শন। পূঃ—ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহে—এতদ্বিষয়ক ভট্ট,প্রভাকর ও বৃত্তিকারমতের উত্থাপন।]

পূর্ব্বপক্ষ—কি করিয়া আবার ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব বলা হইতেছে (—শাস্ত্ররূপ প্রমাণদ্বারাই যে ব্রহ্মকে জানা যায়,তাহা কিপ্রকারে বলা যায়)?১ যেহেতু "আম্নায়ের (—বেদের) ক্রিয়ার্থতা (—কর্ম্মপ্রতিপাদকতা) আছে বলিয়া, যাহা অতদর্থ (—কর্ম্মপ্রতিপাদক নহে) তাদৃশ বেদাংশসমূহ অনর্থক (—প্রয়োজনশূন্য)"—এই-প্রকারে শাস্ত্রের ক্রিয়াপ্রতিপাদকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।২ অতএব উপনিষৎসকল অনর্থক, যেহেতু তাহারা ক্রিয়া প্রতিপাদন করে না।৩ অথবা [কর্ম্মের]

ভাবদীপিকা

ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণেই "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" (ছাঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি। এইপ্রকারে ছান্দোগ্যের উক্ত প্রকরণে উক্ত ছয়টী তাৎপর্য্যবোধক লিঙ্গই দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহা বুঝিতে হইবে যে, উক্ত প্রকরণে কর্ম্ম বা কর্ম্মাঙ্গ কিছুই প্রতিপাদিত হয় নাই ; পরন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইপ্রকারে তাৎপর্য্যবোধক এই ছয়টী লিঙ্গের প্রয়োগ-দ্বারা তত্তৎস্থলে উপনিষদ্বাক্যসকলের যে ব্রহ্মবোধনেই তাৎপর্য্য, ইহা অবগত হওয়া যায়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদান্তাঃ সিদ্ধব্রহ্মপরা উত কার্য্যপরা ইতি নিষ্ফলত্বসাপেক্ষত্বয়োঃ প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গাভ্যাং সংশয়ে পূর্ব্বসূত্রে দ্বিতীয়বর্ণকেন আক্ষেপসঙ্গত্যা পূর্ব্বপক্ষমাহ—**কথং পুনরিত্যাদিনা।** "সদেব সোম্য"(ছাঃ ৬।২।১)ইত্যাদীনাং সর্ব্বাত্মত্বাদিস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়োক্তেঃ শ্রুত্যাদিসঙ্গতয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষে বেদান্তেষু মুমুক্ষুপ্রবৃত্ত্যসিদ্ধিঃ, সিদ্ধান্তে তৎসিদ্ধিরিতি বিবেকঃ। কথমিতি আক্ষেপে হেতুঃ—**যাবতেতি।** যতঃ জৈমিনিসূত্রেণ শাস্ত্রস্য—বেদস্য ক্রিয়াপরত্বং দর্শিতমতঃ অক্রিয়ার্থ-ত্বাৎ বেদান্তানাম্ আনর্থক্যং—ফলবদর্থশূন্যত্বং প্রাপ্তমিতি অন্বয়ঃ। সূত্রস্য অয়মর্থঃ—প্রথমসূত্রে তাবৎ বেদস্য অধ্যয়নকরণকভাবনাবিধিভাব্যস্য ফলবদর্থপরত্বমুক্তম্। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২) ইতি দ্বিতীয়সূত্রে ধর্ম্মে—কার্য্যে চোদনা প্রমাণমিতি বেদপ্রামাণ্যব্যাপকং কার্য্যপরত্বমবসিতম্। তত্র "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" ইত্যাদ্যর্থবাদানাং ধর্ম্মে প্রামাণ্যমস্তি ন বেতি সংশয়ে আম্নায়প্রামাণ্যস্য ক্রিয়ার্থত্বেন ব্যাপ্তত্বাৎ, অর্থবাদেষু ধর্ম্মস্য অপ্রতীতেঃ, অক্রিয়ার্থানাং তেষাম্ আনর্থক্যং—নিষ্ফলার্থত্বম্। ন চ অধ্যয়নবিধ্যুপাত্তানাং নিষ্ফলে সিদ্ধে অর্থে প্রামাণ্যং যুক্তম্, তস্মাৎ অনিত্যমেষাং প্রামাণ্যমুচ্যতে। ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যং প্রামাণ্যং নাস্তি এব ইতি যাবৎ। এবং পূর্ব্বপক্ষে অপি "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) ইতি সূত্রেণ সিদ্ধান্তমাহ—**ক্রিয়াপরত্বমিতি।** অনিত্যমিতি প্রাপ্তে দর্শিতমিত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

ত্বাৎ ।৩ কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বম্, উপাসনাদিক্রিয়ান্তরবিধানার্থত্বং বা ।৪ নহি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতিপাদনং সম্ভবতি, প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ ।৫ তৎ-

ভাষ্যানুবাদ

কর্ত্তা এবং দেবতা প্রভৃতির প্রকাশনই প্রয়োজন বলিয়া তাহারা ক্রিয়াবিধির (—কর্ম্মবোধক বিধিবাক্যের) অঙ্গ হইবে অথবা উপাসনা প্রভৃতি অন্যপ্রকার কর্ম্মের বিধান করাই তাহাদের প্রয়োজন [বলিতে] হইবে ।৪ [বেদান্তবাক্যসকলের পক্ষে] পরিনিষ্ঠিত বস্তু (১) প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব নহে, যেহেতু পরিনিষ্ঠিত বস্তুসকল হয় প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণেরও বিষয় (২) ।৬ আর যেহেতু হেয়তা এবং

ভাবদীপিকা

(১) "পরিনিষ্ঠিত বস্তু"—এই শব্দটীর অর্থ – ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য নিশ্চিতভাবে অবস্থিত ভাববস্তু। বস্তুর যখন উৎপত্তি হয়, তখন তাহার সহিত তাহার উৎপত্তির অনুকূল প্রযত্নরূপ ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে, এইটী সেই বস্তুর সাধ্যাবস্থা। কিন্তু বস্তুটী যখন উৎপন্ন হইয়া যায়, তখন তাহার সহিত আর ক্রিয়ার সম্বন্ধ থাকে না, ইহা বস্তুর সিদ্ধাবস্থা। বস্তুর এই সিদ্ধাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই সিদ্ধবস্তু, ভূতবস্তু, ভাববস্তু, পরিনিষ্ঠিতবস্তু ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(২) এখানে ভাব এই—প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণগম্য বস্তুর বোধ করাইলে শ্রুতির অজ্ঞাতজ্ঞাপকতা থাকে না, আর প্রত্যক্ষাদির বিরোধিবস্তু প্রতিপাদন করিলে শ্রুতির অর্থবোধই হয় না। কিন্তু ক্রিয়াসম্বন্ধরূপে কোন বস্তু প্রমাণান্তরসিদ্ধ নহে বলিয়া, ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবস্তুকে বুঝাইলে অজ্ঞাতজ্ঞাপকরূপে শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। সেইহেতু সিদ্ধবস্তু বেদপ্রতিপাদ্য নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

'বায়ুর্বৈ ক্ষিপ্রতমগামিনী দেবতা, তদ্দেবতাকং কর্ম্ম ক্ষিপ্রমেব ফলং দাস্যতি' ইত্যেবং বিধেয়ার্থানাং স্তুতিরূপার্থেন দ্বারেণ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যাদিবিধিবাক্যেন একবাক্যত্বাৎ অর্থবাদাঃ সফলাঃ স্যুঃ। স্তুতিলক্ষণয়া সফলকার্য্যপরত্বাৎ প্রমাণম্ অর্থবাদা ইতি যাবৎ। নন্বধ্যয়নবিধিগৃহীতানাং বেদান্তানাম্ আনর্থক্যং ন যুক্তমিতি অত আহ—**কর্ত্রিতি।** ন বয়ং বেদান্তানামানর্থক্যং সাধয়ামঃ, কিন্তু লোকে সিদ্ধস্য মানান্তরবেদ্যত্বাৎ নিষ্ফলত্বাৎ চ, সিদ্ধব্রহ্মপরত্বে তেষাং মানান্তরসাপেক্ষত্বনিষ্ফলত্বয়োঃ প্রসঙ্গাৎ অপ্রামাণ্যাপাতাৎ, কার্য্যশেষকর্ত্তৃদেবতাফলানাং প্রকাশনদ্বারা কার্য্যপরত্বং বক্তব্যমিতি ক্রমঃ। তত্র ত্বংতৎপদার্থবাক্যানাং কর্ত্তৃদেবতাস্তাবকত্বম্, বিবিদিষাদিবাক্যানাং ফলস্তাবকত্বম্। নন্বু কর্ম্মবিশেষমনারভ্য প্রকরণান্তরাধীতানাং বেদান্তানাং কথং তচ্ছেষত্বম্? মানাভাবাৎ ইতি অরুচ্যা পক্ষান্তরমাহ—**উপাসনেতি।** মোক্ষকামঃ অসৎব্রহ্মাভেদমারোপ্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) ইত্যুপাসীত,ইত্যুপাসনাবিধিঃ। আদিশব্দাৎ শ্রবণাদয়ঃ, তৎকার্য্যপরত্বং বা বক্তব্যমিত্যর্থঃ। নন্বু শ্রুতং ব্রহ্ম বিহায় অশ্রুতং কার্য্যপরত্বং কিমর্থং বক্তব্যমিতি তত্র আহ—**নহীতি।** পরিতঃ—সমন্তাৎ নিশ্চয়েন স্থিতম্—

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ।৬ অতএব "স অরোদীৎ" (তৈঃ সং ২।৫।১।১) ইত্যেবমাদীনাম্ আনর্থক্যং মাভূৎ ইতি "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) ইতি স্তাবকত্বেন অর্থবত্ত্বম্ উক্তম্।৭ মন্ত্রাণাং চ "ইষে ত্বা" (তৈঃ সং ১।১।১) ইত্যাদীনাং ক্রিয়াতৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসম-
[১২৮পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

উপাদেয়তারহিত (—যে সিদ্ধবস্তু ত্যাজ্যও নহে এবং গ্রাহ্যও নহে) তাহার প্রতিপাদনে কোনপ্রকার পুরুষার্থ নাই।৬ অতএব (—হেয়োপাদেয়তারহিত সিদ্ধবস্তুর জ্ঞানে কোনপ্রকার ফল হয় না বলিয়া) "তিনি (—রুদ্র) রোদন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি এই [অর্থবাদবাক্য (১)] সকলের আনর্থক্য না হউক, এইহেতু "কিন্তু বিধির সহিত [অর্থবাদবাক্যসকলের] একবাক্যতা(২) হয় বলিয়া বিধিসকলের (—বিধিবিহিত কর্ম্মকলাপের) স্তুতিরূপ প্রয়োজনের দ্বারা [অর্থবাদবাক্যসকল] ধর্ম্মে প্রমাণ হইয়া থাকে"—এইপ্রকারে স্তাবকরূপে [অর্থবাদবাক্যসকলের] অর্থবত্ত্ব (—সার্থকতা) কথিত হইয়াছে।৭ আর "ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রসকল ক্রিয়া এবং তাহার সাধনের বর্ণনা করে বলিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মসমবায়ি (—কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত)

ভাবদীপিকা [অর্থবাদের পরিচয়]

(১) **অর্থবাদ**—"প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যম্ অর্থবাদঃ" অর্থাৎ 'যে সকল বেদবাক্য প্রাশস্ত্য অথবা নিন্দা বুঝায়, তাহাদিগকে অর্থবাদ বলে'। যথা—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" (তৈঃ সং ২।১।১।১)—'বায়ুদেবতা সম্বন্ধীয় শ্বেতবর্ণ পশু (ছাগ) বধ করিবে' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পরিনিষ্ঠিতম্, কৃত্যনপেক্ষং, সিদ্ধমিতি যাবৎ। তস্য প্রতিপাদনম্—অজ্ঞাতস্য বেদেন জ্ঞাপনং, তৎ ন সম্ভবতি, মানান্তরযোগ্যে অর্থে বাক্যস্য সংবাদে সতি অনুবাদকত্বাৎ, "অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্" ইতি বাক্যবৎ। বিসংবাদে চ অবোধকত্বাৎ, "আদিত্যঃ যূপঃ" ইতি বাক্যবৎ ইত্যর্থঃ। সিদ্ধঃ ন বেদার্থঃ, মানান্তরযোগ্যত্বাৎ, ঘটবদিত্যুক্ত্বা নিষ্ফলত্বাৎ চ তথেত্যাহ—**তদিতি।** সিদ্ধজ্ঞাপনে হেয়োপাদেয়াগোচরে ফলাভাবাৎ চ তৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলং হি সুখাবাপ্তিঃ দুঃখহানিশ্চ। তৎ চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিভ্যাং সাধ্যম্। তে চ উপাদেয়স্য প্রবৃত্তিপ্রযত্নকার্য্যস্য, হেয়স্য নিবৃত্তিপ্রযত্নকার্য্যস্য জ্ঞানাভ্যাং জায়েতে, ন সিদ্ধজ্ঞানাৎ ইতি ভাবঃ। তর্হি সিদ্ধবোধিবেদবাদানাং সাফল্যং কথম্ ইত্যাশঙ্ক্য "আম্নায়স্য" (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদিসংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি—**অত এবেতি।** সিদ্ধবস্তুজ্ঞানাৎ ফলাভাবাৎ এবেত্যর্থঃ। "দেবৈর্নিরুদ্ধঃ সঃ অগ্নিররোদীৎ" ইতি বাক্যস্য অশ্রুজত্বেন রজতস্য নিন্দাদ্বারা "বর্হিষি ন দেয়ম্" ইতি সফলনিষেধশেষত্ববৎ বেদান্তানাং বিধ্যাদিশেষত্বং বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ। নন্তু তেষাং মন্ত্রবৎ স্বাতন্ত্র্যমস্তু,ন অর্থবাদবৎ বিধ্যেকবাক্যত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তাসিদ্ধিমাহ—**মন্ত্রাণাং চেতি।** প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণলক্ষণে অর্থবাদ-

ভাবদীপিকা [অর্থবাদের পরিচয়]

ছাগ পশুদ্বারা বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিবে'। এই বিধিবাক্যস্থলে "বায়ুর্বৈক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" (তৈঃ সং ২।১।১।১)—'বায়ু শীঘ্রগামিনী দেবতা [অতএব যাগফল শীঘ্রপ্রদান করেন'] ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য শ্রুত হয়। এই বাক্যটী উক্ত যজ্ঞের শীঘ্র ফলদাতৃত্বরূপ প্রাশস্ত্য জ্ঞাপন করে। আবার "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" (তৈঃ সং ১।৫।১।২)—'বর্হিষযাগে (—দর্শপূর্ণমাস যাগে) রজত দক্ষিণা দিবে না'—ইত্যাদি নিষেধবিধি স্থলে "সোঽরোদীৎ" (তৈঃ সং ২।৫।১।১)—'রুদ্র রোদন করিয়াছিলেন [তাঁহার অশ্রু হইতে রজত উৎপন্ন হইয়াছিল'] ইত্যাদি অর্থবাদবাক্য বর্হিষযাগে ঋত্বিক্‌গণকে রজতদক্ষিণা দানের নিন্দা জ্ঞাপন করে। এই অর্থবাদ আবার তিনভাগে বিভক্ত, যথা—১। গুণবাদ, ২। অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ। তাহাদের লক্ষণ এই—"বিরোধে-গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে। ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ"॥ (বৃঃ আঃ সং বার্ত্তিক ৫৬৭)—'অন্যপ্রমাণের সহিত বিরোধ হইলে গুণবাদ হইবে, অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত হইলে অনুবাদ হইবে এবং সেই দুইটীই না থাকিলে অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়াও যায় না এবং অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধও হয় না—এইপ্রকার হইলে, ভূতার্থবাদ হইবে। তাহাদের দৃষ্টান্ত এই—১। **গুণবাদ**—"আদিত্যো যূপো ভবতি" (তৈঃ ব্রাঃ ২।১।৫।২) ইত্যাদি। এখানে সূর্য্য যে যূপ হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষই অবগত হওয়া যায়। তাহাতে অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হইল বলিয়া গুণবাদ হইল। [এখানে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা এইপ্রকার অর্থ হইবে—'যূপকে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট করিতে হইবে' ইত্যাদি।] **অনুবাদ**—"অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্"—'অগ্নি হিমের প্রতিষেধক'। অগ্নি যে শীতনিবারক ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এখানে অনুবাদ হইল। ৩। **ভূতার্থবাদ**—"ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রমুদ্‌যচ্ছৎ"—'বৃত্রাসুরকে নিধন করিবার জন্য ইন্দ্র বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন'। এই যে 'ইন্দ্রকর্ত্তৃক বজ্র উত্তোলন'—ইহা শাস্ত্রব্যতিরেকে অন্য প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়াও যায় না এবং অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধও হয় না, এইহেতু এখানে ভূতার্থবাদ হইল। "তত্ত্বমসি" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যও ভূতার্থবাদ। এই ভূতার্থবাদের দ্বারা বস্তুর স্বরূপ সিদ্ধ হয়। 'দেবতাধিকরণে' এই বিষয়ে আলোচনা করা হইবে।

অর্থবাদের অন্যপ্রকার বিভাগও শাস্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়, যথা—১। **স্তুতি**, ২। **নিন্দা**, ৩। **পরকৃতি** এবং ৪। **পুরাকল্প** (ন্যাঃ দঃ ২।১।৬৪)। তন্মধ্যে স্তুতি ও নিন্দা প্রসিদ্ধ। **পরকৃতি**—"অন্য কর্ত্তৃকস্য ব্যাহতস্য বিধের্ব্বাদঃ পরকৃতিঃ" অর্থাৎ 'অন্যকর্ত্তৃক বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানের যে কথন, তাহা পরকৃতি নামক অর্থবাদ', যথা—"হুত্বা বপামেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি অথ পৃষদাজ্যং; তদুহ চরকাধ্বর্য্যবঃ পৃষদাজ্যমেবাগ্রে অভিঘারয়ন্তি"—'হোম করিয়া [শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্‌গণ] অগ্রে বপাকেই* (—অন্ত্রাবরক ঝিল্লীকে) অভিঘারণ করেন (—হুতাশেষ হবির দ্বারা সিঞ্চন করেন) অনন্তর পৃষদাজ্যকে (—ঘৃত ও দধি মিশ্রিত হবনীয় দ্রব্যকে) অভিঘারণ করেন; তাহাতে কিন্তু চরকাধ্বর্য্যুগণ (—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্‌গণ), পৃষদাজ্যকেই অগ্রে অভিঘারণ

* 'বপা'শব্দের অর্থ—নিহত যজ্ঞীয়পশুর অন্ত্রাবরক ঝিল্লী। এই বিষয়ে তন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাবলীতে একটী প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"নাভেস্সমীপদেশেতু শরীরান্তরবর্ত্তিনী। হস্তমাত্রা পটীরূপা বপাং তাং পরিচক্ষতে"॥ ইত্যাদি। 'বপা'শব্দের এইপ্রকার অর্থ কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের অনুবন্ধপশুযাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য। প্রফেসার A. B. Keith 'বপা' শব্দের ভাষান্তর করিয়াছেন—"Omentum"

শাঙ্করভাষ্যম্

বায়িত্বম্ উক্তম্ ।৮ ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শম্
[১২৬পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

বলা হইয়াছে ।৮ [আচ্ছা, কর্ম্মকাণ্ডে তাহা হয় হউক, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদ্-বাক্যসকলের স্বার্থে প্রামাণ্য কেন থাকিবে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] বিধির সহিত সম্বন্ধ (—একবাক্যতা) ব্যতিরেকে বেদবাক্যসকলের সার্থকতা কোথাও দেখা

ভাবদীপিকা

করেন'। এখানে বিভিন্ন পুরুষকর্ত্তৃক বিরুদ্ধভাবে অনুষ্ঠানের কথন হইয়াছে বলিয়া পরকৃতি নামক অর্থবাদ হইল। **পুরাকল্প**—"ঐতিহ্যসমাচরিততয়া কীর্ত্তনং পুরাকল্প" অর্থাৎ'জনশ্রুতি-রূপে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আচরিত বলিয়া যে বর্ণনা, তাহা পুরাকল্প নামক অর্থবাদ। যথা—"তস্মাদ্বা এতেন পুরা ব্রাহ্মণা বহিষ্পবমানং সামস্তোমমস্তৌষন্"—'অতএব ইহার দ্বারা পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ বহিষ্পবমান স্তোমকে (—সামবেদীয় মন্ত্রবিশেষের সমষ্টিকে) স্তব করিয়াছিলেন',ইত্যাদি। ভট্টপাদ আচার্য্য **কুমারিল** বলেন—এক পুরুষকর্ত্তৃক যে উপাখ্যান, তাহা **পরকৃতি**, এবং একাধিক পুরুষকর্ত্তৃক যে উপাখ্যান, তাহা **পুরাকল্প**। যাহাহউক গূঢ়ভাবে স্তুতি বা নিন্দা বুঝায় বলিয়া পরকৃতি এবং পুরাকল্পকে অর্থবাদ বলা হয়। এই সকলপ্রকার অর্থবাদই উক্ত গুণবাদ, অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদেরই অন্তর্গত।

(২) 'একবাক্যতা' শব্দের অর্থ 'একই অর্থ প্রতিপাদন করা'। রত্নপ্রভাকার বলেন—এখানে 'পদৈকবাক্যতার' কথা বলা হইয়াছে। জৈমিনিসূত্রের বৃত্তিকার রামেশ্বর সূরী বলেন—এখানে 'বাক্যৈকবাক্যতা' হইয়াছে। যাহাহউক বিধিবাক্য বা নিষেধবাক্যের সহিত একই অর্থ প্রতিপাদন করতঃ একবাক্যতাভাব প্রাপ্ত হইয়াই অর্থবাদবাক্যসকলের সার্থকতা হয়, ইহাই এখানে তাৎপর্য্য। 'দেবতাধিকরণে' ইহা পুনরায় আলোচিত হইবে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

চিন্তানন্তরং মন্ত্রচিন্তা কৃতা, "ইষেত্বা" (তৈঃ সং১।১।১) ইতি মন্ত্রে 'ছিনদ্মি' ইতি অধ্যাহারাৎ শাখাচ্ছেদনক্রিয়াপ্রতীতেঃ, "অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা" ইত্যাদৌ চ ক্রিয়াসাধনদেবতাদিপ্রতীতেঃ, মন্ত্রাঃ শ্রুত্যাদিভিঃ ক্রতৌ বিনিযুক্তাঃ। তে কিমুচ্চারণমাত্রেণ অদৃষ্টং কুর্ব্বন্তঃ ক্রতৌ উপকুর্ব্বন্তি, উত দৃষ্টেনৈব অর্থস্মরণেন ইতি সন্দেহে—চিন্তাদিনা অপি অধ্যয়নকালাবগতমন্ত্রার্থস্য স্মৃতিসম্ভবাৎ অদৃষ্টার্থা মন্ত্রা ইতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তঃ—"অবিশিষ্টস্তু বাক্যার্থঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৪০) ইতি লোকবেদয়োঃ বাক্যার্থস্য অবিশেষাৎ মন্ত্রবাক্যানাং দৃষ্টেনৈব স্বার্থপ্রকাশনেন ক্রতুপকারকত্বসম্ভবাৎ, দৃষ্টে সম্ভবতি অদৃষ্টকল্পনানুপপত্তেঃ, ফলবদনুষ্ঠানাপেক্ষিতেন ক্রিয়াতৎসাধনস্মরণেন দ্বারেণ মন্ত্রাণাং কর্ম্মাঙ্গত্বম্ । "মন্ত্রৈরেবার্থঃ স্মর্ত্তব্যঃ" ইতি নিয়মস্তু অদৃষ্টার্থ ইতি । তথা চ অর্থবাদানাং স্তুতিপদার্থদ্বারা পদৈকবাক্যত্বং বিধিভিঃ, মন্ত্রাণাং তু বাক্যার্থজ্ঞানদ্বারা তৈঃ বাক্যৈকবাক্যত্বম্ ইতি বিভাগঃ । ননু অস্তু কর্ম্মপ্রকরণস্থবাক্যানাং বিধ্যেকবাক্যত্বম্, বেদান্তানাং তু সিদ্ধে প্রামাণ্যং কি ন স্যাদিতি তত্র আহ—**ন ক্বচিদিতি**। বেদান্তাঃ বিধ্যেকবাক্যত্বেন এবার্থবন্তঃ, সিদ্ধার্থাবেদকত্বাৎ, মন্ত্রার্থবাদাদিবৎ ইত্যর্থঃ। অন্যত্র অদৃষ্টাপি বেদান্তেষু কল্প্যতামিতি

শাঙ্করভাষ্যম্

অন্তরেণ অর্থবত্তা দৃষ্টা উপপন্না বা ।৯ ন চ পরিনিষ্ঠিতে বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাৎ বিধেঃ ।১০ তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিত-কর্ত্তৃদেবতাদিস্বরূপপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তা-নাম্ ।১১ অথ প্রকরণান্তরভয়াৎ ন এতৎ অভ্যুপগম্যতে, তথাপি

ভাষ্যানুবাদ

যায় না, অথবা তাহা সঙ্গতও হয় না, [কারণ যজ্ঞাদিক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধশূন্য সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনদ্বারা কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না] ।৯ [যদি বল—ভিন্নপ্রকরণস্থ কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গরূপে কল্পনা করা অপেক্ষা ব্রহ্মেই স্বতন্ত্রভাবে বিধির কল্পনা করা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর পরিনিষ্ঠিত যে বস্তুর স্বরূপ, তাহাতে বিধি সম্ভব হয় না; [যদি বল কেন সম্ভব হয় না ? 'দধ্না জুহোতি' ইত্যাদি স্থলেত সিদ্ধবস্তুতে বিধি দৃষ্ট হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও বলা যায় না;] কারণ বিধি ক্রিয়াকেই বিষয় করে (১)।১০ সেইহেতু কর্ম্মে অপেক্ষিত যে কর্ত্তা এবং দেবতাদির স্বরূপ, তাহাদিগের প্রকাশনের দ্বারা উপনিষৎসকল হয় ক্রিয়াবিধিশেষ (—কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গ) ।১১ [ইহা ভট্টপাদ আচার্য্য কুমারিলের মত]। আর যদি প্রকরণান্তরের ভয়ে ইহা স্বীকার না করা হয় (—যদি বলা হয়, বেদের কর্ম্মবোধক প্রকরণ হইতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক প্রকরণ ভিন্ন,সেইহেতু উপনিষৎসকল ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করিতে পারে না), তাহা হইলেও [উপনিষৎসকল] স্ববাক্যগত উপাসনাদিরূপ কর্ম্মই প্রতিপাদন করে(—উপনিষৎ-সকলের মধ্যে যে উপাসনা, শ্রবণ ও মননাদি ক্রিয়ার বর্ণনা দেখা যায়, তাহা প্রতিপাদন করাই উপনিষৎসকলের তাৎপর্য্য, কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের একত্বপ্রতিপাদনে

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ভাবটী এই—ক্রিয়ার সাধনরূপেই দধি প্রভৃতি উৎপাদ্য সিদ্ধবস্তুতে বিধি দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিত্য কূটস্থ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু ক্রিয়ার সাধন হইতে পারেন না বলিয়া তাঁহাতে বিধি সম্ভব হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তত্র আহ—**উপপন্না বেতি।** 'ন' ইত্যনুষঙ্গঃ। সিদ্ধে ফলাভাবস্য উক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তর্হি ব্রহ্মণ্যেব স্বার্থে বিধিঃ কল্প্যতাং, কৃতং বেদান্তানাং বিধ্যন্তরশেষত্বেন ইত্যত আহ—**ন চেতি।** ননু "দধ্না জুহোতি" ইতি সিদ্ধে দধনি বিধিঃ দৃষ্টঃ, তত্র আহ—**ক্রিয়েতি।** দধ্নঃ ক্রিয়াসাধনস্য প্রযুজ্যমানতয়া সাধ্যত্বাৎ বিধেয়তা, নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মণঃ কথমপ্যসাধ্যত্বাৎ ন বিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। ভাট্টমতমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি।** স্বয়মেব অরুচিং বদন্ পক্ষান্তরম্ আহ—**অথেতি।**

শাঙ্করভাষ্যম্

স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্।১২ তস্মাৎ ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বম্।১৩ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

নহে (১)।১২ সেইহেতু ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিতা (—বেদরূপ প্রমাণগম্যতা) সিদ্ধ হয় না (—যাহা ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, এতাদৃশ জ্ঞেয় শুদ্ধ সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু বেদান্তে প্রতিপাদিত হয় নাই)।১৩ এইপ্রকার [পূর্ব্বপক্ষ] প্রাপ্ত হইলে [তদুত্তরে] বলা হইতেছে—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

পদচ্ছেদ—তৎ, তু, সমন্বয়াৎ।

সূত্রার্থ—[অত্র সর্ব্বে বেদান্তাঃ বিষয়ঃ। তে কিং কর্ম্মশেষকর্ত্রাদিপরাঃ উত নিত্যসিদ্ধজ্ঞেয়-ব্রহ্মপরা ইতি সন্দেহে, 'কর্ম্মশেষকর্ত্রাদিপরাঃ এব' ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তু** শব্দঃ—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। [বেদান্তাঃ কর্ম্মাঙ্গভূতকর্ত্রাদিপ্রতিপাদকাঃ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ]। **তৎ**—ব্রহ্ম [বেদান্তেষু প্রতিপাদ্যতে। কুত ?] **সমন্বয়াৎ**—সম্যক্ অন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ,তস্মাৎ সমন্বয়াৎ, সম্যক্ তাৎপর্য্যবত্ত্বেন বেদান্তানাং ব্রহ্মণি অন্বয়াৎ—সম্বন্ধাৎ ইত্যর্থঃ। [অতঃ বেদান্তাঃ নিত্যসিদ্ধ-জ্ঞেয়ব্রহ্মপরাঃ এব, ন কর্ম্মাঙ্গভূতকর্ত্রাদিপরাঃ ইতিভাবঃ]।

অনুবাদ—[এখানে উপনিষৎসকলই বিষয়। তাহারা কি কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতি প্রতিপাদন করে, অথবা নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে, এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, "কর্ম্মের অঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতিই প্রতিপাদন করে"—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। সিদ্ধান্ত কিন্তু এই—] **তু** শব্দটী—পূর্ব্বপক্ষনিরাকরণের জন্য [অর্থাৎ বেদান্তসকল কর্ম্মাঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতি প্রতিপাদন করে না]। **তৎ**—ব্রহ্ম [বেদান্তসকলে প্রতিপাদিত হন। কি প্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—] **সমন্বয়াৎ**—সম্যক অন্বয়ই সমন্বয়, সেই সমন্বয়বশতঃ; অর্থাৎ যেহেতু বেদান্ত-সকল সম্যক্ তাৎপর্য্যবান্‌রূপে ব্রহ্মে অন্বিত (—সম্বদ্ধ) হয়, সেইহেতু। [অতএব বেদান্তসকল নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে, কিন্তু কর্ম্মাঙ্গভূত কর্ত্তা প্রভৃতি প্রতিপাদন করে না, ইহাই তাৎপর্য্য]।

ভাবদীপিকা

(১) ইহা ভগবান্ বৃত্তিকারের মত। ইনি [এবং আচার্য্য প্রভাকর] 'কার্য্যান্বিতাভি-ধানবাদী'। ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে আলোচিত হইবে। এই 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' অবলম্বনে ভগবান্ বৃত্তিকার বলেন—'উপাসনাই সেই ক্রিয়া'। জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা যদিও অসৎ অর্থাৎ জীব যদিও স্বরূপতঃ-ব্রহ্ম নহে, তথাপি নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া উপাসনা করিলে তাহার প্রভাবে অবিদ্যারূপ মল বিনষ্ট হয় এবং জীবের মোক্ষ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বর্ণকে ইহার মত নিরাকৃত হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্

তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।১ তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদেব অবগম্যতে ।২ কথম্ ?৩ সমন্বয়াৎ ।৪ সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণ এতস্য অর্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ,

ভাষ্যানুবাদ

[সিদ্ধান্ত—কুমারিলমতখণ্ডন। বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই জগতের কারণ। তাঁহাতেই বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয়।]

সিদ্ধান্ত—[সূত্রস্থ] তু শব্দটী পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য কথিত হইয়াছে।১ [সূত্রস্থ] "তৎ" পদের অর্থ ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ের কারণ—ইহা বেদান্তশাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া যায়।২ যদি বল—কি প্রকারে তাহা অবগত হওয়া যায় ?৩ [তদুত্তরে সূত্রে বলা হইল—] "সমন্বয়াৎ"—সমন্বয় হইতে (—বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য্যনির্ণয় দ্বারা) তাহা অবগত হওয়া যায়।৪ যেহেতু সমস্ত বেদান্তে বাক্যসকল তাৎপর্য্যদ্বারা এই অর্থেরই প্রতিপাদকরূপে সমনুগত হয় (—সম্যগ্রূপে অন্বিত হয়), যথা—"হে প্রিয়দর্শন, এই জগৎ অগ্রে (—উৎপত্তির পূর্ব্বে) এক এবং অদ্বিতীয় 'সৎ'-রূপেই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সিদ্ধান্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—**তুশব্দ ইতি**। তদ্ ব্রহ্ম বেদান্তপ্রমাণকম্ ইতি প্রতিজ্ঞাতে অর্থে হেতুং পৃচ্ছতি—**কথমিতি**। হেতুমাহ—**সমিতি**। অন্বয়ঃ—তাৎপর্য্যবিষয়ত্বম্, তস্মাৎ ইত্যেব হেতুঃ। তাৎপর্য্যস্য সম্যক্ত্বম্ অখণ্ডার্থবিষয়কত্বং সূচয়িতুং সংপদং প্রতিজ্ঞান্তর্গতমেব। তথাচ 'অখণ্ডং ব্রহ্ম বেদান্তজপ্রমাবিষয়ঃ, বেদান্ততাৎপর্য্যবিষয়ত্বাৎ, যঃ যদ্বাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ঃ, স তদ্বাক্যপ্রমেয়ঃ, যথা কর্ম্মবাক্যপ্রমেয়ঃ ধর্ম্ম' ইতি প্রয়োগঃ। বাক্যার্থস্য অখণ্ডত্বম্—অসংসৃষ্টত্বম্। বাক্যস্য চ অখণ্ডার্থকত্বম্, স্বপদোপস্থিতাঃ যে পদার্থাঃ তেষাং যঃ সংসর্গঃ তদগোচরপ্রমাজনকত্বম্। ন চ ইদমপ্রসিদ্ধম্, প্রকৃষ্টপ্রকাশশ্চন্দ্র ইত্যাদিলক্ষণবাক্যানাং লোকে লক্ষণয়া চন্দ্রাদিব্যক্তিমাত্রপ্রমাহেতুত্বাৎ। সর্ব্বপদলক্ষণা চ অবিরুদ্ধা, সর্ব্বৈরর্থবাদপদৈরেকস্যাঃ স্তুতের্ল ক্ষ্যত্বাঙ্গীকারাৎ। তথা সত্যজ্ঞানাদিপদৈরখণ্ডং ব্রহ্ম ভাতীতি ন পক্ষাসিদ্ধিঃ। নাপি হেত্বসিদ্ধিঃ, উপক্রমাদিলিঙ্গৈঃ বেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়াখণ্ডব্রহ্মণি তাৎপর্য্যনির্ণয়াৎ। তত্র ছান্দোগ্যষষ্ঠে উপক্রমং দর্শয়তি—**সদেবেতি**। উদ্দালকঃ পুত্রমুবাচ—'হে সোম্য প্রিয়দর্শন, ইদং সর্ব্বং জগৎ অগ্রে উৎপত্তেঃ প্রাক্কালে সৎ—অবাধিতং ব্রহ্মৈবাসীৎ'। 'এব'কারেণ জগতঃ পৃথক্সত্তা নিষিধ্যতে। সতঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদনিরাসার্থম্ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি পদত্রয়ম্। এবমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইত্যুপসংহরতি। ইদমুপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যং তাৎপর্য্যলিঙ্গম্ (১)। তথা "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি নবকৃত্বঃ অভ্যাসঃ (২)। রূপাদিহীনাদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ মানান্তরাযোগ্যত্বাৎ অপূর্ব্বত্বমুক্তম্ (৩)—"অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে" (ছাঃ ৬।১৩।২) ইতি। সংঘাতে স্থিতং প্রত্যগ্ ব্রহ্ম ন জানাসীত্যর্থঃ। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" (ছাঃ ৬।১৪।২) ইতি ব্রহ্ম-

শাঙ্করভাষ্যম.

একমেবাদ্বিতীয়ম্"(ছাঃ ৬।২।১), "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐতঃ ১।১।১) "তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম, অনপরম্ অনন্তরম, অবাহ্যম, অয়মাত্মাব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" (বৃঃ ২।৫।১৯), "ব্রহ্ম এব ইদম, অমৃতং পুরস্তাৎ" (মুণ্ডঃ ২।২।১১) ইত্যাদীনি।৫ ন চ তদ্‌গতানাং পদানাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়ে অবগম্যমানে অর্থান্তরকল্পনা

ভাষ্যানুবাদ

বর্ত্তমান ছিল","ইহা (—এই জগৎ) সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মরূপেই বর্ত্তমান ছিল," "সেই এই [অপরোক্ষ] ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (—কারণবিহীন), অনপর (—কার্য্যবিহীন), অনন্তর (—স্বগতভেদবিহীন, একরস), অবাহ্য (—সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদ-বিহীন,অদ্বিতীয়),এই আত্মাই ব্রহ্ম, তিনি সকল বিষয়েরই অনুভবকর্ত্তা (—চিন্মাত্র-স্বরূপ"), "অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই এই সম্মুখে বর্ত্তমান", ইত্যাদি।৫ আর তদ্‌গত (—বেদান্তবাক্যগত) পদসমূহের ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে নিশ্চিত সমন্বয় অবগত হওয়া যাইলে, তাহাদের আর অন্যপ্রকার অর্থ কল্পনা করা উচিত হইবে না (—কর্ম্মপ্রতি-পাদকতা কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না), যেহেতু [তাহা করিলে] শ্রুতহানি (—শ্রুতিপ্রতিপাদিত বিষয়ের পরিত্যাগ) এবং অশ্রুতকল্পনা (—যাহা শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হয় নাই তাদৃশ বিষয়ের কল্পনা) হইয়া পড়িবে।৬ আর তাহারা

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জ্ঞানাৎ ফলমুক্তম্ বিদুষঃ (৪)। তস্য যাবৎ কালং দেহঃ ন বিমোক্ষ্যতে, তাবদেব দেহপাতপর্য্যন্তঃ বিলম্বঃ। অথ দেহপাতানন্তরং বিদ্বান্ ব্রহ্ম সম্পৎস্যতে, বিদেহকৈবল্যমনুভবতীত্যর্থঃ। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য"(ছাঃ ৬।৩।২) ইত্যাদ্যদ্বিতীয়জ্ঞানার্থঃ অর্থবাদঃ (৫)। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈঃ প্রকৃত্য-তিরেকেণ বিকারো নাস্তীত্যুপপত্তিঃ উক্তা (৬)। এবং ষড়্‌বিধানি তাৎপর্য্যলিঙ্গানি ব্যস্তানি সমস্তানি বা প্রতিবেদান্তং দৃশ্যন্তে ইত্যৈতরেয়কোপক্রমবাক্যং পঠতি—আত্মাবেতি। বৃহদারণ্যকে মধুকাণ্ডোপসংহারবাক্যং সদাত্মনো নির্ব্বিশেষত্বার্থমাহ—তদেতদিতি। মায়াভির্ব্বহুরূপং তদ্ ব্রহ্ম। এতৎ অপরোক্ষম্। অপূর্ব্বং কারণশূন্যম্। অনপরং কার্য্যরহিতম্। অনন্তরং জাত্যন্তরমস্য নাস্তি ইত্যনন্তরম্,একরসমিত্যর্থঃ। অবাহ্যম্ অদ্বিতীয়ম্। তস্য অপরোক্ষত্ব-মুপপাদয়তি—অয়মিতি। সর্ব্বমনুভবতীতি সর্ব্বানুভূঃ, চিন্মাত্রমিত্যর্থঃ। ঋগ্‌যজুঃসামবাক্যানি উক্ত্বা আথর্ব্বণবাক্যমাহ—ব্রহ্মৈবেদমিতি। যৎ পুরস্তাৎ পূর্ব্বদিগ্বস্তুজাতম্ ইদম্ অব্রহ্মেব অবিদুষাং ভাতি, তদ্ অমৃতং ব্রহ্মৈব বস্তু বিদুষামিত্যর্থঃ। আদিপদেন "সত্যং জ্ঞানম্"(তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদিবাক্যানি গৃহ্যন্তে। নন্বস্তু ব্রহ্মণস্তাৎপর্য্যবিষয়ত্বং, বেদান্তানাং কার্য্যমেবার্থঃ কিং ন স্যাদিতি, তত্র আহ—ন চেতি। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যে নিশ্চীয়মানে কার্য্যার্থত্বং ন যুক্তম্, "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" ইতি ন্যায়াৎ ইত্যর্থঃ। যদুক্তম্, অর্থবাদন্যায়েন বেদান্তানাং

শাঙ্করভাষ্যম্

যুক্তা, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ।৬ ন চ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপ-প্রতিপাদনপরতা অবসীয়তে, 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ' (বৃঃ ২।৪।১৩) ইত্যাদি ক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ।৭ ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তু-স্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বং ব্রহ্মণঃ, "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্রম্ অন্তরেণ অনবগম্যমানত্বাৎ।৮ যত্তু হেয়োপাদেয়রহিতত্বাৎ উপদেশানর্থক্যম্ ইতি।৯ নৈষঃ দোষঃ, হেয়োপাদেয়শূন্যব্রহ্মাত্মভাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষার্থ-

ভাষ্যানুবাদ

(—বেদান্তবাক্যসকল) যে [কর্ম্মাঙ্গভূত-] কর্ত্তার স্বরূপ প্রতিপাদকরূপে পর্য্যবসিত হয়, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু "তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে" ইত্যাদি ক্রিয়া, কারক এবং ফলের নিরাকরণসূচক শ্রুতি আছে।৭ আর ব্রহ্ম নিত্যবর্ত্তমান ভাববস্তুস্বরূপ হইলেও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হন না; যেহেতু "সেই ব্রহ্ম তুমিই" এই শাস্ত্রবাক্যব্যতিরেকে ব্রহ্মাত্মভাব (—জীব যে ব্রহ্ম ইহা) অবগত হওয়া যায় না (১)।৮

[সিঃ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞানে মোক্ষসিদ্ধি। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানান্তে উপাসনা অসম্ভব।]

আর যে বলা হইয়াছে [ব্রহ্ম] ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহেন বলিয়া তদ্বিষয়ে উপদেশ অনর্থক ইত্যাদি। (১২৬ পৃঃ)।৯ [তদুত্তরে বলা যায়—] ইহা দোষ নহে, যেহেতু যাঁহাকে ত্যাগ বা গ্রহণ করা যায় না এতাদৃশ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে আত্মরূপে অবগত হইলেই,সর্ববদুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় বলিয়া পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।১০ ["তথাপি

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ১২৫পৃঃ(২) ভাবদীপিকাতে পরিষ্কৃত সংশয়ের উত্তর প্রদত্ত হইল। তাহার ভাবটী এই—শ্রুতির প্রামাণ্য অন্যনিরপেক্ষ বলিয়া অনুভূত বা অনুভবের বিরোধিবস্তু প্রতিপাদনরূপ দোষ হয় না। আর সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু শ্রুতিভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা বিজ্ঞাত হন না বলিয়া শ্রুতির অজ্ঞাতজ্ঞাপকতাও ব্যাহত হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ত্রাদিস্তাবকত্বমিতি তত্রাহ—**ন চ তেষামিতি।** তেষাং কর্ম্মশেষস্তাবকত্বং ন ভাতি, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কর্ম্মতৎসাধননাশকত্বমেব।'তৎ তত্র বিদ্যাকালে কঃ কর্ত্তা কেন করণেন কং বিষয়ং পশ্যেৎ' ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অর্থবাদানাং তু স্বার্থে ফলাভাবাৎ স্তুতিলক্ষণতেতি ভাবঃ। যদুক্তং সিদ্ধত্বেন মানান্তরবেদ্যং ব্রহ্ম ন বেদার্থ ইতি, তত্র আহ—**ন চ পরীতি।** "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) ইতি শাস্ত্রমন্তরেণেতি সম্বন্ধঃ। 'ধর্ম্মঃ ন বেদার্থঃ, সাধ্যত্বেন পাকবৎ মানান্তর-বেদ্যত্বাৎ'। যদি বেদং বিনা ধর্ম্মস্য অনির্ণয়াৎ ন মানান্তরবেদ্যতা, তদা ব্রহ্মণ্যপি তুল্যম্। যচ্চ উক্তং নিষ্ফলত্বাৎ ব্রহ্ম ন বেদার্থ ইতি তদনূদ্য পরিহরতি—**যত্বিত্যাদিনা।** রহিতত্বাৎ—

শাঙ্করভাষ্যম্

সিদ্ধেঃ ৷ ১০ দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিৎ বিরোধঃ ৷ ১১ ন তু তথা ব্রহ্মণঃ উপাসনাবিধিশেষত্বং সম্ভবতি, একত্বে হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈতবিজ্ঞানোপমর্দ্দোপপত্তেঃ ৷ ১২ ন হি একত্ববিজ্ঞানেন

ভাষ্যানুবাদ

স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্" ইত্যাদি (১৩০ পৃঃ)—এই আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন—উপনিষদে উপাসনাপ্রকরণে] দেবতা প্রভৃতির যে প্রতিপাদন, তাহা কিন্তু স্ববাক্যগত উপাসনারূপ প্রয়োজনের জন্য হইলেও কোনপ্রকার বিরোধ হয় না (১)।১১ কিন্তু সেইরূপে (—প্রাণাদি দেবতা এবং অধ্যস্তগুণযুক্ত ব্রহ্মের ন্যায়, অধ্যস্তগুণবিহীন] ব্রহ্ম যে উপাসনাবোধক বিধির অঙ্গ হইবেন, ইহা সম্ভব হয় না (—তাদৃশ জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না), কারণ ['আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপে জীব ও ব্রহ্মের] একত্বের জ্ঞান হইলে, [অদ্বিতীয় ব্রহ্ম] ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহেন বলিয়া ক্রিয়া এবং কারক প্রভৃতি দ্বৈতজ্ঞানের উপমর্দ্দ (—নাশ) সঙ্গত হয়।১২ [যদি বলা হয়—সংস্কারবলে পুনরায় দ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া উপাসনার বিধান সঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—[জীব ও ব্রহ্মের] একত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা উন্মথিত

ভাবদীপিকা

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই—চিত্তের শুদ্ধতা, একাগ্রতা, ক্রমমুক্তি ও তত্তৎ অন্যবিধ ফললাভের জন্য উপনিষদের উপাসনা প্রকরণে তত্তৎ উপাসনার জন্য প্রাণাদি দেবতা এবং অধ্যস্ত গুণযুক্ত ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম এবং তত্তৎ উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ ও ফলসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাহইলেও সমগ্র উপনিষদে যে কেবলমাত্র তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। এইহেতু উপনিষৎসকল যে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে, ইহাতে কোনপ্রকার বিরোধ নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ভিন্নত্বাৎ। ব্রহ্মণ ইতি শেষঃ। যদপি উক্তম্—'উপাসনাপরত্বং বেদান্তানাম্' ইতি। তত্র কিং প্রাণপঞ্চাগ্ন্যাদিবাক্যানাম্, উত সর্ব্বেষামিতি ? তত্র আদ্যম্ অঙ্গীকরোতি—**দেবতাদীতি**। জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণঃ ফলং চ আদিশব্দার্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, বিধিশূন্যানাং "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদীনাং স্বার্থে ফলবতামুপাসনাপরত্বকল্পনাযোগাৎ। কিঞ্চ তদর্থস্য ব্রহ্মণস্তচ্ছেষত্বং জ্ঞানাৎ প্রাগ্ ঊর্দ্ধং বা ? আদ্যে অধ্যস্তগুণবতঃ তস্য তচ্ছেষত্বে অপি ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**ন তু তথেতি ৷** প্রাণাদিদেবতাবদিত্যর্থঃ। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি একত্বে জ্ঞাতে সতি হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ব্রহ্মাত্মনঃ ফলাভাবাদুপাস্যোপাসকদ্বৈতজ্ঞানস্য কারণস্য নাশাৎ চ ন উপাসনাশেষত্বমিতি ভাবঃ—**একত্বে ইতি ৷** দ্বৈতজ্ঞানস্য সংস্কারবলাৎ পুনরুদয়ে বিধানমিতি ন ইতি আহ—**ন হীতি ৷** (অ)দৃঢ়স্যেতি শেষঃ। ভ্রান্তিত্বানিশ্চয়ঃ দার্ঢ্যম্। সংস্কারোত্থং তু ভ্রান্তিত্বেন নিশ্চিতং

শাঙ্করভাষ্যম্

উন্মথিতস্য দ্বৈতবিজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবঃ অস্তি, যেন উপাসনা-বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যেত।১৩ যদ্যপি অন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শম্ অন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টং, তথাপি আত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বাৎ, ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুম্।১৪ ন চ অনুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং, যেন অন্যত্র

ভাষ্যানুবাদ

[১৩৭ পৃঃ]

(—সমূলে নাশপ্রাপ্ত) যে দ্বৈতবিজ্ঞান, তাহার আর পুনরুৎপত্তি কদাপি সম্ভব হয় না, যাহার দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনাবিধিশেষত্ব প্রতিপাদিত হইবে (—ব্রহ্ম বিধিবোধিত উপাসনার অঙ্গরূপে প্রতিপাদিত হইবেন।১৩

[সিঃ—কর্ম্মকাণ্ডে অর্থবাদের প্রামাণ্য বিধিসম্বন্ধজনিত, জ্ঞানকাণ্ডে তাহা অনারশ্যক।]

["ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাম্" (১২৮ পৃঃ) ইত্যাদি আক্ষেপের সমাধান করিতে-ছেন—] যদিও অন্যস্থলে (—কর্ম্মকাণ্ডে, অর্থবাদাদি-] বেদবাক্যসকলের প্রামাণ্য বিধিসংস্পর্শব্যতিরেকে দেখা যায় না, তাহা হইলেও আত্মবিজ্ঞান ফল পর্য্যন্ত হয় বলিয়া (—আত্মবিজ্ঞানের ফল মোক্ষেই পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া) তদ্বিষয়ক যে শাস্ত্র (—মোক্ষের করণজ্ঞাপক যে বেদান্তশাস্ত্র) তাহার [নিজের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মবস্তুতে] প্রামাণ্যকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।১৪ আর [বেদান্তশাস্ত্রের প্রামাণ্য] অনুমানগম্য নহে, (১) যেহেতুবশতঃ অন্যত্র দৃষ্ট নিদর্শনের (—দৃষ্টান্তের) অপেক্ষা

ভাবদীপিকা [প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য]

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই—পূর্ব্বপক্ষী বলেন, ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করে বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। উপনিষৎসকল বেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, তাহাদের প্রামাণ্যও সুতরাং ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করিলেই সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ 'ক্রিয়ার্থকত্বরূপ' হেতুর দ্বারাই বেদরূপ শব্দপ্রমাণের প্রামাণ্য অনুমিত হইবে। ক্রিয়াপ্রতিপাদন না করিয়া ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলে, তাহাদের প্রামাণ্যই ব্যাহত হইবে, ইত্যাদি। এতাদৃশ সংশয়ের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন বিধিনিমিত্তম্। **যেনেতি**—উপাসনায়াং কারণস্য সত্ত্বেন ইত্যর্থঃ। বেদপ্রামাণ্যস্য ব্যাপকং ক্রিয়ার্থকত্বম্ অনুবদতি—**যদ্যপীতি**। কর্ম্মকাণ্ডে অর্থবাদাদীনাম্ ইত্যর্থঃ। তথা চ ব্যাপকাভাবাৎ বেদান্তেষু ব্যাপ্যাভাবানুমানমিতি ভাবঃ। "বেদান্তাঃ ন স্বার্থে মানম্, অক্রিয়ার্থত্বাৎ, 'সঃ অরোদীৎ' ইত্যাদিবৎ" ইত্যনুমানে নিষ্ফলার্থকত্বম্ উপাধিরিতি আহ—**তথাপীতি**। অর্থবাদানাং নিষ্ফলস্বার্থামানত্বে অপি ইত্যর্থঃ। তদ্বিষয়স্য—তৎকরণস্য। স্বার্থে—ব্রহ্মাত্মনীতি শেষঃ। সফলজ্ঞানকরণত্বেন বেদান্তানাং স্বার্থে মানত্বসিদ্ধের্ন ক্রিয়ার্থকত্বং তদ্ব্যাপকমিতি ভাবঃ। ননু মা ভূদ্বেদপ্রামাণ্যস্য ব্যাপকং ক্রিয়ার্থকত্বং, ব্যাপ্যং তু ভবিষ্যতি, তদভাবাৎ বেদান্তানাং প্রামাণ্যং দুর্জ্ঞানমিতি, ন ইত্যাহ—**ন চেতি**। যেন বেদপ্রামাণ্যং

ভাবদীপিকা [প্রমাণের স্বতঃপ্রামাণ্য]

উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"ন চ অনুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্," ইত্যাদি। তাহাতে ইহাই বলা হইতেছে—শব্দ প্রভৃতি প্রমাণসকল স্বতঃপ্রমাণ, তাহাদের প্রামাণ্যের জন্য আর অনুমানাদি প্রমাণান্তরের অপেক্ষা থাকে না। [লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা প্রমার প্রামাণ্যের বিচার নহে; পরন্তু প্রমাণের প্রামাণ্যের বিচার।] যাহার দ্বারা কোন বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে **প্রমাণ** বলে। আর যাহা বাধিত হয় না, যদ্বিষয়ে কোনপ্রকার সংশয় হয় না এবং যাহা পূর্ব্বে বিজ্ঞাত হয় নাই, এতাদৃশ যে বস্তু, তাহার জ্ঞানের জনক হওয়াকেই প্রমাণসকলের **প্রামাণ্য** বলে। প্রমাণসকলের এই যে প্রামাণ্য অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানজনকতা, তাহা স্বতঃসিদ্ধ; অর্থাৎ তাদৃশ প্রমাজ্ঞান উৎপাদনের জন্য প্রমাণ আর স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। যেমন চক্ষুরূপ করণের দ্বারা ঘটকে অবগত হওয়া যায় বলিয়া ঘটজ্ঞানের প্রতি চক্ষুই হয় প্রমাণ। এই যে চক্ষুরূপপ্রমাণ, তাহার প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, কারণ চক্ষুদ্বারা যখন অবাধিত, সংশয়াতীত ও অজ্ঞাত ঘটের জ্ঞান হয়, তখন যে চক্ষুরূপ প্রমাণের দ্বারা তাদৃশ ঘটের জ্ঞান হয়, সেই চক্ষুটী প্রমাণ কি না অর্থাৎ 'অন্য প্রমাণনিরপেক্ষ হইয়া তাহা ঘটের যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে কি না'—এইপ্রকারে তাহার প্রামাণ্যসম্বন্ধে কোনও সংশয় কাহারও হয় না। সেইহেতু চক্ষুরূপ প্রমাণকে স্বতঃপ্রমাণ বলিতে হয়। এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ইত্যাদি ছয়টী প্রমাণকেই স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ স্ব স্ব যোগ্য প্রমার উৎপাদনে তাহারা আর স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। ভাষ্যে "ন চ অনুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যম্" এই বাক্যে শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যদি বলা হয়—চক্ষুর দ্বারা যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানরূপ কার্য্যকে প্রমা বলিয়া বুঝিলে তাহার যাহা করণ, তাহাকে প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং প্রমাণের যে প্রামাণ্য (—অবাধিত অনধিগত জ্ঞানের জনক হওয়া), তাহাকে প্রমারূপ কার্য্যের দ্বারা অবগত হওয়া যায় বলিয়া অনুমানগম্যই বলিতে হইবে। অতএব প্রমাণের প্রামাণ্যকে আর স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা যায়—"প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্য" অনুমানাদি প্রামাণান্তরের অপেক্ষা থাকিলেও "প্রমাণের প্রামাণ্যে অর্থাৎ প্রমারূপ কার্য্যোৎপাদনে" তাহা আর স্বভিন্ন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। এই যে প্রমা উৎপাদনে স্বভিন্ন কারণান্তরের অপেক্ষা না করা, ইহাই প্রমাণসকলের স্বতঃপ্রামাণ্য, এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। পরন্তু "প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্য" প্রমাণান্তরের অপেক্ষা স্বীকার করিলেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। কারণ যদি প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে অন্য হেতুর দ্বারা অর্থাৎ 'ফলবদজ্ঞাতাবাধিতার্থতাৎপর্য্যকত্ব'রূপ হেতুর দ্বারা তাদৃশ সংশয় নিরাকৃত হয়; অর্থাৎ কোন প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞানটী উৎপন্ন হয়, তাহা সফল, অবাধিত ও অজ্ঞাত বিষয়ে তাৎপর্য্যবান্ হয় বলিয়াই সেই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চিত হয়, কিন্তু ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদন করে বলিয়া 'ক্রিয়ার্থকত্ব'রূপ হেতুর দ্বারা তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত (—অনুমিত) হয় না। কিন্তু ইহাও আপাততঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে মাত্র। বস্তুতঃ প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞানের জন্যও প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই, কারণ জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া বুঝিলে, তাহার করণকে

শাঙ্করভাষ্যম্

[১৩৫ পৃঃ]

দৃষ্টং নিদর্শনম্ অপেক্ষেত ।১৫ তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্র-প্রমাণকত্বম্ ।১৬ ইতি প্রথমবর্ণকম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

করিবে ।১৫ সেইহেতু (—বেদান্তসকলের প্রামাণ্য বিধির তুল্য (১) হয় বলিয়া) ব্রহ্ম যে [একমাত্র বেদান্তরূপ-] শাস্ত্রপ্রমাণগম্য ইহা সিদ্ধ হইল ।১৬ [এইরূপে আচার্য্যপাদ কুমারিল ভট্টের মত নিরাকৃত হইল ।]

প্রথম বর্ণকের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

প্রমাণ বলিয়া বুঝা যায় এবং জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলিয়া বুঝিলে, তজ্জন্য জ্ঞানকে প্রমা বলিয়া বুঝা যায়—বস্তুস্থিতি এইপ্রকার হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং "প্রমার দ্বারা যে প্রমাণের প্রামাণ্য বুঝা যায়"—ইহা বলা যায় না । অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে—'প্রমাণের প্রামাণ্য' (—প্রমারূপ কার্য্যোৎপাদন) এবং 'প্রমাণের প্রামাণ্যের জ্ঞান', উভয়ত্রই প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না থাকায় প্রমাণের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ ।

আর এক কথা, ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদনকেই প্রামাণ্য নিশ্চয়ের হেতু বলিলে, তাহা ব্যভিচারী হেতু হইবে, কারণ "কূপে পতিত হইবে" এইপ্রকার [লৌকিক] বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার দ্বারা ক্রিয়ার বোধ হইলেও, তাহার প্রামাণ্যবলে কেহ আর কূপে পতিত হয় না। সুতরাং ক্রিয়াপ্রতিপাদন করিলেই যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, ইহা বলা যায় না। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গপ্রতিপাদনে বিধিবাক্যসকলের প্রামাণ্য যেপ্রকার, ব্রহ্মপ্রতিপাদনে উপনিষদ্‌বাক্যসকলের প্রামাণ্যও সেইপ্রকার । ব্রহ্মপ্রতিপাদনের দ্বারা তাহাদের প্রামাণ্য ব্যাহত হয় না।

(১) ভাব এই যে—ফলবান্ ও অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাপক বলিয়া যেমন বিধিবাক্যসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ বেদান্তবাক্যসকলের প্রামাণ্যও সিদ্ধ হয়, কারণ তাহারাও মোক্ষরূপ অজ্ঞাত ফলের জ্ঞাপক ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্বস্য অনুমানগম্যত্বেন অন্যত্র ক্বচিৎ দৃষ্টং দৃষ্টান্তমপেক্ষেত, তদেব নাস্তীত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিবৎ বেদস্য স্বতঃ প্রামাণ্যজ্ঞানাৎ ন তদ্ব্যাপ্তিলিঙ্গাদ্যপেক্ষা । প্রামাণ্যসংশয়ে তু ফলবদজ্ঞাতাবাধিতার্থ-তাৎপর্য্যাৎ প্রামাণ্যনিশ্চয়ঃ,ন ক্রিয়ার্থত্বেন। 'কূপে পতেৎ' ইতি বাক্যে ব্যভিচারাৎ ইতি ভাবঃ। বর্ণকার্থমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি ।** সমন্বয়াদিত্যর্থঃ। বিধিবাক্যানামপি ফলবদজ্ঞাতার্থত্বেন প্রামাণ্যং, তত্তুল্যং বেদান্তানামপি ইতি স্থিতম্ । ইতি প্রথমবর্ণকম্ ।

অথ দ্বিতীয়বর্ণকম্

অধিকরণপ্রতিপাদ্য—বেদান্ত উপাস্যব্রহ্মবোধক নহে, জ্ঞেয়ব্রহ্মবোধক।

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণের দ্বিতীয় বর্ণকে ব্রহ্মের বেদান্তবেদ্যতা সিদ্ধ হইলেও বিধির বিষয়রূপেই ব্রহ্ম বেদান্তবেদ্য হইবেন কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে, প্রসঙ্গতঃ এইপ্রকার আক্ষেপ করিয়া এই অধিকরণ আরব্ধ হইতেছে বলিয়া পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের **প্রসঙ্গসঙ্গতি** সিদ্ধ হয়।

ন্যায়মালা

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত।
শাস্ত্রত্বাত্তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ ॥
নাকর্ত্তৃতন্ত্রেঽস্তি বিধিঃ শাস্ত্রত্বং শংসনাদপি।
মননাদিঃ পুরা বোধাৎ ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ ॥

অন্বয়—প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি, উত ব্রহ্মণি অবসিতা ? শাস্ত্রত্বাৎ মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ তে বিধাতারঃ। অকর্ত্তৃতন্ত্রে বিধিঃ ন অস্তি। শংসনাৎ অপি শাস্ত্রত্বম্। বোধাৎ পুরা মননাদিঃ। ততঃ ব্রহ্মণি অবসিতাঃ।

অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা

সংশয়—[বেদান্তাঃ] প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি, উত ব্রহ্মণি অবসিতা [ভবন্তি] ?

পূর্ব্বপক্ষ—[একদেশী মন্যতে—ব্রহ্মপরত্বেঽপি বেদান্তাঃ ন ব্রহ্মণি এব পর্য্যবস্যন্তি। কিং তর্হি ? পারোক্ষ্যেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রতিপাদ্য পশ্চাৎ তদপরোক্ষায় প্রতিপত্তিং বিদধতি। তথাচ সতি বিধায়ক-] **শাস্ত্রত্বাৎ**, ["শ্রোতব্যঃ" ইতি শাব্দজ্ঞানাত্মকং শ্রবণং বিধায় তদনন্তরং "মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—ইতি বিধেয়ত্বেন] মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ তে [বেদান্তাঃ প্রতিপত্তেঃ] বিধাতারঃ [ভবন্তি]।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্মোপাসনাদিবৎ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথাকর্ত্তুম্ অশক্যত্বেন] অকর্ত্তৃতন্ত্রে [ব্রহ্মণি] বিধিঃ ন অস্তি। [অনুষ্ঠেয়শাসনাদেব চ শাস্ত্রত্বং ন নিয়তম্, কিন্তু সিদ্ধবস্তু-] শংসনাৎ অপি শাস্ত্রত্বং [সিধ্যতি। "দশমস্ত্বমসি" ইতিবৎ চ প্রকৃতে শব্দস্যৈব অপরোক্ষানুভবজনকত্বেন] বোধাৎ পুরা [অসম্ভাবনাদিনিবৃত্তয়ে] মননাদিঃ [বিহিতঃ]। ততঃ ["তত্ত্বমসি" ইত্যাদয়ঃ বেদান্তাঃ জ্ঞেয়ে] ব্রহ্মণি অবসিতাঃ [ভবন্তি]।

অনুবাদ

সংশয়—[উপনিষৎসকল] প্রতিপত্তির (—উপাসনার) বিধান করিতে ইচ্ছা করে অথবা ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয় (—ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করে) ?

পূর্ব্বপক্ষ—[একদেশী মনে করেন—উপনিষৎসকল ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিলেও, ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয় না। তবে কি হয় ? (তাহা বলা হইতেছে—) ব্রহ্মতত্ত্বকে পরোক্ষ-ভাবে প্রতিপাদন করিয়া পরে তাহার অপরোক্ষের জন্য উপাসনার বিধান করে। আর এইপ্রকারে বিধায়ক-] শাস্ত্র হয় বলিয়া এবং ["শ্রোতব্যঃ" এইরূপে শাব্দজ্ঞানাত্মক শ্রবণের বিধান করিয়া, তদনন্তর "মনন করিবে", "নিদিধ্যাসন করিবে"—এইপ্রকারে বিধেয়রূপে] মননাদির বর্ণনা করে বলিয়া তাহারা (—উপনিষৎসকল, উপাসনার] বিধায়ক।

সিদ্ধান্ত—[কর্ম্ম ও উপাসনাদির ন্যায় ব্রহ্মকে করিতে, না করিতে অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারা যায় না বলিয়া] অকর্তৃতন্ত্র (—কর্ত্তার অনধীন) যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে বিধি নাই। [আর অনুষ্ঠেয় বিষয়ের উপদেশের দ্বারাই যে শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়, এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই, কিন্তু সিদ্ধবস্তু] সংশনের দ্বারাও (—উপদেশের দ্বারাও) শাস্ত্রত্ব সিদ্ধ হয়। [আবার "দশমস্ত্বমসি" অর্থাৎ 'তুমিই দশমব্যক্তি'—ইহার ন্যায়, প্রস্তাবিত স্থলে শব্দই অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক হয় বলিয়া বোধের (—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) পূর্ব্বে [অসম্ভাবনা প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য] মননাদি বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু ["তত্ত্বমসি" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসকল জ্ঞেয়] ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

ফলভেদ—পূর্ব্বপক্ষে—ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা মুক্তি, সিদ্ধান্তে—ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানেই মুক্তি।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

সূত্রার্থ—[বেদান্তাঃ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্ম সমর্পয়ন্তি, উত সাক্ষাৎ ইতি বিশয়ে —"প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব" ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—] **তুশব্দঃ**—পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ [বেদান্তাঃ উপাস্যব্রহ্মপ্রতিপাদকাঃ ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ]। **তৎ**—ব্রহ্ম [সাক্ষাৎ বেদান্তাঃ সমর্পয়ন্তি। কুতঃ ?] **সমন্বয়াৎ**—সম্যক্ তাৎপর্য্যবত্ত্বেন তেষাং তত্র অন্বয়াৎ। [অতঃ বেদান্তাঃ নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয়ব্রহ্মপরাঃ, ন উপাস্যব্রহ্মপরাঃ ইতি ভাবঃ।]

অনুবাদ—[উপনিষৎসকল উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে, অথবা সাক্ষাৎভাবে সমর্পণ করে—এইপ্রকার সন্দেহ হইলে, "উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপেই ব্রহ্মকে সমর্পণ করে"—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু সিদ্ধান্ত এই—] **তুশব্দটী** পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য [অর্থাৎ উপনিষৎসকল উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে]। **তৎ**—ব্রহ্মকে [উপনিষৎসকল সাক্ষাৎভাবে সমর্পণ করে। কিপ্রকারে ? তাহা বলা হইতেছে—] **সমন্বয়াৎ**—যেহেতু তাহারা (—উপনিষৎসকল) সম্যক্ তাৎপর্য্যবান্‌রূপে তাহাতেই (—ব্রহ্মেই) অন্বিত হয়। [অতএব উপনিষৎসকল নিত্যসিদ্ধ জ্ঞেয় ব্রহ্মই প্রতিপাদন করে, কিন্তু উপাস্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে না—ইহাই ভাব]।

শাঙ্করভাষ্যম্

অত্র অপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম, তথাপি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—"কার্য্যান্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি" বলিয়া ক্রিয়ানন্বিত সিদ্ধবস্তু বেদপ্রতিপাদ্য নহে। উপাস্যব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য।]

পূর্ব্বপক্ষ—এখানে অপরে (—বৃত্তিকার, ভগবান্ উপবর্ষ ?) প্রতিবাদ করেন, যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, তাহা হইলেও শাস্ত্রকর্তৃক উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপেই

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবং পদানাং সিদ্ধে অর্থে ব্যুৎপত্তিমিচ্ছতাং ব্রহ্মনাস্তিকানাং মতং, ব্রহ্মণঃ মানান্তরাযোগ্যত্বাৎ সফলত্বাৎ চ বেদান্তৈকমেয়ত্বমিতি উক্ত্যা নিরস্তম্। সম্প্রতি সর্ব্বেষাং পদানাং কার্য্যান্বিতার্থে শক্তিমিচ্ছতাং বিধিশেষত্বেন প্রত্যগ্‌ব্রহ্ম বেদান্তৈর্বোধ্যতে, ন স্বাতন্ত্র্যেণ ইতি বদতাং বৃত্তিকারাণাং মতনিরাসায় সূত্রস্য বর্ণকান্তরমারভ্যতে। তত্র বেদান্তাঃ কিম্ উপাসনাবিধিশেষত্বেন ব্রহ্ম বোধয়ন্তি

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে ।১ যথা যূপাহবনীয়াদীনি অলৌকিকানি অপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে তদ্বৎ ।২ কুতঃ এতৎ ?৩ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ

ভাষ্যানুবাদ

(অঙ্গরূপেই) ব্রহ্ম সমর্পিত (—প্রতিপাদিত) হন।১ যেমন যূপ (১) এবং আহবনীয়(২) প্রভৃতি বস্তু অলৌকিক হইলেও বিধির অঙ্গরূপে শাস্ত্রকর্ত্তৃক সমর্পিত হয়, তদ্রূপ।২ যদি বল—কিপ্রকারে ইহা হয় (—ব্রহ্ম কিপ্রকারে উপাসনাবোধক বিধির অঙ্গ হন্ ?৩ তদুত্তরে বলা যায়—] যেহেতু প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই শাস্ত্রের প্রয়োজন।৪

ভাবদীপিকা

(১) **যূপ**—যজ্ঞার্থে বধের জন্য যে কাষ্ঠে পশুকে বন্ধন করা হয়, তাহাকে যূপ বলে। ইহাকে অলৌকিক এইজন্য বলা হইতেছে যে, বেদের উপদেশ ব্যতিরেকে ইহা যে কি বস্তু এবং কিপ্রকারে নির্ম্মিত হইবে তাহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। "খাদিরো যূপো ভবতি," "যূপং তক্ষতি, অষ্টাশ্রীকরোতি"—'যূপ খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত হইবে,' 'যূপকে কর্ত্তন করিতে হইবে, আটটী কোণযুক্ত করিতে হইবে' ইত্যাদি বেদবাক্য শ্রবণের পরেই পুরুষের তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

(২) **আহবনীয়**—অগ্ন্যাধানক্রিয়ার দ্বারা সংস্কৃত বহ্নিবিশেষকে আহবনীয় বলে। যজ্ঞকালে এই অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। ইহাকে অলৌকিক এইজন্য বলা হইতেছে যে, কি প্রকারে সংস্কৃত করিলে বহ্নিকে আহবনীয় বলা হইবে, তাহা শ্রুতিবাক্য হইতেই অবগত হওয়া যায়, লোকমধ্যে তাহার প্রসিদ্ধি নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উত স্বাতন্ত্র্যেণ ? ইতি সিদ্ধে ব্যুৎপত্ত্যভাবভাবাভ্যাং সংশয়ে, পূর্ব্বপক্ষমাহ—**অত্রাপরে** ইতি। ব্রহ্মণঃ বেদান্তবেদ্যত্বোক্তৌ বৃত্তিকারাঃ পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি ইত্যর্থঃ। উপাসনাতঃ মুক্তিঃ পূর্ব্বপক্ষে, তত্ত্বজ্ঞানাদেব ইতি সিদ্ধান্তে ফলম্। বিধিঃ—নিয়োগঃ, তস্য বিষয়ঃ প্রতিপত্তিঃ—উপাসনা। অস্যাঃ কো বিষয়ঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সত্যাদিবাক্যৈর্বিধিপরৈরেব ব্রহ্ম সমর্প্যতে ইত্যাহ—**প্রতিপত্তীতি**। বিধিবিষয়প্রতিপত্তিবিষয়তয়া ইত্যর্থঃ। বিধিপরাৎ বাক্যাৎ তচ্ছেষলাভে দৃষ্টান্তমাহ—**যথেতি**। "যূপে পশুং বধ্নাতি", "আহবনীয়ে জুহোতি", "ইন্দ্রং যজেত" ইতি বিধিষু কে যূপাদয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং "যূপং তক্ষত্যষ্টাশ্রীকরোতি" ইতি তক্ষণাদিসংস্কৃতং দারু যূপঃ, "অগ্নীনাদধীত" ইতি আধানসংস্কৃতঃ অগ্নিঃ আহবনীয়ঃ,"বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" ইতি বিধিপরৈরেব বাক্যৈঃ সমর্প্যন্তে, তদ্বৎ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। বিধিপরবাক্যস্য অপি অন্যার্থবোধিত্বে বাক্যভেদঃ স্যাদিতি শঙ্কানিরাসার্থম্ অপি শব্দঃ। মানান্তরাজ্ঞাতানি অপি শেষতয়া উচ্যন্তে, ন প্রধানত্বেন ইতি ন বাক্যভেদঃ, প্রধানার্থভেদস্যৈব বাক্যভেদকত্বাৎ ইতি ভাবঃ। ননু উক্তষড়্‌বিধলিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যবিষয়স্য ব্রহ্মণঃ কুতো বিধিশেষত্বমিতি শঙ্কতে—**কুত ইতি**। বৃদ্ধব্যবহারেণ হি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ। বৃদ্ধব্যবহারে চ শ্রোতুঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী উদ্দিশ্য আপ্তপ্রয়োগঃ দৃশ্যতে। অতঃ শাস্ত্রস্য অপি তে এব প্রয়োজনে। তে চ কার্য্যজ্ঞানজন্যে ইতি কার্য্যপরত্ব

শাঙ্করভাষ্যম্

শাস্ত্রস্য ।৪ তথাহি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদঃ আহুঃ—"দৃষ্টঃ হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" (শাবঃ ভাঃ ১।১।১) ইতি, "চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনম্" (শাবঃ ভাঃ ১।১।২), "তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) "তদ্ভুতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২৫), "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্ (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইতি চ।৫

ভাষ্যানুবাদ

[১৪৭ পৃঃ]

যেমন শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্‌গণবলেন, "তাহার (—বেদের) দৃষ্ট অর্থ—কর্ম্মের জ্ঞান উৎপাদন", "ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্যকে চোদনা বলে," "তাহার (—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-রূপ ধর্ম্মের) জ্ঞান (—জ্ঞাপকপ্রমাণ) হয় ['যজেত' ইত্যাদি] উপদেশ (—বিধিবাক্য")", "সেখানে (—বেদে) ভূতবস্তুসকলের (—সিদ্ধবস্তুপ্রতিপাদক পদসকলের) ক্রিয়াবাচক লিঙাদি পদের সহিত উচ্চারণ করা (৩) কর্ত্তব্য, [কারণ এক একটী পদের দ্বারা স্মৃত অর্থ মিলিত হইয়াই হয় বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু"] এবং "আম্নায়ের (—বেদের) ক্রিয়াপ্রতিপাদকতাবশতঃ যাহা অতদর্থ (—ক্রিয়াপ্রতিপাদন না করিয়া সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করে), তাহা (—সেই অর্থবাদবাক্যসকল) অনর্থক", ইত্যাদি।৫

ভাবদীপিকা [অন্বিতাভিধান ও কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ]

(৩) "তদ্ভুতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২৫) ইত্যাদি সূত্রে ইহাই বলা হইতেছে—'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি' অর্থাৎ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ হইয়াই পদসকলের অর্থবোধ হয়। [পদনিষ্ঠ তত্তৎ অর্থবোধের অনুকূল স্বাভাবিক সামর্থ্যকে পদের **শক্তি** বলে।] সেইহেতু কোন বাক্যে লিঙ্, লোট, তব্য ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি হইতে পারে না। আর এক একটী পদজন্য এক একটী পদার্থের উপস্থিতি মিলিতভাবে বাক্যার্থবোধের প্রতি কারণ হয়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শাস্ত্রস্য, ততঃ কার্য্যশেষত্বং ব্রহ্মণঃ ইতি আহ—**প্রবৃত্তীতি**। শাস্ত্রস্য নিয়োগপরত্বে বৃদ্ধসম্মতি-মাহ—**তথাহীত্যাদিনা**। ক্রিয়া কার্য্যম্, নিয়োগঃ বিধি, ধর্ম্মঃ অপূর্ব্বমিতি অনর্থান্তরম্। কো বেদার্থঃ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শাবরভাষ্যকৃতা উক্তম্—**দৃষ্টঃ হীতি**। তস্য বেদস্য। কার্য্যং বেদার্থঃ ইত্যত্র চোদনাসূত্রস্থং ভাষ্যমাহ—**চোদনেতি**। ক্রিয়ায়া নিয়োগস্য জ্ঞানদ্বারা প্রবর্ত্তকং বাক্যং চোদনা ইতি উচ্যত ইত্যর্থঃ। শবরস্বামিসম্মতিম্ উক্ত্বা জৈমিনিসম্মতিম্ আহ—**তস্য জ্ঞানমিতি**। তস্য ধর্ম্মস্য, জ্ঞানং জ্ঞাপকম্, অপৌরুষেয়বিধিবাক্যম্—উপদেশঃ, তস্য ধর্ম্মেণ অব্যতিরেকাৎ ইত্যর্থঃ। পদানাং কার্য্যান্বিতার্থে শক্তিরিত্যত্র সূত্রং পঠতি—**তদ্ভুতানামিতি**। তৎ তত্র বেদে, ভূতানাং সিদ্ধার্থনিষ্ঠানাং পদানাং, ক্রিয়ার্থেন কার্য্যবাচিনা লিঙাদিপদেন, সমাম্নায়ঃ—সহোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্; পদার্থজ্ঞানস্য বাক্যার্থরূপকার্য্যধীনি-মিত্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কার্য্যান্বিতার্থে শক্তানি পদানি কার্য্যবাচিপদেন সহ পদার্থস্মৃতিদ্বারা কার্য্যমেব

ভাবদীপিকা [অন্বিতাভিধান ও কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ]

বলিয়া ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের অনুপস্থিতিবশতঃ, ক্রিয়াবোধকরূপে বাক্যার্থের বোধও হইতে পারে না। সেইহেতু কোনবাক্যে ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে, ক্রিয়াবাচক লিঙাদি পদের অধ্যাহারের দ্বারা সেই বাক্যটীকে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে ক্রিয়াপ্রতিপাদকরূপেই বাক্যের অর্থবোধ হইবে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত 'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি'—এই বিষয়টী বুঝিতে হইলে আচার্য্য প্রভাকরসম্মত 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদটী' বুঝিতে হইবে। আবার 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' বুঝিতে হইলে 'অন্বিতাভিধানবাদ' বুঝিতে হইবে। সেইহেতু এখানে প্রসঙ্গতঃ উক্ত **কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ** এবং **অন্বিতাভিধানবাদ** আলোচিত হইতেছে এবং বোধসৌকর্য্যার্থে [কাহারও কাহারও মতে সিদ্ধান্তসম্মত] **অভিহিতান্বয়বাদ**সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পদসমূহের উচ্চারণের পর বাক্যার্থের বোধ কিপ্রকারে হয়, সেই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকসম্প্রদায় যে প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন, তাহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—**অন্বিতাভিধানবাদ** এবং **অভিহিতান্বয়বাদ**। তন্মধ্যে **অন্বিতাভিধানবাদ** এইপ্রকার—ইহাকে 'ইতরান্বিতাভিধানবাদও' বলা হয়। এই মতবাদে বৈয়াকরণগণের ন্যায় সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলা হয়। এই মতবাদিগণ পদে দুই প্রকার শক্তি স্বীকার করেন, যথা—১। স্মারিকা শক্তি এবং ২। অভিধারূপা অনুভাবিকা শক্তি। বৃদ্ধ-ব্যবহার দর্শনের দ্বারা যে প্রকারে এই শক্তিদ্বয়ের জ্ঞান হয় অর্থাৎ স্মারিকা শক্তির দ্বারা পদজন্য অন্বিতপদার্থের স্মরণ হয় এবং অনুভাবিকা শক্তির দ্বারা বাক্যার্থের বোধ হয়, তাহার প্রক্রিয়া সংক্ষেপে এইপ্রকার—দেবদত্ত যখন তাহার বয়স্ক পুত্র যজ্ঞদত্তকেউদ্দেশ করিয়া "গরু আন"এইপ্রকার শব্দ প্রয়োগ করে; আর তাহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞদত্ত গল-কম্বলাদিবিশিষ্ট একটী জীববিশেষকে আনয়ন করে, তখন নিকটে উপবিষ্ট বালক, দেবদত্তকর্তৃক উচ্চারিত সেই শব্দ শ্রবণ ও যজ্ঞদত্তের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া ইহা নির্ণয় করে যে, 'গরু আন'এই বাক্যের অর্থ—এতাদৃশ গল-কম্বলাদিযুক্ত একটী জীবকে আনয়ন করা। অনন্তর দেবদত্ত যখন গরুপদ পরিত্যাগ করিয়া বলে 'অশ্ব আন', তখন যজ্ঞদত্তকর্তৃক অশ্বরূপ জীবটীকে আনীত হইতে দেখিয়া বালক ইহা নির্ণয় করে যে, 'অশ্ব আন' এই বাক্যের অর্থ—'এতাদৃশ একশফাদিবিশিষ্ট (—অবিভক্তখুরযুক্ত) জীবটীকে আনয়ন করা'। ইহার ফলে গোপদার্থ ও অশ্বপদার্থের ভেদজ্ঞান হয় ও আনয়নপদার্থের অভেদ জ্ঞান হয়। এইপ্রকারে দেবদত্তকর্তৃক 'গরু বাঁধ', 'ঘট আন', 'বস্ত্র লইয়া যাও' ইত্যাদি বাক্যের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগকালে, কোন অপরিচিত শব্দের প্রয়োগ এবং কোন পরিচিত শব্দের অপ্রয়োগ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া এবং যজ্ঞদত্তের তদনুযায়ী ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া বালক এইরূপ নির্ণয় করে যে—'গরু' বলিলে আনয়নক্রিয়ান্বিত গল-কম্বলাদিবিশিষ্ট গোরূপ জীব-বিশেষকে বুঝায় এবং 'আন' বলিলে তাদৃশ কোন জীববিশেষাদির দ্বারা অন্বিত আনয়ন ক্রিয়াকে বুঝায়। এইরূপে 'নীলঘট আন', 'রক্ত ঘট লইয়া যাও' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ ও তদনুযায়ী ব্যবহার দর্শন করিয়া ঘটাদি পদের অর্থ—'নীলাদি অন্বিত ঘট' এবং নীলাদিপদের অর্থ—'ঘটাদি-অন্বিত নীলতা' ইত্যাদিরূপে ইতরপদার্থের দ্বারা অন্বিতরূপেই বোধ করে। এই-

ভাবদীপিকা [অন্বিতাভিধান ও কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ]

প্রকারে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধব্যবহার দর্শন করিয়া, সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত বা ইতরপদার্থান্বিত-ভাবেই প্রথমতঃ বালকের শব্দশক্তির জ্ঞান হয়; অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞানেচ্ছু বালক এইরূপ নির্ণয় করে যে—ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত শব্দই কোনপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা অথবা ইতর পদার্থের দ্বারা অন্বিত ঘটপটাদি বস্তুরই বোধক। আর 'আনয়' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ঘটপটাদি কোন সিদ্ধ-বস্তুর দ্বারা অন্বিত আনয়নাদি ক্রিয়ারই বোধক। পরন্তু ঘটপট প্রভৃতি পদসকল কেবল ঘটপটাদি পদার্থের বোধক নহে এবং 'আনয়'প্রভৃতি ক্রিয়াপদসকল কেবলক্রিয়ার বোধক নহে। এইপ্রকারে শব্দের প্রথম শক্তিগ্রহকালে উক্ত স্মারিকা শক্তি এবং অনুভাবিকা শক্তির জ্ঞান অপৃথগ্ভাবেই হয়, তাহাদিগকে পৃথগ্ভাবে বুঝা যায় না। কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা শব্দের শক্তিগ্রহের অনন্তর পরবর্ত্তিকালে সেই বালক যখন 'ঘট আন,' 'নীল ঘট' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করে, তখন ঘটাদিপদনিষ্ঠ স্মারিকাশক্তির প্রভাবে প্রথমতঃ তাহার সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত বা ইতরপদার্থান্বিত [কিন্তু তৎকালে শ্রুত আনয়নাদি বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা বা নীলাদি বিশেষ পদার্থের দ্বারা অনন্বিত] ঘটাদির স্মরণ হয়। ইহাই পদনিষ্ঠ স্মারিকা শক্তির কার্য্য। তদনন্তর পূর্ব্বে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা গৃহীত পদনিষ্ঠ অনুভাবিকাশক্তির বলে, তৎকালে শ্রুত আনয়নাদি বিশেষ ক্রিয়ান্বিতভাবে বা নীলাদি বিশেষ পদার্থান্বিতভাবে ঘটাদি ও নীলাদি পদার্থের বিশেষ্য ও বিশেষণভাবে পরস্পর অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়। ইহাই পদনিষ্ঠ অনুভাবিকাশক্তির কার্য্য। অন্বিতাভিধানবাদে পদনিষ্ঠ এই উভয়প্রকার শক্তির প্রভাবে এইপ্রকারে বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়।

উপরে শব্দের শক্তিগ্রহের যে প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা 'অন্বিতাভিধানবাদ' ও 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ'এই উভয় মতবাদে সমান। তবে তন্মধ্যে বিশেষ এই—**অন্বিতাভিধানবাদে** ক্রিয়া বা ক্রিয়াতিরিক্ত পদার্থের সহিত অন্বিত হইয়া শব্দের শক্তিগ্রহ হয়; আর **কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে** মাত্র ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়াই তাহা হয়। সেইহেতু কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে' কোন বাক্যে লিঙ, লোট প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে ক্রিয়াবাচক পদের অভাবে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি হইতে পারে না বলিয়া লিঙ, লোট প্রভৃতি বিধায়ক ক্রিয়াপদের অধ্যাহারদ্বারা বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়। এইপ্রকারে এই 'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদে' ক্রিয়াপ্রতিপাদকরূপেই বাক্যার্থের বোধ হয় বলিয়া সমগ্র বেদই ক্রিয়াপ্রতিপাদক। আচার্য্য প্রভাকরের মতে "তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

রত্নপ্রভাদি টীকা দৃষ্টে মনে হয়—'কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য প্রভাকরসম্মত। ইদানীন্তন বিদ্বজ্জনসমাজেও ইহাই স্বীকৃত। কিন্তু 'অন্বিতাভিধানবাদ' যে কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গদাধরের শক্তিবাদের টীকাকার হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি বলেন—'ইতরান্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য কুমারিলের মতবাদ। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হয় না, কারণ এই মতবাদানুযায়ী শক্তিগ্রহের আকার প্রদর্শনকালে গদাধর বলিয়াছেন—"ইতরান্বিতো ঘটঃ ঘটপদশক্যঃ", "অন্বিতো ঘটঃ ঘটপদশক্যঃ", ইত্যাদি। ভাট্টমতে

ভাবদীপিকা [অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ]

কিন্তু শক্তিগ্রহের এতাদৃশ আকার সঙ্গত নহে; কারণ ভাট্টসম্প্রদায় 'জাতিশক্তিবাদী'। সুতরাং তাঁহাদের মতে শক্তিগ্রহের আকার—"ইতরান্বিতং ঘটত্বং ঘটপদশক্যম্", "অন্বিতং ঘটত্বং ঘটপদশক্যম্" এইরূপ হওয়াই সঙ্গত। আর ভট্টপাদ যে 'অভিহিতান্বয়বাদী' তাহা নিম্নেই প্রদর্শিত হইতেছে। তন্ত্ররহস্য দৃষ্টে মনে হয়—'অন্বিতাভিধানবাদ' আচার্য্য প্রভাকরের মতবাদ, যথা—"প্রাভাকরাস্ত……অর্থান্তরান্বিতস্বার্থে পদানাং ব্যুৎপত্তেঃ", ইত্যাদি। ন্যায়কোশকারও 'অন্বিতাভিধানবাদকে' আচার্য্য প্রভাকরের মতবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থদৃষ্টে তাহা মনঃপূত হয় না, যেহেতু আচার্য্য প্রভাকরকে প্রায় সর্ব্বত্রই কার্য্যান্বিতাভিধানবাদী বলা হইয়াছে। এই চতুঃসূত্রীর টীকাতে সিদ্ধান্তবর্ণনপ্রসঙ্গে রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন—"কার্য্যান্বিতাপেক্ষয়া অন্বিতার্থে শক্তিঃ ইত্যঙ্গীকারে লাঘবাৎ", "ন কার্য্যান্বয়ী শব্দার্থঃ। অন্বিতার্থমাত্রে শব্দানাং শক্তিঃ"। প্রকটার্থকারও বলিয়াছেন—"অন্বিতাভিধানমেব যুক্তম্", ইত্যাদি। তদ্দৃষ্টে মনে হয়—'অন্বিতাভিধানবাদ' অদ্বৈত বেদান্তসম্প্রদায়ের মতবাদ।

এক্ষণে **অভিহিতান্বয়বাদ** সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। এই মতবাদের দুইপ্রকার প্রক্রিয়া দেখা যায়। যথা—**অভিহিতান্বয়বাদ** (ক)—এই মতবাদেও সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলা হয়। পদসকল উচ্চারিত হইলে সেই পদসকলের শক্তির জ্ঞান যে পুরুষের থাকে, সেই পুরুষের প্রথমতঃ বিশৃঙ্খলভাবে অর্থাৎ পরস্পর অনন্বিতভাবে পদার্থসকলের অনুভব হয় (স্মৃতি নহে)। অনন্তর তাদৃশ অনুভবসকল হইতে কিম্বা মতান্তরে অনুভূয়মান্ পদার্থসকল হইতে সেই পদার্থসকলের যে বিশেষ্যবিশেষণভাবে পরস্পর সংসর্গবোধরূপ অন্বয়বোধ হয়, তাহারই নাম শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। যেমন—'তুমি ঘট আন' বলিলে প্রথমতঃ 'ঘট'পদের দ্বারা কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটপদার্থের, 'আন' পদের দ্বারা স্থানান্তর হইতে বিভাগপুরঃসর স্থানান্তরে সংযোগাত্মক আনয়নক্রিয়ারূপ পদার্থের এবং 'তুমি' পদের দ্বারা সম্বোধ্য চেতনরূপ পদার্থের (—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয়, সেই চেতন ব্যক্তির) বিশৃঙ্খলভাবে অনুভব হয়। তদনন্তর সেই ঘটরূপ, আনয়নক্রিয়ারূপ ও সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থের জ্ঞান হইতে,কিম্বা জ্ঞাতঘটরূপ, আনয়নক্রিয়ারূপ ও সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থ হইতে যে ঘটপদার্থ, আনয়ন ক্রিয়ারূপ পদার্থ এবং সম্বোধ্যচেতনরূপ পদার্থের পরস্পর অন্বয়বোধ হয় অর্থাৎ "ত্বন্নিষ্ঠ ভাবনা ঘটনিষ্ঠকর্ম্মতাক আনয়নানুকূলা ভবতু"—'তোমার প্রযত্ন ঘটানয়নের অনুকূল হউক', এইরূপ অর্থবোধ হয়, ইহারই নাম শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। এইপ্রকার যে শাব্দবোধের প্রক্রিয়া, তাহাকে কোন কোন মীমাংসকসম্প্রদায় 'অভিহিতান্বয়বাদ' বলেন।

অভিহিতান্বয়বাদ (খ)—ভাট্টমীমাংসকগণের মতে [এবং ন্যায়রত্নাবলীকার ও তত্ত্বপ্রদীপিকাকারের মতে—বেদান্তমতে] অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকৃত হইলেও, তাঁহাদের প্রক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তাঁহারা বলেন—প্রথমতঃ সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের উচ্চারণদ্বারা বিশৃঙ্খলভাবে পদার্থসকলের অনুভব* হয়। এই পদার্থ-

*সংক্ষেপশারীরককার এই অনুভবকে "স্মৃতিসমবদ্ধি" বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বর্ণনপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তবিন্দুর টীকাতে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী বলেন—"পদার্থসকলের এতাদৃশ বিশৃঙ্খলবোধকে ঠিক্ ঠিক্ স্মৃতি বলা যায় না, যেহেতু তাহা পদজন্য, সংস্কারমাত্রজন্য নহে। আবার তাহাকে ঠিক্ ঠিক্ প্রমারূপ অনুভবও বলা যায় না, যেহেতু তাহার বিষয় অজ্ঞাত নহে, ইত্যাদি। জাতিশক্তিবাদিগণের মতে ব্যক্তির জ্ঞান কিপ্রকারে হয়,তাহা 'দেবতাধিকরণে' আলোচিত হইবে।

ভাবদীপিকা [অভিহিতান্বয়বাদ]

সকলের অনুভব বিশৃঙ্খলভাবে হইলেও, পদসকলের ক্রমিক ও অব্যবহিত উচ্চারণবশতঃ সেই পদার্থসকলের যে অনুভবসকল, তাহাদেরও সান্নিধ্য থাকে। এই সান্নিধ্য, আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা ইত্যাদি সহকারী কারণসকলবশতঃ বাক্যঘটক পদসকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের পরস্পর সম্বন্ধবোধরূপ বাক্যার্থবোধ সিদ্ধ হয়। পদার্থসকলের পরস্পরের অন্বয়বোধের জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিবার হেতু এই যে—'তুমি' 'ঘট' 'আন' ইত্যাদি সুবন্ত ও তিঙন্তপদে যে অভিধারূপা শক্তি থাকে, তাহা পদার্থসকলের বিশৃঙ্খলভাবে অনুভব করাইয়াই উপক্ষীণ হইয়া যায়; পদার্থসকলের অন্বয়বোধ করাইবার জন্য তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর তাদৃশ অন্বয়বোধ করাইবার জন্য অন্য কোন পদও সেই বাক্যটীতে থাকে না। অথচ ইহা অনুভবসিদ্ধ যে পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হইয়াই থাকে। সুতরাং পদসকলের শক্তিবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের অন্বয়বোধ অনুপপন্ন হয় বলিয়া ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—পদসকলের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধসিদ্ধ হয়। ভট্টপাদ কুমারিলের মতে যে বাক্যার্থবোধের জন্য এইপ্রকারে পদসকলের লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত কারিকা হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, যথা—"ন বিমুঞ্চন্তি সামর্থ্যং বাক্যার্থেঽপি পদানি নঃ। বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণো হি সর্ব্বত্রৈবেতি চ স্থিতিঃ॥"(চিৎসুখী ১৫৪পৃঃ)। ইহার অর্থ—'আমাদের মতে বাক্যঘটক পদসকল বাক্যার্থের বোধজননের প্রতি স্বীয় সামর্থ্যকে পরিত্যাগ করে না, যেহেতু বাক্যার্থ সর্ব্বত্র লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই লব্ধ হয়, ইহাই স্থিতি'।

যাহাহউক, এইপ্রকারে পদার্থসকলের অন্বয়বোধের জন্য পদসকলের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার না করিয়া পদসকলে পদার্থানুভবজননশক্তি এবং পদার্থসকলের অন্বয়বোধজননশক্তি, এই উভয়প্রকার শক্তি অঙ্গীকার করিলে, অথবা প্রথমোক্ত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদে পদার্থানুভবজননশক্তি এবং পদার্থের অনুভবে বা অনুভূত পদার্থে পদার্থের অন্বয়বোধজননশক্তি অঙ্গীকার করিলে গৌরবদোষ হইয়া পড়ে। আর এক কথা, শব্দজন্য বোধেরই নাম শাব্দবোধ। পদার্থসকলের অন্বয়বোধ যদি অনুভূত পদার্থজন্য বা পদার্থের অনুভবজন্য স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পদজন্য স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর শাব্দবোধ বলাও সঙ্গত হয় না। কিন্তু পদার্থের অন্বয়বোধের জন্য পদের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে, তাদৃশ অন্বয়বোধ পদজন্য হয় বলিয়া তাহাকে শাব্দবোধ বলিতে কোন বাধা থাকে না। আর "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" অর্থাৎ 'যাহা লক্ষণাবৃত্তি প্রভৃতি অন্যপ্রকারে লব্ধ হয় না, তাহাই শব্দের বাচ্যার্থ; তাদৃশ অর্থেই শব্দের শক্তিবৃত্তি স্বীকার্য্য'। প্রস্তাবিতস্থলে পদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা পদার্থসকলের অন্বয়বোধ সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহার জন্য আর প্রধানভূতা শক্তিবৃত্তি স্বীকার্য্যা নহে। তাহা অঙ্গীকার করিলে "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" এই নিয়মের বিরোধ হইয়া পড়ে। যাহাহউক, এইপ্রকার প্রক্রিয়াকে অভিহিতান্বয়বাদ বলিবার হেতু এই যে—সুবন্ত ও তিঙন্তপদে একটী অভিধারূপা ও অনন্বিত অর্থের অনুভব উৎপাদিকা শক্তি থাকে। সেই শক্তি যে অর্থের দ্বারা নিরূপিত হয় অর্থাৎ সেই শক্তি যে পদার্থের বোধ উৎপাদন করে, তাহার নাম অভিহিত। সেই অভিহিত ও পরস্পর অনন্বিত পদার্থসকলের যে পরস্পর অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ, তাহার নাম

ভাবদীপিকা [উক্ত মতবাদদ্বয় হইতে ন্যায়মতের প্রভেদ]

অভিহিতের অন্বয়। এইপ্রকারে এইমতে পদার্থসকল প্রথমে অভিহিত হয় ও পরে তাহাদের অন্বয়বোধ হয় বলিয়া এই মতবাদকে 'অভিহিতান্বয়বাদ' বলা হয়। [অভিধাশব্দের অর্থ— 'অভিধীয়তে অনয়া শক্ত্যা ইতি অভিধা', অর্থাৎ পদনিষ্ঠ যে শক্তির দ্বারা অনন্বিত অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম অভিধা।] ইহাই হইল সংক্ষেপে 'অভিহিতান্বয়বাদ'।

[নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাদী বা অন্বিতাভিধানবাদী নহেন।]

কেহ কেহ যে নৈয়ায়িকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু উপরে যে দুইপ্রকার অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটীও নৈয়ায়িকগণের অভিমত নহে। উপরোক্ত অভিহিতান্বয়বাদিগণ সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা বলেন না। তাঁহাদের মতে "শক্তং পদম্" অর্থাৎ শক্তিযুক্ত যে প্রকৃতি ও প্রত্যয়, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ পদই হইয়া থাকে। সুতরাং ন্যায়মতে সুবন্ত ও তিঙন্তকে বাক্যই বলিতে হয়। ইহা অভিহিতান্বয়বাদিগণ স্বীকার করেন না। আর এক কথা—ন্যায়মতে পদে দুইপ্রকার শক্তি স্বীকৃত হয়। যথা—১। স্মারিকাশক্তি ও ২। অনুভাবিকা শক্তি।* অভিহিতান্বয়-বাদে এইপ্রকারে দুইটী শক্তি স্বীকৃত হয় না, পরন্তু পদনিষ্ঠ অভিধাশক্তিমাত্র স্বীকৃত হয়। ন্যায়মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যাহা অর্থ, স্মারিকা শক্তির দ্বারা তাহার বিশৃঙ্খলভাবে স্মরণ হয়। অভিহিতান্বয়বাদে কিন্তু পদার্থের স্মরণ হয় না, পরন্তু অনুভব হয়। আর ন্যায়মতে অনুভাবিকা শক্তির দ্বারা বিশৃঙ্খলভাবে স্মৃত সেই পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ সম্পন্ন হয়, বাক্যার্থবোধের জন্য আর ভট্টসম্মত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদের লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় না; অথবা প্রথমোক্ত অভিহিতান্বয়বাদের ন্যায় পদার্থসকলের অনুভব হইতে বা অনুভূত পদার্থসকল হইতে বাক্যার্থবোধ স্বীকৃত হয় না। এইরূপে অভিহিতান্বয়বাদের সহিত ন্যায়মতের বহু অসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আবার নৈয়ায়িকগণকে অন্বিতাভিধানবাদীও বলা যায় না, কারণ ন্যায়মতে অন্বিতাভিধানবাদের ন্যায় পদে স্মারিকা ও অনুভাবিকা এই উভয়-প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইলেও, ন্যায়মতে যে পদে অনুভাবিকা শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা স্বরূপতঃই স্মারিত পদার্থসকলের অন্বয়বোধের জনক হয়। অন্বিত অর্থে তাহার জ্ঞানের আদৌ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদে বৃদ্ধব্যবহারের দ্বারা সেই শক্তি অন্বিতার্থে জ্ঞাত না হইলে পদার্থসকলের অন্বয়বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হইতেই পারে না। এইহেতু নব্য-নৈয়ায়িক গদাধর প্রভৃতি স্পষ্টভাবেই অন্বিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, অন্বিতাভিধানবাদের সহিতও ন্যায়মতের সাদৃশ্য নাই। সুতরাং নৈয়ায়িক-গণের এতদ্বিষয়ক মতবাদকে একটী স্বতন্ত্র মতবাদই বলিতে হইবে।

[এই অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। আর সাধারণ জিজ্ঞাসুসমাজে এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণার অভাবও সুপরিদৃষ্ট। সেইহেতু কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও সিদ্ধান্তবিন্দুর গৌড়ব্রহ্মানন্দী টীকা ও চিৎসুখী প্রভৃতি দৃষ্টে আমরা এই ব্যাখ্যা যোজনা করিলাম।—শ্রীআনন্দ ঝা।]

* ন্যায়মতে যে পদে অনুভাবিকা শক্তি স্বীকৃত হয়, তাহা কারিকাবলীর ৮২ কারিকাস্থ মুক্তাবলীর নিম্নোক্ত পংক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা—"কিন্তু লাক্ষণিকং পদং নানুভাবকম্। লাক্ষণিকার্থস্য শাব্দবোধে তু পদান্তরং কারণম্। শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধেনেতরপদার্থান্বিতস্বশক্যার্থশাব্দবোধং প্রতি পদানাং সামর্থ্যাবধারণাৎ", ইত্যাদি।

[১৪১ পৃঃ] **শাঙ্করভাষ্যম্**

অতঃ পুরুষং ক্বচিৎ বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ, কুতশ্চিৎ বিষয়বিশেষাৎ নিবর্ত্তয়ৎ চ অর্থবৎ শাস্ত্রম্; তচ্ছেষতয়া চ অন্যৎ উপযুক্তম্ ।৬ তৎসামান্যাৎ বেদান্তানামপি তথৈব অর্থবত্ত্বং স্যাৎ ।৭ সতি চ বিধিপরত্বে যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে, এবম্ অমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে ইতি যুক্তম্ ।৮ ননু ইহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যম্ উক্তম্—কর্ম্মকাণ্ডে ভব্যঃ ধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ, ইহ তু ভূতং নিত্যনির্বৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম

ভাষ্যানুবাদ

অতএব পুরুষকে কোন বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করতঃ এবং কোন বিষয়বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করতঃ শাস্ত্র সার্থক হয়; আর তাহার শেষরূপে (—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবোধক বাক্যের অঙ্গরূপে, অর্থবাদাদি] অন্য বাক্যসকল উপযোগী হয় ।৬ তাহার সহিত (—প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবোধক শাস্ত্রের সহিত) সাদৃশ্য আছে বলিয়া, উপনিষৎসকলেরও সেইরূপেই (—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিবোধকরূপেই) সার্থকতা হইবে ।৭ আর [উপনিষৎসকল] বিধিপর হইলে (—কর্ম্মবোধক বিধির ন্যায় ক্রিয়ার বিধান করিলে), যেমন স্বর্গাদিকামনাকারী ব্যক্তির জন্য অগ্নিহোত্রযাগ প্রভৃতি সাধন বিহিত হয়, এইরূপে অমৃতত্বকামনাকারী ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞান (—ব্রহ্মের উপাসনা) বিহিত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত ।৮

[শঙ্কা—মীমাংসাদ্বয়ে জিজ্ঞাস্য ও ফলের ভেদবশতঃ ব্রহ্ম কর্ম্মাঙ্গ নহেন ।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বল, এখানে (—পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাদ্বয়ে) জিজ্ঞাস্য বিষয়ের বৈলক্ষণ্য কথিত হইয়াছে (৭৫পৃঃ), যথা—কর্ম্মকাণ্ডে (—পূর্ব্বমীমাংসাতে) ভব্য (—উৎপাদ্য) যে ধর্ম্ম, তাহা জিজ্ঞাস্য, কিন্তু এখানে (—উত্তরমীমাংসারূপ জ্ঞানকাণ্ডে) সিদ্ধ এবং নিত্যনির্বৃত্ত (—সদাই বর্ত্তমান, অবিনাশী) ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য, ইত্যাদি ।৯

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বাক্যার্থং বোধয়ন্তি ইতি ভাবঃ । ফলিতম্ আহ—**অত ইতি** । যতঃ বৃদ্ধা এবমাহুঃ, অতঃ বিধিনিষেধবাক্যমেব শাস্ত্রম্ । অর্থবাদাদিকং তু তচ্ছেষতয়া উপক্ষীণম্ । তেন কর্ম্মশাস্ত্রেণ সামান্যং শাস্ত্রত্বম্ । তস্মাৎ বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বেনৈব অর্থবত্ত্বং স্যাৎ ইত্যর্থঃ । ননু বেদান্তেষু নিযোজ্যস্য বিধেয়স্য চ অদর্শনাৎ কথং কার্য্যধীরিতি ? তত্র আহ—**সতি চেতি** । ননু ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসাসূত্রকারাভ্যামিহ কাণ্ডদ্বয়ে অর্থভেদ উক্তঃ, এককার্য্যার্থত্বে শাস্ত্রভেদানুপপত্তেঃ । তত্র কাণ্ডদ্বয়ে জিজ্ঞাস্যভেদে সতি ফলবৈলক্ষণ্যং বাচ্যম্ । তথা চ ন মুক্তিফলায় জ্ঞানস্য বিধেয়তা, মুক্তের্বিধেয়ক্রিয়াজন্যত্বে কর্ম্মফলাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গাৎ, অবিশেষে জিজ্ঞাস্যভেদাসিদ্ধেঃ । অতঃ কর্ম্মফলবিলক্ষণত্বাৎ নিত্যসিদ্ধমুক্তেঃ তদ্ব্যঞ্জকজ্ঞানবিধিঃ অযুক্ত ইত্যাশঙ্কতে—**নন্বিহেতি** মুক্তেঃ কর্ম্মফলাৎ বৈলক্ষণ্যম্ অসিদ্ধমিতি তদর্থং জ্ঞানং বিধেয়ম্ । ন চ তর্হি সফলং কার্য্যমেব

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি।৯ তত্র ধর্ম্মজ্ঞানফলাৎ অনুষ্ঠানাপেক্ষাৎ বিলক্ষণং ব্রহ্মজ্ঞানফলং ভবিতুম্ অর্হতি।১০ ন অর্হতি এবং ভবিতুম্, কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্য এব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ।১১ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ (বৃঃ ২।৪।৫), "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা....সঃ অন্বেষ্টব্যঃ সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১), "আত্মা ইতি এব উপাসীত" (বৃঃ ১।৪।৭); "আত্মানম্ এব লোকম্ উপাসীত" (বৃঃ ১।৪।১৫), ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯) ইত্যাদিবিধানেষু সৎসু "কঃ অসৌ আত্মা, কিং তদ্ ব্রহ্ম" ইতি আকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তাঃ উপযুক্তাঃ—নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতঃ নিত্যতৃপ্তঃ

ভাষ্যানুবাদ

তন্মধ্যে অনুষ্ঠানকে অপেক্ষা করে যে ধর্ম্মজ্ঞানের (—কর্ম্মজ্ঞানের, স্বর্গাদিরূপ] ফল, তদপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানের যাহা ফল (—মোক্ষ), তাহা ভিন্ন হওয়াই সঙ্গত।১০ [সুতরাং ব্রহ্ম বিধিবোধিত উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ হইতে পারেন না।]

[পুঃ সমাধান—বৃত্তিকারমতের দৃঢ়তা সম্পাদন। উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত।]

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, এইপ্রকার হইতে পারে না, যেহেতু যে ব্রহ্ম কার্য্যবিধিতে প্রযুক্ত, তিনিই এখানে (—বেদান্তে) প্রতিপাদিত হইতেছেন (—উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম বেদান্তে প্রতিপাদিত হইতেছেন।১১ সুতরাং তাদৃশ ব্রহ্মবিষয়ে বিচারের জন্যই "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি সূত্র রচিত হইয়াছে। যদি বলা হয়, বেদান্তে বিধি শ্রুত হয় নাই, তদুত্তরে বলিতেছেন--] "হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য", "যে আত্মা [ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ] পাপরহিত, তিনিই অন্বেষণীয় এবং তিনিই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসার যোগ্য", "আত্মা—এইরূপেই উপাসনা করিবে," "আত্মরূপ লোককেই (—ফলকেই) উপাসনা করিবে," "যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান" (—যিনি ব্রহ্মভাব কামনা করেন, তিনি ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন), ইত্যাদি এইসকল [উপাসনাবোধক] বিধি থাকায়, "এই আত্মা কে?" "সেই ব্রহ্ম কি?—এইপ্রকার আকাঙ্ক্ষা হইলে, তাহার স্বরূপ সমর্পণের দ্বারা (—সেই আত্মা এবং ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদনদ্বারা)

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বেদান্তেষু অপি জিজ্ঞাস্যমিতি তদ্ভেদাসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্, ইষ্টত্বাৎ। ন চ ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাস্যত্বসূত্রবিরোধঃ, জ্ঞানবিধিশেষত্বেন সূত্রকৃতা ব্রহ্মপ্রতিপাদনাৎ ইতি পরিহরতি—**নার্হত্যেবমিতি।** ব্রহ্মণঃ বিধিপ্রযুক্তত্বং স্ফুটয়তি—**আত্মা বা ইতি।** 'ব্রহ্ম বেদ' ইত্যত্র ব্রহ্মভাবকামঃ ব্রহ্মবেদনং কুর্য্যাৎ ইতি বিধিঃ পরিণম্যতে ইতি দ্রষ্টব্যম্। লোকং—জ্ঞানস্বরূপম্। বেদান্তানেব অর্থতঃ দর্শয়তি—**নিত্য ইতি।** নন্ কিং বিধিফলম্ ইতি তদাহ—**তদুপাসনাদিতি।**

শাঙ্করভাষ্যম্

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ইতি এবমাদয়ঃ।১২ তদুপাসনাৎ চ শাস্ত্রদৃষ্টঃ অদৃষ্টঃ মোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি ইতি।১৩ কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ, 'সপ্তদ্বীপা বসুমতি', 'রাজা অসৌ গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যবৎ বেদান্তবাক্যানাম্ আনর্থক্যম্ এব স্যাৎ।১৪ ননু বস্তুমাত্রকথনে অপি 'রজ্জুঃ ইয়ং নায়ং সর্পঃ' ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবর্ত্তনেন অর্থবত্ত্বং দৃষ্টম্, তথা ইহাপি অসংসার্য্যাত্মবস্তুকথনেন সংসারিত্বভ্রান্তিনিবর্ত্তনেন অর্থবত্ত্বং স্যাৎ।১৫ স্যাৎ এতৎ এবম্, যদি

ভাষ্যানুবাদ

'নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগত নিত্যতৃপ্ত নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম', ইত্যাদি এই উপনিষদ্‌বাক্যসকল উপযোগী হইয়া থাকে।১২ আর তাঁহার (—সেই ব্রহ্মের) উপাসনা হইতে শাস্ত্রদৃষ্ট ও অদৃষ্ট (—শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ও অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত) মোক্ষরূপ ফল হইবে।১৩ কিন্তু কর্ত্তব্যবিধির অনুপ্রবেশ না থাকিলে (—ব্রহ্মকে উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে স্বীকার না করিলে), কেবল বস্তুর স্বরূপমাত্র কথনে ত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভব হয় না বলিয়া, 'বসুমতী সাতটী দ্বীপসমন্বিতা' 'ঐ রাজা গমন করিতেছেন'—ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বেদান্তবাক্যসকলের আনর্থক্যই হইবে (—বিধির সহিত সম্বন্ধবিহীন সিদ্ধবস্তুর জ্ঞানে কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া উপনিষদ্‌বাক্যসকল ব্যর্থ হইয়া যাইবে।১৪ অতএব বিধিবোধিত উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার্য্য])।

[শঙ্কা—সংসারিত্বভ্রান্তি নিবৃত্তিই ব্রহ্মাত্মবোধক বেদান্তবাক্যের সার্থকতা।]

পূর্ব্বপক্ষে শঙ্কা—যদি বলা হয়, বস্তুমাত্র কথিত হইলেও, 'ইহা রজ্জু, ইহা সর্প নহে'—ইত্যাদিস্থলে ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন ভীতিনিবৃত্তির দ্বারা [সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক তাদৃশবাক্যের] সার্থকতা দেখা যায়, তদ্রূপ এখানেও অসংসারী আত্মবস্তু কথিত হয় বলিয়া [আত্মার] সংসারিত্বরূপ ভ্রান্তিনিবৃত্তির দ্বারা [বেদান্তবাক্যসকলের] সার্থকতা হইবে।১৫

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রত্যগ্‌ব্রহ্মোপাসনাৎ 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' ইতি শাস্ত্রোক্তঃ মোক্ষঃ স্বর্গবল্লোকাপ্রসিদ্ধঃ ফলমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ কর্ত্তব্যোপাসনাবিষয়কবিধিশেষত্বানঙ্গীকারে বাধকমাহ—**কর্ত্তব্যেতি।** বিধ্যসম্বদ্ধসিদ্ধবোধে প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ বেদান্তানাং বৈফল্যং স্যাৎ, ইত্যর্থঃ। **ননু** ইতি শঙ্কা স্পষ্টার্থা। দৃষ্টান্তবৈষম্যেন পরিহরতি—**স্যাদিতি।** এতৎ—অর্থবত্ত্বম্ এবং চেৎ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। এবংশব্দার্থমাহ—**যদীতি।** কিঞ্চ, যদি জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ, তদা শ্রবণজন্যজ্ঞানানন্তরং

শাঙ্করভাষ্যম্

রজ্জুস্বরূপশ্রবণে ইব সর্পভ্রান্তিঃ, সংসারিত্বভ্রান্তিঃ ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রবণমাত্রেণ নিবর্ত্তেত ।১৬ নতু নিবর্ত্ততে, শ্রুতব্রহ্মণঃ অপি যথা-পূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারিধর্ম্মদর্শনাৎ ।১৭ "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োঃ মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ বিধিদর্শনাৎ।১৮ তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ সমাধান—ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ করিলেও সংসারিত্ব নিবৃত্ত হয় না। অতএব উপাস্যব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য।]

পূর্ব্বপক্ষীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব, ইহা এইরূপ হইতে পারিত, যদি রজ্জুর স্বরূপ শ্রবণে সর্পভ্রান্তির ন্যায়, ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণমাত্রদ্বারাই [জীবের] সংসারিত্বভ্রান্তি নিবৃত্ত হইত।১৬ কিন্তু তাহাত নিবৃত্ত হয় না, যেহেতু যিনি ব্রহ্ম-বিষয়ে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও সুখদুঃখাদিরূপ সংসারীর ধর্ম্ম পূর্ব্ববৎ দেখা যায়।১৭ আর যেহেতু "শ্রবণ করিবে,মনন করিবে,নিদিধ্যাসন করিবে"(১)—এইরূপে শ্রবণের পরবর্ত্তিকালে মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিধি দেখা যায় (২)।১৮ সেইহেতু (—যেহেতু সিদ্ধবস্তুর জ্ঞানে কোনপ্রকার ফল হয় না, শব্দের শক্তি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বিষয়েই থাকে, বেদ ক্রিয়ামাত্রেরই বোধক এবং মনন প্রভৃতি ক্রিয়ার বিধান আছে, সেইহেতু) প্রতিপত্তিবিধির বিষয়রূপে (—উপাসনাবোধক বিধির

ভাবদীপিকা

(১) **শ্রবণ**—তাৎপর্য্যনির্ণায়ক ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা উপনিষৎসকলের অদ্বিতীয় একরস ব্রহ্মে তাৎপর্য্য অবধারণের অনুকূল মানসী ক্রিয়াকে শ্রবণ বলে। **মনন**—শ্রবণদ্বারা অবধারিত বিষয়ে প্রমাণান্তরের দ্বারা বিরোধের আশঙ্কা হইলে, তাহা নিরাকরণের জন্য শ্রুতির অনুকূল যুক্তিপ্রয়োগরূপ মানস ব্যাপারকে মনন বলে। **নিদিধ্যাসন**—যদ্বিষয়ে শ্রবণ ও মনন করা হইয়াছে, সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে যে চিত্তের স্থৈর্য্যের অনুকূল মানস ব্যাপার অর্থাৎ অনাদি দুর্ব্বাসনাবশে রূপরসাদি বিষয়ে আকৃষ্ট চিত্তকে বিষয় হইতে অপসারণ করতঃ যে ব্রহ্মবস্তুতে তৎসজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহ (—অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান), তাহাকে নিদিধ্যাসন বলে।

(২) এখানে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—মুক্তি যদি উপাসনারূপ কর্ম্মজন্য না হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানজন্য হইত, তবে শব্দাপরোক্ষবাদী তোমার মতে "শ্রোতব্য" এইরূপে বিহিত যে শ্রবণ, সেই শ্রবণজন্যজ্ঞানের অনন্তর আর "মন্তব্যঃ, নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান থাকা সঙ্গত হইত না। অথচ শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক মনন ও

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মননাদিবিধির্ন স্যাৎ, তদ্বিধেশ্চ কার্য্যসাধ্যা মুক্তিরিত্যাহ—**শ্রোতব্য ইতি**। শব্দানাং কার্য্যান্বিতশক্তেঃ, প্রবৃত্ত্যাদিফলস্যৈব শাস্ত্রত্বাৎ, সিদ্ধে ফলাভাবাৎ, মননাদিবিধেশ্চ কার্য্যপরা বেদান্তা ইতি পূর্ব্বপক্ষম্ উপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। বেদান্তা ন বিধিপরাঃ, স্বার্থে ফলবত্বে

শাঙ্করভাষ্যম্

এব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি ।১৯ অত্র অভিধীয়তে —ন, কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োঃ বৈলক্ষণ্যাৎ ।২০ শারীরং বাচিকং মানসং চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) ইতি সূত্রিতা ।২১ অধর্ম্মঃ অপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ পরি-

ভাষ্যানুবাদ

প্রতিপাদ্য উপাস্যরূপে) ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, ইত্যাদি ।১৯ [এই পর্য্যন্ত বৃত্তিকারের মতানুযায়ী পূর্ব্বপক্ষ ।]

[সিঃ—ধর্ম্ম ও মোক্ষের অধিকারিভেদ । শাস্ত্রবোধিত কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মই ধর্ম্ম,মোক্ষ তাহার ফল নহে ।]

সিদ্ধান্ত—এই বিষয়ে বলা হইতেছে—না, এইপ্রকার বলা যায় না ; যেহেতু কর্ম্মের এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফলের বিভিন্নতা আছে ।২০ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ যে কায়িক,বাচিক এবং মানসিক কর্ম্ম,তাহাকে ধর্ম্ম বলা হয়, যাহার (—যে ধর্ম্মের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"(১) এই সূত্রে [মহর্ষি জৈমিনিকর্ত্তৃক] সূত্রিত হইয়াছে ।২১ হিংসাদিরূপ অধর্ম্মও প্রতিষেধচোদনা লক্ষণ বলিয়া

ভাবদীপিকা

নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়ার বিধান দেখা যায় । সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপেই ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে—মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য নহে, কিন্তু বিধেয় উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য এবং ব্রহ্মের স্বরূপমাত্র জ্ঞানে কোনপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

(১) "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) এই সূত্রটার অর্থ এই—অথ—গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নের অনন্তর, অতঃ—যিনি বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তিনি বেদবাক্য বিচার করিতে সমর্থ হন না বলিয়া [অথবা বেদাধ্যয়নের দ্বারা বেদার্থজ্ঞানরূপ ফল হয় বলিয়া,ধর্ম্ম-নির্ণয়ের জন্য] **ধর্ম্মজিজ্ঞাসা**—কর্ম্মবোধক বেদবাক্যসকলের জিজ্ঞাসা(—বিচার) করা কর্ত্তব্য। এইটী পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্র। এই দর্শনে কর্ম্ম ও [সঙ্কর্ষকাণ্ডে]উপাসনা বিচারিত হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সতি নিয়োজ্যবিধুরত্বাৎ, 'নায়ং সর্পঃ' ইতি বাক্যবৎ । "সঃ অরোদীৎ" "স্বর্গকামঃ যজেত" ইতি বাক্যয়োর্নিরাসায় হেতৌ বিশেষণদ্বয়মিতি সিদ্ধান্তয়তি—**অত্রেতি**। যদুক্তং মোক্ষকামস্য নিয়োজ্যস্য জ্ঞানং বিধেয়ম্ ইতি, তৎ ন ইত্যাহ—**নেতি**। মোক্ষঃ ন বিধিজন্যঃ, কর্ম্মফল-বিলক্ষণত্বাৎ,আত্মবৎ ইত্যর্থঃ। উক্তহেতুজ্ঞানায় কর্ম্মতৎফলে প্রপঞ্চয়তি—**শারীরম্** ইত্যাদিনা **বর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি** ইত্যন্তেন। অথ—বেদাধ্যয়নানন্তরম্, অতঃ—বেদস্য ফলবদর্থপরত্বাৎ, ধর্ম্মনির্ণয়ায় কর্ম্মবাক্যবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি সূত্রার্থঃ। ন কেবলং ধর্ম্মাখ্যং কর্ম্ম, কিন্তু অধর্ম্মঃ অপি ইত্যাহ—**অধর্ম্মঃ অপি**। নিষেধবাক্যপ্রমাণকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কর্ম্ম উক্ত্বা

শাঙ্করভাষ্যম্

হারায় ।২২ তয়োঃ চোদনালক্ষণয়োঃ অর্থানর্থয়োঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদঃখে শরীরবাঙ্মনোভিঃ এব উপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে ।২৩ মনুষ্যত্বাৎ আরভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যম্ অনুশ্রূয়তে ।২৪ ততশ্চ তদ্ধেতোঃ ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে ।২৫ ধর্ম্মতারতম্যাৎ অধিকারিতারতম্যম্ ।২৬ প্রসিদ্ধং চ অর্থিত্ব-সামর্থ্যাদিকৃতম্ অধিকারিতারতম্যম্ ।২৭ তথাচ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনা-মেব বিদ্যাসমাধিবিশেষাৎ উত্তরেণ পথা গমনম্, কেবলৈঃ

ভাষ্যানুবাদ

(—নিবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যরূপ প্রমাণগম্য বলিয়া) পরিহার করিবার জন্য জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে।২২ চোদনা (—বেদবাক্য) যাহার লক্ষণ (—প্রমাণ), এতাদৃশ যে অর্থ ও অনর্থরূপ সেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, তাহাদের সুখ ও দুঃখরূপ ফলদ্বয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা তাহারা উপভুক্ত হয় এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতসমূহে প্রসিদ্ধ আছে।২৩ মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত দেহধারীসকলে সুখের তারতম্য [তৈঃ ২।৮] শ্রুতিতে বর্ণিত হইতেছে।২৪ আর সেইহেতু (—সুখের তারতম্যবশতঃ) তাহার (—সুখের) কারণ ধর্ম্মের তারতম্য অবগত হওয়া যায়।২৫ ধর্ম্মের তারতম্য বশতঃ অধিকারীর তারতম্য অবগত হওয়া যায়।২৬ আর অর্থিত্ব (—ফলকামনা) এবং [পুত্রবান্ হওয়া, বিত্তবান্ হওয়া, শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিবারিত না হওয়া, ইত্যাদিরূপ] সামর্থ্য প্রভৃতির দ্বারা কৃত অধিকারীর তারতম্য প্রসিদ্ধই আছে।২৭ যেমন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকারিগণেরই বিদ্যা এবং সমাধিবিশেষবশতঃ (—উপাসনা এবং তৎপ্রভাবে চিত্তের স্থৈর্য্যবশতঃ) উত্তর পথের দ্বারা (—দেবযান মার্গদ্বারা, ব্রহ্মলোকে] গমন এবং

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ফলমাহ—**তয়োরিতি** । মোক্ষস্তু অতীন্দ্রিয়ঃ, বিশোকঃ, শরীরাদ্যভোগ্যঃ, বিষয়াদ্যজন্যঃ, অনাত্মবিৎসু অপ্রসিদ্ধ ইতি বৈলক্ষণ্যজ্ঞানায় প্রত্যক্ষত্বাদীনি বিশেষণানি। সামান্যেন কর্ম্মফলম্ উক্ত্বা ধর্ম্মফলং পৃথক্ প্রপঞ্চয়তি - **মনুষ্যত্বাদীতি** । "স একো মানুষ আনন্দঃ"(তৈঃ ২।৮।১), ততঃ শতগুণঃ গন্ধর্ব্বাদীনামিতি শ্রুতেঃ অনুভবানুসারিত্বম্ অনুশব্দার্থঃ। ততশ্চ—সুখতারতম্যাৎ ইত্যর্থঃ। মোক্ষস্তু নিরতিশয়ঃ, তৎসাধনং চ তত্ত্বজ্ঞানমেকরূপমিতি বৈলক্ষণ্যম্। কিঞ্চ, সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন একরূপ এব মোক্ষবিদ্যাধিকারী, কর্ম্মণি তু নানাবিধ ইতি বৈলক্ষণ্যমাহ—**ধর্ম্মেতি** । গম্যতে ন কেবলং কিন্তু প্রসিদ্ধং চ ইত্যর্থঃ। অর্থিত্বং—ফলকামিত্বম্। সামর্থ্যম্—লৌকিকং পুত্রাদি। আদিপদাৎ বিদ্বত্ত্বং শাস্ত্রানিন্দিতত্বং চ। কিঞ্চ কর্ম্মফলং মার্গপ্রাপ্যং, মোক্ষস্তু নিত্যাপ্ত ইতি ভেদমাহ—**তথেতি** । উপাসনায়াং চিত্তস্থৈর্য্যপ্রকর্ষাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

ইষ্টাপূর্ত্তদত্তসাধনৈঃ ধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্ ।২৮ তত্রাপি সুখতারতম্যং তৎসাধনতারতম্যং চ শাস্ত্রাৎ—"যাবৎ সম্পাতম্ উষিত্বা" (ছাঃ ৫।১০।৫) ইতি অস্মাৎ গম্যতে ।২৯ তথা মনুষ্যাদিষু নারকস্থাবরান্তেষু সুখলবঃ চোদনালক্ষণধর্ম্মসাধ্যঃ এব ইতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত্তমানঃ ।৩০ তথা ঊর্দ্ধগতেষু অধোগতেষু চ দেহবৎসু দুঃখতারতম্যদর্শনাৎ তদ্ধেতোঃ অধর্ম্মস্য

ভাষ্যানুবাদ

কেবল (—উপাসনাবিহীন) ইষ্ট, পূর্ত্ত এবং দত্তরূপ (১) সাধনসকলের দ্বারা ধূমাদিক্রমে দক্ষিণপথের দ্বারা (—পিতৃযানমার্গদ্বারা, চন্দ্রলোকে] গমন প্রসিদ্ধই আছে।২৮ আর সেখানেও (—চন্দ্রলোকেও) সুখের তারতম্য এবং তাহার সাধনের তারতম্য, "ভোগপ্রদানকারি কর্ম্ম যতদিন থাকে, ততদিন [চন্দ্রলোকে] বাস করিয়া" ইত্যাদি এই শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়।২৯ [মোক্ষ কিন্তু এইপ্রকার তারতম্যযুক্ত নহে। আর তাহার সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীও একইরূপ হইয়া থাকে।] এইরূপে মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া নরকস্থ ও স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতসকলে তরতমভাবে (—অল্প বা অধিক পরিমাণে) বর্ত্তমান যে সুখলেশ, তাহা চোদনালক্ষণ ধর্ম্মেরই (২) সাধ্য (—ফল), ইহা অবগত হওয়া যায়।৩০ তদ্রূপ ঊর্দ্ধগত (—স্বর্গাদিলোকস্থ) এবং অধোগত (—নরকাদিগত) দেহধারী জীবসকলে দুঃখের তারতম্য দৃষ্ট হয় বলিয়া

ভাবদীপিকা

(১) **ইষ্টকর্ম্ম**—অগ্নিহোত্রযাগ, বৈশ্বদেবযাগ, তপস্যা, সত্যবাদিতা, বেদাধ্যয়ন, অতিথিসেবা, ইত্যাদি। **পূর্ত্তকর্ম্ম**—পুষ্করিণী, কূপ, ধর্ম্মশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, দেবালয় স্থাপন, অন্নসত্র স্থাপন, ইত্যাদি। **দত্তকর্ম্ম**—শরণাগতের রক্ষা, অহিংসা, যজ্ঞের অঙ্গ নহে এতাদৃশ দান, ইত্যাদি।

(২) ৭৭ পৃঃ ভাবদীপিকা দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকগমনং "তে অর্চ্চিষম্". (ছাঃ ৪।১৫।৫) ইত্যাদিনা শ্রূয়তে ইত্যর্থঃ। "অগ্নিহোত্রং তপস্সত্যং বেদানাং চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবং চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥ বাপীকূপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ শরণাগতসংত্রাণং ভূতানাং চাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥ তত্রাপি—চন্দ্রলোকে অপি ইত্যর্থঃ। সম্পততি গচ্ছতি অস্মাল্লোকাদমুং লোকমনেনেতি সম্পাতঃ—কর্ম্ম। যাবৎ কর্ম্ম ভোক্তব্যং তাবৎ স্থিত্বা পুনরায়ান্তি ইত্যর্থঃ। মনুষ্যত্বাৎ ঊর্দ্ধং গতেষু সুখস্য তারতম্যম্ উক্ত্বা অধোগতেষু তৎ আহ—**তথেতি**। ইদানীং দুঃখতদ্ধেতুতদনুষ্ঠায়িনাং তারতম্যং বদন্ অধর্ম্মফলং প্রপঞ্চয়তি—**তথোর্দ্ধমিতি**। দ্বিবিধং কর্ম্মফলং, মোক্ষস্য তদ্বৈলক্ষণ্যজ্ঞানায় প্রপঞ্চিতম্

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়িনাং চ তারতম্যং গম্যতে।৩১ এবম্ অবিদ্যাদিদোষবতাং ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যনিমিত্তং শরীরোপাদানপূর্ব্বকং সুখদুঃখতারতম্যম্ অনিত্যং সংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্।৩২ তথা চ শ্রুতিঃ—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি যথাবর্ণিতং সংসাররূপম্ অনুবদতি।৩৩ অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১) ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধাৎ চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যস্য অশরীরত্বস্য প্রতিষিধ্যতে ইতি

ভাষ্যানুবাদ

তাহার হেতু যে নিবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যরূপ প্রমাণগম্য অধর্ম্ম, তাহার এবং তদনুষ্ঠাতৃপুরুষগণের তারতম্য অবগত হওয়া যায়।৩১ এইরূপে অবিদ্যাদিদোষবিশিষ্ট পুরুষগণের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তারতম্যবশতঃ শরীর ধারণপূর্ব্বক যে সুখ ও দুঃখের তারতম্য, তাহা এই অনিত্য সংসাররূপ—ইহা শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায়প্রসিদ্ধ (—যুক্তিসিদ্ধ)।৩২ আর শ্রুতিও "যিনি সশরীর (—দেহাভিমানী) তাঁহার সুখ ও দুঃখের নিশ্চয়ই বিনাশ হয় না"---এইরূপে পূর্ব্ববর্ণিত সংসাররূপের অনুবাদ (১) করিতেছেন।৩৩ "যিনি নিশ্চিতরূপে অশরীর (—শরীরাভিমানরহিত), তাঁহাকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করে না"—এইরূপে শ্রুতিতে সুখদুঃখস্পর্শের প্রতিষেধ থাকায়, মোক্ষ নামক যে অশরীরত্ব, তাহার চোদনালক্ষণ ধর্ম্মকার্য্যত্বের (—শ্রুতিবাক্যই

ভাবদীপিকা

(১) "বিহিতস্যানুবচনমনুবাদঃ" (ন্যাঃ দঃ ২।১।৬৫)—'যাহা জ্ঞাত অর্থাৎ পূর্ব্বে কথিত বা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার যে পুনঃ কথন, তাহাকে **অনুবাদ** বলে'। এখানে ভাষ্যমধ্যে 'অনুবদতি' এই পদপ্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"ন হ বৈ সশরীরস্য" ইত্যাদি শ্রুতিটী যে সংসারের স্বরূপ প্রতিপাদন করে, তাহা নহে; কিন্তু যথাবর্ণিত সংসারের যাহা স্বরূপ, তাহার অনুবাদদ্বারা মুক্তি প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য। "শরীরাভিমানীর সুখদুঃখভোগই" এখানে সংসারস্বরূপের অনুবাদ। সংসারের এই স্বরূপ, "ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে……বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে", ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যে (১৫২পৃঃ) বর্ণিত হইয়াছে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উপসংহরতি—**এবমিতি**। অস্মিতাকামক্রোধভয়ানি আদিশব্দার্থঃ। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালম্" (গীঃ ৯।২১) ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। কাষ্ঠোপচয়াৎ জ্বালোপচয়দর্শনাৎ ফলতারতম্যেন সাধনতারতম্যানুমানং ন্যায়ঃ। শ্রুতিমাহ—**তথাচেতি**। মোক্ষঃ ন কর্ম্মফলম্, কর্ম্মফলবিরুদ্ধাতীন্দ্রিয়ত্ববিশোকত্বশরীরাদ্যভোগ্যত্বাদিধর্ম্মবত্বাৎ, ব্যতিরেকেণ স্বর্গাদিবৎ ইতি ন্যায়ানুগ্রাহ্যং শ্রুতিমাহ—**অশরীরমিতি**। বাবেতি—অবধারণে। তত্ত্বতো বিদেহং সন্তম্ আত্মানং

শাঙ্করভাষ্যম্

গম্যতে ।৩৪ ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধঃ ন উপপদ্যতে ।৩৫ অশরীরত্বম্ এব ধর্ম্মকার্য্যম্ ইতি চেৎ ?৩৬ ন, তস্য স্বাভাবিকত্বাৎ ।৩৭ "অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্ । মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ।। (কঠ ১।২।২২), "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মুঃ ২।১।২), "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৫)

ভাষ্যানুবাদ

যে ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ, মোক্ষ যে তাদৃশ ধর্ম্মের ফল,ইহার) প্রতিষেধ করা হইতেছে— ইহা অবগত হওয়া যায় ।৩৪ মোক্ষ যদি [উপাসনারূপ] ধর্ম্মের ফল হইত, তাহা হইলে সুখদুঃখপ্রাপ্তির যে প্রতিষেধ, তাহা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত হইত না, [কারণ মোক্ষাবস্থাতে ধর্ম্মের ফল যে বিষয়জন্য সুখ, তাহা অবশ্যই থাকিত] ।৩৫

[পূঃ—মোক্ষ ধর্ম্মেরই ফল।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা---যদি বলা হয়—অশরীরত্বই (—শরীরাভিমানরাহিত্যই) ধর্ম্মের কার্য্য (—ফল), ইত্যাদি (১) ।৩৬

[সিঃ—মোক্ষ জীবের স্বরূপ, তাহা নিত্য ; সুতরাং ধর্ম্মের ফল নহে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে, কারণ তাহা (—আত্মার অশরীরত্ব) স্বাভাবিক ।৩৭ যেহেতু ["অনিত্য] শরীরসকলে অবস্থিত, শরীররহিত,মহান্ এবং বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোক করেন না", ["সেই পুরুষ] অপ্রাণ (—ক্রিয়াশক্তিমান্ মুখ্যপ্রাণ তাঁহার নাই),অমন(—জ্ঞানশক্তিমান্ সংকল্পবিকল্পাত্মক মন তাঁহার নাই) এবং শুভ্র (—শুদ্ধ"), "এই পুরুষ অসঙ্গ"

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ভাবটী এই—'প্রিয়' এই শব্দের অর্থ যে বৈষয়িক সুখ, শ্রুতি মোক্ষাবস্থাতে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মের ফল যে শরীরের সহিত সম্বন্ধরাহিত্যরূপ মোক্ষ, তাহার নিষেধ করেন নাই, কারণ ধর্ম্মের নানাপ্রকার বিচিত্র ফলদানের সামর্থ্য আছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বৈষয়িকে সুখদুঃখে নৈব স্পৃশত ইত্যর্থঃ। মোক্ষশ্চেৎ উপাসনারূপধর্ম্মফলং,তদেব প্রিয়মস্তি ইতি তন্নিষেধাযোগ ইত্যাহ—**ধর্ম্মকার্য্যত্বে হীতি।** ননু প্রিয়ং নাম বৈষয়িকং সুখং তন্নিষিধ্যতে, মোক্ষস্তু ধর্ম্মফলমেব, কর্ম্মণাং বিচিত্রফলদানসামর্থ্যাৎ ইতি শঙ্কতে—**অশরীরত্বমেবেতি।** আত্মনো দেহাসঙ্গিত্বমশরীরত্বম্,তস্য অনাদিত্বাৎ ন কর্ম্মসাধ্যতা ইত্যাহ—**নেতি।** অশরীরং স্থূলদেহশূন্যং। দেহেষু অনেকেষু অনিত্যেষু একং নিত্যম্ অবস্থিতং,মহান্তং ব্যাপিনম্। আপেক্ষিকমহত্ত্বং বারয়তি—**বিভুমিতি।** তমাত্মানং জ্ঞাত্বা ধীরঃ সন্ শোকোপলক্ষিতং সংসারং ন অনুভবতি ইত্যর্থঃ। সূক্ষ্মদেহাভাবে শ্রুতিমাহ—**অপ্রাণ ইতি।** প্রাণমনসোঃ ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যোঃ নিষেধাৎ, তদধীনানাং কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং নিষেধো হি যতঃ, অতঃ শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। দেহদ্বয়াভাবে

শাঙ্করভাষ্যম্

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৩৮ অতএব অনুষ্ঠেয়কর্ম্মফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যম্ অশরীরত্বং নিত্যং ইতি সিদ্ধম্।৩৯ তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামিনিত্যং, যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি 'তদেব ইদম্' ইতি বুদ্ধিঃ ন বিহন্যতে; যথা পৃথিব্যাদিজগন্নিত্যত্ববাদিনাম্, যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ।৪০ ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থনিত্যং, ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং, নিত্যতৃপ্তং, নিরবয়বং, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবম্।৪১ যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ং

ভাষ্যানুবাদ

ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ আছে (—উক্ত শ্রুতিসকল হইতে আত্মার স্বাভাবিক অশরীরতা অবগত হওয়া যায়)।৩৮ অতএব অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফল হইতে ভিন্ন মোক্ষ নামক অশরীরত্ব যে নিত্য, ইহা সিদ্ধ হইল।৩৯ [সুতরাং মোক্ষ ধর্ম্মের ফল নহে।]

[সিঃ—মোক্ষের স্বরূপ বর্ণন। নিত্যব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ ধর্ম্মের ফল নহে।]

['মোক্ষ নিত্য বটে, তবে পরিণামী নিত্য, সুতরাং ধর্ম্মেরই ফল'—এতাদৃশ সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন—] তন্মধ্যে (—নিত্যবস্তুসকলের মধ্যে) কোন কোন বস্তু পরিণামী নিত্য, যে বস্তু বিকৃত হইলেও "ইহা তাহাই" এইপ্রকার বুদ্ধি বিনষ্ট হয় না [তাহা পরিণামী নিত্য]; যথা—জগতের নিত্যতাবাদিগণের মতে পৃথিবী প্রভৃতি এবং সাংখ্যমতাবলম্বিগণের মতে [সত্ত্বাদি] গুণসকল।৪০ কিন্তু ইহা (—শরীরাভিমানরাহিত্যরূপ মোক্ষ) পারমার্থিক, কূটস্থনিত্য, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, সকলপ্রকার বিকারবর্জ্জিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব এবং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব।৪১ যাহতে [সুখদুঃখাদি] ফলের সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং [ভূত ও ভবিষ্যদাদি] কালত্রয় বর্ত্তমান থাকে না, তাহাই এই মোক্ষ নামক শরীরসম্বন্ধরাহিত্য।৪২ "ধর্ম্ম

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শ্রুতিঃ—"অসঙ্গঃ হি" (বৃঃ ৪।৩।১৫) ইতি। নির্দ্দেহাত্মস্বরূপমোক্ষস্য অনাদিভাবত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ—**অত এবেতি।** নিত্যত্বে অপি পরিণামিতয়া ধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষস্য ইত্যাশঙ্ক্য নিত্যং দ্বেধা বিভজতে—**তত্র কিঞ্চিদিতি।** নিত্যবস্তুমধ্যে ইত্যর্থঃ। পরিণামি চ তৎ নিত্যং চ ইতি পরিণামিনিত্যম্। আত্মা তু কূটস্থনিত্য ইতি ন কর্ম্মসাধ্য ইত্যাহ—**ইদং ত্বিতি।** পরিণামিনো নিত্যত্বং প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিতং মিথ্যৈব। কূটস্থস্য তু নাশকাভাবাৎ নিত্যত্বং পারমার্থিকম্। কূটস্থত্বসিদ্ধ্যর্থং পরিস্পন্দাভাবমাহ—**ব্যোমবদিতি।** পরিণামাভাবমাহ—**সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতমিতি।** ফলানপেক্ষিত্বাৎ ন ফলার্থাপি ক্রিয়া ইত্যাহ—**নিত্যতৃপ্তমিতি।** তৃপ্তিরনপেক্ষত্বম্, বিশোকং সুখং বা। নিরবয়বত্বাৎ ন ক্রিয়া। তস্য ভানার্থমপি ন ক্রিয়া, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাৎ। অতঃ কূটস্থত্বাৎ ন কর্ম্মসাধ্যঃ মোক্ষঃ ইত্যুক্তম্। কর্ম্মতৎকার্য্যাসঙ্গিত্বাৎ চ তথা ইত্যাহ—**যত্রেতি।** কালানবচ্ছিন্নত্বাৎ চ ইত্যাহ—**কালেতি।**

শাঙ্করভাষ্যম্

চ ন উপাবর্ত্ততে, তদ্ এতৎ অশরীরত্বং মোক্ষাখ্যম্ ।৪২ "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ, অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" (কঠ ১।২।১৪) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ।৪৩ অতঃ তদ্ ব্রহ্ম যস্য ইয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা ।৪৪ তদ্ যদি কর্ত্তব্যশেষত্বেন উপদিশ্যেত, তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যঃ চেৎ মোক্ষঃ অভ্যুপগম্যেত, অনিত্যঃ এব স্যাৎ ।৪৫ তত্র এবং সতি, যথোক্তকর্ম্মফলেষু এব তারতম্যাবস্থিতেষু অনিত্যেষু কশ্চিৎ অতিশয়ঃ মোক্ষঃ ইতি প্রসজ্যেত ।৪৬

ভাষ্যানুবাদ

হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন", এই কৃত (—কার্য্য) হইতে ও অকৃত (—কারণ) হইতে ভিন্ন, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন"—ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় ।৪৩ সেইহেতু (—ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত সংস্পর্শরাহিত্যবশতঃ কর্ম্মফল হইতে ভিন্ন হয় বলিয়া) তাহাই (—সেই মোক্ষসংজ্ঞক অশরীরত্বই) ব্রহ্ম, যাঁহার বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা প্রস্তাবিত হইয়াছে ।৪৪ তাহা (—ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ) যদি কর্ত্তব্যশেষরূপে (—কর্ত্তব্যবুদ্ধির অঙ্গরূপে অর্থাৎ বিধিবোধিত উপাসনারূপ মানসক্রিয়ার অঙ্গরূপে, শাস্ত্রে] উপদিষ্ট হইত এবং সেই কর্ত্তব্যের দ্বারা (—বিহিত উপাসনাদি কর্ম্মের দ্বারা) মোক্ষ যদি সাধ্যরূপে (—উৎপাদ্যরূপে) স্বীকৃত হইত, [তাহা হইলে তাহা] অনিত্যই হইত ।৪৫ এইপ্রকার হইলে (—মোক্ষ অনিত্য হইলে) অল্প বা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান পূর্ব্বোক্ত অনিত্য কর্ম্মফল সকলের মধ্যেই মোক্ষ কোনপ্রকার অতিশয় (—উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলবিশেষ) হইয়া পড়িত ।৪৬ কিন্তু

ভাষ্যরত্নপ্রভা

'কালত্রয়ং চ ন উপাবর্ত্ততে' ইতি যোগ্যতয়া সম্বন্ধনীয়ম্ । ধর্ম্মাদ্যনবচ্ছেদে মানমাহ—**অন্যত্রেতি ।** অন্যদিত্যর্থঃ । কৃতাৎ কার্য্যাৎ । অকৃতাৎ চ কারণাৎ । ভূতাৎ, ভব্যাচ্চ । চকারাৎ বর্ত্তমানাৎ চ । অন্যৎ যৎ পশ্যসি তৎ বদ ইত্যর্থঃ । ননু উক্তাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থাসঙ্গিত্বং বদন্তু, মোক্ষস্য নিয়োগফলত্বং কিং ন স্যাৎ ইতি? তত্রাহ—**অত ইতি ।** তৎ—কৈবল্যং ব্রহ্মৈব, কর্ম্মফলবিলক্ষণত্বাৎ ইত্যর্থঃ । ব্রহ্মাভেদাৎ মোক্ষস্য কূটস্থত্বং ধর্ম্মাদ্যসঙ্গিত্বং চ ইতি ভাবঃ । যদ্বা, যৎ জিজ্ঞাস্যং তৎ ব্রহ্ম । অতঃ পৃথগ্ জিজ্ঞাস্যত্বাৎ ধর্ম্মাদ্যসংস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ । অতঃশব্দাভাবপাঠে অপি অয়মেব অর্থঃ । ব্রহ্মণঃ বিধিস্পর্শে শাস্ত্রপৃথকত্বং ন স্যাৎ, কার্য্যবিলক্ষণানধিগতবিষয়ালাভাৎ । নহি ব্রহ্মাত্মৈক্যং ভেদপ্রমাণে জাগ্রতি বিধিপরবাক্যাৎ লব্ধুং শক্যম্ । ন বা তদ্বিনা বিধেরনুপপত্তিঃ, যোষিদগ্ন্যৈক্যোপাস্তিবিধিদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ । অথবা মোক্ষস্য নিয়োগাসাধ্যত্বে ফলিতং সূত্রার্থমাহ—**অত ইতি ।** যদত্র জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম তৎ, স্বতন্ত্রমেব বেদান্তৈরুপদিশ্যতে, সমন্বয়াদিত্যর্থঃ । বিপক্ষে দণ্ডং পাতয়তি—**তদ্ যদীতি । তত্রৈবং সতীতি ।** মোক্ষে সাধ্যত্বেন অনিত্যে সতি ইত্যর্থঃ । **অত ইতি**—মুক্তের্নিয়োগসাধ্যত্বেন

শাঙ্করভাষ্যম্.

নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্বৈঃ মোক্ষবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে ।৪৭ অতঃ ন কর্ত্তব্যশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশঃ যুক্তঃ ।৪৮ অপিচ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯), "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুঃ ২।২।৮), "আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈঃ ২।৯), "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪), "তৎ আত্মানমেব অবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" (বৃঃ ১।৪।১০), "তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ" (ঈশ ৭) ইতি এবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং

ভাষ্যানুবাদ

মোক্ষ যে নিত্য, ইহা সকল মোক্ষবাদিকর্ত্তৃক স্বীকৃত ।৪৭ সেইহেতু (—ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ ধর্ম্মের ফল নহে বলিয়া) কর্ত্তব্যশেষরূপে ব্রহ্মের উপদেশ সঙ্গত নহে ।৪৮

[মোক্ষ ধর্ম্মের ফল নহে, তত্ত্বজ্ঞানের ফল—এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ। ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠেয়ান্তরাভাব ।] ·

[প্রদীপের দ্বারা তমোনিবৃত্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দৃষ্টফল,তাহা বিধিবোধিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের ন্যায় অদৃষ্ট নহে—এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আরও দেখ,"যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান","সেই পরাবর [—কার্য্য ও কারণের অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম] দৃষ্ট হইলে, ইহার সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায়","ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দ, তাহাকে জানিয়া বিদ্বান্ কোন কিছু হইতে ভয়প্রাপ্ত হন না", "হে জনক, তুমি অভয়কে (—অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছ","সেই আত্মাকেই 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে অবগত হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি সর্ব্বস্বরূপ হইয়াছিলেন", "তখন সেই একত্বদর্শনকারীর মোহই বা কি এবং শোকই বা কি?"—ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার অনন্তর মোক্ষ প্রদর্শন করতঃ [ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার ফল মোক্ষ,এই দুইটীর] 'মধ্যে অন্য কোন [উপাসনাদিরূপ]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিযোজ্যালাভাৎ কর্ত্তব্যনিয়োগাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। প্রদীপাৎ তমোনিবৃত্তিবৎ জ্ঞানাৎ অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপমোক্ষস্য দৃষ্টফলত্বাৎ চ ন নিয়োগসাধ্যত্বম্ ইত্যাহ—অপি চেতি । যঃ 'ব্রহ্ম অহম্' ইতি বেদ, স ব্রহ্মৈব ভবতি। পরং কারণম্, অবরং কার্য্যম্, তদ্রূপে তদধিষ্ঠানে, তস্মিন্ দৃষ্টে সতি অস্য দ্রষ্টুঃ অনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি নশ্যন্তি। ব্রহ্মণঃ স্বরূপমানন্দং বিদ্বান্ নির্ভয়ঃ ভবতি, দ্বিতীয়াভাবাৎ। 'অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্তঃ অসি' অজ্ঞানহানাৎ। তৎ জীবাখ্যং ব্রহ্ম গুরূপদেশাৎ আত্মানমেব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—ইতি অবেৎ—বিদিতবৎ। তস্মাৎ বেদনাৎ তৎ ব্রহ্ম পূর্ণমভবৎ। পরি-চ্ছেদভ্রান্তিহানাদেকত্বম্। "অহং ব্রহ্ম" ইত্যনুভবতঃ তত্র অনুভবকালে মোহশোকৌ ন স্তঃ ইতি শ্রুতীনামর্থঃ। তাসাং তাৎপর্য্যমাহ—ব্রহ্মেতি । বিদ্যাতৎফলয়োর্ম্মধ্যে ইত্যর্থঃ। মোক্ষস্য বিধিফলত্বে স্বর্গাদিবৎ কালান্তরভাবিত্বং স্যাৎ। তথা চ শ্রুতিবাধ ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ মোক্ষঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

দর্শয়ন্তঃ মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি ।৪৯ তথা "তদ্ হ এতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুঃ অভবম্ সূর্য্যশ্চ" (বৃঃ ১।৪।১০), ইতি ব্রহ্মদর্শনসর্ব্বাত্মভাবয়োঃ মধ্যে কর্ত্তব্যান্তরবারণায় উদাহার্য্যম্ ।৫০ যথা 'তিষ্ঠন্ গায়তি' ইতি তিষ্ঠতিগায়ত্যোঃ মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তি ইতি গম্যতে ।৫১ "ত্বং হি নঃ পিতা যঃ অস্মাকম্ অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি" (প্রশ্ন ৬।৮),

ভাষ্যানুবাদ

ক্রিয়ার নিষেধ করিতেছেন (১) ।৪৯ তদ্রূপ, "সেই ইঁহাকে (—ব্রহ্মকে, 'আমি ব্রহ্ম'—এইরূপে] দর্শন করতঃ ঋষি বামদেব অবগত হইয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মদর্শন ও সর্ব্বাত্মভাবের মধ্যে অন্য কর্ত্তব্যের নিষেধের জন্য উদাহরণরূপে গ্রহণীয় ।৫০ যেমন 'দণ্ডায়মান হইয়া গান গাহিতেছে'—এইস্থলে দণ্ডায়মান অবস্থা এবং গান ক্রিয়া, এই দুইটীর মধ্যে তৎকর্ত্তৃক (—গায়ককর্ত্তৃক, অনুষ্ঠেয়] অন্য কোন কার্য্য বিদ্যমান নাই, ইহা অবগত হওয়া যায় ।৫১ "আপনিই আমাদের পিতা, যিনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে (—পুনরাবৃত্তিশূন্য মোক্ষসংজ্ঞক ব্রহ্মে) লইয়া যাইতেছেন", "আপনার ন্যায় ব্যক্তি-

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ইহাই বলা হইতেছে—মোক্ষ যদি স্বর্গাদির ন্যায় ধর্ম্মের (—কর্ম্ম ও উপাসনার) ফল হইত, তাহা হইলে তাহা নিশ্চয়ই কালান্তরে উৎপন্ন হইত ; তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং শ্রুতিবলেই ইহা অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্ম উপাসনাদিরূপ ক্রিয়ার অঙ্গরূপে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হন নাই। যাঁহারা বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়, তাঁহাদের মতবাদ এখানে নিরাকৃত হইল বুঝিতে হইবে।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বৈধঃ ন ইত্যাহ—তথেতি। তৎ ব্রহ্ম এতৎ প্রত্যগস্মি ইতি পশ্যন্ তস্মাৎ জ্ঞানাৎ বামদেবঃ মুনীন্দ্রঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম প্রতিপেদে হ, তত্র জ্ঞানে তিষ্ঠন্ দৃষ্টবান্ আত্মমন্ত্রান্ স্বস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রকাশকান্ 'অহং মনুঃ'—ইত্যাদীন্ দদর্শ ইত্যর্থঃ। যদ্যপি স্থিতির্গানক্রিয়ায়াঃ লক্ষণম্, ব্রহ্মদর্শনং তু ব্রহ্মপ্রতিপত্তিক্রিয়ায়াঃ হেতুঃ ইতি বৈষম্যমস্তি, তথাপি "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (পাঃ সূঃ ৩।২।১২৬) ইতি সূত্রেণ ক্রিয়াং প্রতি লক্ষণহেত্বোঃ অর্থয়োঃ বর্ত্তমানাৎ ধাতোঃ পরস্য লটঃ শতৃশানচৌ আদেশৌ ভবতঃ ইতি বিহিতশতৃপ্রত্যয়সামর্থ্যাৎ 'তিষ্ঠন্ গায়তি' ইত্যুক্তে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং মধ্যে ন ভাতীত্যেতাবতা পশ্যন্ প্রতিপেদে ইত্যস্য দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। কিঞ্চ, জ্ঞানাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। জ্ঞানস্য বিধেয়ত্বে কর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বং ন যুক্তম্। অতঃ বোধকাঃ এব বেদান্তাঃ, ন বিধায়কাঃ ইত্যাহ—ত্বং হীতি। ভারদ্বাজাদয়ঃ ষড়্ ঋষয়ঃ পিপ্পলাদং গুরুং পাদয়োঃ প্রণম্য উচিরে—ত্বং খলু অস্মাকং পিতা। যস্ত্বম্ অবিদ্যামহোদধেঃ পরং পুনরাবৃত্তিশূন্যং

শাঙ্করভাষ্যম্

"শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিদ্ ইতি, সঃ অহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" (ছাঃ ৭।১।৩), "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইতি চ এবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রম্ এব আত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি।৫২ তথা চ আচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্—"দুঃখজন্ম-প্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ

ভাষ্যানুবাদ

গণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে আত্মবিৎ পুরুষ শোককে অতিক্রম করেন, হে ভগবন্, সেই আমি শোক করিতেছি হে ভগবন্, সেই আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন", "সেই মৃদিত কষায় (—নিষ্পাপ, নারদকে] ভগবান্ সনৎকুমার [শোকের কারণভূত] অজ্ঞানের পার (—ব্রহ্মস্বরূপ) দর্শন করাইয়াছিলেন"—ইত্যাদি এইসকল শ্রুতি, মোক্ষের প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিমাত্রই যে আত্মজ্ঞানের ফল, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন।৫২ [অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে—তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ, কিন্তু ধর্ম্ম (—কর্ম্ম বা উপাসনা প্রভৃতি) নহে, আর বেদান্তসকল বোধকমাত্র কিন্তু বিধায়ক নহে।]

['তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু'—এই বিষয়ে মহর্ষি গৌতমের সম্মতি।]

আর সেইরূপেই [তত্ত্বজ্ঞানই যে মুক্তির হেতু, এই বিষয়ে] আচার্য্য [গৌতম] প্রণীত, যুক্তির দ্বারা পুষ্ট সূত্র আছে, যথা—"দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যা-জ্ঞান, এইসকলের উত্তরোত্তরের (—পরবর্ত্তী পরবর্ত্তীর) নাশ হইলে, তাহার অব্যবহিত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পারং ব্রহ্ম, বিদ্যাপ্লবেন অস্মান্ তারয়সি—প্রাপয়সি, জ্ঞানেন অজ্ঞানং নাশয়সি ইতি যাবৎ। প্রশ্নবাক্যম্ উক্ত্বা ছান্দোগ্যমাহ—**শ্রুতমিতি**। অত্র 'তারয়তু' ইত্যন্তম্ উপক্রমস্থম্, শেষম্ উপসংহারস্থমিতি ভেদঃ। আত্মবিৎ শোকং তরতি ইতি ভগবত্তুল্যেভ্যঃ ময়া শ্রুতমেব হি, ন দৃষ্টম্, সঃ অহমজ্ঞত্বাৎ হে ভগবঃ, শোচামি, তং শোচন্তং মাং ভগবানেব জ্ঞানপ্লবেন শোকসাগরস্য পরং পারং প্রাপয়তু ইতি নারদেন উক্তঃ সনৎকুমারস্তস্মৈ তপসা দগ্ধকিল্বিষায় নারদায় তমসঃ শোক-নিদানাজ্ঞানস্য জ্ঞানেন নিবৃত্তিরূপং পরং পারং ব্রহ্ম দর্শিতবানিত্যর্থঃ। 'এতৎ যঃ বেদ নিহিতং গুহায়াং সঃ অবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি' (মুঃ ২।১।১০) ইতি বাক্যম্ আদিশব্দার্থঃ। এবং শ্রুতেস্তত্ত্বপ্রমা মুক্তিহেতুর্ন কর্ম্ম ইত্যুক্তম্। তত্র অক্ষপাদগৌতমমুনিসম্মতিমাহ—**তথা চেতি**। গৌরঃ অহমিতি মিথ্যাজ্ঞানস্য অপায়ে রাগদ্বেষমোহাদিদোষাণাং নাশঃ, দোষাপায়াৎ ধর্ম্মাধর্ম্মস্বরূপ-প্রবৃত্তেরপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়াৎ পুনর্দ্দেহপ্রাপ্তিরূপজন্মাপায়ঃ, এবং পাঠক্রমেণ উত্তরোত্তরস্য হেতুনাশাৎ নাশে সতি তস্য প্রবৃত্তিরূপহেতোঃ অনন্তরস্য কার্য্যস্য জন্মনঃ অপায়াৎ দুঃখধ্বংসরূপঃ অপবর্গঃ ভবতি

শাঙ্করভাষ্যম্

অপবর্গঃ" (ন্যাঃ সূঃ ১।১।২) ইতি। ৫৩ মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বিজ্ঞানাৎ ভবতি।৫৪ ন চ ইদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্রূপম্,

ভাষ্যানুবাদ

পূর্ব্ববর্ত্তীর নাশ হয় বলিয়া অপবর্গ (—মোক্ষ) সিদ্ধ হয় (১)।৫৩ আর মিথ্যাজ্ঞানের অপায় (—নাশ) ব্রহ্ম এবং [জীব-] আত্মার একত্বজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে।৫৪

[জীব ও ব্রহ্মের 'একত্বজ্ঞান' সম্পদাদি উপাসনার ন্যায় আরোপিত জ্ঞান নহে, ইহা বস্তুতন্ত্র।]

[যদি বলা হয়—এতাদৃশ যে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান,তাহা সম্পদাদিরূপ আরোপিত মিথ্যাজ্ঞানমাত্র। সেইহেতু তাহা প্রমা নহে, সুতরাং তাহার দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ হয় না, ইত্যাদি। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এই ব্রহ্ম এবং [জীব-]

ভাবদীপিকা

(১) এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য এই—তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা 'আমি শরীর', 'আমি গৌরবর্ণ', ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যে সূত্রোল্লিখিত 'দোষ' অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি, তাহার নাশ হয়। এইরূপে 'দোষ' নাশ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ 'প্রবৃত্তি' নষ্ট হইয়া যায়। 'প্রবৃত্তি' নষ্ট হইলে আর 'জন্ম' হয় না এবং 'জন্ম' না হইলে আর 'দুঃখ'ও হয় না। এই দুঃখধ্বংসই 'অপবর্গ' অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'মিথ্যাজ্ঞানের নাশ-দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ, কিন্তু উপাসনা বা কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে', ইহা প্রদর্শনদ্বারা স্বমতের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্যই ভগবান্ ভাষ্যকার এখানে মহর্ষি গৌতমের সূত্র উদ্ধৃত করিলেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে এই 'তত্ত্বজ্ঞান' বলিতে গৌতমীয় দর্শনের প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন' প্রভৃতি (ন্যায়দর্শন ১।১।১) ষোলটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে বুঝিতে হইবে না, কারণ তাহাতে দ্বৈতবস্তুর সত্যতা সিদ্ধ হইয়া পড়ে। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" (বৃঃ ২।৪।১৪), "যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে তাদৃশ জ্ঞানকে ভ্রান্তিমাত্রই বলিতে হইবে, তাহা আর মুক্তির হেতু হইতে পারে না। সিদ্ধান্তে জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। তাহাই মিথ্যাজ্ঞান নাশের হেতু। মহর্ষি গৌতমসম্মত যে 'প্রমাণ ও প্রমেয়াদি' পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, তাহা সিদ্ধান্তসম্মত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কারণ তাহা 'প্রমাণাদি' অন্য পদার্থসকলের (ন্যায়দর্শন ১।১।১) সহযোগে, 'প্রমেয়' পদার্থ যে আত্মা এবং শরীর ও

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইত্যর্থঃ। ননু পূর্ব্বসূত্রে "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ" (ন্যাঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যুক্তে সতি ইতরপদার্থ-ভিন্নাত্মতত্ত্বজ্ঞানং কথং মোক্ষং সাধয়তি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিদ্বারেণ ইতি বক্তুম্ ইদং সূত্রং প্রবৃত্তম্। তথা চ ভিন্নাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিং বদৎসূত্রং সম্মতং চেৎ পরমতানুজ্ঞা স্যাৎ ইত্যতঃ আহ—**মিথ্যেতি।** তত্ত্বজ্ঞানাৎ মুক্তিরিত্যংশে সম্মতিঃ উক্তা। ভেদজ্ঞানং তু "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি শ্রুত্যা ভ্রান্তিত্বাৎ, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি শ্রুত্যা অনর্থহেতুত্বাৎ চ ন মুক্তিহেতুরিতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানমপি ভেদজ্ঞানবৎ ন প্রমা,সম্পদাদিরূপত্বেন ভ্রান্তিত্বাৎ ইত্যতঃ আহ—**ন চেদ-**

শাঙ্করভাষ্যম্

যথা—"অনন্তং বৈ মনঃ, অনন্তাঃ বিশ্বেদেবাঃ অনন্তম্ এব সঃ তেন লোকং জয়তি" (বৃঃ ৩।১।৯) ইতি ।৫৫ ন চ অধ্যাসরূপম্, যথা—"মনঃ

ভাষ্যানুবাদ

আত্মার যে একত্ববিজ্ঞান, তাহা সম্পদ্‌রূপ নহে (১), যেমন "মন [নিজের বৃত্তির দ্বারা] অনন্ত এবং বিশ্বদেবগণও [তদ্রূপ] অনন্ত, তাহার দ্বারা (—মনে বিশ্বদেব দেবতা-দৃষ্টিরূপ সম্পদ্ উপাসনার দ্বারা) তিনি (—উপাসক) অনন্তলোক জয় করেন," ইত্যাদি স্থলে দেখা যায়।৫৫ আর [এই ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান] অধ্যাসরূপও (২) নহে,

ভাবদীপিকা

দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ অনাত্মা (ন্যায়দর্শন ১।১।৯), তাহাদের স্বরূপ নির্ণয়ের দ্বারা বৈরাগ্য সম্পাদন এবং 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করতঃ মননের সহায়ক হয়। আর এক কথা, মহর্ষি গৌতমের মতে—দুঃখধ্বংসরূপ যে অভাব পদার্থ, তাহাই মোক্ষ। সিদ্ধান্তে কিন্তু নিত্যসুখস্বরূপ স্বস্বরূপের অভিব্যক্তিই মোক্ষ। নিজের যাহা স্বরূপ, তাহা কদাপি অভাবপদার্থ হইতে পারে না। 'জন্ম', 'মৃত্যু', 'দুঃখ' প্রভৃতি আত্মচৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত মাত্র। উক্ত কল্পিত দুঃখ প্রভৃতির নাশ হইলে তাহাদের অধিকরণস্বরূপ ভাববস্তু যে আত্মচৈতন্য, তাহাই ফলতঃ অবশিষ্ট থাকে। কারণ কল্পিতবস্তুর নাশরূপ যে অভাব, তাহা অধিকরণস্বরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে মহর্ষি গৌতমের সূত্র উদ্ধৃত হইলেও তাঁহার মতবাদ স্বীকার করা হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

(১) **উপাসনা**—উপ+আস্+অন+আপ্ প্রত্যয়দ্বারা উপাসনা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে উপাসনা শব্দের অর্থ হয় —"নিকটে অবস্থান করা"। বস্তুতঃ উপাস্যের চিন্তারূপ মানস-ব্যাপারের দ্বারা উপাস্যের নিকট যে অবস্থান অর্থাৎ তৈলধারাবৎ অখণ্ড মানসবৃত্তির দ্বারা যে উপাস্যকে চিন্তা করা, তাহাই উপাসনাশব্দের পর্য্যবসিত অর্থ। উপাসনা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, যথা— ১। ব্রহ্মোপাসনা এবং ২। প্রতীকোপাসনা। এখানে যে সম্পদ্, অধ্যাস ও সম্বর্গ উপাসনার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তাহা প্রতীকোপাসনার অন্তর্গত। তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে উপাসনা সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা করা হইবে।

সম্পদ্ উপাসনা—কোন অপকৃষ্ট বস্তুকে কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে ধ্যান করা এবং ধ্যানকালে ঐ আলম্বনভূত অপকৃষ্ট বস্তুটীকে তিরস্কার করিয়া অর্থাৎ অবিদ্যমান-প্রায় করিয়া আরোপ্য বস্তুটীর প্রধানভাবে চিন্তা করাকে সম্পদ্ উপাসনা বলে। যথা—

ভাষ্যরত্নপ্রভা

মিত্যাদিনা। অল্পালম্বনতিরস্কারেণ উৎকৃষ্টবস্ত্বভেদধ্যানং সম্পৎ, যথা মনঃ স্ববৃত্ত্যানন্ত্যাৎ অনন্তম্, ততঃ উৎকৃষ্টা বিশ্বেদেবা অপি অনন্তা ইত্যনন্তত্বসাম্যাৎ 'বিশ্বেদেবা এব মন' ইতি সম্পৎ, তয়া অনন্তফলপ্রাপ্তির্ভবতি। তথা চেতনত্বসাম্যাৎ জীবে ব্রহ্মাভেদঃ সম্পৎ ইতি ন চেত্যর্থঃ। আলম্বনস্য প্রাধান্যেন ধ্যানম্, প্রতীকোপাস্তিঃ অধ্যাসঃ। যথা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা মনসঃ, আদিত্যস্য বা। তথা "অহং ব্রহ্ম" ইতি জ্ঞানমধ্যাসঃ ন ইত্যাহ—**ন চেতি।** আদেশঃ—উপদেশঃ। ক্রিয়াবিশেষঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" (ছাঃ ৩।১৮।১), "আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ" (ছাঃ ৩।১৯।১) ইতি চ মনআদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ ৷৫৬ নাপি বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তম্—"বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ,প্রাণো বাব সম্বর্গঃ"

ভাষ্যানুবাদ

যথা "মনই ব্রহ্ম—এইরূপে উপাসনা করিবে" এবং "আদিত্যই ব্রহ্ম ইহাই উপদেশ", ইত্যাদি স্থলে মন এবং আদিত্য প্রভৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টির অধ্যাস উপদিষ্ট হয়।৫৬ আর [ব্রহ্ম ও জীবের এই একত্বজ্ঞান] "বায়ুই সম্বর্গ"(৩), "প্রাণই সম্বর্গ" ইত্যাদির ন্যায়

ভাবদীপিকা

"অনন্তং বৈ মনঃ" (বৃঃ ৩।১।৯), ইত্যাদি । এইস্থলে আলম্বনভূত মনকে বিশ্বদেব নামক দেবতাগণের সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা হয়। ইহাতে আলম্বন যে মন, তাহা অপকৃষ্ট বস্তু এবং আরোপ্য যে বিশ্বদেব নামক দেবতাগণ, তাঁহারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মনের বৃত্তিসকল অনন্ত এবং বিশ্বদেব নামক দেবতাগণও অনন্ত, এই আনন্ত্যরূপ সামান্য ধর্ম্মবশতঃ বিশ্বদেব দেবতাগণকে মনে আরোপ করিয়া মনকে বিশ্বদেব দেবতারূপে চিন্তা করা হয়। এইরূপ চিন্তা-কালে মনবিষয়ক চিন্তাটী প্রায় থাকে না এবং বিশ্বদেব দেবতাগণের চিন্তাটীর প্রাধান্য থাকে। এইরূপ যে উপাসনা, তাহাই সম্পদ্ উপাসনা । প্রস্তাবিতস্থলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে চৈতন্যরূপ সামান্যধর্ম্মকে অবলম্বন করতঃ, আলম্বনভূত জীবের চিন্তাকে অবিদ্যমানপ্রায় করিয়া এবং আরোপ্য ব্রহ্মের চিন্তাকে প্রধানভাবে রাখিয়া জীবরূপ অপকৃষ্ট বস্তুকে ব্রহ্মরূপ উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে উপাসনার কথা বলা হয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে।

(২) **অধ্যাস উপাসনা**—এই উপাসনাতেও এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপ করিয়া উপাসনা করা হয়। তবে ইহাতে বিশেষ এই যে—সম্পদ্ উপাসনাতে যেমন আরোপিত বস্তুটীর প্রাধান্য থাকে এবং আলম্বনটী তিরোহিতপ্রায় হইয়া যায়, ইহাতে তদ্রূপ হয় না। ইহাতে আলম্বনটীর অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করা হয়, তাহার প্রাধান্য থাকে এবং আরোপিতটী অপ্রধান হইয়া যায়। যথা—"মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত" (ছাঃ৩।১৮।১)—'মনকে ব্রহ্ম এইরূপে উপাসনা করিবে', ইত্যাদি । এইস্থলে আলম্বন যে মন, তাহাই প্রধানভাবে চিন্তিত হয় এবং আরোপ্য যে ব্রহ্ম, তাহা অপ্রধান হইয়া যায়। এইরূপে "অহং ব্রহ্মাস্মি"ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের ধ্যানকালে,অবলম্বন জীবই প্রধানভাবে ধ্যেয় এবং আরোপ্য ব্রহ্ম অপ্রধানভাবে ধ্যেয় অর্থাৎ এতাদৃশ অধ্যাস উপাসনার কথা বলা হয় নাই,ইহাই বলা হইতেছে।

(৩) **সম্বর্গ উপাসনা**—এই উপাসনাতে,সম্পদ্ বা অধ্যাস উপাসনার ন্যায় অধিষ্ঠান বা আরোপ্যের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য হয় না, কিন্তু দুইটী স্বতন্ত্র বস্তুর কোন ক্রিয়াবিশেষকে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

—বিশিষ্টক্রিয়া,তয়া যোগঃ নিমিত্তং যস্য ধ্যানস্য তত্তথা। যথা প্রলয়কালে বায়ুঃ অগ্ন্যাদীন্ সংবৃণোতি—সংহরতি ইতি সম্বর্গঃ, স্বাপকালে প্রাণঃ বাগাদীন্ সংহরতি ইতি সংহারক্রিয়াযোগাৎ সম্বর্গঃ ইতি ধ্যানং ছান্দোগ্যে বিহিতম্, তথা বৃদ্ধিক্রিয়াযোগাৎ জীবঃ ব্রহ্মেতি জ্ঞানমিতি নেত্যাহ—

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৪।৩।১৩) ইতিবৎ ।৫৭ নাপি আজ্যাবেক্ষণাদিকর্ম্মবৎ কর্ম্মাঙ্গ-সংস্কাররূপম্ ।৫৮ সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানে অভ্যুপগম্যমানে "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃঃ ১।৪।১০) "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইতি এবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মা-ত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত ।৫৯ "ভিদ্যতে

ভাষ্যানুবাদ

কোন ক্রিয়াবিশেষের যোগবশতঃও নহে।৫৭ আর তাহা আজ্যাবেক্ষণ (৪) প্রভৃতি কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্মাঙ্গের সংস্কাররূপও নহে।৫৮ যেহেতু ব্রহ্ম এবং [জীব-]আত্মার একত্ব-বিজ্ঞানকে সম্পদ্ প্রভৃতিরূপে স্বীকার করিলে, "সেই ব্রহ্মই তুমি", "আমিই ব্রহ্ম", "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ", ইত্যাদি বাক্যসকলের ব্রহ্ম এবং [জীব-] আত্মার একবস্তুতা প্রতিপাদনপর যে পদসমন্বয় (—উপক্রমাদি লিঙ্গের দ্বারা (১২৩ পৃঃ) পদসকলের যে তাৎপর্য্যাবধারণ) তাহা পীড়িত (– বাধাপ্রাপ্ত) হইবে।৫৯ আর "হৃদয়ের গ্রন্থি

ভাবদীপিকা

অবলম্বন করিয়া ঐ বস্তুদ্বয়ের যে অভেদ চিন্তন, তাহাই সম্বর্গ উপাসনা। যথা—"বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ", "প্রাণো বাব সম্বর্গঃ", ইত্যাদি। প্রলয়কালে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিকে সংহার করে অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিলীন করে এবং সুষুপ্তিকালে প্রাণও, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে নিজের মধ্যে বিলীন করে। বায়ু এবং প্রাণের মধ্যে এই 'সংহার' অর্থাৎ বিলীনকরারূপ ক্রিয়াটী সামান্য ধর্ম্ম, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে বায়ু এবং প্রাণের অভেদচিন্তনরূপ উপাসনা, তাহাই সম্বর্গ উপাসনা। প্রস্তাবিতস্থলে তদ্রূপ উক্ত শ্রুতিতে 'বৃংহণ' অর্থাৎ বৃদ্ধিক্রিয়ার যোগবশতঃ জীব ও ব্রহ্মের অভেদোপাসনারূপ সম্বর্গ উপাসনা বিবক্ষিত হয় নাই, ইহাই বলা হইতেছে।

(৪) দর্শপূর্ণমাস যাগে "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি"—এইপ্রকার বিধি আছে। তদনুযায়ী যজমানপত্নী ঘৃতস্থালী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাতে দৃষ্টিপাত করেন। তাহার দ্বারা উক্ত ঘৃতের সংস্কার হয়। পরে উক্ত সংস্কৃত ঘৃতদ্বারা পৌর্ণমাস যাগের অন্তর্গত উপাংশুযাগে বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়। প্রস্তাবিতস্থলে তাৎপর্য্য এই—যজমানপত্নীকর্তৃক দৃষ্ট হইলে যেমন কর্ম্মাঙ্গ ঘৃতের সংস্কার হয়, এখানে তদ্রূপ যজমানের সংস্কার বিবক্ষিত নহে। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গভূত যে কর্তৃরূপ (—যজমানরূপ) আত্মা, তাঁহার সংস্কারের জন্য ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান উপদিষ্ট হয় নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নাপীতি। যথা "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি" ইতি উপাংশুযাগাদ্যঙ্গস্য আজ্যস্য সংস্কারকমবেক্ষণং বিহিতং, তথা কর্ম্মণি কর্তৃত্বেন অঙ্গস্য আত্মনঃ সংস্কারার্থং ব্রহ্মজ্ঞানং ন ইত্যাহ—নাপ্যা-জ্যেতি। প্রতিজ্ঞাচতুষ্টয়ে হেতুমাহ—সম্পদাদীতি। উপক্রমাদিলিঙ্গৈর্ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বস্তুনি প্রমিতিহেতু যঃ সমানাধিকরণবাক্যানাং পদনিষ্ঠঃ সমন্বয়ঃ—তাৎপর্য্যং নিশ্চিতম্, তৎ পীড্যেত। কিঞ্চ, একত্বজ্ঞানাৎ আজ্ঞানিকস্য হৃদয়স্য অন্তঃকরণস্য যঃ রাগাদিগ্রন্থিঃ চিন্মনস্তাদা-

শাঙ্করভাষ্যম্

হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" (মুঃ ২।২।৮), ইতি চ এবমাদীনি অবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণানি উপরুদ্ধেরন্।৬০ "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুঃ ৩।২।৯), ইতি চ এবমাদীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদাদিপক্ষে ন সামঞ্জস্যেন উপপদ্যেরন্।৬১ তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্।৬২ অতঃ ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা।৬৩ কিং তর্হি ? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রা ।৬৪ এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ তজ্জ্ঞানস্য চ ন কয়াচিৎ যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানু-

ভাষ্যানুবাদ

(—অন্তঃকরণের অবিদ্যা এবং কামাদি দোষসকল) বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হয়", ইত্যাদি এইসকল যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফলের শ্রবণ, তাহা উপরুদ্ধ (—বাধিত) হইয়া যাইবে, [কারণ সম্পদাদিরূপ যে জ্ঞান,তাহা প্রমাজ্ঞান নহে বলিয়া অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ নহে]।৬০ আর "যিনি ব্রহ্মকে জানেন,তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান", ইত্যাদি এই ব্রহ্মভাবাপত্তিবোধক বাক্যসকল (—যে সকল বাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অবগত হওয়া যায়,তাহারা) সম্পদাদিরূপ উপাসনাপক্ষে সম্যগ্ভাবে সঙ্গত হয় না, [কারণ যে বস্তু যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা আর তত্ত্বতঃ তৎস্বরূপ হইতে পারে না] ।৬১ সেইহেতু (—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়া এবং তাহার দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হয় বলিয়া) জীব ও ব্রহ্মের যে একত্বজ্ঞান,তাহা সম্পদাদির ন্যায় নহে ।৬২ সেইহেতু (—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞান সম্পদাদিরূপ নহে বলিয়া) ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষব্যাপারতন্ত্র নহে (—পুরুষ তাহাকে করিতে, না করিতে বা অন্য প্রকারে করিতে পারে না) ।৬৩ তবে-তাহা কি ? [তাহা বলা হইতেছে—] প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় যে বস্তুর জ্ঞান, তাহার ন্যায় ইহা বস্তুতন্ত্র (—বস্তুর অধীন, বস্তুটী যেপ্রকার, জ্ঞানও সেইপ্রকারই হইয়া থাকে) ।৬৪

[সিঃ—ব্রহ্ম ফলব্যাপ্যরূপে জ্ঞানের বিষয় নহেন এবং উপাসনার বিষয়ও নহেন।]

এইপ্রকার যে ব্রহ্ম এবং তাঁহার যে জ্ঞান, তাহাদের কার্য্যানুপ্রবেশ (—ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ) কোন যুক্তির দ্বারাই কল্পনা করিতে পারা যায় না ।৬৫ আর বিদি-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

স্যারূপাহঙ্কারগ্রন্থির্ব্বা নশ্যতি ইত্যজ্ঞাননিবৃত্তিফলবাক্যবাধঃ স্যাৎ, সম্পদাদিজ্ঞানস্য অপ্রমাত্বেন অজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বাৎ। কিঞ্চ, জীবস্য ব্রহ্মত্বসম্পদা কথং তদ্ভাবঃ? পূর্ব্বরূপে স্থিতে নষ্টে বা অন্যস্য অন্যাত্মতাযোগাৎ। তস্মাৎ ন সম্পদাদিরূপমিত্যর্থঃ। সম্পদাদিরূপত্বাভাবে ফলিতমাহ —অত ইতি। প্রমাত্বাৎ ন কৃতিসাধ্যা। কিং তর্হি নিত্যৈব? ন, প্রমাণসাধ্যা ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা সিদ্ধব্রহ্মরূপমোক্ষস্য কার্য্যসাধ্যত্বং, তজ্জ্ঞানস্য নিয়োগবিষয়ত্বং চ কল্পয়িতুমশক্যং কৃত্যসাধ্যত্বাৎ ইত্যাহ—এবম্ভূতস্যেতি। ননু ব্রহ্ম কার্য্যাঙ্গম্, কারকত্বাৎ, পত্ন্যবেক্ষণ-

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবেশঃ কল্পয়িতুম্ ।৬৫ ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশঃ ব্রহ্মণঃ, "অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাৎ অধি" (কেন ১।৪) ইতি বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ, "যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ২।৪।১৪) ইতি চ ।৬৬ তথা উপাস্তিক্রিয়া-কর্ম্মত্বপ্রতিষেধঃ অপি ভবতি—"যদ্ বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যু-দ্যতে" ইতি অবিষয়ত্বং ব্রহ্মণঃ উপন্যস্য, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" (কেন ১।৫) ইতি ।৬৭ অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ?৬৮ ন, অবিদ্যাকল্পিতভেদ-

ভাষ্যানুবাদ

ক্রিয়ার (—শাব্দজ্ঞানের) কর্ম্মরূপে ব্রহ্মের কার্য্যানুপ্রবেশ হয় না ; যেহেতু "তিনি বিদিত (—কার্য্য) হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত (—কারণ) হইতে ভিন্ন"—ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাঁহার] বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্ব (—জ্ঞানের বিষয় হওয়া) প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং "যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জানা যায়, তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে"—ইত্যাদি শ্রুতিতেও তাহাই বলা হইয়াছে ।৬৬ সেইরূপেই [ব্রহ্মবিষয়ে] উপাসনাক্রিয়ার কর্ম্মত্বের প্রতিষেধও হয় (—ব্রহ্ম উপাসনাক্রিয়ার বিষয়ও হন না), যথা—"যিনি বাগিন্দ্রিয়দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু বাগিন্দ্রিয় যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়"—এইরূপে ব্রহ্মের অবিষয়তা উল্লেখ করিয়া, "তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু ইহা ব্রহ্ম নহে, যাহাকে 'এই' পদের বাচ্যরূপে (—উপাধিপরিচ্ছিন্ন দেবতাদি-রূপে) লোকে উপাসনা করে", ইত্যাদি ।৬৭ [এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইল যে—ব্রহ্ম জ্ঞানের বা উপাসনার বিষয় নহেন এবং মোক্ষও ক্রিয়াসাধ্য নহে।]

[সিঃ—শাস্ত্র আবিদ্যক ভেদের নিবর্ত্তক। ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণগম্য হইলেও 'ফলাব্যাপ্য' বলিয়া জ্ঞানের বিষয় নহেন।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, ব্রহ্ম [শাব্দজ্ঞানের] অবিষয় হইলে,[তাঁহার] শাস্ত্র-যোনিত্ব(—১।১।৩ সূত্রে প্রতিজ্ঞাত শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা) যুক্তিসঙ্গত হয় না, ইত্যাদি ।৬৮

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কর্ম্মকারকাজ্যবৎ ইতি চেৎ, কিং জ্ঞানে ব্রহ্মণঃ কর্ম্মকারকত্বম্, উত উপাসনায়াম্ ? ন আদ্য ইত্যাহ—**ন চেতি।** শাব্দজ্ঞানং বিদিক্রিয়াশব্দার্থঃ। বিদিতং কার্য্যম্, অবিদিতং কারণম্, তস্মাৎ অধি অন্যদিত্যর্থঃ। যেন আত্মনা ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং লোকঃ বিজানাতি, তং কেন করণেন জানীয়াৎ ? তস্মাৎ অবিষয় আত্মা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**তথেতি।** "যন্মনসা ন মনুতে" (কেঃ ১।৬) ইতি শ্রুত্যা লোকঃ মনসা যদ্ ব্রহ্ম ন জানাতি ইতি অবিষয়ত্বম্ উক্ত্বা তদেব অবেদ্যং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, যত্তু উপাধিবিশিষ্টং দেবতাদিকম্ ইতি উপাসতে জনাঃ ন ইদং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ শাব্দবোধাবিষয়ত্বে প্রতিজ্ঞাহানিরিতি শঙ্কতে—**অবিষয়ত্বে ইতি।** বেদান্তজন্যবৃত্তিকৃতাবিদ্যানিবৃত্তিফলশালিতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং, বৃত্তিবিষয়ত্বে অপি স্বপ্রকাশব্রহ্মণঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

নিবৃত্তিপরত্বাৎ শাস্ত্রস্য ।৬৯ নহি শাস্ত্রম্ ইদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষতি ।৭০ কিং তর্হি ?৭১ প্রত্যগাত্মত্বেন অবিষয়তয়া প্রতিপাদয়ৎ অবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদম্ অপনয়তি ।৭২ তথাচ শাস্ত্রম্—"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্" ॥ (কেন ২।৩), "ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ", "ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" (বৃঃ ৩।৪।২) ইতি চ এবমাদি ।৭৩ অতঃ অবিদ্যাকল্পিত- [১৭০পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলা যায় না ; যেহেতু শাস্ত্র অবিদ্যাকল্পিত ভেদের নিবৃত্তিই প্রতিপাদন করেন।৬৯ শাস্ত্র ব্রহ্মকে 'ইহা' পদের বাচ্যরূপে (—ঘটপটাদির ন্যায় 'ইহা'—এই জ্ঞানের বিষয়রূপে) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন না।৭০ তবে কি ইচ্ছা করেন ?৭১ [উত্তর—ব্রহ্ম] প্রত্যগাত্মা বলিয়া [তাঁহাকে জ্ঞানের] অবিষয়রূপে প্রতিপাদন করতঃ (১) অবিদ্যাকল্পিত যে জ্ঞেয়,জ্ঞাতা এবং জ্ঞান প্রভৃতি ভেদ,তাহাকে অপনয়ন করেন।৭২ আর এই বিষয়ে—["এই ব্রহ্ম] যাঁহার নিকট অবিদিত(—ফলাব্যাপ্য),তাঁহার নিকটই বিদিত,আর যাঁহার নিকট বিদিত (—ফলব্যাপ্য) বলিয়া বিবেচিত, তিনি [ব্রহ্মকে] জানেন না ; [কারণ] সম্যগ্ জ্ঞানিগণের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (—ফলব্যাপ্যরূপে তাঁহাদের জ্ঞানের বিষয় হন না),আর অজ্ঞানীর নিকট [জ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম হন] বিজ্ঞাত"; ["ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ লৌকিক] দৃষ্টির দ্রষ্টাকে [তুমি] দেখিতে পারিবে না" এবং "বিজ্ঞাতার (—বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতাকে (—সাক্ষীকে) জানিতে পারিবে না", ইত্যাদি এইসকল শাস্ত্রও আছে।৭৩

ভাবদীপিকা

(১) "অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ" ইত্যাদিরূপে আরব্ধ এই ভাষ্যাংশের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে ইহাই বলা হইতেছে—ব্রহ্মকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয়

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বৃত্ত্যভিব্যক্তস্ফুরণাবিষয়ত্বাৎ অপ্রমেয়ত্বমিতি পরিহরতি—নেতি। পরত্বাৎ—ফলত্বাৎ ইত্যর্থঃ। নিবৃত্তিরূপব্রহ্মতাৎপর্য্যাৎ ইতি বা অর্থঃ। উক্তং বিবৃণোতি—নহীতি। চিদ্বিষয়ত্বম্ ইদন্ত্বম্। অবিষয়তয়া—অনিদন্তয়া। অদৃশ্যত্বে শ্রুতিমাহ—তথা চ ইতি। যস্য ব্রহ্ম অমতং—চৈতন্যাবিষয় ইতি নিশ্চয়ঃ তেন সম্যগবগতম্। যস্য তু অজ্ঞস্য ব্রহ্ম চৈতন্যবিষয় ইতি মতম্, সঃ ন বেদ। উক্তমেব দার্ঢ্যার্থমনুবদতি—অবিজ্ঞাতমিতি। অবিষয়তয়া ব্রহ্ম বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতম্—অদৃশ্যমিতি পক্ষঃ। অজ্ঞানাং তু ব্রহ্ম বিজ্ঞাতং দৃশ্যমিতি পক্ষ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টেদ্র্ষ্টারং—চাক্ষুষমনোবৃত্তেঃ সাক্ষিণমনয়া দৃশ্যয়া দৃষ্ট্যা ন পশ্যেঃ। বিজ্ঞাতের্বুদ্ধিবৃত্তের্নিশ্চয়রূপায়াঃ সাক্ষিণং তথা ন বিষয়ী কুর্য্যা ইত্যাহ—নেতি। ননু অবিদ্যাদিনিবর্ত্তকত্বেন শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যে অপি

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা ও ফলাব্যাপ্যতা]

বলিলে, ১৷১৷৩ সূত্রে ব্রহ্মকে যে শাস্ত্রপ্রমাণগম্যরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহার বিরোধ হইবে। এই বিরোধের পরিহারকল্পে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪৷৪৷২০ ভাষ্যাংশের এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা—"প্রমাতৃপ্রমাণাদিব্যাপারপ্রতিষেধেনৈব আগমোঽপি বিজ্ঞাপয়তি, নতু অভিধানাভিধেয়লক্ষণবাক্যধর্ম্মাঙ্গীকরণেন। তস্মাৎ ন আগমেনাপি স্বর্গমের্ব্বাদিবৎ প্রতিপাদ্যতে।........অন্যাত্মভাবনিবৃত্তৌ আত্মভাবঃ স্বাত্মনি স্বাভাবিকঃ যঃ সঃ কেবলঃ ভবতি ইতি আত্মা জ্ঞায়তে ইতি উচ্যতে", ইত্যাদি। ইহার ভাবার্থ—'প্রমাতা এবং প্রমাণের যে ব্যাপার, তাহার প্রতিষেধের দ্বারাই শ্রুতিও ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাপন করেন, কিন্তু স্বর্গ এবং মেরু প্রভৃতির ন্যায়, 'শাস্ত্র বাচক এবং ব্রহ্ম বাচ্য'—এইরূপে প্রতিপাদন করেন না। আত্মা হইতে অনাত্মভাব নিবৃত্ত হইলে, আত্মা যে নিজের স্বাভাবিক সর্ব্বধর্ম্মরহিত অবস্থাতে অবস্থান করেন, সেই অবস্থাটীকেই শাস্ত্রে 'আত্মা জ্ঞাত হন'—এইপ্রকারে বলা হয়', ইত্যাদি। প্রস্তাবিত-স্থলেও তদ্রূপ ভগবান্ ভাষ্যকারের স্বকীয় উক্তি অবলম্বন করিয়াই ইহা বলা যাইতে পারে যে—শাস্ত্র ব্রহ্মবস্তুকে "ইহা এইরূপ"—এইপ্রকারে বিধিমুখে প্রতিপাদন করিতে পারেন না, কিন্তু "নেতি, নেতি" এইরূপে অনাত্মভিন্নরূপে অর্থাৎ অনাত্মা যে শরীরাদি, তাহা হইতে ভিন্নভাবে নিষেধমুখে প্রতিপাদন করেন। এইরূপে শাস্ত্র ব্রহ্মকে বিধিমুখে প্রতিপাদন করিতে পারেন না বলিয়া এখানে তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে। আবার 'নেতি নেতি'—এইরূপে শাস্ত্রকর্তৃক বিজ্ঞাপিত হন বলিয়া ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্যও বলা হইয়াছে।

টীকাকারগণ এইপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই—এখানে যে ব্রহ্মকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে; তাহার অর্থ ইহা নহে যে—ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দোথ-জ্ঞানের বিষয় নহেন, পরন্তু ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' এই শব্দজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা বৃত্তির বিষয়ই হন, সুতরাং তিনি শাস্ত্ররূপ প্রমাণের গম্যও বটেন। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মকে যে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম 'ফলব্যাপ্য' নহেন অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাসরূপ 'ফল', তাহার দ্বারা ব্রহ্ম ব্যাপ্য অর্থাৎ প্রকাশিত হন না—এইমাত্র। এইরূপে ব্রহ্মবস্তুকে **'বৃত্তিব্যাপ্য'** বলিয়া 'বিষয়' এবং **'ফলাব্যাপ্য'** বলিয়া 'অবিষয়' বলা হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক এই **"বৃত্তিব্যাপ্য"** এবং **"ফলাব্যাপ্য"** বলিতে কি বুঝায়। আমাদের যখন ঘটজ্ঞান হয়, তখন ঘটাকারা চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি বাহ্য অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করে, ইহাই ঘটের বৃত্তিব্যাপ্যতা। অনন্তর সেই বৃত্তি সেই ঘটগত (—ঘটাধিষ্ঠান-চৈতন্যনিষ্ঠ) অজ্ঞানরূপ আবরণকে নাশ করে। কিন্তু আবরণের নাশ হইলেও ঘট প্রকাশিত হয় না। এইহেতু উক্ত ঘটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, যাহাকে **'ফল'** বা **'প্রমাণচৈতন্য'** বলা হয়, তাহা [প্রমাতৃচৈতন্য এবং ঘটাধিষ্ঠানভূত বিষয়-চৈতন্যের অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ, ৩২পৃঃ] ঘটকে প্রকাশিত করে। ইহাই ঘটের 'ফলব্যাপ্যতা'। এইরূপে অভেদাভিব্যক্তিবশতঃ বিষয়চৈতন্যে অধ্যস্ত ঘট তখন প্রমাতৃচৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। আর তাহার ফলে প্রমাতা ঘটকে জানিতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানস্থলে কিন্তু ঠিক এইপ্রকার হয় না। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য যে "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এইপ্রকার ব্রহ্মাকারা অখণ্ড

ভাবদীপিকা [ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা ও ফলাব্যাপ্যতা]

(—ধর্ম্মধর্ম্মিভাবশূন্য) বৃত্তি হয়,তাহা ব্রহ্মবস্তুকে বিষয় করে। ইহাই ব্রহ্মের 'বৃত্তিব্যাপ্যতা'। অনন্তর সেই ব্রহ্মাকারাবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অজ্ঞানকে নাশ করে। কিন্তু উক্ত ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত যে চিদাভাস, যাহাকে 'ফলচৈতন্য' বা 'প্রমাণচৈতন্য' বলা হয়, তাহা আর জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন আকাশস্থ বিম্বভূত সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু স্বয়ং অভিভূত হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ইহার হেতু এই—বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য উক্ত-প্রকার ব্রহ্মাকারা অখণ্ড বৃত্তি হইলে তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মবিষয়ক অবিদ্যাকে নাশ করে, আর তাহার ফলে পটের কারণ তন্তুর নাশ হইলে যেমন পটেরই নাশ হইয়া যায়, তদ্রূপ অবিদ্যার নাশ হইলে তাহার কার্য্যভূত সমস্ত আবিদ্যক প্রপঞ্চ এবং তাহার অন্তর্গত উক্ত ব্রহ্মাকারা অখণ্ড-বৃত্তিটীও বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন দর্পণ অপসারিত হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন সত্য বিম্বভূত মুখমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ উক্ত 'ফল'রূপ চিদাভাসও ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। লবণের পুতুল যেন লবণসমুদ্রে মিলাইয়া যায়। এইরূপে অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসরূপ উক্ত 'ফলচৈতন্য' আর স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুকে ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না—ইহাই হইল ব্রহ্মের 'ফলাব্যাপ্যতা'। ব্রহ্মবস্তু এইভাবে ফলব্যাপ্য হন না বলিয়া তাঁহাকে শাব্দজ্ঞানের অবিষয় বলা হইয়াছে।

এই 'ফল' বলিতে কি বুঝায়, তৎসম্বন্ধে প্রকরণগ্রন্থে টীকাকারগণের মধ্যে ব্যাখ্যাভেদ দেখা যায়। পঞ্চদশীর টীকাকার রামকৃষ্ণ আভাসবাদ অবলম্বনে এবং বেদান্তসারের বিদ্বন্মনো-রঞ্জনী নামক টীকাকার রামতীর্থ অবচ্ছেদবাদ অবলম্বনে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য উপরে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্তসারের সুবোধিনী ও বালবোধিনী টীকাতে এবং চিৎসুখীর নয়নপ্রসাদিনী টীকাতে—আবরণ ভঙ্গের পর যে অধিষ্ঠানভূত চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে 'ফল' বলা হইয়াছে। তাহাতে পঞ্চদশীপক্ষের সহিত আপাততঃ বিরোধ প্রতিভাত হইলেও, বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই; কারণ পঞ্চদশীতে অন্তঃকরণে আভাস বা প্রতিবিম্বিতরূপে, এবং বিদ্বন্মনোরঞ্জনীতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নরূপে জীবের পরিচ্ছিন্নত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিষয়টী উপপাদিত হইয়াছে। আর সুবোধিনী, বালবোধিনী ও চিৎসুখীর টীকাতে অবিদ্যা-উপহিতরূপে জীবের অপরিচ্ছিন্নত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া বিষয়টী উপপাদিত হইয়াছে—ইহাই প্রভেদ। শেষোক্তপক্ষে অবিদ্যা-উপহিত অপরিচ্ছিন্ন (—ব্যাপক) জীবই ঘটাদির অধিষ্ঠান। ঘটাদির জ্ঞানকালে অন্তঃকরণের যে ঘটাদ্যাকারা বৃত্তি হয়,তাহার বিষয় হওয়াই ঘটাদির'বৃত্তিব্যাপ্যতা'। অনন্তর সেই বৃত্তির দ্বারা ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত অপরিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যনিষ্ঠ যে তুলাবিদ্যা, যাহার বিদ্যমানতাপ্রযুক্ত ঘটের অধিষ্ঠান হইলেও জীবের সর্ব্বদাই ঘটের জ্ঞান হয় না, সেই তুলাবিদ্যা-রূপ আবরণের নাশ হয়; তদনন্তর সেই ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত যে অনাবৃত জীবচৈতন্যরূপ "ফল" তৎকর্ত্তৃক স্বাধ্যস্ত ঘট প্রকাশিত হয়(৩৩পৃঃ)। এই যে অপরিচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যকর্ত্তৃক স্বাধ্যস্ত ঘটের প্রকাশিত হওয়া, ইহাই হইল এই মতে ঘটের 'ফলব্যাপ্যতা'। এইপ্রকারে এই পক্ষে ঘটের বৃত্তিব্যাপ্যতা এবং ফলব্যাপ্যতা উভয়ই সিদ্ধ হয়। এইরূপে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য-

শাঙ্করভাষ্যম্

[১৬৭ পৃঃ]

সংসারিত্বনিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্মস্বরূপসমর্পণাৎ ন মোক্ষস্য অনিত্যত্বদোষঃ ।৭৪ যস্য তু উৎপাদ্যঃ মোক্ষঃ, তস্য মানসং বাচিকং কায়িকং বা কার্য্যম্ অপেক্ষতে ইতি যুক্তম্ ।৭৫ তথা বিকার্য্যত্বে চ।৭৬ তয়োঃ পক্ষয়োঃ মোক্ষস্য ধ্রুবম্ অনিত্যত্বম্ ।৭৭

ভাষ্যানুবাদ

[সিঃ—মোক্ষ নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ, তাহা উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য বা বিকার্য্যরূপ ক্রিয়াফলাত্মক নহে।]

(১) ইহা হইতে (—শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান হইতে) অবিদ্যাকল্পিত সংসারিত্বের নিবৃত্তির দ্বারা নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপের সমর্পণ (—অভিব্যক্তি) হয় বলিয়া মোক্ষের অনিত্যতারূপ দোষ হয় না (—কল্পিত সংসারের যে ধ্বংস, তাহা অধিষ্ঠানভূত নিত্য আত্মস্বরূপ বলিয়া মোক্ষের অনিত্যতাদোষ হয় না)।৭৪ কিন্তু যাঁহার মতে মোক্ষ উৎপাদ্য, তাঁহার মতে মোক্ষ মানসিক, বাচনিক অথবা কায়িক কার্য্যকে অপেক্ষা করে—ইহা যুক্তিসঙ্গত ।৭৫ [মোক্ষ] বিকার্য্য হইলেও সেইরূপ হয় (—মোক্ষ উৎপাদ্য হইলেও যাহা যাহা অপেক্ষা করে, বিকার্য্য হইলেও তাহাই অপেক্ষা

ভাবদীপিকা

শ্রবণানন্তর যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—ইত্যাকারা অখণ্ড বৃত্তির উদয় হয়,তাহার বিষয় হওয়াই ব্রহ্মের "বৃত্তিব্যাপ্যতা"। এই বৃত্তি ব্রহ্মাশ্রিত যে মূলাজ্ঞানরূপ আবরণ, তাহাকে নাশ করে। তদনন্তর সেই মূলাজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত যে জীবাভিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, যাঁহাকে "ফলচৈতন্য" বলা হয়, তিনি স্বয়ংই প্রকাশিত হন ; তিনি নিজের দ্বারা আর নিজে ব্যাপ্য অর্থাৎ প্রকাশিত হন না—ইহাই হইল এইমতে ব্রহ্মের "ফলাব্যাপ্যতা"। "ফলচৈতন্যরূপ অনাবৃত ব্রহ্মচৈতন্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন"—এইরূপ বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয় এবং ব্রহ্মের স্বয়ংপ্রকাশতার ব্যাঘাত হয়। এইপ্রকারে এই শেষোক্তমতে ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা এবং ফলাব্যাপ্যতা উভয়ই সিদ্ধ হয়।

যাহাহউক এইরূপে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি শব্দজন্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাকারা বৃত্তির ব্যাপ্য (—বিষয়) হন বলিয়া ব্রহ্মকে শাস্ত্রপ্রমাণগম্য বলা হয়, আর উক্তপ্রকারে 'ফলব্যাপ্য' হন না বলিয়া তাঁহাকে 'শাব্দজ্ঞানের অবিষয়' বলা হয়।

(১) যদি বলা হয়—অবিদ্যার নিবর্ত্তকরূপে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইলেও, অবিদ্যার নিবৃত্তি ও তজ্জন্য ব্রহ্মজ্ঞান তৎকালে উৎপন্ন, সুতরাং আগন্তুক বলিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানজন্য মোক্ষ আর নিত্য হইবে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইহা হইতে", ইত্যাদি।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিবৃত্তেরাগন্তুকত্বাৎ মোক্ষস্য অনিত্যত্বং স্যাৎ ইতি? নইত্যাহ—**অত ইতি**। তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। ধ্বংসস্য নিত্যত্বাৎ আত্মরূপত্বাচ্চ ন অনিত্যত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । উৎপত্তিবিকারাপ্তিসংস্কাররূপং চতুর্ব্বিধমেব ক্রিয়াফলম্, তৎভিন্নত্বাৎ মোক্ষস্য ন উপাসনাসাধ্যত্বম্ ইত্যাহ—**যস্য তু** ইত্যাদিনা **তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা** ইত্যন্তেন। তথা উৎপাদ্যত্ববৎ বিকার্য্যত্বে চ অপেক্ষতে

শাঙ্করভাষ্যম্

নহি দধ্যাদি বিকার্য্যম্ উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে।৭৮ ন চ আপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা, স্বাত্মস্বরূপত্বে সতি অনাপ্যত্বাৎ।৭৯ স্বরূপব্যতিরিক্তত্বে অপি ব্রহ্মণঃ ন আপ্যত্বং, সর্ব্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেণ ব্রহ্মণঃ, আকাশস্য ইব।৮০ নাপি সংস্কার্য্যঃ মোক্ষঃ, যেন ব্যাপারম্ অপেক্ষেত।৮১ সংস্কারঃ হি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা স্যাৎ, দোষাপনয়নেন বা।৮২ ন তাবৎ গুণাধানেন সম্ভবতি, অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য।৮৩ নাপি দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ মোক্ষস্য।৮৪ স্বাত্মধর্ম্মঃ এব সন্ তিরোভূতঃ মোক্ষঃ ক্রিয়য়া আত্মনি

ভাষ্যানুবাদ

করিবে)।৭৬ সেই উভয় পক্ষে মোক্ষ নিশ্চয়ই অনিত্য হইবে।৭৭ যেহেতু লোকমধ্যে দধি প্রভৃতি বিকার্য্য বস্তুকে এবং ঘট প্রভৃতি উৎপাদ্য বস্তুকে নিত্য হইতে দেখা যায় না।৭৮ আর অন্যরূপেও (—প্রাপ্যরূপেও, মোক্ষে] ক্রিয়ার অপেক্ষা নাই, যেহেতু [মোক্ষ] নিজ আত্মার স্বরূপ হওয়ায় প্রাপ্য হইতে পারে না।৭৯ আর ব্রহ্ম [জীবাত্মার] স্বরূপ হইতে ভিন্ন হইলেও প্রাপ্য হইতে পারেন না, কারণ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত বলিয়া ব্রহ্ম সকলের দ্বারা নিত্যপ্রাপ্তস্বরূপ।৮০ আর [প্রোক্ষণাদিদ্বারা সংস্কার্য্য ব্রীহির ন্যায়] মোক্ষ সংস্কার্য্যও নহে, যাহার জন্য ব্যাপারকে (—ক্রিয়াকে) অপেক্ষা করিবে।৮১ যেহেতু সংস্কার নামক পদার্থটী সংস্কার্য্য বস্তুতে গুণের আধানদ্বারা অথবা দোষের অপনয়নদ্বারা সিদ্ধ হয়।৮২ আর [মোক্ষে কোনপ্রকার] গুণের আধানদ্বারা [সংস্কার] সম্ভব নহে, যেহেতু মোক্ষ অনাধেয়াতিশয় ব্রহ্মস্বরূপ (—যে কূটস্থ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে কোনপ্রকার অতিশয় অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতা সম্ভব হয় না, মোক্ষ সেই ব্রহ্মস্বরূপ)।৮৩ আবার [অবিদ্যারূপ] দোষের অপনয়ন দ্বারাও [মোক্ষের সংস্কার] সম্ভব হয় না, যেহেতু মোক্ষ নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপ।৮৪

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ইতি যুক্তম্ ইত্যন্বয়ঃ। দুষয়তি—**তয়োরিতি**। স্থিতস্য অবস্থান্তরং বিকারঃ। ননু অনিত্যত্বনিরাসায় ক্রিয়য়া স্থিতস্যৈব ব্রহ্মণঃ গ্রামবৎ আপ্তিঃ অস্তু নেত্যাহ—**ন চেতি**। ব্রহ্ম জীবাভিন্নং ন বা ? উভয়থাপি অনাপ্যত্বাৎ ন ক্রিয়াপেক্ষা ইত্যাহ—**স্বাত্মেত্যাদিনা**। যথা ব্রীহীণাং সংস্কার্য্যত্বেন প্রোক্ষণাপেক্ষা, তথা মোক্ষস্য ন ইত্যাহ—**নাপি** ইত্যাদিনা। গুণাধানং ব্রীহিষু প্রোক্ষণাদিনা, ক্ষালনাদিনা বস্ত্রাদৌ মলাপনয়ঃ। শঙ্কতে—**স্বাত্মধর্ম্মঃ ইতি**। ব্রহ্মাত্মস্বরূপঃ এব মোক্ষঃ অনাদ্যবিদ্যামলাবৃতঃ উপাসনয়া মলে নষ্টে অভিব্যজ্যতে ইত্যত্র

শাঙ্করভাষ্যম্

সংস্ক্রিয়মাণে অভিব্যজ্যতে, যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংস্ক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বং ধর্ম্ম ইতি চেৎ ?৮৫ ন, ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ আত্মনঃ।৮৬ যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া তম্ অবিকুর্ব্বতী নৈব আত্মানং লভতে।৮৭ যদি আত্মা ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত।৮৮ "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (গীতা ২।২৫) ইতি চ এবমাদীনি বাক্যানি বাধ্যেরন্।৮৯ তৎ চ অনিষ্টম্।৯০ তস্মাৎ ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ সম্ভবতি।৯১ অন্যাশ্রয়ায়াঃ তু ক্রিয়ায়াঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—মার্জ্জনাদিদ্বারা দর্পণের ভাস্বরত্বের ন্যায় উপাসনাক্রিয়াদ্বারা আত্মার মলনাশে মোক্ষের অভিব্যক্তি।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল, মোক্ষ নিজের আত্মার ধর্ম্ম হইলেও [অবিদ্যামলদ্বারা] তিরোহিত থাকে, [উপাসনারূপ] ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইলে (—আত্মার অবিদ্যামল বিনষ্ট হইলে) তাহা অভিব্যক্ত হয়, যেমন ঘর্ষণক্রিয়ার দ্বারা দর্পণ সংস্কৃত হইলে (—ঘর্ষণদ্বারা দর্পণের মলনাশ হইলে, তাহার] ভাস্বরত্ব ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়।৮৫

[সিঃ—নিরবয়ব আত্মা ক্রিয়াশ্রয় নহেন, সুতরাং সংস্কার্য্যও নহেন বলিয়া মলনাশদ্বারা মোক্ষের অভিব্যক্তি অসম্ভব।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলা যায় না ; কারণ আত্মা ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে পারে না।৮৬ যেহেতু ক্রিয়া যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকে বিকৃত না করিয়া আত্মলাভ করে না (—ক্রিয়ার স্বরূপই সিদ্ধ হয় না।৮৭ কারণ যাহাতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি বিকার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাব]। যদি আত্মা ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত হইত, তাহা হইলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়িত।৮৮ [আর তাহা হইলে] "এই আত্মাকে অবিকারী বলা হয়" ইত্যাদি এইসকল বাক্য বাধিত হইয়া পড়িবে।৮৯ তাহা কিন্তু অভীষ্ট নহে।৯০ সেইহেতু আত্মার নিজের আশ্রয়ে (—আত্মাতে) ক্রিয়া সম্ভব হয় না।৯১ আর অন্যাশ্রিত ক্রিয়ার বিষয় হয় না বলিয়া তাহার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হয় না (১)।৯২

ভাবদীপিকা

(১) এখানে ইহাই বলা হইল যে—ক্রিয়ার আশ্রয় যে ইষ্টক চূর্ণ, তাহা সাবয়ব দর্পণের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া দর্পণের সংস্কার হয়। আত্মা কিন্তু নিরবয়ব বলিয়া ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয় না এবং স্বয়ংও ক্রিয়াশ্রয় হয় না। সেইহেতু যে অবিদ্যামলনাশরূপ সংস্কারের দ্বারা আত্মাতে মোক্ষের অভিব্যক্তি হইবে, সেই সংস্কারও তাহাতে সম্ভব হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দৃষ্টান্তঃ—**যথেতি**। সংস্কারঃ মলনাশঃ। কিমাত্মনি মলঃ সত্যঃ, কল্পিতঃ বা ? দ্বিতীয়ে জ্ঞানাদেব তন্নাশঃ ন ক্রিয়য়া। আদ্যে ক্রিয়া কিম্ আত্মনিষ্ঠা, অন্যনিষ্ঠা বা ? ন আদ্য ইত্যাহ—**ন ক্রিয়েতি**। অনুপপত্তিং স্ফুটয়তি—**যদিতি**। ক্রিয়া হি স্বাশ্রয়ে সংযোগাদিবিকারম্

শাঙ্করভাষ্যম্

অবিষয়ত্বাৎ ন তয়া আত্মা সংস্ক্রিয়তে।৯২ ননু দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণঃ দৃষ্টঃ।৯৩ ন, দেহাদিসংহতস্য এব অবিদ্যাগৃহীতস্য আত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ।৯৪ প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদেঃ দেহসমবায়িত্বম্।৯৫ তয়া দেহাশ্রয়য়া তৎসংহতঃ এব কশ্চিৎ অবিদ্যয়া আত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ সংস্ক্রিয়তে ইতি যুক্তম্।৯৬ যথা দেহাশ্রয়-চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিনঃ আরোগ্যফলম্, 'অহম্ অরোগঃ' ইতি যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে; এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিনা 'অহং শুদ্ধঃ সংস্কৃতঃ' ইতি

ভাষ্যানুবাদ

[পূঃ—একের ক্রিয়াদ্বারা অপরের সংস্কার সম্ভব।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল দেহাশ্রিত স্নান, আচমন, যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা দেহীর (—আত্মার) সংস্কার হইতে (—একের ক্রিয়ার দ্বারা অপরের সংস্কার হইতে) দেখা যায়।৯৩

[সিঃ—তাদৃশ সংস্কার দেহাভিন্ন জীবেই সম্ভব। ক্রিয়ার অনাশ্রয়ভূত ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ উপাসনাজন্য সংস্কারসাধ্য নহে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না, যেহেতু দেহাদির সহিত সংহত (—"আমি দেহ" এইপ্রকার তাদাত্ম্যবুদ্ধিসম্পন্ন) যে অবিদ্যাগৃহীত আত্মা (—অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা) তাহারই সংস্কার হয়।৯৪ স্নান এবং আচমন প্রভৃতি ক্রিয়ার দেহসমবায়িত্ব (—দেহের সহিত সম্বন্ধ) প্রত্যক্ষই দেখা যায়।৯৫ অবিদ্যাদ্বারা আত্মরূপে পরিগৃহীত যে দেহ, সেই দেহের সহিত সংহত কেহ (—ব্রহ্মজ্ঞানহীন জীব) সেই দেহাশ্রিত তাহার (—ক্রিয়ার) দ্বারা সংস্কৃত হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত।৯৬ যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসারূপ নিমিত্তবশতঃ ধাতুসাম্যদ্বারা যেখানে (—যে জীবাত্মাতে) 'আমি রোগমুক্ত'—এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই দেহসংহত যে দেহাভিমানী [জীবাত্মা], তাহারই আরোগ্যরূপ ফল হয়, এইরূপে স্নান, আচমন ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতিদ্বারা 'আমি শুদ্ধ এবং সংস্কৃত'—এইপ্রকার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অকুর্বতী ন জায়তে ইত্যর্থঃ। তচ্চ বাক্যবাধনম্। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**অন্যেতি।** অবিষয়ত্বাৎ—ক্রিয়াশ্রয়দ্রব্যাসংযোগিত্বাৎ ইতি যাবৎ। দর্পণং তু সাবয়বং ক্রিয়াশ্রয়েষ্টকাচূর্ণাদিদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ সংস্ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। অন্যক্রিয়য়া অন্যঃ ন সংস্ক্রিয়তে ইত্যত্র ব্যভিচারং শঙ্কতে—**নন্বিতি।** আত্মনঃ মূলাবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতত্বেন গৃহীতস্য 'নরঃ অহমিতি' ভ্রান্ত্যা দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বভ্রান্ত্যা সংস্কার্যত্বভ্রমাৎ ন ব্যভিচার ইত্যাহ—**নেতি। কশ্চিদিতি।** অনিশ্চিত-ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যত্র আত্মনি বিষয়ে আরোগ্যবুদ্ধিরুৎপদ্যতে, তস্য দেহসংহতস্য এব

শাঙ্করভাষ্যম্

যত্র বুদ্ধিঃ উৎপদ্যতে সঃ সংস্ক্রিয়তে।৯৭ সঃ চ দেহেন সংহতঃ এব।৯৮ তেনৈব হি অহংকর্ত্রা অহংপ্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে, তৎফলং চ সঃ এব অশ্নাতি, "তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি, অনশ্নন্ অন্যঃ অভিচাকশীতি" (মুঃ ৩।১।১), ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ।৯৯ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা ইত্যাহুঃ মনীষিণঃ" (কঠ ১।৩।৪) ইতি চ।১০০ তথা চ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

বুদ্ধি যেখানে (—যে জীবাত্মাতে) উৎপন্ন হয় তাহাই সংস্কৃত হয়।৯৭ আর সে (—সেই জীবাত্মা) অবশ্যই দেহের সহিত সংহত (—'আমি দেহ' এইপ্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন)।৯৮ [যদি বল—দেহাভিন্ন আত্মার আবার সংস্কারের প্রয়োজন কি? কারণ দেহ বিনষ্ট হইলে পারলৌকিক ফলভোগ আর তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] 'আমি' এই জ্ঞানের বিষয় যে 'আমি কর্ত্তা' এইপ্রকার অনুভবকারী, যিনি প্রত্যয়ী (—সকলপ্রকার জ্ঞানের জ্ঞাতা), তৎকর্ত্তৃকই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলও তিনিই ভোগ করেন, যেহেতু "তাহাদিগের মধ্যে একজন (—জীব) পিপ্পল (—সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্য একজন (—পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া [কেবল] দর্শন করেন"---এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণ আছে।৯৯ আর যেহেতু "দেহ ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্তকেই মনীষিগণ ভোক্তা বলিয়া থাকেন", এইপ্রকার মন্ত্রবর্ণও আছে।১০০ [অতএব ইহা নিশ্চিত হয় যে দেহাভিন্নাভিমানী জীবেরই সংস্কার সম্ভব। এক্ষণে সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবস্তু যে সংস্কার্য্য নহে, সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] তদ্রূপ "একই দেবতা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সকল ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ (—সমস্ত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আরোগ্যফলমিতি অন্বয়ঃ। নন্থ দেহাভিন্নস্য কথং সংস্কারঃ, তস্য আমুষ্মিকফলভোক্তৃত্বাযোগাৎ ইত্যত আহ—**তেনেতি।** দেহসংহতেন এব অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বাত্মনা কর্ত্তাহমিতি ভাসমানেন প্রত্যয়াঃ কামাদয়ঃ মনস্তাদাত্ম্যাৎ অস্য সন্তীতি প্রত্যয়িনা ক্রিয়াফলং ভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। মনোবিশিষ্টস্য আমুষ্মিকভোক্তুঃ সংস্কারঃ যুক্তঃ ইতি ভাবঃ। বিশিষ্টস্য ভোক্তৃত্বম্, ন কেবলস্য সাক্ষিণঃ ইত্যত্র মানমাহ—**তয়োরিতি।** প্রমাতৃসাক্ষিণোর্ম্মধ্যে সত্ত্বসংসর্গমাত্রেণ কল্পিত-কর্ত্তৃত্বাদিমান্ প্রমাতা পিপ্পলং কর্ম্মফলং ভুঙক্তে, স এব শোধিতত্বেন অন্যঃ সাক্ষিতয়া প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। আত্মা দেহঃ। দেহাদিযুক্তম্—প্রমাত্রাত্মানম্ ইত্যর্থঃ। এবং সোপাধিকস্য চিদ্ধাতোঃ মিথ্যাসংস্কার্য্যত্বম্ উক্ত্বা নিরুপাধিকস্য অসংস্কার্য্যত্বে মানমাহ—**এক ইতি।** সর্ব্বভূতেষু অদ্বিতীয় একঃ দেবঃ স্বপ্রকাশঃ। তথাপি মায়াবৃতত্বাৎ ন প্রকাশতে ইত্যাহ—**গূঢ় ইতি।** নন্থ

শাঙ্করভাষ্যম্

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাঃ ৬।১১) ইতি।১০১ "সঃ পর্য্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্" (ঈশ ৮) ইতি চ।১০২ এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাং চ ব্রহ্মণঃ দর্শয়তঃ।১০৩ ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ।১০৪ তস্মাৎ ন সংস্কার্য্যঃ অপি মোক্ষঃ।১০৫ অতঃ অন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশদ্বারং ন

ভাষ্যানুবাদ

ক্রিয়ার নিয়ামক), সমস্ত ভূতের অধিবাস (—অধিষ্ঠান), সাক্ষী, চৈতন্যস্বভাব, কেবল (—অদ্বিতীয়) এবং নির্গুণ", ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণ আছে।১০১ আর "সেই আত্মা [আকাশের ন্যায়] সর্ব্বব্যাপী, শুভ্র (—দীপ্তিমান্), অকায় (—লিঙ্গশরীরবর্জ্জিত), অব্রণ (—ক্ষতশূন্য), অস্নাবির (—শিরাবিহীন, সুতরাং স্থূল শরীররহিত), শুদ্ধ (—অবিদ্যামলরহিত, সুতরাং কারণশরীরশূন্য) এবং পাপবর্জ্জিত", ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণও আছে।১০২ এই [শেষোক্ত] মন্ত্রদ্বয় ব্রহ্মের অনাধেয়াতিশয়তা (—কোনপ্রকার অতিশয় অর্থাৎ উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতারাহিত্য) এবং নিত্যশুদ্ধতা প্রদর্শন করিতেছে।১০৩ আর ব্রহ্মভাবই মোক্ষ।১০৪ সেইহেতু মোক্ষ সংস্কার্য্যও নহে।১০৫ [মোক্ষের প্রতি] ইহা হইতে (—উৎপত্তি, আপ্তি, সংস্কার ও বিকার হইতে) ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ানুপ্রবেশের দ্বার (—যাহার দ্বারা মোক্ষের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে, সেই উপায়) কেহ প্রদর্শন করিতে পারে না।১০৬ সেইহেতু (—ব্রহ্মস্বরূপ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

জীবেন অসম্বন্ধাৎ ভিন্নত্বাৎ বা দেবস্য অভানং, ন তু মায়াগূহনাৎ ইতি, নেত্যাহ—**সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি**। দেবস্য বিভুত্বাৎ সর্ব্বপ্রাণিপ্রত্যক্ত্বাচ্চ আবরণাদেব অভানমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ত্বে কর্তৃত্বং স্যাদিতি চেৎ? ন, কর্ম্মাধ্যক্ষঃ ক্রিয়াসাক্ষীত্যর্থঃ। তর্হি সাক্ষ্যমস্তীতি দ্বৈতাপত্তিঃ? ন, সর্ব্বভূতানামধিষ্ঠানং ভূত্বা সাক্ষী ভবতি। সাক্ষ্যমধিষ্ঠানে সাক্ষিণি কল্পিতমিতি ভাবঃ। সাক্ষিশব্দার্থমাহ—**চেতা কেবল ইতি**। বোদ্ধৃত্বে সতি অকর্ত্তা সাক্ষী ইতি লোকপ্রসিদ্ধম্। চকারঃ দোষাভাবসমুচ্চয়ার্থঃ, নির্গুণত্বাৎ নির্দ্দোষত্বাৎ চ। গুণো দোষনাশঃ বা সংস্কারঃ ন ইত্যর্থঃ। 'সঃ' ইত্যুপক্রমাৎ শুক্রাদিশব্দাঃ পুংস্ত্বেন বাচ্যাঃ। স এব আত্মা পরি সর্ব্বম্, অগাৎ ব্যাপ্তঃ, শুক্রঃ দীপ্তিমান্, অকায়ঃ লিঙ্গশূন্যঃ, অব্রণঃ অক্ষতঃ, অস্নাবিরঃ শিরাবিধুরঃ অনশ্বর ইতি বা। আভ্যাং পদাভ্যাং স্থূলদেহশূন্যত্বম্ উক্তম্। শুদ্ধঃ রাগাদিমলশূন্যঃ। অপাপবিদ্ধঃ পুণ্যপাপাভ্যামসংস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। **অত ইতি**। উৎপত্ত্যাপ্তিবিকারসংস্কারেভ্যঃ অন্যৎ পঞ্চমং ক্রিয়াফলং নাস্তি যন্মোক্ষস্য ক্রিয়াসাধ্যত্বে দ্বারং ভবেৎ ইত্যর্থঃ। ননু মোক্ষস্য অসাধ্যত্বে শাস্ত্রারম্ভঃ বৃথা। ন, জ্ঞানার্থত্বাৎ ইত্যাহ—**তস্মাদিতি**। দ্বারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। ব্যাঘাতং

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যং কেনচিৎ দর্শয়িতুম্ ।১০৬ তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়াঃ গন্ধমাত্রস্যাপি অনুপ্রবেশঃ ইহ ন উপপদ্যতে ।১০৭ ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া ?১০৮ ন, বৈলক্ষণ্যাৎ ।১০৯ ক্রিয়া হি নাম সা, যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।১১০ যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবিঃ গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েৎ

ভাষ্যানুবাদ

মোক্ষে ক্রিয়াসম্বন্ধের কোন উপায় নাই বলিয়া) একমাত্র জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া (১) এখানে (—মোক্ষে) ক্রিয়ার লেশমাত্রেরও অনুপ্রবেশ সঙ্গত হয় না ।১০৭ [সুতরাং উপাসনাক্রিয়াদ্বারা আত্মার অবিদ্যামলনাশরূপ সংস্কার হইলে মোক্ষের অভিব্যক্তি হয়—ইহা বলা যায় না। অতএব উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য না হওয়ায় মোক্ষের অনিত্যতা দোষও (১৭০পৃঃ) হয় না।]

[পূঃ—জ্ঞানও মানসীক্রিয়া, সুতরাং জ্ঞানসাধ্য মোক্ষ বস্তুতঃ ক্রিয়াসাধ্য, অতএব অনিত্য।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা---যদি বল, জ্ঞানত মানসী ক্রিয়া (—মনের ক্রিয়াবিশেষ ।১০৮ সুতরাং মোক্ষে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হয় না, ইহা বলা যায় না]।

(সিঃ—জ্ঞান মানসীক্রিয়া হইলেও বস্তুতন্ত্র বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ ক্রিয়াসাধ্য নহে, অনিত্যও নহে।)

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না,তাহা নহে, কারণ [ক্রিয়া হইলেও বিধেয় ক্রিয়া নহে বলিয়া জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার অন্য ক্রিয়া হইতে] বৈলক্ষণ্য আছে ।১০৯ তাহাকেই ক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়, যেখানে বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়াই বিহিত হয় এবং যাহা পুরুষের মানস ব্যাপারের অধীন।১১০ যেমন ["অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক] যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্রব্য গৃহীত হয় [যাজ্যামন্ত্র পাঠকালে 'বৌষট্'—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে উদ্যত হইয়া] বষট্করিষ্যন্ (—হোতা)

ভাবদীপিকা

(১) যদি বলা হয়,মোক্ষ যদি ক্রিয়াদ্বারা অসাধ্যই হইল, তাহা হইলে মোক্ষের জন্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"**জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা**"। অর্থাৎ মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র মোক্ষের জন্য জ্ঞানই উপদেশ করেন। সেইহেতু শাস্ত্র ব্যর্থ হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

শঙ্কতে—**নন্বিতি।** তথা চ মোক্ষে ক্রিয়ানুপ্রবেশঃ নাস্তীতি ব্যাহতমিতি ভাবঃ। মানসমপি জ্ঞানং ন বিধিযোগ্যা ক্রিয়া, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ, কৃত্যসাধ্যত্বাৎ চ ইত্যাহ—**নেতি।** বৈলক্ষণ্যং প্রপঞ্চয়তি—**ক্রিয়া হীতি।** যত্র বিষয়ে তদনপেক্ষৈব যা চোদ্যতে, তত্র সা হি ক্রিয়েতি যোজনা। বিষয়বস্তনপেক্ষা কৃতিসাধ্যা চ ক্রিয়া ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—**যথেতি।** গৃহীতমধ্বর্য্যুণা ইতি শেষঃ। 'বষট্করিষ্যন্' হোতা। 'সন্ধ্যাং দেবতাম্' ইতি চৈবমাদিবাক্যেষু যথা যাদৃশী ধ্যানক্রিয়া বস্ত্বনপেক্ষা পুংতন্ত্রা চ চোদ্যতে, তাদৃশী ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। ধ্যানমপি মানসত্বাৎ জ্ঞানবৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

বষট্‌করিষ্যন্” (ঐঃ ব্রাঃ ১১।৮।১) ইতি, “সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ” (ঐঃ ব্রাঃ ৩।৮.১?) ইতি চ এবমাদিষু।১১১ ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ।১১২ জ্ঞানং তু প্রমাণজন্যম্।১১৩ প্রমাণং চ যথাভূতবস্তুবিষয়ম্, অতঃ জ্ঞানং কর্ত্তুম্, অকর্ত্তুম্, অন্যথা বা কর্ত্তুম্ অশক্যং, কেবলং বস্তুতন্ত্রম্ এব তৎ, ন চোদনাতন্ত্রম্, নাপি পুরুষতন্ত্রম্।১১৪ তস্মাৎ মানসত্বে অপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্।১১৫ যথা চ “পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ” (ছাঃ ৫।৭।১) “যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ”,

ভাষ্যানুবাদ

তাঁহাকে মনের দ্বারা ধ্যান করিবেন”, ইত্যাদি এবং “সন্ধ্যাকে (—সন্ধ্যাভিমানিনী দেবতাকে) মনের দ্বারা ধ্যান করিবে”, ইত্যাদি এইসকল স্থলে দেখা যায়।১১১ [যদি বলা হয়—অবিশেষভাবে মানসক্রিয়া বলিয়া ধ্যানও জ্ঞানের ন্যায় বিধেয় ক্রিয়া নহে, সুতরাং ধ্যানকে বিধেয় ক্রিয়ার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—] ধ্যান অর্থাৎ চিন্তন যদিও মানসব্যাপার, তথাপি পুরুষ তাহা করিতে পারে, না করিতে পারে, অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারে, যেহেতু তাহা পুরুষতন্ত্র (—পুরুষের প্রযত্নসাধ্য।১১২ সুতরাং তাহা অবশ্যই বিধেয় ক্রিয়া।] জ্ঞান কিন্তু [মানসব্যাপার হইলেও প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি] প্রমাণ হইতেই উৎপন্ন।১১৩ আর প্রমাণ যথাভূত বস্তুকেই বিষয় করে (—বস্তুর স্বরূপটী যে প্রকার সেইরূপেই তাহাকে গ্রহণ করে), সেইহেতু জ্ঞানকে করিতে, না করিতে অথবা অন্যপ্রকারে করিতে পারা যায় না, [যেহেতু] তাহা কেবলমাত্র বস্তুতন্ত্র (—বস্তুটী যে প্রকার, জ্ঞানও হয় সেইপ্রকার), কিন্তু চোদনাতন্ত্র (—বিধির অধীন) অথবা পুরুষতন্ত্র নহে।১১৪ সেইহেতু (—জ্ঞান পুরুষতন্ত্র নহে বলিয়া) মানস [ক্রিয়া] হইলেও [মানসক্রিয়ারূপ ধ্যান হইতে] জ্ঞানের অত্যন্ত ভিন্নতা আছে।১১৫ যেমন “হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি”, “হে গৌতম, স্ত্রীই অগ্নি”, ইত্যাদি স্থলে স্ত্রী ও পুরুষে যে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন ক্রিয়া ইত্যত আহ—**ধ্যানমিত্যাদিনা**। তথাপি ক্রিয়ৈব ইতি শেষঃ। কৃত্যসাধ্যত্বমুপাধিরিতি ভাবঃ। ধ্যানক্রিয়াম্ উক্ত্বা ততঃ বৈলক্ষণ্যং জ্ঞানস্য স্ফুটয়তি—**জ্ঞানংত্বিতি**। অতঃ প্রমাত্বাৎ ন চোদনাতন্ত্রং—ন বিধের্বিষয়ঃ। পুরুষঃ কৃতিদ্বারা তন্ত্রং হেতুর্যস্য তৎ পুরুষতন্ত্রং, তস্মাৎ বস্ত্বব্যভিচারাৎ অপুংতন্ত্রত্বাৎ চ ধ্যানাৎ জ্ঞানস্য মহান্ ভেদ ইত্যর্থঃ। ভেদমেব দৃষ্টান্তান্তরেণ আহ—**যথা চেতি**। অভেদাসত্ত্বে অপি বিধিতঃ ধ্যানং কর্ত্তুং শক্যং, ন জ্ঞানমিত্যর্থঃ। নন্থ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্য বিষয়জন্যতয়া তত্তন্ত্রত্বে অপি শাব্দবোধস্য তদভাবাৎ বিধেয়ক্রিয়াত্বম্ ইতি.

শাঙ্করভাষ্যম্

(ছাঃ ৫।৮।১) ইত্যত্র যোষিৎপুরুষয়োঃ অগ্নিবুদ্ধিঃ মানসী ভবতি ।১১৬ কেবলচোদনাজন্যত্বাৎ ক্রিয়া এব সা, পুরুষতন্ত্রা চ ।১১৭ যা তু প্রসিদ্ধে অগ্নৌ অগ্নিবুদ্ধিঃ, ন সা চোদনাতন্ত্রা, নাপি পুরুষতন্ত্রা ।১১৮ কিং তর্হি ? ১১৯ প্রত্যক্ষবিষয়বস্তুতন্ত্রা এব ইতি জ্ঞানম্ এব এতৎ, ন ক্রিয়া ।১২০ এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্ ।১২১ তত্র

ভাষ্যানুবাদ

অগ্নিবুদ্ধি, তাহা মানস ।১১৬ [বস্তুর অধীন না হইয়া] কেবল চোদনাজন্য (—বিধিবলে অনুষ্ঠিত) হয় বলিয়া তাহা (—পুরুষ ও স্ত্রীতে সেই অগ্নিবুদ্ধি) হয় [বিধেয়] ক্রিয়া এবং পুরুষের প্রযত্নসাধ্য (—পুরুষ ও স্ত্রী অগ্নি না হইলেও বিধিবলে তাহাদিগকে অগ্নিরূপে ধ্যান করা হয়) । ১১৭ কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা বিধির অধীনও নহে এবং পুরুষপ্রযত্নের অধীনও নহে ।১১৮ তবে তাহা কি ?১১৯ [উত্তর—] প্রত্যক্ষের বিষয় যে [অগ্নিরূপ] বস্তু, তাহা সেই বস্তুরই অধীন, এইহেতু ইহা জ্ঞানই, কিন্তু [বিধেয়] ক্রিয়া নহে (—যাহা জ্ঞান, তাহা বস্তুটী যে প্রকার, সেই প্রকারই হইয়া থাকে, বিধিবলে তাহাকে ধ্যানের ন্যায় অন্যপ্রকারে করা যায় না) ।১২০ [প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ প্রভৃতি] সকলপ্রকার প্রমাণের বিষয়ভূত বস্তুসকলে এইপ্রকারই বুঝিতে হইবে (—তত্তৎ প্রমাণজন্য বস্তুতন্ত্র জ্ঞানকে বিধির অবিষয় ক্রিয়ারূপেই বুঝিতে হইবে (১) ।১২১

ভাবদীপিকা

(১) লক্ষ্য করিতে হইবে যে—জ্ঞান ও ধ্যান উভয়েই মনের ক্রিয়াবিশেষ হইলেও, তাহাদের মধ্যে মহান্ প্রভেদ আছে। তন্মধ্যে ধ্যানরূপ যে মানসী ক্রিয়া, তাহা বিধির বিষয় ও পুরুষতন্ত্র এবং জ্ঞানরূপ যে মানসী ক্রিয়া,তাহা বস্তুতন্ত্র, বিধির অবিষয় ও প্রমাণজন্য। এইসকল বিষয় ভাষ্যমধ্যেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে সংশয় হয়—সিদ্ধান্তে জ্ঞান ত ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহাকে ক্রিয়া বলা যায় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা যায়—জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ—ইহা সত্য, কিন্তু এখানে জ্ঞানশব্দে উক্ত স্বরূপজ্ঞানের কথা বলা হইতেছে না, বৃত্তিজ্ঞানের কথাই বলা হইতেছে। নিরন্তর ক্রিয়াশীল ও পরিণামশীল যে মায়া, সেই মায়া হইতে হয় অন্তঃকরণের উৎপত্তি, সুতরাং তাহাও হয় ক্রিয়াশীল ও পরিণামী। এই অন্তঃকরণ স্বচ্ছ বলিয়া ইহাতে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পতিত হয় অর্থাৎ অধ্যাস হয়। আর অধ্যাসবলে সেই প্রতিবিম্বভূত জ্ঞানবস্তুতেও পরিণাম বা ক্রিয়া প্রভৃতি পরিকল্পিত হয়। ইহাই বৃত্তিজ্ঞান। বিম্বস্থানীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর পরিণাম বা ক্রিয়া কিছুই হয় না। অন্তঃকরণের এবং জ্ঞানস্বরূপ আত্মার পরস্পরের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ন ইত্যাহ—এবং সর্ব্বেতি। শব্দানুমানাদ্যর্থেষ্বপি জ্ঞানম্ অবিধেয়ক্রিয়াত্বেন জ্ঞাতব্যম্। তত্রাপি মানাদেব জ্ঞানস্য প্রাপ্তের্বিধ্যযোগাৎ ইত্যর্থঃ। তত্রৈবং সতি—লোকে জ্ঞানস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

এবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়ম্ অপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্ ।১২২ তদ্বিষয়ে লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণাঃ অপি অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠী-ভবন্তি, উপলাদিষু প্রযুক্তক্ষুরতৈক্ষ্ণাদিবৎ, অহেয়ানুপাদেয়-বস্তুবিষয়ত্বাৎ ।১২৩ কিমর্থানি তর্হি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ

ভাষ্যানুবাদ

[বস্তুতন্ত্র ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে বিধির প্রবৃত্তি হয় না। স্বাভাবিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত করাই বিধি শ্রুতির প্রয়োজন।]

এইপ্রকার হইলে (—জ্ঞান বিধির বিষয় না হওয়ায়) যথাভূত (—অবাধিত) ব্রহ্মাত্মবিষয়ক জ্ঞানও (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানও) বিধির অধীন নহে।১২২ তদ্বিষয়ে (—ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান বিষয়ে) বিধিলিঙ্ প্রভৃতি শ্রুত হইলেও [তাহা] অনিযোজ্য বিষয়ক বলিয়া (—পুরুষের প্রযত্নের অবিষয় যে জ্ঞান, তাহাকে বিষয় করে বলিয়া) প্রস্তর প্রভৃতিতে প্রযুক্ত ক্ষুরের তীক্ষ্ণতার ন্যায় কুণ্ঠিত (—ব্যর্থ) হয়; কারণ [উক্ত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান] ত্যাগের বা গ্রহণের অযোগ্য [ব্রহ্ম] বস্তুকে বিষয় করে (১) ।১২৩

ভাবদীপিকা

অধ্যাসবশতঃ ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণের পরিণামভূত এই বৃত্তিজ্ঞানকে মানসী ক্রিয়া বলা হয়। ইহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজন্য, সুতরাং বস্তুতন্ত্র এবং বিধির অবিষয়। সুতরাং মানসী ক্রিয়ারূপ এতাদৃশ জ্ঞানের মোক্ষে অনুপ্রবেশ হইলেও, পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রেত বিধেয় ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হয় না বলিয়া মোক্ষও অনিত্য হয় না। ভাব এই যে—যাহা ক্রিয়াদ্বারা উৎপাদ্য,তাহাই অনিত্য। ব্রহ্মাভিন্ন মোক্ষ বস্তুতন্ত্র জ্ঞানের বিষয় হয় মাত্র; তাহার দ্বারা উৎপাদ্য নহে, সুতরাং অনিত্যও নহে।

(১) ভাব এই যে—যেখানে ক্রিয়া, কারক ও ফলাদি দ্বৈতবিষয়ের জ্ঞান হয়,সেখানেই বিধির প্রবৃত্তি হয়। আর শাব্দী ও আর্থীভাবনা (৭৮পৃঃ) উৎপাদনদ্বারা বিধি তাদৃশ বিষয়ে পুরুষকে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু অদ্বৈত একরস ব্রহ্ম কোনপ্রকার ক্রিয়ার ফল নহেন,সেইহেতু ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য কিছুই নহেন,সুতরাং বিধির বিষয়ও নহেন। অতএব "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", ইত্যাদি-রূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে বিধি প্রযুক্ত হইলেও,তাহা পুরুষকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অবিধেয়ত্বে সতি ইত্যর্থঃ। যথাভূতত্বম্—অবাধিতত্বম্। ননু "আত্মানং পশ্যেৎ", "ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (কেঃ ১৬) "আত্মা দ্রষ্টব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি বিজ্ঞানে লিঙ্লোট্তব্যপ্রত্যয়া বিধায়কাঃ শ্রূয়ন্তে, অতঃ জ্ঞানং বিধেয়মিত্যত আহ— **তদ্বিষয়ে ইতি** । তস্মিন্ জ্ঞানরূপবিষয়ে বিধয়ঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্তা ভবন্তি। অনিযোজ্যং—কৃত্যসাধ্যং নিযোজ্যশূন্যং বা জ্ঞানং তদ্বিষয়কত্বাৎ ইত্যর্থঃ। মম অয়ং নিয়োগঃ ইতি বোদ্ধা—নিযোজ্যঃ, বিষয়শ্চ বিধেঃ নাস্তি ইতি ভাবঃ তর্হি জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম বিধীয়তাম্, ন ইত্যাহ—**অহেয়েতি** । বস্তুস্বরূপঃ বিষয়ঃ তত্ত্বাৎ। ব্রহ্মণঃ নিরতিশয়স্য অসাধ্যত্বাৎ ন বিধেয়ত্বমিত্যর্থঃ। উদাসীনবস্তুবিষয়কত্বাচ্চ জ্ঞানং ন বিধেয়ম্, প্রবৃত্ত্যাদিফলাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। বিধিপদানাং গতিং পৃচ্ছতি—**কিমর্থানীতি** । বিধিচ্ছায়ানি

শাঙ্করভাষ্যম্

শ্রোতব্যঃ" (বৃ ২।৪।৫) ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি ?।১২৪ স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানি ইতি ব্রুমঃ।।১২৫ যঃ হি বহির্মুখঃপ্রবর্ত্ততে পুরুষঃ 'ইষ্টং মে ভূয়াৎ, অনিষ্টং মা ভূৎ' ইতি,ন চ তত্র আত্যন্তিকং পুরুষার্থং লভতে,তম্ আত্যন্তিকপুরুষার্থবাঞ্ছিনং স্বাভাবিককার্য্যকরণসংঘাতপ্রবৃত্তিগোচরাৎ বিমুখীকৃত্য প্রত্য-গাত্মস্রোতস্তয়া প্রবর্ত্তয়ন্তি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যা-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, "হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য", ইত্যাদি এই বিধিচ্ছায়ার ন্যায় (—যাগাদিবোধক প্রসিদ্ধ বিধিবাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান) বাক্যসকলের প্রয়োজন কি ?১২৪

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির যাহা বিষয়, তাহা হইতে বিমুখ করাই ইহার প্রয়োজন।১২৫ যে পুরুষ 'আমার মঙ্গল হউক, অনিষ্ট না হউক'—এইরূপে বহির্ম্মুখ হইয়া প্রবৃত্ত হয়, অথচ তাহাতে আত্যন্তিক পুরুষার্থ লাভ করে না,"হে মৈত্রেয়ি,আত্মাই দ্রষ্টব্য",ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল সেই আত্যন্তিক পুরুষার্থাভিলাষী পুরুষকে কার্য্যকরণসংঘাতের (—শরীরেন্দ্রিয় সমষ্টির) স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিষয় [রূপ রসাদি] হইতে বিমুখ করিয়া প্রত্যগাত্মবিষয়ক স্রোতভাবাপন্ন করতঃ (—প্রত্যগাত্মবিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করতঃ, জ্ঞানের সাধন শ্রবণ-মননাদিতে সেই পুরুষকে] প্রবৃত্ত করে (১) ।১২৬ [শ্রবণের স্বরূপ কি, তাহা প্রদর্শন

ভাবদীপিকা

(১) এখানে অভিপ্রায় এই—আত্মজ্ঞান যে পরম পুরুষার্থের সাধন, ইহাই স্তুতিচ্ছলে বিধিপ্রত্যয়ের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। বেদান্তশ্রবণ ত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিতে বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি হইলে, উক্ত স্তুতির দ্বারা আকৃষ্ট পুরুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বেদান্তশ্রবণাদিতেই প্রবৃত্ত হয়। যাহা হউক, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইত্যাদিস্থলে তব্য প্রত্যয়ের দ্বারা বেদান্ত শ্রবণাদিতে (১৫০পৃঃ) যে বিধি প্রতীয়মান হয়, তাহা কোন বিধি, এই বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। **প্রকটার্থকার** বলেন—এইস্থলে **অপূর্ব্ববিধি** বিবক্ষিত,কারণ বেদান্তশ্রবণ যে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন,ইহা অন্য প্রমাণ-দ্বারা জানা যায় না। বার্ত্তিককার শ্রীমৎ **সুরেশ্বরাচার্য্য** বলেন,এখানে **পরিসংখ্যা-বিধি** স্বীকার্য্য,কারণ নিরন্তরভাবে অনুষ্ঠিত শ্রবণাদিই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। কিন্তু বেদান্তশ্রবণের

ভাষ্যরত্নপ্রভা

—প্রসিদ্ধযাগাদিবিধিতুল্যানি ইত্যর্থঃ। বিধিপ্রত্যয়ৈরাত্মজ্ঞানং পরমপুরুষার্থসাধনমিতি স্তূয়তে। স্তুত্যা আত্যন্তিকেষ্টহেতুত্বভ্রান্ত্যা যা বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ আত্মশ্রবণাদিপ্রতিবন্ধিকা, তন্নিবৃত্তিফলানি বিধিপদানীত্যাহ—**স্বাভাবিকেতি**। বিবৃণোতি।—**যঃ হীত্যাদিনা**। তত্র বিষয়েষু

শাঙ্করভাষ্যম্

দীনি ।১২৬ তস্য আত্মান্বেষণায় প্রবৃত্তস্য অহেয়ম্ অনুপাদেয়ং চ আত্মতত্ত্বম্ উপদিশ্যতে, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬), "যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫), "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" (বৃঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিভিঃ ।১২৭ যদপি অকর্ত্তব্য-

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] "এই সমস্ত বস্তুই [তাহা,] যাহা এই আত্মা," "কিন্তু যখন সকল ইহার আত্মস্বরূপই হইয়া গেল, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে, কাহার দ্বারা কাহাকে জানিবে, হে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিবে"? "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ", ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা আত্মার অন্বেষণের জন্য প্রবৃত্ত সেই পুরুষের প্রতি অবর্জ্জনীয় ও অগ্রহণীয় আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইতেছে।১২৭

ভাবদীপিকা

সমকালেই কোন কোন পুরুষের ব্যাপারান্তরে প্রবৃত্তিবশতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন ও অসাধন এই উভয়েরই যুগপৎ প্রাপ্তি হইলে, পরিসংখ্যাবিধির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অসাধন সেই ব্যাপারান্তরের নিবৃত্তি হয়। **বিবরণমতানুযায়িগণ** বলেন—"আত্মা দ্রষ্টব্যঃ", "আত্মানং পশ্যেৎ" ইত্যাদিস্থলে জ্ঞানে বিধি স্বীকৃত না হইলেও, শ্রবণাদিতে **নিয়মবিধি** স্বীকার্য্য, কারণ ভ্রম-বশতঃ বেদান্তশ্রবণত্যাগ করিয়া আত্যন্তিক ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিতে সাংখ্য ও যোগাদিশাস্ত্রোক্ত মানস-ব্যাপারে অথবা বেদান্তবিচারনিরপেক্ষ বিষয়ান্তরে যখন পুরুষের প্রবৃত্তি হয়, তখন বেদান্তশ্রবণে ও অন্যবিধ মানসব্যাপারে বা বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি, এই উভয়ের পক্ষে প্রাপ্তি (—কদাচিৎ প্রাপ্তি ও কদাচিৎ অপ্রাপ্তি) হইয়া পড়ে। এই অবস্থাতে বেদান্তশ্রবণে অনুরাগের অভাব বশতঃ যখন তাহা অপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন নিয়মবিধির দ্বারা সেই অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরণ হয় অর্থাৎ বেদান্তশ্রবণে পুরুষ নিয়মিত হয়। ইঁহাদের মতে শ্রবণে যে বিধি, তাহা মুখ্য এবং মনন ও নিদিধ্যাসনে অবান্তর বাক্যভেদে তাহা গৌণ। **ভামতীকার** বলেন—শ্রবণশব্দের অর্থ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজন্য জ্ঞান। বস্তুতন্ত্রজ্ঞানে বিধি সম্ভব নহে বলিয়া শ্রবণাদিতে কোনপ্রকার বিধিই নাই। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিচার সিদ্ধান্তলেশ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের ৩।৪।১৪ "সহকার্য্যান্তরবিধ্যধিকরণে" ইহা পুনরায় আলোচিত হইবে। উপরোক্ত বিধিত্রয়ের **লক্ষণ** এই—"প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তিফলকো বিধিঃ **অপূর্ব্ববিধিঃ**"। যুগপৎপ্রাপ্তৌ ইতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ **পরিসংখ্যাবিধিঃ**" "পক্ষপ্রাপ্তস্য অপ্রাপ্তাংশপরিপূরণফলকো বিধিঃ **নিয়মবিধিঃ**"। লক্ষণসমন্বয় উপরে স্পষ্টই আছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সংঘাতস্য যা প্রবৃত্তিঃ তদ্গোচরাৎ শব্দাদেরিত্যর্থঃ। স্রোতঃ—চিত্তবৃত্তিপ্রবাহঃ। প্রবর্ত্তয়ন্তি জ্ঞানসাধনশ্রবণাদৌ ইতি শেষঃ। শ্রবণস্বরূপমাহ—**তস্যেতি**। অন্বেষণং জ্ঞানম্। যৎ ইদং জগৎ, তৎ সর্ব্বম্ আত্মৈবেতি অনাত্মবাধেন আত্মা বোধ্যতে। অদ্বিতীয়াদৃশ্যাত্মবোধে বিধিঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রধানম্ আত্মজ্ঞানং হানায় উপাদানায় বা ন ভবতি ইতি ; তৎ তথৈব ইতি অভ্যুপগম্যতে ।১২৮ অলঙ্কারঃ হি অয়ম্ অস্মাকং যদ্ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চ ইতি ।১২৯ তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ॥ (বৃঃ ৪।৪।১২) ইতি ।১৩০ "এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ।(গীতা ১৫।২০) ইতি চ স্মৃতিঃ ।১৩১ তস্মাৎ ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ সমর্পণম্ ।১৩২ যদপি কেচিদ্ আহুঃ—"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিধিতচ্ছেষ-

ভাষ্যানুবাদ

[বৃত্তিকারমতখণ্ডনের উপসংহার। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞ পুরুষের করণীয় কিছুই নাই বলিয়া উপাস্যব্রহ্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহে।]

আর যে বলা হইয়াছে—"অকর্ত্তব্যপ্রধান আত্মজ্ঞান (—যে আত্মজ্ঞান উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, তাহা) ত্যাগ বা গ্রহণের জন্য নহে", ইত্যাদি (১৪৯পৃঃ); তাহা সেইরূপই,ইহা আমরা স্বীকার করি।১২৮ যেহেতু ব্রহ্মাত্মাবগতি হইলে (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হইলে) সকলপ্রকার কর্ত্তব্যের নাশ এবং কৃতকৃত্যতা হয়, ইহা আমাদের অলঙ্কারস্বরূপ।১২৯ এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—"কোন পুরুষ যদি আত্মাকে 'ইনি আমি'—এইরূপে অবগত হন, তাহা হইলে [তিনি] কিসের ইচ্ছায় এবং কাহার প্রয়োজনে শরীরের সহিত সন্তপ্ত হইবেন"?১৩০ আর "হে ভারত, ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয়", ইত্যাদি স্মৃতিও আছে।১৩১ সেইহেতু (—জ্ঞান অবিধেয় এবং তদ্দ্বারা মোক্ষরূপ ফল হয় বলিয়া, বেদান্তে] প্রতিপত্তিবিধির (—(১) উপাসনাবিধায়ক বিধির) বিষয়রূপে ব্রহ্মের সমর্পণ হয় নাই।১৩২ [এখানে বৃত্তিকারের মতখণ্ডন শেষ হইল।]

ভাবদীপিকা

(১) প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান, তাহা প্রমাজ্ঞানও হইতে পারে এবং অপ্রমাজ্ঞানও হইতে পারে। এখানে প্রকরণানুরোধে উপাসনারূপ অপ্রমাজ্ঞান প্রতিপত্তি শব্দের অর্থরূপে গৃহীত হইতেছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তপস্বী দ্বৈতবনোপজীবনঃ ক স্থাস্যতি ইতি ভাবঃ। আত্মজ্ঞানিনঃ কর্ত্তব্যাভাবে মানমাহ—**তথা চেতি** । 'অয়ং স্বয়ং পরমানন্দঃ পরমাত্মা অহমস্মি' ইতি যদি কশ্চিৎ পুরুষ আত্মানং জানীয়াৎ,তদা কিং ফলম্ ইচ্ছন্,কস্য বা ভোক্তুঃ প্রীতয়ে শরীরং তপ্যমানম্ অনুসংজ্বরেৎ তপ্যেত। ভোক্তৃভোগ্যদ্বৈতাভাবাৎ কৃতকৃত্য আত্মবিৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ। জ্ঞানদৌর্ল্লভ্যার্থঃ চেৎশব্দঃ। এতৎ গুহ্যতমং তত্ত্বম্। বৃত্তিকারমতনিরাসমুপসংহরতি—**তস্মাদিতি** । প্রাভাকরোক্তম্ অনুবদতি—**যদপি কেচিদিতি** । কর্ত্তা আত্মা লোকসিদ্ধত্বাৎ ন বেদান্তার্থঃ। তদন্যৎ ব্রহ্ম

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যতিরেকেণ কেবলবস্তুবাদী বেদভাগঃ নাস্তি” ইতি ।১৩৩ তৎ ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্য অনন্যশেষত্বাৎ ।১৩৪ যঃ অসৌ উপনিষৎস্ব এব অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসারী ব্রহ্ম, উৎপাদ্যাদিচতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থঃ অনন্যশেষঃ, ন অসৌ নাস্তি, ন অধিগম্যতে

ভাষ্যানুবাদ

[“সমগ্র বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক”, এই প্রভাকরমতের নিরাকরণারম্ভ। অপ্রত্যাখ্যেয় আত্মার স্বরূপ উপনিষদৈকগম্য।]

আর কেহ কেহ (—প্রভাকর মতাবলম্বিগণ) যে বলেন, প্রবৃত্তিবোধক বিধি, নিবৃত্তিবোধকবিধি এবং তাহাদের অঙ্গব্যতিরেকে (১) কেবল বস্তুবাদী (—ক্রিয়ার সহিত অসম্বদ্ধ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক) বেদভাগ নাই,ইত্যাদি (১৪০—১৪৭পৃঃ)।১৩৩ তাহা সঙ্গত নহে,যেহেতু উপনিষৎপ্রতিপাদ্য যে পুরুষ,তিনি কাহারও অঙ্গ নহেন।১৩৪ উপনিষৎসমূহেই অধিগত যে সেই পুরুষ, যিনি অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি উৎপাদ্য প্রভৃতি চারিপ্রকার দ্রব্য (২) হইতে ভিন্ন এবং স্বপ্রকরণস্থ বলিয়া অনন্যশেষ

ভাবদীপিকা

(১) প্রবৃত্তিবোধক বিধি বলিতে, “স্বর্গকামো যজেত” ইত্যাদি বিধি বাক্যকে বুঝিতে হইবে, আর তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বলিতে—সেই বিধিবোধিত কর্ম্মে অপেক্ষিত দধি, সোম প্রভৃতি দ্রব্য এবং অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা ও যজমান ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তিবোধক বিধি বলিতে—“ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ”, ইত্যাদি নিবৃত্তিবিধায়ক বাক্যসকলকে বুঝিতে হইবে। আর তাহার শেষ বলিতে—নিবৃত্তিবোধক বিধির বিষয় যে নিষেধ, তাহাতে অপেক্ষিত নিষেধ্য বস্তুসকলকে এবং যাহার জন্য তাহা নিষিদ্ধ সেই পুরুষকে বুঝিতে হইবে। যথা— “ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ”, এইস্থলে নিষেধ্য ব্রাহ্মণ পদার্থ এবং স্বীয় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষই নিবৃত্তিবোধক বিধির (অর্থাৎ বিধির বিষয় যে নিষেধ, তাহার) অঙ্গ।

(২) উৎপাদ্য প্রভৃতি চারিপ্রকার দ্রব্য বলিতে—উৎপাদ্য, আপ্য সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য এই চতুর্ব্বিধ পদার্থকে বুঝিতে হইবে। তাহা হইতে ভিন্ন—ইহাই ভাব।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নাস্তি এব, বেদস্য কার্য্যপরত্বেন মানাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। মানাভাবঃ অসিদ্ধঃ ইত্যাহ—তৎ নেতি। অজ্ঞাতস্য ফলস্বরূপস্য আত্মন উপনিষেদকবেদ্যস্য অকার্য্যশেষত্বাৎ কৃৎস্নবেদস্য কার্য্যপরত্বমসিদ্ধম্। ন চ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিলিঙ্গাভ্যাং শ্রোতুস্তদ্ধেতুং কার্য্যবোধমনুমায় বক্তৃবাক্যস্য কার্য্যপরত্বং নিশ্চিত্য বাক্যস্থপদানাং কার্য্যান্বিতে শক্তিগ্রহাৎ ন সিদ্ধস্য অপদার্থস্য বাক্যার্থত্বম্ ইতি বাচ্যম্। ‘পুত্রস্তে জাত’ ইতি বাক্যশ্রোতুঃ পিতুঃ হর্ষলিঙ্গেন ইষ্টং পুত্রজন্মানুমায় পুত্রাদিপদানাং সিদ্ধে সঙ্গতিগ্রহাৎ কার্য্যান্বিতাপেক্ষয়া অন্বিতার্থে শক্তিরিতি অঙ্গীকারে লাঘবাৎ, সিদ্ধস্য অপি বাক্যার্থত্বাৎ ইত্যলম্। কিঞ্চ, ব্রহ্মণঃ নাস্তিত্বাদেব কৃৎস্নবেদস্য কার্য্যপরত্বম্, উত বেদান্তেষু তস্য অভানাৎ, অথবা কার্য্যশেষত্বাৎ, কিং বা লোকসিদ্ধত্বাৎ, আহোস্বিৎ মানান্তরবিরোধাৎ? তত্র আদ্যং পক্ষত্রয়ং নিরাচষ্টে—যঃ অসৌ ইতি। অনন্যশেষত্বার্থম্ ‘অসংসারী’ ইত্যাদি

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি বা শক্যং বদিতুম্, "সঃ এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি আত্মশব্দাৎ, আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ, যঃ এব নিরাকর্ত্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ।১৩৫ ননু আত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ উপনিষৎসু এব বিজ্ঞায়তে ইতি অনুপপন্নম্।১৩৬ ন, তৎসাক্ষিত্বেন

ভাষ্যানুবাদ

(—ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রকরণরূপ উপনিষদ্মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন বলিয়া যিনি কর্ম্মপ্রকরণে পঠিত জুহূ প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মাঙ্গ নহেন), তিনি যে বর্ত্তমান নাই বা অধিগত হন না—ইহা বলিতে পারা যায় না; যেহেতু "সেই এই আত্মা ইহা নহেন, ইহা নহেন", এই শ্রুতিতে আত্মশব্দ রহিয়াছে (—এই শ্রুতিতে স্থুল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বদৃশ্য বস্তুর নিষেধদ্বারা আত্মাই অর্থাৎ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন), আর যেহেতু আত্মাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না, কারণ ['আত্মা নামক কোন পদার্থ নাই'—এইরূপে] যিনি [আত্মার] নিরাকরণ কর্ত্তা, [ইনি] তাঁহারই আত্মস্বরূপ (১)।১৩৫

[প্রভাকরমত নিরাকরণ। আত্মা লোকসিদ্ধও নহেন, কর্ম্মাঙ্গও নহেন, কিন্তু উপনিষদৈকবেদ্য।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল, আত্মা "আমি" এই জ্ঞানের বিষয় বলিয়া [লোকসিদ্ধ, সুতরাং তাহা] উপনিষৎসকলেই বিজ্ঞাত হয়, ইহা (—এইরূপ বলা) অসঙ্গত।১৩৬

ভাবদীপিকা

(১) অতএব সমগ্র বেদ যে ক্রিয়া এবং ক্রিয়াঙ্গভূত সিদ্ধবস্তু মাত্র প্রতিপাদন করে, ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিহীন ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করে না, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি বলা হয়—'কার্য্যান্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি' [কার্য্যান্বিতাভিধানবাদ ১৪২পৃঃ দ্রষ্টব্য] স্বীকৃত হয়। সেইহেতু যাহা ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ বোধক নহে, তাদৃশ সিদ্ধপদার্থবোধক পদের শক্তিগ্রহ হয় না বলিয়া বাক্যার্থবোধ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়—'তোমার পুত্র হইয়াছে', 'তোমার অবিবাহিতা তনয়ার গর্ভ হইয়াছে', ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কোনপ্রকার ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ প্রতিপাদিত না হইলেও, পিতার যথাক্রমে হর্ষোৎফুল্ল ও বিমর্ষ মুখ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তাহার বাক্যার্থবোধ হইয়াছে। অতএব লিঙাদি বিধায়ক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হইলেও যে সিদ্ধপদের শক্তিগ্রহ হয় ও বাক্যার্থের বোধ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং "কার্য্যান্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি"—ইহা স্বীকার করা অপেক্ষা "অন্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি" (—অন্বিতাভিধানবাদ) স্বীকার করিলে লাঘব হয়। অতএব বেদ যে কেবলমাত্র ক্রিয়াই প্রতিপাদন করে এবং সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু যে বেদপ্রতিপাদ্য নহে, ইহা বলা সাহসমাত্র।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বিশেষণম্। নাস্তিত্বাভাবে হেতুং বেদান্তমানসিদ্ধত্বম্ উক্ত্বা হেত্বন্তরম্ আত্মত্বমাহ—**স এষ ইতি।** ইতিরিদমর্থে। 'ইদং ন ইদং ন' ইতি সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন য আত্মা উপদিষ্টঃ স এব ইত্যর্থঃ। চতুর্থং শঙ্কতে—**নন্বাত্মাহমিতি।** আত্মনঃ অহঙ্কারাদিসাক্ষিত্বেন অহংধীবিষয়ত্বস্য নিরস্তত্বাৎ ন লোকসিদ্ধতা ইত্যাহ—**নেতি।** যং তীর্থকারা অপি ন জানন্তি, তস্য অলৌকিকত্বং কিমু

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রত্যুক্তত্বাৎ ।১৩৭ ন হি অহংপ্রত্যয়বিষয়কর্ত্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থঃ সমঃ একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষঃ বিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিৎ অধিগতঃ সর্ব্বস্য আত্মা ।১৩৮ অতঃ সঃ ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যঃ, বিধিশেষত্বং বা নেতুম্ ।১৩৯ আত্মত্বাদেব চ সর্ব্বেষাং ন হেয়ঃ নাপি উপাদেয়ঃ।১৪০ সর্ব্বং হি বিনশ্যৎ বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি ।১৪১ পুরুষঃ বিনাশহেত্বভাবাৎ অবিনাশী, বিক্রিয়াহেত্বভাবাৎ চ কূটস্থনিত্যঃ, অতএব নিত্যশুদ্ধ-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব – না,তাহা বলা যায় না, কারণ [১৭৫পৃঃ "সাক্ষী চেতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আত্মার সর্ববসাক্ষিত্ব প্রতিপাদনদ্বারা] তৎসাক্ষিরূপে (—অহংপ্রত্যয়ের সাক্ষিরূপে) ইহা প্রত্যুক্ত হইয়াছে (—তুমি যাহাকে 'আমি' মনে করিতেছ, তাহা আত্মা নহে ; কিন্তু সেই অহং জ্ঞানের যিনি সাক্ষী তিনিই আত্মা)।১৩৭ 'আমি' এই জ্ঞানের বিষয় যে কর্ত্তা, তাহা হইতে ভিন্ন, তাহার (—অহং জ্ঞানের) সাক্ষী, সর্ববভূতে অবস্থিত, সম (– তারতম্যবর্জ্জিত), এক, কূটস্থনিত্য এবং সকলের আত্মভূত (—অধিষ্ঠান) যে পুরুষ, তিনি বিধিকাণ্ডে (– কর্ম্মকাণ্ডে)অথবা তর্কশাস্ত্রে কদাপি কাহারও দ্বারা অধিগত হন না।১৩৮ এইহেতু কেহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না, অথবা বিধিশেষরূপে (– বিধিবোধিত ক্রিয়ার অঙ্গরূপে) গ্রহণ করিতে পারে না।১৩৯ আর সকলের আত্মস্বরূপই হন বলিয়া [তিনি] ত্যাজ্যও নহেন অথবা গ্রাহ্যও নহেন ।১৪০ পুরুষ যাহাদের অন্ত (– শেষ সীমা), এতাদৃশ যে বিনশ্বর কার্য্যবস্তুসকল, তাহারা বিনষ্ট হয়।১৪১ বিনাশের কারণের অভাববশতঃ [কল্পিতের অধিষ্ঠানভূত] পুরুষ হন অবিনাশী এবং বিকৃতির কারণের অভাববশতঃ কূটস্থনিত্য, আর সেইহেতু (—পুরুষে স্বভাবতঃ এবং ধর্ম্মতঃ বিকৃতি হয় না বলিয়া) নিত্য শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ ও নিত্য মুক্তস্বভাব-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

বাচ্যমিত্যাহ—**নহীতি** । সমঃ—তারতম্যবর্জ্জিতঃ । তত্তন্মতে আত্মানধিগতিদ্যোতকানি বিশেষণানি। পঞ্চমং নিরস্যতি—**অত ইতি** । কেনচিৎ বাদিনা, প্রমাণেন যুক্ত্যা বা ইত্যর্থঃ। অগম্যত্বাৎ ন মানান্তরবিরোধ ইতি ভাবঃ। সাক্ষী কর্ম্মাঙ্গম্,চেতনত্বাৎ, কর্ত্তৃবৎ ইতি, তত্র আহ—**বিধীতি** । অজ্ঞাতসাক্ষিণঃ অনুপযোগাৎ জ্ঞাতস্য ব্যাঘাতকত্বাৎ ন কর্ম্মশেষত্বম্ ইত্যর্থঃ। সাক্ষিণঃ সর্ব্বশেষিত্বাৎ অহেয়ানুপাদেয়ত্বাৎ চ ন কর্ম্মশেষত্বমিত্যাহ---**আত্মত্বাৎ ইতি** । অনিত্যত্বেন আত্মনঃ হেয়ত্বমাশঙ্ক্য আহ—**সর্ব্বং হীতি** । পরিণামিত্বেন হেয়তাং নিরাচষ্টে—**বিক্রিয়েতি** । উপাদেয়ত্বং নিরাচষ্টে—**অত এবেতি** । নির্ব্বিকারিত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ ৷ ১৪২ তস্মাৎ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" (কঠ ১।৩।১১)।১৪৩ "তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি চ ঔপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্য উপনিষৎসু প্রাধান্যেন প্রকাশ্যমানত্বে উপপদ্যতে ৷ ১৪৪ অতঃ ভূতবস্তুপরঃ বেদভাগঃ নাস্তি ইতি বচনং সাহসমাত্রম্ ৷ ১৪৫ যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদাম্ অনুক্রমণম্—"দৃষ্টঃ হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্"

ভাষ্যানুবাদ

সম্পন্ন।১৪২ [পুরুষ ব্যতিরেকে পুরুষান্ত সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন —] সেইহেতু (—অকল্পিত বস্তুই কল্পিতের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া) "পুরুষ (—পরমাত্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই, তাহাই কাষ্ঠা (—সমস্ত কার্য্যকারণভাবের পরিসমাপ্তি স্থান) এবং তাহাই পরমা গতি", ইত্যাদি শ্রুতি সঙ্গত হয় ।১৪৩ [এইপ্রকারে সকলের অধিষ্ঠানভূত, নিরতিশয় স্বতন্ত্র ব্রহ্মবস্তু যে কর্ম্মাঙ্গ নহেন, ইহা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে তিনি যে প্রমাণান্তরগম্য নহেন কিন্তু বেদান্তৈকগম্য তাহা বলিতেছেন—] আর "সেই উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি", ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষের যে ঔপনিষদত্বরূপ বিশেষণ, তাহা পুরুষ উপনিষৎসকলে প্রধানভাবে প্রকাশিত হইলেই সঙ্গত হয় ।১৪৪ এইহেতু (—উপনিষৎসকল আত্মবস্তু প্রতিপাদন করে, ইহা নিশ্চিত হয় বলিয়া) 'সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদনপর বেদভাগ নাই' — এইরূপ কথন সাহসমাত্র (—হঠকারিতা মাত্র) ।১৪৫

[সিঃ—শাবরভাষ্যের সহিত অবিরোধ প্রদর্শন।]

আর যে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদ্গণের কথা বলা হইয়াছে—"কর্ম্মের জ্ঞান উৎপাদনই তাহার (—বেদের) দৃষ্ট অর্থ" ইত্যাদি এই সকল (১৪১পৃঃ), তাহারা ধর্ম্মজিজ্ঞাসার

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উপাদেয়ত্বং হি সাধ্যস্য, ন তু আত্মনঃ, নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পরপ্রাপ্ত্যর্থম্ আত্মা হেয় ইত্যত আহ—**তস্মাৎ পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ ইতি** ৷ কাষ্ঠা—সর্ব্বস্য অবধিঃ। এবম্ আত্মনঃ অনন্যশেষত্বাৎ, অবাধ্যত্বাৎ অপূর্ব্বত্বাৎ, বেদান্তেষু স্ফুটভানাৎ চ বেদান্তৈকবেদ্যত্বমুক্তম্। তত্র শ্রুতিমাহ—**তংত্বিতি** ৷ তং সকারণসূত্রস্য অধিষ্ঠানম্, পুরুষং পূর্ণং, হে শাকল্য, ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি ইত্যর্থঃ। **অত ইতি** ৷ উক্তলিঙ্গৈঃ শ্রুত্যা চ বেদান্তানাম্ আত্মবস্তুপরত্ব-নিশ্চয়াৎ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তমনুবদতি—**যদপীতি** ৷ বেদস্য নৈরর্থক্যে শঙ্কিতে তস্য অর্থবত্তাপরমিদং ভাষ্যম্—**দৃষ্টঃ হীতি** ৷ তত্র ফলবদর্থাববোধনমিতি বক্তব্যে, ধর্ম্ম বিচার-প্রক্রমাৎ কর্ম্মাববোধনমিত্যুক্তম্, নৈতাবতা বেদান্তানাং ব্রহ্মপরত্বনিরাসঃ। অতএব অনুপলব্ধে অর্থে "তৎপ্রমাণমিতি" সূত্রকারঃ ধর্ম্মস্য ফলবদজ্ঞাতত্বেনৈব বেদার্থতাং দর্শয়তি। তচ্চ অবিশিষ্টং ব্রহ্মণ ইতি ন বৃদ্ধবাক্যৈঃ বিরোধ ইত্যাহ—**তদ্ধর্ম্মেতি** ৷ নিষেধশাস্ত্রস্য অপি নিবৃত্তি-

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি এবমাদি, তদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যম্ ।১৪৬ অপিচ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্" ইতি এতদ্ একান্তেন অভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ ।১৪৭ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতং চেৎ

ভাষ্যানুবাদ

বিষয় বলিয়া বিধি এবং প্রতিষেধ শাস্ত্রের অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে (১) ।১৪৬

[সিঃ—কার্য্যান্বিতাভিধানবাদনিরাকরণ ও অন্বিতাভিধানবাদদ্বারা সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদক বেদান্তের প্রামাণ্য স্থাপন ।]

[বেদান্তে যে ক্রিয়ার সহিত অসম্বদ্ধরূপে ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে এবং অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা যে তাহা সার্থক হয়, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—] আবার দেখ, "বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদন করে বলিয়া যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, তাহা অনর্থক (১৪১পৃঃ)"—ইহা যাঁহারা একান্তভাবে স্বীকার করেন,তাঁহাদের মতে ভূতবস্তুর উপদেশ অনর্থক হইয়া পড়ে।১৪৭ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি ব্যতিরেকে ভব্যার্থরূপে (—ক্রিয়ার

ভাবদীপিকা

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই প্রকার—"বেদ নিরর্থক অর্থাৎ কোন প্রয়োজন সম্পাদন করে না"—এইরূপ শঙ্কা হইলে, তাহার নিরাকরণপ্রসঙ্গে আচার্য্য শবর স্বামী "দৃষ্টঃ হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" ইত্যাদি ভাষ্যে ইহাই বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, বেদ অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত এবং সফল বিষয় প্রতিপাদন করে, সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে', ইত্যাদি। তবে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনটী কর্ম্মবিচারের জন্যই আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার ভাষ্যে "কর্ম্মাববোধনম্" এইপ্রকার পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে—"বেদোক্ত কর্ম্মরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত এবং পুরুষের প্রয়োজন সম্পাদক। এতাদৃশ সফল এবং অজ্ঞাত বিষয় প্রতিপাদন করে বলিয়া বেদ নিরর্থক নহে"। কিন্তু ইহার দ্বারা উপনিষৎসকলের ব্রহ্মপরতা নিরাকৃত হয় নাই, কারণ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মও অন্য প্রমাণদ্বারা অজ্ঞাত এবং

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কার্য্যপরত্বমস্তি, তৎ সূত্রভাষ্যবাক্যজাতং কর্ম্মকাণ্ডস্য কার্য্যপরত্বাভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু লিঙর্থে কর্ম্মকাণ্ডস্য তাৎপর্য্যম্, লিঙর্থশ্চ লোকে প্রবর্ত্তকজ্ঞানগোচরত্বেন কৢপ্তঃ যাগাদিক্রিয়াগতম্ ইষ্টসাধনত্বমেব, ন ক্রিয়াতঃ অতিরিক্তং কার্য্যম্, তস্য কূর্ম্মলোমবদপ্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি। তস্য অপি পরাভিমতকার্য্যবিলক্ষণে সিদ্ধে দধিসোমাদৌ প্রামাণ্যং,কিমুত জ্ঞানকাণ্ডস্য ইতি মন্তব্যম্। কিঞ্চ, বেদান্তাঃ সিদ্ধবস্তুপরাঃ ফলবৎভূতশব্দত্বাৎ দধ্যাদিশব্দবৎ ইত্যাহ—অপি চেতি।কিম্ অক্রিয়ার্থকশব্দানাম্ আনর্থক্যম্ অভিধেয়াভাবঃ ফলাভাবঃ বা ? আদ্যে আহ—আম্নায়স্যেতি। ইতি ন্যায়েন এতদভিধেয়রাহিত্যং নিয়মেন অঙ্গীকুর্ব্বতাং "সোমেন যজেত", "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদিবাক্যেষু দধিসোমাদিশব্দানামর্থশূন্যত্বং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ননু কেন উক্তমভিধেয়রাহিত্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—প্রবৃত্তীতি। কার্য্যাতিরেকেণ ভব্যার্থত্বেন—কার্য্যশেষত্বেন দধ্যাদিশব্দঃ

শাঙ্করভাষ্যম্.

বস্তু উপদিশতি ভব্যার্থত্বেন, কূটস্থনিত্যং ভূতং ন উপদিশতি ইতি কঃ হেতু ?।১৪৮ ন হি ভূতম্ উপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি ।১৪৯ অক্রিয়াত্বে অপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎ ক্রিয়ার্থঃ এব ভূতোপদেশঃ ইতি চেৎ ?।১৫০ নৈষঃ দোষঃ, ক্রিয়ার্থত্বে অপি ক্রিয়া-নির্বর্ত্তনশক্তিমৎ বস্তু উপদিষ্টমেব ।১৫১ ক্রিয়ার্থত্বং তু প্রয়ো-

ভাষ্যানুবাদ

অঙ্গরূপে, শ্রুতি] যদি [দধি সোম প্রভৃতি] ভূতবস্তুকে উপদেশ করেন, তাহা হইলে কূটস্থ নিত্য যে [ব্রহ্মরূপ] ভূতবস্তু, তাঁহাকে উপদেশ করেন না—ইহার কারণ কি ?।১৪৮ যে ভূতবস্তুর উপদেশ হয়, তাহা নিশ্চয়ই ক্রিয়া হইয়া যায় না, [কারণ দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু ক্রিয়া হইলে আর ক্রিয়ার অঙ্গ হইতে পারিবে না। সুতরাং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধশূন্য ভূতবস্তুরও উপদেশ হয়, ইহা স্বীকার্য্য]।১৪৯

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল, ভূতবস্তু ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার সাধন বলিয়া ক্রিয়ার জন্যই (—ক্রিয়ার অঙ্গরূপে) ভূতবস্তুর উপদেশ হয়।১৫০ [সুতরাং কার্য্যান্বিতভাবেই ভূতবস্তুর অর্থগ্রহ হয়, ইহা স্বীকার্য্য। পক্ষান্তরে ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তু কূটস্থ,সুতরাং ক্রিয়াঙ্গ নহেন বলিয়া শাস্ত্রে তদ্বিষয়ে উপদেশ হয় নাই, ইহাই ভাব।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব, ইহা দোষ নহে (—ক্রিয়ার অঙ্গরূপে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু উপদিষ্ট হইলেও কোন দোষ হয় না, কারণ] ক্রিয়ার জন্য হইলেও, ক্রিয়াসম্পাদনের শক্তিবিশিষ্ট [ভূত-] বস্তু উপদিষ্টই হইয়াছে।১৫১

ভাবদীপিকা

অবিদ্যানিবৃত্তিদ্বারা পুরুষের মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদক। সুতরাং ধর্ম্মের ন্যায় অবিশিষ্টভাবে অজ্ঞাত ও প্রয়োজন সম্পাদক বলিয়া ব্রহ্মও বেদার্থ অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য। সেইহেতু আচার্য্যপাদ শবর স্বামীর সহিত কোনপ্রকার বিরোধ হয় নাই।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ভূতং ব্যক্তি চেৎ,তর্হি সত্যাদিশব্দঃ কূটস্থং ন ব্যক্তি ইত্যত্র কঃ হেতুঃ? কিং কূটস্থস্য অক্রিয়াত্বাৎ, উতাক্রিয়াশেষত্বাৎ বা ইতি প্রশ্নঃ। ননু দধ্যাদেঃ কার্য্যান্বয়িত্বেন কার্য্যত্বাদুপদেশঃ, ন কূটস্থস্য, অকার্য্যত্বাৎ ইত্যাদ্যমাশঙ্ক্য নিরস্যতি—**নহীতি** । দধ্যাদেঃ কার্য্যত্বে কার্য্যশেষত্বহানিঃ। অতঃ ভূতস্য কার্য্যাৎ ভিন্নস্য দধ্যাদেঃ শব্দার্থত্বং লব্ধমিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—**অক্রিয়াত্বে অপীতি** । ক্রিয়ার্থঃ—কার্য্যশেষপরঃ। কূটস্থস্য তু অকার্য্যশেষত্বাৎ ন উপদেশ ইতি ভাবঃ। ভূতস্য কার্য্যশেষত্বং শব্দার্থত্বায় ফলায় বা? নাদ্য ইত্যাহ—**নৈষ দোষ** ইতি। দধ্যাদেঃ কার্য্যশেষত্বে সত্যপি শব্দেন বস্তুমাত্রমেব উপদিষ্টং, ন কার্য্যান্বয়ী শব্দার্থঃ অন্বিতার্থমাত্রে শব্দানাং শক্তিগ্রহণাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ম্ অঙ্গীকরোতি—**ক্রিয়ার্থত্বং ত্বিতি** । তস্য ভূতবিশেষস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

জনং তস্য ।১৫২ ন চ এতাবতা বস্তু অনুপদিষ্টং ভবতি ।১৫৩ যদি নাম উপদিষ্টং কিং তব তেন স্যাৎ ইতি ?১৫৪ উচ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ

কিন্তু ক্রিয়ার্থতাই (—ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়াই) তাহার প্রয়োজন। [কিন্তু ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তু শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইলেও, ক্রিয়ার জন্য নহে, ইহাই প্রভেদ।১৫২ যদি বল, ভূতবস্তুকে ক্রিয়ার অঙ্গরূপে স্বীকার করিলে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়াই তাহার অর্থগ্রহণ হয়, স্বতন্ত্রভাবে হয় না—ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং শব্দের ক্রিয়া-সম্পর্কশূন্য সিদ্ধবস্তুরূপ অর্থ কিপ্রকারে গৃহীত হইবে এবং তাদৃশ বস্তু প্রতিপাদনদ্বারা শ্রুতির প্রামাণ্যই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর এতদ্দ্বারা (—কোন ভূতবস্তু ক্রিয়ার অঙ্গ, ইহা স্বীকারের দ্বারা, সেই] বস্তুটী [স্বরূপতঃ] অনুপদিষ্ট হয় না (১)।১৫৩

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—আচ্ছা, যদি [ব্রহ্মরূপ] সিদ্ধবস্তু উপদিষ্টই হইয়া থাকে, তবে তাহার দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে (২)?১৫৪

ভাবদীপিকা

(১) ভাব এই যে—ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হয় বলিয়াই যে কোন ভূতবস্তু স্বস্বরূপে বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা বলা যায় না, স্বরূপতঃ তাহা উপদিষ্ট হয়ই; তবে কোন ফললাভের জন্য পুরুষ কোন ভূতবস্তুকে ক্রিয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিনিয়োগ করে মাত্র। সুতরাং ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়াই শব্দের অর্থগ্রহণের হেতু নহে। অথবা আনন্দ গিরির ব্যাখ্যানুযায়ী উক্ত বাক্যটীর অনুবাদ এইপ্রকার হইবে—"আর এতদ্দ্বারা (—কোন ভূত বস্তুর ক্রিয়াঙ্গতার দ্বারা অর্থাৎ কোন ভূতবস্তু ক্রিয়ার অঙ্গ হইলেই, যাহা ক্রিয়ার অঙ্গ নহে, তাদৃশ ভূত-] বস্তু যে [বেদে] উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা বলা যায় না" ।১৫৩ সুতরাং ব্রহ্মরূপ অজ্ঞাত সিদ্ধবস্তু বিজ্ঞাপিত হয় বলিয়া তৎপ্রতিপাদক বেদভাগের প্রামাণ্য অবশ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব কার্য্যান্বিতস্বার্থে শব্দের শক্তি (—কার্য্যান্বিতা-ভিধানবাদ) স্বীকার্য্য নহে,পরন্তু অন্বিত স্বার্থেই শব্দের শক্তি (—অন্বিতাভিধানবাদ) স্বীকার্য্য।

(২) এখানে শঙ্কাকর্ত্তার ভাব এই—আমাদের মতে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তু স্বতঃ নিষ্ফল হইলেও ক্রিয়ার অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হয় বলিয়া ফলের জনক হয়। কিন্তু সিদ্ধান্তীর ব্রহ্মরূপ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

দধ্যাদেঃ ক্রিয়াশেষত্বং ফলমুদ্দিশ্য অঙ্গীক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। ন তু ব্রহ্মণ ইতি তুশব্দার্থঃ। ননু ভূতস্য কার্য্যশেষত্বাঙ্গীকারে স্বাতন্ত্র্যেণ কথং শব্দার্থতা ইতি তত্র আহ—**ন চেতি।** ফলার্থং শেষত্বাঙ্গীকারমাত্রেণ শব্দার্থত্বভঙ্গঃ নাস্তি, শেষত্বস্য শব্দার্থতায়ামপ্রবেশাৎ ইত্যর্থঃ। আনর্থক্যং ফলাভাব ইতি পক্ষং শঙ্কতে—**যদীতি।** যদ্যপি দধ্যাদি স্বতঃ নিষ্ফলমপি ক্রিয়াদ্বারা সফলত্বাৎ উপদিষ্টং, তথাপি কূটস্থব্রহ্মবাদিনঃ ক্রিয়াদ্বারাভাবাৎ তেন দৃষ্টান্তেন কিং ফলং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ভূতস্য সাফল্যে ক্রিয়ৈব দ্বারম্ ইতি ন নিয়মঃ, রজ্জ্বাঃ জ্ঞানমাত্রেণ সাফল্যদর্শনাৎ ইত্যাহ—

শাঙ্করভাষ্যম্

অনবগতাত্মবস্তূপদেশশ্চ তথৈব ভবিতুম্ অর্হতি ।১৫৫ তদবগত্যা মিথ্যাঽজ্ঞানস্য সংসারহেতোঃ নিবৃত্তিঃ প্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি অবিশিষ্টম্ অর্থবত্ত্বং ক্রিয়াসাধনবস্তূপদেশেন ।১৫৬ অপিচ "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইতি এবমাদ্যা নিবৃত্তিঃ উপদিশ্যতে।১৫৭ ন চ সা ক্রিয়া,

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তদুত্তরে বলা হইতেছে—অনবগত যে আত্মবস্তু, তাহার উপদেশ সেইরূপই (—দধি প্রভৃতির উপদেশের ন্যায়ই) হইবার যোগ্য ।১৫৫ তাঁহার (—আত্মবস্তুর) অবগতির দ্বারা সংসারের হেতুভূত মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সম্পাদিত হয়; এইরূপে ক্রিয়ার সাধনভূত [দধি প্রভৃতি] সিদ্ধবস্তুর উপদেশের সহিত [ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুর উপদেশ] অবিশেষভাবে সার্থক হয় (১) ।১৫৬

[সিঃ—নিষেধবাক্যের প্রামাণ্যের ন্যায় ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুজ্ঞাপক বেদান্তের প্রামাণ্য অব্যাহত।]

আরও দেখ, "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না" ইত্যাদি এইপ্রকার নিবৃত্তি উপদিষ্ট হয় ।১৫৭ কিন্তু তাহা (—নিবৃত্তি) ক্রিয়া নহে এবং ক্রিয়ার সাধনও নহে ।১৫৮

ভাবদীপিকা

ভূতবস্তু কূটস্থ এবং ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কশূন্য, সুতরাং দধি প্রভৃতির সদৃশ নহে। অতএব তাদৃশ ভূতবস্তুর উপদেশের দ্বারা তোমার কি লাভ হইবে?

(১) এখানে ভাবটী এই—ক্রিয়ার অঙ্গ হইলেই যে ভূতবস্তু সফল হয়, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। দধি এবং ব্রহ্মবস্তু ইহাদের মধ্যে ক্রিয়ার অঙ্গ হওয়া এবং অঙ্গ না হওয়ারূপ বৈষম্য থাকিলেও দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশ যেমন ক্রিয়ার উপযোগী হইয়া স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের দ্বারা সফল হয়, ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশও তদ্রূপ সংসারের হেতুভূত মিথ্যা অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও মোক্ষের অভিব্যক্তির দ্বারা সফল হয়। এইরূপে দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশের সহিত ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশের সমতা আছে। অতএব দধি প্রভৃতি ভূতবস্তুর উপদেশ যেমন নিষ্ফল নহে, ব্রহ্মরূপ ভূতবস্তুর উপদেশও তদ্রূপ নিষ্ফল নহে বলিয়া উপনিষৎসকলের প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

উচ্যতে ইতি। তথৈব—দধ্যাদিবৎ এব ইত্যর্থঃ। দধ্যাদেঃ ক্রিয়াদ্বারা সাফল্যম্, ব্রহ্মণস্তু স্বত ইতি বিশেষে সত্যপি বেদান্তানাং সফলভূতার্থকত্বমাত্রেণ দধ্যাদ্যুপদেশসাম্যমিতি অনবদ্যম্। ইদানীং বেদান্তানাং নিষেধবাক্যবৎ সিদ্ধার্থপরত্বম্ ইত্যাহ—**অপি চেতি।** নঞঃ প্রকৃত্যর্থেন সম্বন্ধাৎ হননাভাবঃ নঞর্থঃ, ইষ্টসাধনত্বং তব্যাদিপ্রত্যয়ার্থঃ। ইষ্টশ্চ অত্র নরকদুঃখাভাবঃ, তৎপরিপালকঃ হননাভাব ইতি নিষেধবাক্যার্থঃ। হননাভাবঃ দুঃখাভাবহেতুঃ ইত্যুক্তো অর্থাৎ হননস্য দুঃখসাধনত্বধিয়া পুরুষঃ নিবর্ত্ততে। ন অত্র নিয়োগঃ কশ্চিদস্তি, তস্য ক্রিয়াতৎসাধনদধ্যাদিবিষয়ত্বাৎ। ন চ হননাভাবরূপা নঞ্বাচ্যা নিবৃত্তিঃ ক্রিয়া, অভাবত্বাৎ। নাপি ক্রিয়াসাধনম্, অভাবস্য ভাবার্থাহেতুত্বাৎ, ভাবার্থাসত্ত্বাৎ চ ইত্যর্থঃ। অতঃ নিষেধশাস্ত্রস্য

শাঙ্করভাষ্যম

নাপি ক্রিয়া সাধনম্ ।১৫৮ অক্রিয়াৰ্থানাম্ উপদেশঃ অনৰ্থকঃ চেৎ, "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি নিবৃত্ত্যুপদেশানাম্ আনৰ্থক্যং প্রাপ্তম্ ।১৫৯ তচ্চ অনিষ্টম্ ।১৬০ ন চ স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেন নঞঃ শক্যম্ অপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং, হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ ।১৬১ নঞশ্চ এষঃ স্বভাবঃ যৎ স্বসম্বন্ধিনঃ অভাবং বোধয়তি ইতি ।১৬২ অভাববুদ্ধিশ্চ ঔদাসীন্যকারণম্ ।১৬৩

[১৯৩ পৃঃ]

ভাষ্যানুবাদ

যাহারা ক্রিয়ার জন্য নহে, তাহাদের উপদেশ যদি অনর্থক হয়, তাহা হইলে "ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না", ইত্যাদি নিবৃত্তির উপদেশসকল অনর্থক হইয়া যায়।১৫৯ তাহা কিন্তু ইষ্ট নহে।১৬০ আর হন্ ধাতুর অর্থ যে হননক্রিয়া, যাহা স্বভাবপ্রাপ্ত (—রাগতঃ প্রাপ্ত), তাহার সহিত ['ন'কারের] অনুরাগ (—সম্বন্ধ) বশতঃ হননক্রিয়া হইতে নিবৃত্তিরূপ ঔদাসীন্য ব্যতিরেকে নঞ্-এর (—'ন'কারের) অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার্থত্ব (১) (—অপ্রাপ্ত ক্রিয়ারবিধান করা) কল্পনা করিতে পারা যায়না।১৬১ যেহেতু 'ন'কারের ইহাই স্বভাব যে [তাহা] স্ব-সম্বন্ধীর (—যাহা 'ন'কারের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তাহার) অভাব বোধ করায় ।১৬২ আর অভাববুদ্ধিই ঔদাসীন্যের (–কোন কিছু না করার) কারণ ।১৬৩ [তাহাতে শঙ্কা হয়—ত্রিক্ষণনাশ্য কারণভূত

ভাবদীপিকা [প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন]

(১) "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি 'ন'কার ঘটীত বাক্যস্থলে কি প্রকারে নিষেধের বোধহয় এবং স্থলবিশেষে নিষেধের বোধ না হইয়া কি প্রকারে অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়, তাহা বুঝিতে' হইলে 'ন'কারের অর্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে অর্থবোধ সম্পাদন করে, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। 'ন'কারের অর্থ ছয় প্রকার, যথা—"তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥ ইহার অর্থ—'ন'কারের অর্থ ছয়প্রকার,

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সিদ্ধার্থে প্রামাণ্যম্ ইতি ভাবঃ। বিপক্ষে দণ্ডমাহ—**অক্রিয়েতি।** নমু স্বভাবতঃ—রাগতঃ প্রাপ্তেন হন্ত্যর্থেন অনুরাগেণ—নঞঃ সম্বন্ধেন হেতুনা হননবিরোধিনী সংকল্পক্রিয়া বোধ্যতে, সা চ নঞর্থরূপা। তত্র অপ্রাপ্তত্বাৎ বিধীয়তে 'অহননং কুর্য্যাৎ' ইতি। তথা চ কার্য্যার্থকমিদং বাক্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য নিষেধতি—**ন চেতি।** ঔদাসীন্যং পুরুষস্য স্বরূপম্, তচ্চ হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতং নিবৃত্ত্যৌদাসীন্যং, হননাভাব ইতি যাবৎ। তদ্ব্যতিরেকেণ নঞঃ ক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং ন চ শক্যমিতি যোজনা। মুখ্যার্থস্য অভাবস্য নঞর্থত্বসম্ভবে তদ্বিরোধিক্রিয়ালক্ষণায়া অন্যায্যত্বাৎ। নিষেধবাক্যস্য অপি কার্য্যার্থকত্বে বিধিনিষেধভেদবিপ্লবাপত্তেশ্চ ইতি ভাবঃ। নমু তদভাববৎ তদন্যতদ্বিরুদ্ধয়োরপি নঞঃ শক্তিঃ কিং ন স্যাৎ, 'অব্রাহ্মণঃ', 'অধর্ম্মঃ' ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ, ইতি চেৎ ? ন, অনেকার্থত্বস্য অন্যায্যত্বাৎ ইত্যাহ—**নঞশ্চেতি।** গবাদিশব্দানাং তু অগত্যা

ভাবদীপিকা [প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন]

যথা—সাদৃশ্য [যথা অনিক্ষু—ইক্ষুর সদৃশ ভুট্টাগাছ]; অত্যন্তাভাব; অন্যতা [অর্থাৎ ভিন্নতা বা অন্যোন্যাভাব,যথা 'অঘট' শব্দের অর্থ ঘট হইতে ভিন্ন]; অল্পতা [যথা'অনুদরা কন্যা'—অল্পপরিসর উদরবিশিষ্টা কন্যা]; অপ্রাশস্ত্য [যথা 'অকাল'—অযোগ্যকাল] এবং বিরোধ [যথা 'অনীক্ষণ' অর্থাৎ ঈক্ষণবিরোধী], ইত্যাদি। তন্মধ্যে শক্তিবৃত্তিতে 'ন'কারের অর্থ হয় 'অত্যন্তাভাব'। যাহার সহিত ন'কারটী অন্বিত হয় তাহার অত্যন্তাভাবই তাহা প্রতিপাদন করে। যথা—"পটো নাস্তি", এইস্থলে 'ন'কারটী 'অস্তি' পদের সহিত অন্বিত হইয়া পটের অত্যন্ত অভাবই প্রতিপাদন করে। 'স্বর্গকামঃ যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে, 'যাগাদিক্রিয়া স্বর্গরূপ অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির হেতু'—এইরূপ বুঝিয়া যেমন পুরুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; তদ্রূপ "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলে "ইহার দ্বারা নরকাদি অনিষ্ট প্রাপ্তি হইবে"—এইরূপ বুঝিয়া পুরুষ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপে "ন"কারটীর দ্বারা প্রবৃত্তির অভাবরূপ নিবৃত্তিরই বোধ হয়। তাহাতে প্রশ্ন হয়—এই নিবৃত্তির বোধ কি প্রকারে হয়? কারণ ব্যাকরণমতে ধাত্বর্থই শাব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য। সেইহেতু 'ন'কারটী হন্ ধাতুর অর্থ যে হননক্রিয়া, তাহার সহিত অন্বিত হইয়া "ব্রাহ্মণাহননং কুর্য্যাৎ" এইপ্রকারে 'অহনন করা' রূপ অর্থই বোধ করায়, কিন্তু নিবৃত্তির বোধ করায় না। তদুত্তরে বলা যায়—সিদ্ধান্তে শাব্দবোধে 'ভাবনাই' (৭৮পৃঃ) অর্থাৎ প্রযত্নরূপ ক্রিয়াই মুখ্য বিশেষ্য। কারণ ক্রিয়া ব্যতিরেকে বাক্যই হইতে পারে না। আর ক্রিয়াপদই বাক্যঘটক পদসকলের একতা সম্পাদক। সেইহেতু একই প্রয়োজনে বিনিয়োগের সাধক বলিয়া তাহাই হয় শাব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য। আর এই প্রকার নিয়ম আছে যে, যাহা অন্যের উপসর্জ্জনরূপে (—বিশেষণরূপে) উপস্থিত হয়, তাহার সহিত অপরের অন্বয় হয় না। এখানে হন্ ধাতুটী 'তব্য' প্রত্যয়ের উপসর্জ্জনরূপে উপস্থিত হইতেছে বলিয়া,'ন'কারার্থের সহিত তাহার অন্বয় হইতে পারে না। পরন্তু অনুপসর্জ্জনভূত অর্থাৎ প্রধান যে ক্রিয়াবাচক প্রত্যয়াংশ অর্থাৎ 'শাব্দীভাবনা'বাচক তব্য প্রত্যয়ের অর্থ, তাহার সহিতই 'ন' কারার্থের অন্বয় হইবে; কারণ সকলে প্রধানেরই অনুগামী হয়, ইহা লোকমধ্যে দেখা যায়। এই প্রকারে প্রধানের সহিত অন্বয় স্বীকার না করিলে "রাজপুরুষকে আনয়ন কর"—এইস্থলে উপসর্জ্জনভূত যে রাজাপদ, তাহার সহিত আনয়নক্রিয়ার অন্বয় হইয়া 'রাজাকে আনয়ন কর' এইরূপ অর্থবোধ হইয়া যাইবে। যাহাহউক, এইরূপে নিষেধবাক্যস্থলে 'ন'কারটী সর্ব্বপ্রধানভূত যে লিঙ্ত্বাংশের বাচ্য শাব্দীভাবনা (৭৮পৃঃ), তাহার সহিত অন্বিত হইয়া প্রবৃত্তির বিরোধী নিবৃত্তিরই বোধ করায়। এইরূপে বিধিবাক্য শ্রবণ করিলে পুরুষের যেমন বোধ হয়—'ইহা আমাকে অমুক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিতেছে', তদ্রূপ নিষেধবাক্য শ্রবণ করিলে পুরুষের এইরূপ জ্ঞান হয়—'ইহা আমাকে অমুক কর্ম্ম [এখানে ব্রাহ্মণ হননাদি কর্ম্ম] হইতে নিবৃত্ত করিতেছে'। এইরূপে "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" এইস্থলে নিবৃত্তিরই বোধ হয়, যাহা ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ কিছুই নহে, পরন্তু ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু মাত্র, যাহা পুরুষের স্বরূপ।

কিন্তু এমন কতকগুলি স্থল আছে যেখানে 'ন'কার ঘটীত বাক্যের দ্বারা নিবৃত্তির বোধ না হইয়া কোন অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়। বক্ষ্যমাণ "প্রজাপতিব্রত" প্রভৃতিই তাদৃশস্থল। "প্রজাপতি-

শাঙ্করভাষ্যম্

[১৯১ পৃঃ]

সা চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেব উপশাম্যতি ।১৬৪ তস্মাৎ প্রসক্ত-

ভাষ্যানুবাদ

তাদৃশ অভাববুদ্ধির নাশ হইলে পুনঃ ব্রাহ্মণহননাদিরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর তাহা (—সেই অভাববুদ্ধি) দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় (—যে অগ্নির কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার ন্যায়) স্বয়ংই উপশান্ত হইয়া যায় (—হননাদি ক্রিয়াতে ইষ্টসাধনতাবুদ্ধিবশতঃ যে আসক্তি, তাহাকে নষ্ট করিয়া তদনন্তর উক্ত অভাববুদ্ধিটী স্বয়ং নিবৃত্ত হইলেও আসক্তির নাশবশতঃ ব্রাহ্মণ-হননাদিতে আর পুনরায় প্রবৃত্তি হয় না)।১৬৪ সেইহেতু (—কর্ম্মপ্রতিপাদক শব্দের

ভাবদীপিকা [প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন]

ব্রত" বলিতে স্নাতকের (—যে দ্বিজবালক বেদাধ্যয়নান্তে সমাবর্ত্তন করিয়াছে, তাহার) অনুষ্ঠেয় কতকগুলি ব্রতের সমষ্টিকে বুঝায়। শ্রুতিতে "তস্য ব্রতম্"—'তাহার করণীয় ব্রত', এইরূপে উপক্রম করিয়া "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্"—উদীয়মান সূর্য্যকে দর্শন করিবে না", এইরূপে উক্ত ব্রতের বিধান আছে। [জৈঃ সূঃ ৪।১।৩ শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য।] মনুসংহিতাতে উক্ত ব্রতের বিবরণ এইরূপ দেখা যায়—"অতোঽন্যতময়া বৃত্ত্যা জীবংস্তু স্নাতকো দ্বিজঃ। স্বর্গায়ুষ্য-

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নানার্থকত্বম্; স্বর্গেষুবাগ্বজ্রাদীনাং শক্যপশুসম্বন্ধাভাবেন লক্ষণানবতারাৎ। অন্যবিরুদ্ধয়োস্তু লক্ষ্যত্বং যুক্তং, শক্যসম্বন্ধাৎ। ব্রাহ্মণাৎ অন্যস্মিন্ ক্ষত্রিয়াদৌ ধর্ম্মবিরুদ্ধে বা পাপে ব্রাহ্মণাস্তভাবস্য নঞ্‌শক্যস্য সম্বন্ধাৎ। প্রকৃতে চ আখ্যাতযোগাৎ নঞ্ প্রসজ্যপ্রতিষেধক এব, ন পর্য্যুদাস-লক্ষক ইতি মন্তব্যম্। যদ্বা, নঞঃ প্রকৃত্যা ন সম্বন্ধঃ, প্রকৃতেঃ প্রত্যয়ার্থোপসর্জ্জনত্বাৎ, প্রধানসম্বন্ধাৎ চ অপ্রধানানাং, কিন্তু প্রকৃত্যর্থনিষ্ঠেন প্রত্যয়ার্থেন ইষ্টসাধনত্বেন সম্বন্ধঃ নঞঃ। ইষ্টং চ স্বাপেক্ষয়া বলবদনিষ্টাননুবন্ধি যৎ তদেব, ন তাৎকালিকসুখমাত্রং, বিষসংযুক্তান্নভোগস্য অপি ইষ্টত্বাপত্তেঃ। তথা চ "ন হন্তব্যঃ" ইত্যত্র হননং বলবদনিষ্টাসাধনত্বে সতি ইষ্টসাধনং ন ভবতি ইত্যর্থঃ। অত্র চ "হন্তব্যঃ" ইতি হননে বিশিষ্টেষ্টসাধনত্বং ভ্রান্তিপ্রাপ্তমনূদ্য ন ইতি অভাববোধনে বলবদনিষ্টসাধনং হননমিতি বুদ্ধির্ভবতি, হননে তাৎকালিকেষ্টসাধনত্বরূপবিশেষ্য-সত্ত্বেন বিশিষ্টাভাববুদ্ধের্বিশেষণাভাবপর্য্যবসানাৎ। বিশেষণং বলবদনিষ্টাসাধনত্বমিতি তদভাবঃ বলবদনিষ্টসাধনত্বং নঞর্থ ইতি পর্য্যবসন্নম্। তৎবুদ্ধিরৌদাসীন্যপরিপালিকা ইত্যাহ—**অভাবেতি।** চঃ অপ্যর্থঃ পক্ষান্তরদ্যোতী। প্রকৃত্যর্থাভাববুদ্ধিবৎ প্রত্যয়ার্থাভাববুদ্ধিরপি ইত্যর্থঃ। বুদ্ধেঃ ক্ষণিকত্বাৎ তদভাবে সতি ঔদাসীন্যাৎ প্রচ্যুতিরূপা হননাদৌ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি তত্র আহ—**সা চেতি।** যথা অগ্নিঃ ইন্ধনং দগ্ধ্বা শাম্যতি, এবং সা—নঞর্থাভাববুদ্ধিঃ হননাদৌ ইষ্টসাধনত্বভ্রান্তিমূলং রাগেন্ধনং দগ্ধ্বৈব শাম্যতি ইত্যক্ষরার্থঃ। রাগনাশে কুতঃ প্রচ্যুতিঃ ইতি ভাবঃ। যদ্বা, রাগতঃ প্রাপ্তা সা ক্রিয়া রাগনাশে স্বয়মেব শাম্যতি ইত্যর্থঃ। পরপক্ষে তু হননবিরোধিক্রিয়া কার্য্যা ইতি উক্তে অপি হননস্য ইষ্টসাধনত্বভ্রান্ত্যনিরাসাৎ প্রচ্যুতিঃ দুর্ব্বারা। তস্মাৎ অভাব এব নঞর্থ ইতি উপসংহরতি—তস্মাদিতি। ভাবার্থাভাবস্য অবিষয়ঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

ক্রিয়ানিবর্ত্যৌদাসীন্যমেব "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিষু প্রতি-

ভাষ্যানুবাদ

অভাববশতঃ তদ্বিষয়ক প্রযত্নের অভাবে ক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া) 'প্রজাপতিব্রত' প্রভৃতি হইতে ভিন্ন যে—"ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিস্থল, সেই সকলে প্রসক্ত ক্রিয়া হইতে (—যে ক্রিয়ার প্রাপ্তিসম্ভাবনা আছে, সেই ক্রিয়া হইতে) নিবৃত্তিরূপ

ভাবদীপিকা [প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাসদ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা প্রতিপাদন]

যশস্যানি ব্রতানীমানি ধারয়েৎ"॥ "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন। নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোগতম্॥ ন লঙ্ঘয়েৎ বৎসতন্ত্রীং, ন প্রধাবেচ্চ বর্ষতি"। ইত্যাদি (মনু সং ৪।১৩, ৪।৩৭-৩৮)। ইহার অর্থ—'পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে জীবন ধারণ করতঃ স্বর্গ, আয়ু এবং যশের হেতুভূত এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। সেই ব্রতগুলি এই—উদীয়মান বা অস্তগমনশীল সূর্য্যকে দর্শন করিবে না, রাহুগ্রস্ত সূর্য্যকে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে বা গগনমধ্যগত সূর্য্যকে দর্শন করিবে না, গোবৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন করিবে না, বারিবর্ষণকালে দৌড়াইবে না' ইত্যাদি। এই প্রজাপতি-ব্রতে 'ন'কারের" অর্থ নিষেধ হইতে পারে না, কারণ শক্তিবৃত্তিদ্বারা 'ন'কারের অত্যন্তাভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া এখানে নিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধ হইলে উপক্রমের বিরোধ হইবে। যেহেতু উপক্রমে করণীয় কিছু ব্রতের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং "নেক্ষেৎ" ইত্যাদিস্থলে 'ন'কারের অত্যন্তাভাবরূপ অর্থ গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা **পর্য্যুদাস** অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব বা বিরোধ ইত্যাদি কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে 'ন+ঈক্ষেৎ' ইত্যাদি স্থলে 'ন'কারটী আর প্রত্যয়ার্থের সহিত অন্বিত হইয়া নিবৃত্তিরূপ অর্থ বোধ করাইতে পারে না বলিয়া ধাত্বর্থ যে ঈক্ষণক্রিয়া, তাহার সহিত অন্বিত হইয়া লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা ঈক্ষণবিরোধী কোন অপ্রাপ্ত ক্রিয়াকে বুঝাইবে। আর সর্ব্বক্রিয়াতে পুরুষের সঙ্কল্পই অনুগত থাকে বলিয়া "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইবে—"উদীয়মান সূর্য্যবিষয়ক অনীক্ষণসঙ্কল্পের দ্বারা ইষ্ট সম্পাদন করিবে", ইত্যাদি। এইরূপে 'ন'কার ঘটিত বাক্যসকলের দ্বারাও স্থলবিশেষে অপ্রাপ্ত ক্রিয়ার বোধ হয়। সুতরাং প্রজাপতিব্রত প্রভৃতি কয়েকটী স্থল ব্যতীত অন্য স্থলে 'ন'কারের অর্থ হয় অত্যন্তাভাব এবং তাহা নিবৃত্তিরই বোধ উৎপাদন করে। "অন্যত্র প্রজাপতি-ব্রতাদিভ্যশ্চ" ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যাংশে 'আদি' এই পদটীর দ্বারা 'ন'কারের 'অন্যোন্যাভাব' প্রভৃতি অন্যান্য অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। তৎভিন্নস্থলে 'ন'কারের অর্থ অত্যন্তাভাবই হইয়া থাকে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কৃত্যভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ তচ্ছব্দার্থঃ। যদ্বা ইতি উক্তপক্ষে নিবৃত্ত্যুপলক্ষিতম্ ঔদাসীন্যং যস্মাৎ বিশিষ্টাভাবায়ত্তমেব ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। স্বতঃসিদ্ধস্য ঔদাসীন্যস্য নঞর্থসাধ্যত্বোপপাদনার্থং নিবৃত্ত্যুপলক্ষিতত্বম্ ইতি ধ্যেয়ম্। "তস্য বটোব্রতম্" ইতি অনুষ্ঠেয়ক্রিয়াবাচিব্রতশব্দেন কার্য্যমুপক্রম্য "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্" ইতি প্রজাপতিব্রতমুক্তম্। অত উপক্রমবলাৎ তত্র নঞঃ ঈক্ষণবিরোধিসঙ্কল্পক্রিয়ালক্ষণা অঙ্গীকৃতা। এবম্ অগৌঃ, অসুরাঃ, অধর্ম্মঃ ইত্যাদৌ নামধাত্বর্থ-যুক্তস্য নঞঃ প্রতিষেধবাচিত্বাযোগাৎ অন্যবিরুদ্ধলক্ষকত্বম্। এতেভ্যঃ প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ

শাঙ্করভাষ্যম্

যেধ্রার্থং মন্যামহে, অন্যত্র প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ ।১৬৫ তস্মাৎ পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবাদবিষয়ম্ আনর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্ ।১৬৬ যদপি উক্তম্—কর্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশম্ অন্তরেণ

ভাষ্যানুবাদ

ঔদাসীন্যই যে প্রতিষেধের অর্থ—ইহা আমরা মনে করি।১৬৫ [সুতরাং ক্রিয়া বা ক্রিয়াঙ্গ না বুঝাইয়া ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলেও নিষেধশাস্ত্র যেমন প্রমাণ, বেদান্তসকলও তদ্রূপ উপাসনাদি ক্রিয়ার অঙ্গরূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ না করিয়া সিদ্ধবস্তুরূপে সমর্পণ করিলেও প্রমাণই হইবে।] সেইহেতু (—উপনিষৎসকল উক্ত প্রকারে সার্থক হয় বলিয়া) পুরুষার্থের অনুপযোগী যে উপাখ্যান প্রভৃতিরূপ অর্থবাদ, সেই বিষয়েই ["আম্নায়স্যক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্", জৈঃ সূঃ ১।২।১, এই সূত্রে] আনর্থক্যের কথন হইয়াছে বুঝিতে হইবে (১)।১৬৬

[জীবন্মুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তু উপদেশের সার্থকতা প্রদর্শন। জীবন্মুক্ত পুরুষ সুখদুঃখের অতীত।]

আর যে বলা হইয়াছে—'কর্তব্যবিধির (—অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াবোধক বিধির) অনুপ্রবেশ ব্যতিরেকে, "বসুমতী সাতটী দ্বীপ সমন্বিতা" ইত্যাদির ন্যায় যে বস্তুমাত্র

ভাবদীপিকা

সুতরাং "ব্রাহ্মণঃ ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিস্থলে ব্রাহ্মণ হননে প্রবৃত্তির অত্যন্তাভাবরূপ নিবৃত্তিরই বোধ হয়, যাহা ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তু মাত্র। এই প্রকারে অক্রিয়াবোধক নিষেধশাস্ত্রের ঔদাসীন্যরূপ সিদ্ধবস্তুতে প্রামাণ্যের ন্যায়, ব্রহ্মরূপ সিদ্ধবস্তুবোধক বেদান্তবাক্য সকলও যে প্রমাণ ইহাই "অপিচ ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদি হইতে "অনর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি পর্য্যন্ত সমগ্র বিচারটীর সার মর্ম্ম।

(১) এখানে ভাব এই—যাহা ক্রিয়ার জন্য উপদিষ্ট হয় নাই, তাহাই যদি অনর্থক হইত, তাহা হইলে "বিধিনাত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" (জৈঃ সূঃ ১।২।৭) এই জৈমিনীয় সিদ্ধান্ত সূত্রে কেবল অর্থবাদবাক্যসকলেরই বিধির সহিত একবাক্যতাদ্বারা আনর্থক্যপরিহার করা হইত না। পরন্তু যাহা যাহা ক্রিয়ার উপযোগী নহে, অবিশেষভাবে সেই সকলেরই আনর্থক্য পরিহার করা হইত। তাহা কিন্তু করা হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদনপর বেদভাগ যে অনর্থক, ইহা "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ", (জৈঃ সূঃ ১।২।১) ইত্যাদি সূত্রের তাৎপর্য্য নহে। পরন্তু এই আনর্থক্যের কথন পুরুষার্থের অনুপযোগী উপাখ্যান প্রভৃতি ব্যর্থ কথা সকলকে বিষয় করে, বুঝিতে হইবে। [উক্ত ১।২।৭ জৈঃ সূত্রটীর অর্থ এই—তু—কিন্তু, বিধিনা—স্তুতিসাপেক্ষ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অন্যত্র অভাবমেব নঞর্থং মন্যামহে ইত্যর্থঃ। দুঃখাভাবফলকে নঞর্থে সিদ্ধে নিষেধশাস্ত্রমানত্ববৎ বেদান্তানাং ব্রহ্মণি মানত্বম্ ইতি ভাবঃ। তর্হি 'অক্রিয়ার্থানামানর্থক্যম্' ইতি সূত্রং কিংবিষয়ম্ ইতি তত্র আহ—তস্মাদিতি। বেদান্তানাং স্বার্থে ফলবত্ত্বাৎ ব্যর্থকথাবিষয়ং তৎ ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বস্তুমাত্রম্ উচ্যমানম্ অনর্থকং স্যাৎ, 'সপ্তদ্বীপা বসুমতী' ইত্যাদিবৎ ইতি, তৎ পরিহৃতম্, 'রজ্জুঃ ইয়ং নায়ং সর্পঃ' ইতি বস্তুমাত্র কথনে অপি প্রয়োজনস্য দৃষ্টত্বাৎ।১৬৭ ননু শ্রুতব্রহ্মণঃ অপি যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বদর্শনাৎ ন রজ্জু স্বরূপকথনবৎ অর্থবত্ত্বম্ ইতি উক্তম্।১৬৮ অত্র উচ্যতে—ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুং, বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ।১৬৯ নহি শরীরাদ্যাত্মাভিমানিনঃ দুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ তদেব মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতি ইতি

ভাষ্যানুবাদ

কথিত হয়, তাহা অনর্থক' ইত্যাদি (১৪৯পৃঃ), তাহা পরিহৃত হইয়াছে (ঐ), যেহেতু "ইহা রজ্জু, সর্প নহে"—এইভাবে বস্তুমাত্র কথিত হইলেও [ভীতি নিবৃত্তিরূপ] প্রয়োজন দেখা যায়।১৬৭

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, যিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারও পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব দেখা যায় বলিয়া রজ্জুর স্বরূপ কথনের ন্যায় [ব্রহ্মের স্বরূপ কথনের] সার্থকতা হইতে পারে না।—ইহা বলা হইয়াছে (১৫০পৃঃ)।১৬৮

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এই বিষয়ে বলা হইতেছে, যিনি ['আমি ব্রহ্ম'—এইরূপে] ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার (—সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির) পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারা যায় না; যেহেতু [তাহাতে] বেদরূপ [প্রবল] প্রমাণ হইতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাত্মভাব (—জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান), তাহার বিরোধ হয়।১৬৯ শরীরাদিতে যাঁহার আত্মাভিমান রহিয়াছে, তাঁহার দুঃখ ও ভয়াদি দেখা যায় বলিয়া, বেদরূপ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাত্মভাব বিজ্ঞাত হইলে এবং [তাহার ফলে] সেই অভিমান (—শরীরাদিতে 'আমি'—এই অভিমান) নিবৃত্ত হইলে তাঁহারই মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্ত সেইপ্রকার দুঃখ ও ভয়াদিই হয়—ইহা নিশ্চয়ই

ভাবদীপিকা

বিধির সহিত, [প্রয়োজন সাপেক্ষ অর্থবাদসকলের] **একবাক্যত্বাৎ**—একবাক্যতা হয় বলিয়া, **বিধীনাং**—বিধিবিহিত কর্ম্মকলাপের, **স্তুত্যর্থেন**—স্তুতিরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের দ্বারা [অর্থবাদসকল] **স্যুঃ**—সার্থক হইয়া থাকে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

যদপি ইত্যাদি স্পষ্টার্থম্। শ্রবণজ্ঞানমাত্রাৎ সংসারানিবৃত্তৌ অপি সাক্ষাৎকারাৎ জীবত এব মুক্তিঃ দুরপহ্নবা ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—**অত্রোচ্যতে ইত্যাদিনা**। ব্রহ্ম অহমিতি

শাঙ্করভাষ্যম্

শক্যং কল্পয়িতুম্ ।১৭০ নহি ধনিনঃ গৃহস্থস্য ধনাভিমানিনঃ ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং ভবতি ।১৭১ ন চ কুণ্ডলিনঃ কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং দৃষ্টম্, ইতি তস্যৈব কুণ্ডলবিযুক্তস্য কুণ্ডলিত্বাভিমানরহিতস্য তদেব কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং ভবতি ।১৭২ তদুক্তং শ্রুত্যা—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১)। ইতি ।১৭৩ শরীরে পতিতে অশরীরত্বং স্যাৎ, ন জীবতঃ ইতি চেৎ ?১৭৪ ন,

ভাষ্যানুবাদ

কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৭০ ধনাভিমানী ধনী গৃহস্থের ধনাপহরণনিমিত্ত দুঃখ দেখা যায় বলিয়া, প্রব্রজিত (—সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকারী) এবং ধনাভিমানরহিত সেই ব্যক্তিরই ধনাপহরণনিমিত্ত সেইপ্রকার দুঃখই কদাপি হয় না।১৭১ আর কুণ্ডলধারিব্যক্তির কুণ্ডলিত্বের অভিমাননিমিত্ত সুখ দেখা যায় বলিয়া, কুণ্ডলবিযুক্ত এবং কুণ্ডলিত্বের অভিমানরহিত সেই ব্যক্তিরই কুণ্ডলিত্বের অভিমাননিমিত্ত সেই প্রকার সুখই হয় না।১৭২ শ্রুতিকর্তৃক তাহাই (—ব্রহ্মাত্মবিদের জীবন্মুক্তিই) কথিত হইয়াছে, যথা—"শরীরাভিমানরহিত পুরুষকে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করে না" ইত্যাদি (১)।১৭৩

[জীবন্মুক্তিবিষয়ে সংশয় ও সমাধান। সশরীরত্ব অবিদ্যাকল্পিত, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যানাশে জীবন্মুক্তি সিদ্ধি]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বলা হয়, শরীর বিনষ্ট হইলেই অশরীরত্ব (—শরীরাভিমানরাহিত্যরূপ মুক্তি) হয়, কিন্তু জীবিতের তাহা হয় না, ইত্যাদি।১৭৪

ভাবদীপিকা

(১) এখানে গূঢ় অভিপ্রায় এই—বেদান্তবাক্য শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক যে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই প্রত্যক্ষ সংসারভ্রমের নিবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা প্রভৃতি নিবৃত্ত হইয়া যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয়, তাদৃশ পুরুষেরই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদান্তবাক্য শ্রবণজন্য ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। সেই অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারাই অপরোক্ষ সংসারভ্রমের আত্যন্তিক উপরম হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে—চিত্তের বিক্ষেপাদি দোষবশতঃ যে শব্দপ্রমাণজন্য জ্ঞান পরোক্ষরূপে হয়, চিত্ত বিক্ষেপশূন্য হইলে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সাক্ষাৎকারবিরোধাৎ ইত্যর্থঃ। তত্ত্ববিদঃ জীবন্মুক্তৌ মানম্ আহ—তদুক্তং শ্রুত্যেতি। জীবতঃ অশরীরত্বং বিরুদ্ধম্ ইতি শঙ্কতে—শরীর ইতি। আত্মনঃ দেহসম্বন্ধস্য ভ্রান্তিপ্রযুক্তত্বাৎ তত্ত্বধিয়া তন্নাশরূপম্ অশরীরত্বং জীবতঃ যুক্তম্ ইত্যাহ—নেত্যাদিনা।

শাঙ্করভাষ্যম

সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ।১৭৫ ন হি আত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং মিথ্যাজ্ঞানং মুক্ত্বা অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্‌। ১৭৬ নিত্যম্‌ অশরীরত্বম্‌ অকর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ ইতি অবোচাম।১৭৭ তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বম্‌ ইতি চেৎ?১৭৮ ন,শরীরসম্বন্ধস্য অসিদ্ধত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ আত্মকৃতত্বাসিদ্ধেঃ।১৭৯ শরীরসম্বন্ধস্য, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ তৎকৃতত্বস্য চ ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ অন্ধপরম্পরা এষা অনাদিত্বকল্পনা ।১৮০ ক্রিয়াসমবায়া-

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না,তাহা নহে ; যেহেতু সশরীরত্ব মিথ্যাজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃই হইয়া থাকে।১৭৫ শরীরে আত্মাভিমানরূপ (—'আমি শরীর' এইরূপ) মিথ্যাজ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু হইতে কদাপি সশরীরত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না।১৭৬ [আত্মার] অশরীরত্ব নিত্য, যেহেতু তাহা কর্ম্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন নহে—ইহা আমরা বলিয়াছি (১৫৬পৃঃ) ।১৭৭

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল, তৎকৃত (—আত্মকর্তৃক অনুষ্ঠিত) ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ [আত্মার] সশরীরত্ব হইয়া থাকে।১৭৮ [সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মজন্য সত্য সশরীরতার নাশের জন্য উপাসনারূপ কর্ম্মের অপেক্ষা আছে।]

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে ; যেহতু [আত্মার সহিত] শরীরের সম্বন্ধ অসিদ্ধ বলিয়া আত্মকর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হয় না।১৭৯ [আত্মার সহিত] শরীরসম্বন্ধের এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের তৎকৃতত্বের (—ধর্ম্মাধর্ম্ম-

ভাবদীপিকা

সেই শব্দপ্রমাণজন্য জ্ঞানই অপরোক্ষ হয়। ইহাতে প্রমাণের কোন ন্যূনতা হয় না, পরন্তু অধিকারীর চিত্তের অশুদ্ধতা ও বিক্ষেপই জ্ঞানের এতাদৃশ পরোক্ষতা বা অপরোক্ষতার হেতু।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

অসঙ্গাত্মস্বরূপং স্বশরীরত্বং ভ্রান্ত্যাবৃতং তত্ত্বধিয়া জীবতঃ ব্যজ্যতে ইত্যাহ—নিত্যমিতি। দেহাত্মনোঃ সম্বন্ধঃ সত্য ইতি শঙ্কতে—তৎকৃতেতি। তন্নাশার্থং কার্য্যাপেক্ষেতি ভাবঃ। আত্মনঃ শরীরসম্বন্ধে জাতে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিঃ, তস্যাং সত্যাং সম্বন্ধজন্ম ইতি অন্যোন্যাশ্রয়াৎ একস্যাসিদ্ধ্যা দ্বিতীয়স্য অসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। ননু এতদ্দেহজন্যধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মণ এতদ্দেহসম্বন্ধহেতুত্বে স্যাৎ অন্যোন্যাশ্রয়ঃ, পূর্ব্বদেহকর্ম্মণ এতদ্দেহসম্বন্ধোৎপত্তিঃ, পূর্ব্বদেহশ্চ তৎপূর্ব্বদেহকৃতকর্ম্মণ ইতি বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ নায়ং দোষ ইত্যত আহ—অন্ধেতি। অপ্রামাণিকীত্যর্থঃ। নহি বীজাৎ অঙ্কুরঃ, ততঃ বীজান্তরং চ যথা প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যতে, তদ্বৎ আত্মনঃ দেহসম্বন্ধঃ পূর্ব্বকর্ম্মকৃতঃ প্রত্যক্ষঃ। নাপি অস্তি কশ্চিৎ আগমঃ। প্রত্যুত 'অসঙ্গঃ হি' ইত্যাদিঃ শ্রুতিঃ সর্ব্বকর্তৃত্বং বারয়তি ইতি ভাবঃ। তত্র যুক্তিম্ আহ—ক্রিয়েতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

ভাবাৎ চ আত্মনঃ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ ।১৮১ সন্নিধানমাত্রেণ রাজ-প্রভৃতীনাং দৃষ্টং কর্তৃত্বম্ ইতি চেৎ ?১৮২ ন, ধনদানাদ্যুপার্জিত-

ভাষ্যানুবাদ

কর্তৃক আত্মার শরীরসম্বন্ধ উৎপাদনের) ইতরেতরাশ্রয় হইয়া পড়ে বলিয়া এই অনাদিত্বকল্পনা অন্ধপরম্পরা মাত্র (১)।১৮০

[সিঃ—কূটস্থ আত্মার কর্তৃত্বরূপ সংসারিত্ব স্বতঃ বা সন্নিধানদ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা ভ্রান্তিকৃত।]

[যদি বল – শরীরসম্বন্ধ না থাকিলেও আত্মা স্বয়ংই ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্তা। তদুত্তরে বলিতেছেন – কূটস্থতাবশতঃ] ক্রিয়ার সহিত সমবায়ের (– সম্বন্ধের) অভাব আছে বলিয়াও আত্মার কর্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।১৮১

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—যদি বল, কেবল সন্নিধির (– নিকটে অবস্থিতির) দ্বারা রাজা প্রভৃতির কর্তৃত্ব দেখা যায়।১৮২ [সুতরাং আত্মা অসঙ্গ ও কূটস্থ হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শরীরসম্বন্ধের প্রযোজক কর্তা হইতে পারেন।]

ভাবদীপিকা

(১) এখানে তাৎপর্য্য এই—"আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্তমান থাকিলেই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হয়—এইরূপে পরস্পরের অপেক্ষা থাকায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। সেইহেতু আত্মার সত্য সশরীরত্ব এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম এই উভয়ই সিদ্ধ হয় না। এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহারের জন্য পূর্ব্বপক্ষী যদি বলেন—আত্মার পূর্ব্বদেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল,তাহাই তাঁহার বর্তমান শরীর-সম্বন্ধের কারণ এবং আত্মার পূর্ব্বদেহের সহিত যে সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার তৎপূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। সুতরাং বর্তমান শরীরসম্বন্ধবশতঃ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই বর্তমান শরীরসম্বন্ধের কারণ নহে বলিয়া অর্থাৎ সেই শরীরকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই শরীরোৎপত্তির হেতু নহে বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। তদুত্তরে বলা যায়—এইপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার হইলেও অনবস্থা দোষের পরিহার হয় না। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে শরীরোৎপত্তি এবং উৎপন্ন শরীর হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি, আবার তাহা হইতে শরীরোৎপত্তি—এইপ্রকারে অনাদি প্রবাহ কল্পনার কোথাও বিরাম হয় না। যদি বলা হয়—বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই অনবস্থাকে দোষাবহ বলা যায় না। তদুত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—এইপ্রকার যে অনাদিত্ব কল্পনা, তাহা এক অন্ধব্যক্তির অপর অন্ধব্যক্তিকে অনুসরণ করার ন্যায় নিষ্ফল। কারণ বীজ ও অঙ্কুরের যে পরস্পরের অপেক্ষা, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ যে ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম যে আত্মার দেহসম্বন্ধকৃত, তাহা দেখা যায় না। পরন্তু আত্মা যে অসঙ্গ এবং তাঁহার যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা তজ্জনিত শরীরসম্বন্ধ

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কূটস্থস্য কৃত্যযোগাৎ ন কর্তৃত্বম্ ইত্যর্থঃ। স্বতঃ নিষ্ক্রিয়স্য অপি কারকসন্নিধানাৎ কর্তৃত্বমিতি শঙ্কাং দৃষ্টান্তবৈষম্যেন নিরস্যতি—নেতি। রাজাদীনাং স্বক্রীতভৃত্যকার্য্যে কর্তৃত্বং যুক্তং, ন

শাঙ্করভাষ্যম্

ভৃত্যসম্বন্ধিত্বাৎ তেষাং কর্তৃত্বোপপত্তেঃ ।১৮৩ ন তু আত্মনঃ ধনদানাদিবৎ শরীরাদিভিঃ স্বস্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুম্ ।১৮৪ মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ ।১৮৫ এতেন যজমানত্বম্ আত্মনঃ ব্যাখ্যাতম্ ।১৮৬ অত্রাহুঃ—দেহাদিব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ আত্মীয়ে দেহাদৌ অভিমানঃ গৌণঃ, ন মিথ্যা

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—তাহা হইলে বলিব না, তাহা বলা যায় না ; কারণ ধনদানাদির দ্বারা উপার্জ্জিত যে ভৃত্যের সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের আশ্রয় হয় বলিয়া, তাহাদিগের (—রাজা প্রভৃতির) কর্তৃত্ব সঙ্গত হয়।১৮৩ কিন্তু [রাজা প্রভৃতির] ধনদানাদির ন্যায়, শরীর প্রভৃতির সহিত আত্মার স্ব-স্বামিসম্বন্ধের (—'আমি শরীরের স্বামী এবং শরীরটী আমার' এতাদৃশ সম্বন্ধের) কোন কারণ কল্পনা করিতে পারা যায় না ।১৮৪ কিন্তু মিথ্যা অভিমানই [শরীরের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত আত্মার] সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হেতু (—স্পষ্ট কারণ)।১৮৫ ইহার দ্বারা (—ভ্রান্তিকৃত শরীরসম্বন্ধের দ্বারা) আত্মার যজমানত্ব ব্যাখ্যাত হইল (—অবিদ্যাবলে দেহাদির সহিত মিথ্যা সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে আত্মাতে যাগাদির কর্তৃত্ব সম্ভব)।১৮৬

["শরীরে আত্মাভিমান গৌণ, মিথ্যা নহে"—এই প্রভাকর মতখণ্ডন। দেহাত্মজ্ঞান মিথ্যা বলিয়া জীবন্মুক্তি সিদ্ধি।]

সিদ্ধান্তে শঙ্কা—এই বিষয়ে (—ভ্রান্তিকৃত শরীরসম্বন্ধবিষয়ে, প্রভাকরমতাবলম্বিগণ] বলেন—দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার স্বকীয় দেহাদিতে যে অভিমান তাহা গৌণ কিন্তু মিথ্যা নহে (১)।১৮৭

ভাবদীপিকা

হয় না—ইহাই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়। সেইহেতু প্রস্তাবিতস্থলে অনবস্থাকে বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় প্রামাণিকী অনবস্থাও বলা যায় না। সুতরাং এখানে অনবস্থাদোষ দুর্ব্বার হইয়া পড়ে বলিয়া আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপনিমিত্তবশতঃ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মার শরীরসম্বন্ধ যে অবিদ্যাকল্পিত এবং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যার নাশ হইলে যে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

(১) এখানে পূর্ব্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই—'সিংহঃ মানবকঃ' ইত্যাদিস্থলে শূরতা ও ক্রূরতা প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধবশতঃ মানবককে (—বালককে) সিংহ বলা হয়। তাহাতে বাক্যটীর

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আত্মন ইত্যর্থঃ। দেহকর্ম্মণোরবিদ্যাভূমৌ বীজাঙ্কুরবৎ আবর্ত্তমানয়োরাত্মনা সম্বন্ধঃ ভ্রান্তিকৃত এব ইত্যাহ—মিথ্যেতি। ননু "যজেত" ইতি বিধ্যনুপপত্ত্যা আত্মনঃ কর্তৃত্বম্ এষ্টব্যম্ ইতি অত আহ—এতেনেতি। ভ্রান্তিকৃতেন দেহাদিসম্বন্ধেন যাগাদিকর্তৃত্বম্

শাঙ্করভাষ্যম্

ইতি চেৎ?।৮৭ ন, প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গৌণত্বমুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ।১৮৮ যস্য হি প্রসিদ্ধঃ বস্তুভেদঃ, যথা কেশরাদিমান্ আকৃতিবিশেষঃ, অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সিংহশব্দপ্রত্যয়ভাক্ মুখ্যঃ অন্যঃ প্রসিদ্ধঃ, ততশ্চ অন্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ

ভাষ্যানুবাদ

সিদ্ধান্তীর সমাধান—এতদুত্তরে বলা যায়—না, এইপ্রকার নহে, যেহেতু বস্তুর ভেদ যাঁহার নিকট প্রসিদ্ধ (—দুইটী বস্তু ভিন্ন, ইহা যিনি জানেন), তাঁহারই গৌণ ও মুখ্যবুদ্ধি হয়, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।১৮৮ [ইহাই সবিস্তারে বলিতেছেন—] যাহার নিকট বস্তুর ভেদ প্রসিদ্ধ, যথা—কেশরাদিবিশিষ্ট যে আকৃতিবিশেষ, তাহাই 'সিংহ' এই শব্দ ও 'সিংহ' এই জ্ঞানের বিষয় এবং তাহা [পুরুষ হইতে] ভিন্ন মুখ্যসিংহ, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা [যাহার নিকট] প্রসিদ্ধ (—জ্ঞাত) এবং তাহা হইতে (—সিংহ হইতে) ভিন্ন পুরুষ প্রায়িক (—বহুলভাবে) শূরতা এবং ক্রূরতাদি সিংহগুণসম্পন্ন—ইহা [যাহার নিকট] প্রসিদ্ধ, তাহার নিকটই

ভাবদীপিকা

অর্থ হয়—"বালকটী সিংহসদৃশ"। এইস্থলে বালক, সিংহ ও তাহাদের সাদৃশ্য—এই তিনটীই সত্যপদার্থ, কারণ যিনি এইপ্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন, তিনি এই তিনটীকেই সত্য মনে করেন ও শ্রোতাও তাহাই বুঝেন; সুতরাং এইপ্রকার গৌণ প্রতীতি ও ব্যবহারের বিষয় মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য। প্রস্তাবিত "আমি শরীর" ইত্যাদিস্থলেও তদ্রূপ 'ভোগসাধনতারূপ' গুণ, আত্মা ও শরীর উভয়ত্রই বর্ত্তমান আছে, কারণ শরীরাবচ্ছেদেই আত্মার ভোগ হয় বলিয়া আত্মা হয় ভোগের (—সুখদুঃখসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের) সমবায়িকারণ এবং শরীর হয় তাহার অবচ্ছেদক। এইরূপে 'ভোগসাধনতারূপ' গুণটী আত্মা ও শরীর উভয়ত্রই থাকায় শরীরে আত্ম-বুদ্ধিটী হয় 'গৌণ'। তাহাতে 'শরীর', 'আত্মা' ও উভয়গত 'ভোগসাধনতা' এই তিনটীই মিথ্যা না হইয়া সত্যই হয় বলিয়া, 'সিংহঃ মানবকঃ' ইত্যাদি দৃষ্টান্তের ন্যায় শরীরে আত্মবুদ্ধিটীকে গৌণ ও সত্য বলিতে হইবে, মিথ্যা নহে। [এখানে প্রভাকর মতাবলম্বীর গূঢ় অভিপ্রায় এই—এই মতে 'ভ্রমজ্ঞান' স্বীকৃত হয় না, সমস্ত জ্ঞানই সত্য (৪১পৃঃ)। সেইহেতু তাঁহাদের মতে শরীরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ই সত্য। তবে শরীর ও আত্মরূপ যে দুইটী সত্য বস্তু ও তাহাদের যে দুইটী সত্য জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ভেদের বোধ হয় না (—ভেদাগ্রহ হয়)। তাঁহারা বলেন, এই ভেদের বোধ না হওয়াটাই শরীরে আত্মবুদ্ধি, তাহার বলেই ব্যবহারাদি হইয়া থাকে।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

আব্রহ্মবোধাৎ ব্যাখ্যাতম্ ইত্যর্থঃ। **অত্রাহুঃ** । প্রাভাকরা ইত্যর্থঃ। ভ্রান্ত্যভাবাৎ দেহসম্বন্ধাদিকং সত্যম্ ইতি ভাবঃ। ভেদজ্ঞানাভাবাৎ ন গৌণ ইত্যাহ—**নেতি** । **প্রসিদ্ধঃ** জ্ঞাতঃ বস্তুনোঃ ভেদঃ যেন তস্য গৌণমুখ্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বপ্রসিদ্ধেঃ ইত্যর্থঃ। যস্য তস্য পুংসঃ গৌণৌ

শাঙ্করভাষ্যম

সিদ্ধঃ,তস্য পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণৌ ভবতঃ,ন অপ্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য।১৮৯ তস্য তু অন্যত্র অন্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তৌ এব ভবতঃ, ন গৌণৌ।১৯০ যথা মন্দান্ধকারে 'স্থাণুঃ অয়ম্' ইতি অগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ, যথা বা শুক্তিকায়াম্ অকস্মাৎ 'রজতম্' ইতি নিশ্চিতৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ, তদ্বৎ দেহাদিসঙ্ঘাতে 'অহম্' ইতি নিরুপচারেণ শব্দপ্রত্যয়ৌ আত্মানাত্মাঽবিবেকেন উৎপদ্যমানৌ কথং গৌণৌ শক্যৌ

ভাষ্যানুবাদ

পুরুষে 'সিংহশব্দ' এবং 'সিংহজ্ঞান' হয় গৌণ, কিন্তু যাহার নিকট বস্তুর ভেদ প্রসিদ্ধ নহে, তাহার নিকট 'সিংহশব্দ' এবং 'সিংহজ্ঞান' গৌণ হয় না।১৮৯ কিন্তু তাহার (—তাদৃশ ভেদজ্ঞানশূন্য পুরুষের) অন্যত্র অন্যশব্দের প্রয়োগ এবং অন্যত্র অন্যপ্রকার জ্ঞান ভ্রান্তিবশতঃই হইয়া থাকে, কিন্তু গৌণ নহে।১৯০ যেমন ঈষৎ অন্ধকারে "ইহা স্থাণু"—এই প্রকারে বিশেষ গৃহীত না হইলে, 'পুরুষ'—এই শব্দ প্রয়োগ এবং 'পুরুষ'—এই জ্ঞান স্থাণুকেই বিষয় করে, অথবা যেমন শুক্তিকাতে অকস্মাৎ "ইহা রজত"—এইপ্রকার নিশ্চিত শব্দপ্রয়োগ এবং নিশ্চিত জ্ঞান হয়, তদ্রূপ দেহাদি সমষ্টিতে 'আমি'—এইপ্রকার শব্দপ্রয়োগ এবং 'আমি'—এইপ্রকার জ্ঞান, যাহা নিরুপচরিতভাবে (—মুখ্যভাবে) আত্মা এবং অনাত্মার অবিবেকদ্বারা উৎপন্ন,তাহাকে কি প্রকারে গৌণ বলিতে পারা যায় (১) ?১৯১ [আচ্ছা, প্রাকৃত অজ্ঞ

ভাবদীপিকা

(১) এখানে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—দুইটী বস্তুর বিভিন্নতাজ্ঞান থাকিলেই গৌণ প্রত্যয় স্বীকৃত হয়, অন্যথা নহে। প্রাকৃত জনগণ দেহ ও আত্মাকে বিভিন্ন বলিয়া জানেই না। সুতরাং তাহাদের যে 'শরীরে আত্মবুদ্ধি' তাহাকে গৌণ বলা যায় না, পরন্তু তাহাকে **মিথ্যাই** বলিতে হইবে। [এইরূপে প্রভাকরমতাবলম্বীর গূঢ় অভিপ্রায়ের উত্তরে ইহাই বলা হইল যে—প্রাকৃতজনগণ দেহ ও আত্মাকে কোনকালেই বিভিন্ন বলিয়া জানেই না, যদি তাহারা তাহা জানিতে পারিত, তবে অন্য কোন সময়ে কোনপ্রকারে তাহাদের ভেদাগ্রহও হইতে পারিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে দুইটী সত্যবস্তু ও তাহাদের দুইটী সত্যজ্ঞানের 'ভেদের অগ্রহের' প্রশ্নই উঠে না।]

ভাষ্যরত্নপ্রভা

ভবতঃ ইতি অন্বয়ঃ। শৌর্য্যাদিগুণবিষয়ৌ ইত্যর্থঃ। **তস্যাত্বিতি।** ভেদজ্ঞানশূন্যস্য পুংস ইত্যর্থঃ। **শব্দপ্রত্যয়ৌ ইতি।** শব্দঃ শাব্দবোধশ্চ ইত্যর্থঃ। সংশয়মূলৌ তৌ উদাহরতি—**যথা মন্দেতি।** যদা সংশয়মূলয়োর্ন গৌণত্বং তদা ভ্রান্তিমূলয়োঃ কিং বাচ্যম্ ইত্যাহ—**যথা বেতি। অকস্মাদিতি।** অতর্কিতাদৃষ্টাদিনা সংস্কারোদ্বোধে সতি ইত্যর্থঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্

বদিতুম্ ?১৯১ আত্মানাত্মবিবেকিনাম্ অপি পণ্ডিতানাম্ অজাবিপালানাম্ ইব অবিবিক্তৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ।১৯২ তস্মাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাং দেহাদৌ অহংপ্রত্যয়ঃ মিথ্যা এব,ন গৌণঃ।১৯৩ তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য, সিদ্ধং জীবতঃ অপি বিদুষঃ অশরীরত্বম্।১৯৪ তথাচ ব্রহ্মবিদ্-

ভাষ্যানুবাদ

জনগণের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি না হয় মিথ্যা হইল। কিন্তু দেহ ও আত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণের 'দেহাত্মবুদ্ধি' গৌণ হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণেরও (১) ছাগ ও মেষপালকগণের ন্যায় [শরীরে 'আমি'—এইপ্রকার] অবিবিক্ত (—অপৃথক্) শব্দপ্রয়োগ ও অবিবিক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে।১৯২ সেইহেতু দেহাদি হইতে ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের (—সেই পরোক্ষজ্ঞানিগণের) দেহাদিতে 'আমি' এইপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যাই, কিন্তু গৌণ নহে।১৯৩ অতএব সশরীরত্ব (—শরীরে 'আমি' এইপ্রকার অভিমান) মিথ্যাজ্ঞানজন্য বলিয়া জীবদ্দশাতেও বিদ্বানের (—জীবন্মুক্ত অপরোক্ষ জ্ঞানীর) অশরীরত্বই সিদ্ধ হয় (২)।১৯৪

ভাবদীপিকা

(১) আত্মা ও অনাত্মার বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত বলিতে এখানে শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রবণমননকুশল পরোক্ষজ্ঞানীর কথা বলা হইতেছে বুঝিতে হইবে। পরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা অপরোক্ষভ্রম নিবৃত্ত হয় না বলিয়া ইঁহাদের ব্যবহারও সাধারণ অজ্ঞ মনুষ্যের ন্যায়ই হইয়া থাকে। "পশ্বাদিভিশ্চ অবিশেষাৎ" (৫৫পৃঃ) ইত্যাদিস্থলে এতাদৃশ পরোক্ষজ্ঞানিগণের কথাই বলা হইয়াছে। ব্যবহারকালে পরোক্ষজ্ঞানিগণেরও সিংহ ও মানবকের প্রসিদ্ধ ভেদজ্ঞানের ন্যায় আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়া তাঁহাদের যে শরীরাদিতে "আমি বুদ্ধি," তাদৃশ বুদ্ধিকে বিচারদৃষ্টিতে স্থাণুতে পুরুষ বুদ্ধির বা শুক্তিকাতে রজতবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যাবুদ্ধিই বলিতে হইবে, কিন্তু গৌণ বুদ্ধি নহে। তবে সাধারণ দেহাত্মবাদিগণের দেহাদিতে এই যে আত্মবুদ্ধি, তাহাকে তাহারা সর্ব্বদাই সত্য মনে করে, কিন্তু বিচারদৃষ্টির অভাববশতঃ পরোক্ষজ্ঞানিগণের ন্যায় এই বুদ্ধিকে কখনও মিথ্যা মনে করে না। ইহাই পরোক্ষজ্ঞানী হইতে সাধারণ ব্যক্তির প্রভেদ।

(২) তাহাতে সংশয় হয়—মুক্ত পুরুষের জীবদ্দশাতেই অশরীরত্ব সিদ্ধ হইলে, তাঁহাদের লোকব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হয় ? তদুত্তরে বলা যায়—জীবন্মুক্ত অপরোক্ষজ্ঞানিগণের যে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

নিরুপচারেণ—গুণজ্ঞানং বিনা ইত্যর্থঃ। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনামিতি। দেহাত্মবাদিনাং তু প্রমা ইতি অভিমান ইতি ভাবঃ। জীবন্মুক্তৌ প্রমাণম্ আহ—তথাচেতি। তৎ তত্র জীবন্মুক্তস্য দেহে। যথা দৃষ্টান্তঃ—অহিনির্ব্বয়নী সর্পত্বক্ বল্মীকাদৌ

শাঙ্করভাষ্যম্

বিষয়া শ্রুতিঃ—"তদ্‌যথা অহিনির্ল্ব্‌য়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতা এবমেব ইদং শরীরং শেতে, অথ অয়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণঃ ব্রহ্ম এব তেজঃ এব" (বৃঃ ৪।৪।৭) ইতি ; "সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সকর্ণঃ অকর্ণঃ ইব, সবাক্ অবাক্ ইব, সমনা অমনা ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব" ইতি চ।১৯৫ স্মৃতিরপি চ—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" (গীতা ২।৫৪) ইত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি আচক্ষাণা বিদুষঃ সর্ব্ব-

ভাষ্যানুবাদ

[জীবন্মুক্তি বিষয়ে শ্রুত্যাদি প্রদর্শনদ্বারা তৎপ্রসঙ্গের উপসংহার]

['জীবন্মুক্ত অপরোক্ষজ্ঞানীর জীবদ্দশাতে যে অশরীরতা, তাহা যে কেবল যুক্তিসিদ্ধ, তাহা নহে ; শ্রুতিও তাহাই বলেন, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে—] ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিষয়ে সেইরূপ শ্রুতিও আছে, যথা—"তাহাতে (—জীবন্মুক্তের দেহবিষয়ে) দৃষ্টান্ত—যেমন মৃত (—সর্পকর্ত্তৃক ত্যক্তাভিমান) সর্পত্বক্ বল্মীকের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, সেইরূপেই [ব্রহ্মজ্ঞের] এই শরীর পড়িয়া থাকে, অতঃপর ইনি (—এই জীবন্মুক্ত পুরুষ) অশরীর,অমৃত, প্রাণস্বরূপ,ব্রহ্মস্বরূপ এবং জ্যোতিঃস্বরূপই হইয়া থাকেন", ইত্যাদি; এবং "তিনি বস্তুতঃ চক্ষুবিহীন হইলেও [বাধিতের অনুবৃত্তি-বশতঃ] সচক্ষুর ন্যায়, কর্ণবিহীন হইলেও কর্ণবিশিষ্টের ন্যায়, বাগিন্দ্রিয়রহিত হইলেও বাগিন্দ্রিয়বিশিষ্টের ন্যায়,মনোবিহীন হইলেও মনোবিশিষ্টের ন্যায়,প্রাণবিহীন হইলেও প্রাণযুক্তের ন্যায় পরিলক্ষিত হন", ইত্যাদি।১৯৫ আর "স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি ?" ইত্যাদি স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের (—অপরোক্ষজ্ঞানীর) লক্ষণসকল বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত

ভাবদীপিকা

অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় লোকব্যবহার,তাহা বাধিতের অনুবৃত্তি বশতঃই হইয়া থাকে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারা যাহা বাধিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যাহার মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইয়া গিয়াছে, সেই জগৎপ্রপঞ্চকে যে সত্য বস্তুর ন্যায় দেখা যায়, তাহাকেই **বাধিতের অনুবৃত্তি** বলে। যেমন দগ্ধ বস্ত্র সত্য বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইন্দ্রজালকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়াও যেমন লোক তাহা দর্শন করতঃ আনন্দানুভব করে,অপরোক্ষজ্ঞানী ব্যক্তির শরীরাদিতে "আমি বুদ্ধি" ইত্যাদিরূপ লোকব্যবহারও তদ্রূপই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবদশাতেও অপরোক্ষজ্ঞানীর অশরীরত্বই সিদ্ধ হয়। "তদ্ যথা অহি নির্ল্ব্‌য়নী" এবং "সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব" ইত্যাদি পরবর্ত্তী ভাষ্যে উদাহৃত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যসকলে এই তত্ত্বটীই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

প্রত্যস্তা নিক্ষিপ্তা মৃতা সর্পেণ ত্যক্তাভিমানা বর্ত্ততে, এবমেব ইদং বিদুষা ত্যক্তাভিমানং শরীরং তিষ্ঠতি । অথ তথা ত্বচা নির্ম্মুক্তসর্পবৎ এব অয়ম্ দেহস্থঃ অশরীরঃ। বিদুষঃ দেহে, সর্পস্য ত্বচি ইব অভিমানাভাবাৎ অশরীরত্বাৎ অমৃতঃ।প্রাণিতি ইতি প্রাণঃ, জীবন্ অপি ব্রহ্মৈব।

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রবৃত্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি । ১৯৬ তস্মাৎ ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্ । ১৯৭ যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং ন অসৌ অবগতব্রহ্মাত্মভাবঃ ইতি অনবদ্যম্ । ১৯৮ যৎ পুনঃ উক্তম্—"শ্রবণাৎ পরাচীনয়োঃ মননিদিধ্যাসনয়োঃ দর্শনাৎ বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ, ন স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বম্ ইতি । ১৯৯ ন, অবগত্যর্থত্বাৎ মননিদিধ্যাসনয়োঃ । ২০০ যদি হি অবগতং ব্রহ্ম অন্যত্র বিনিযু-

ভাষ্যানুবাদ

হইয়া সকলপ্রকার প্রবৃত্তির সহিত বিদ্বান্ পুরুষের সম্বন্ধশূন্যতাই প্রদর্শন করিতেছেন।১৯৬ সেইহেতু যিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হইয়াছেন (—'আমিই ব্রহ্ম' ইহা অপরোক্ষভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন), তাঁহার পূর্ব্ববৎ সংসারিত্ব থাকিতে পারে না।১৯৭ কিন্তু যাঁহার সংসারিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, তিনি ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হন নাই, এইভাবে ['রজ্জুসর্পস্থলে' রজ্জুর স্বরূপ কথনের দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধির ন্যায়, ব্রহ্মের স্বরূপ কথনও সফল, সুতরাং] অনবদ্য (—নির্দ্দোষ) হইল (১)।১৯৮

[অবগত বা অনবগত ব্রহ্মের অন্যত্র বিনিয়োগ সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম বিধিশেষ নহেন।]

আর যে বলা হইয়াছে, শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন দেখা যায় বলিয়া ব্রহ্ম হন বিধিশেষ (—বিধিবোধিত ক্রিয়ার অঙ্গ), কিন্তু স্বরূপ পর্য্যবসায়ী নহেন (—ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানেই কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না), ইত্যাদি (১৫০পৃঃ)।১৯৯ তদুত্তরে বলা যায়—না, এইপ্রকার বলা যায় না; কারণ [শ্রবণের ন্যায়] মনন ও নিদিধ্যাসনও অবগতির (—ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের) জন্য বিহিত ।২০০ [ইহাই স্পষ্ট

ভাবদীপিকা

(১) "ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণের পরও সংসারিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, সুতরাং রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে, ইত্যাদি"—এইভাবে ১৫০পৃঃ এবং ১৯৬পৃঃতে যে আক্ষেপ করা হইয়াছিল, এইস্থলে তাহার সমাধান শেষ হইল। সুতরাং 'ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয় বলিয়া উপনিষৎসকলের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় এবং মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করে বলিয়া ক্রিয়া প্রতিপাদন না করিলেও তাহাদের শাস্ত্রত্বও সিদ্ধ হয়।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কিং তৎ ব্রহ্ম ? তেজঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ আনন্দ এব ইত্যর্থঃ। বস্তুতঃ অচক্ষুরপি বাধিতচক্ষুরাদ্যনুবৃত্ত্যা সচক্ষুরিব ইত্যাদি যোজ্যম্ । **ইত্যনবদ্যমিতি ।** ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাৎ মুক্তিলাভাৎ সিদ্ধং বেদান্তানাং প্রামাণ্যং, হিতশাসনাৎ শাস্ত্রত্বং চ নির্দ্দোষতয়া স্থিতম্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মজ্ঞানমুদ্দিশ্য শ্রবণবৎ মননিদিধ্যাসনয়োরপি অবান্তরবাক্যভেদেন বিধ্যঙ্গীকারাৎ ন ব্রহ্মণঃ বিধিশেষত্বম্, উদ্দেশ্যজ্ঞানলভ্যতয়া প্রাধান্যাৎ ইত্যাহ—**নেতি ।** শ্রবণং জ্ঞানকরণবেদান্তগোচরত্বাৎ প্রধানং, মননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রমেয়গোচরত্বাৎ তদঙ্গত্বম্, নিয়মাদৃষ্টস্য জ্ঞানে উপযোগঃ

শাঙ্করভাষ্যম.

জ্যেত, ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম. ।২০১ ন তু তদস্তি ।২০২ মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ অপি শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বাৎ ।২০৩ তস্মাৎ ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতি ইতি ।২০৪ অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্তবাক্যসমন্বয়াৎ ইতি

ভাষ্যানুবাদ

করিতেছেন—] যদি অবগত ব্রহ্ম অন্যত্র (—কর্ম্ম বা উপাসনাতে) বিনিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে [ব্রহ্ম] বিধিশেষ হইতেন ।২০১ তাহা কিন্তু হয় না (—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় বলিয়া, অবগত ব্রহ্মের আর কোথাও বিনিয়োগ হয় না) ।২০২ মনন ও নিদিধ্যাসনও শ্রবণের ন্যায় [ব্রহ্মের] অবগতির জন্য বিহিত (১) ।২০৩ সেইহেতু (—ব্রহ্মে বিধির প্রবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া) উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপে (—অঙ্গরূপে) ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণগম্যতা সম্ভব নহে ।২০৪ অতএব (—ব্রহ্ম বিধিশেষ নহেন বলিয়া) স্বতন্ত্র (—ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, এতাদৃশ) ব্রহ্মই শাস্ত্রপ্রমাণগম্য, যেহেতু [তাঁহাতেই] বেদান্তবাক্যসকলের সমন্বয় (—তাৎপর্য্যনিশ্চয়) হয়—ইহা সিদ্ধ হইল ।২০৫

ভাবদীপিকা

(১) এখানে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে বিধি স্বীকৃত হইলেও (১৮০পৃঃ) ব্রহ্ম বিধিশেষ (—বিধিবোধিত উপাসনারূপ ক্রিয়ার অঙ্গ) নহেন। কারণ ইহা তোমাকে বলিতে হইবে যে—শ্রবণের দ্বারা অবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ, অথবা অনবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ? যদি বল—অবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ। তাহা বলা যায় না, কারণ ব্রহ্মের অবগতি (—অপরোক্ষজ্ঞান) হইলেই অবিদ্যার নাশবশতঃ ক্রিয়া ও কারকাদি দ্বৈতপ্রপঞ্চের বাধ হইয়া যায় বলিয়া অবগত ব্রহ্মের আর অন্যত্র বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। আর যদি বল—অনবগত ব্রহ্ম বিধিশেষ। তাহাও বলা যায় না, কারণ যাহা অনবগত (—ক্রিয়ার অঙ্গভূত দধি প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে) তাহার ক্রিয়াতে বিনিয়োগ সম্ভবই হয় না। যদি বল—দেবতা প্রত্যক্ষ নহে, অথচ ক্রিয়াতে তাহার বিনিয়োগ হয়। তদুত্তরে বলা যায়—দেবতা সকলের অপ্রত্যক্ষ নহে, ইহা দেবতাধিকরণে ১।৩।৩৩ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ ভাষ্যকার স্বয়ংই বলিবেন। যদি বল—"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ" ইত্যাদিস্থলে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননাদিই বিহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় তুমিও স্বীকার কর।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সর্বাপেক্ষান্যায়াৎ (৩।৪।২৬) ইতি মন্তব্যম্। তর্হি জ্ঞানে বিধিঃ কিমিতি ত্যক্তঃ? তত্র আহ—যদি হীতি। যদি জ্ঞানে বিধিমঙ্গীকৃত্য বেদান্তৈঃ অবগতং ব্রহ্ম বিধেয়জ্ঞানে কর্ম্মকারকত্বেন বিনিযুজ্যেত, তদা বিধিশেষত্বং স্যাৎ। ন তু অবগতস্য বিনিযুক্তত্বম্ অস্তি, প্রাপ্তাবগত্যা ফললাভে বিধ্যযোগাৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ—বিধ্যসম্ভবাৎ। অতঃ—শেষত্বাসম্ভবাৎ, সত্যাদিবাক্যৈঃ লব্ধজ্ঞানেন অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপফললাভে সতি ইত্যর্থঃ। সূত্রং যোজয়তি—স্বতন্ত্রমিতি।

শাঙ্করভাষ্যম্

সিদ্ধম্ ।২০৫ এবং চ সতি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি তদ্বিষয়ঃ

ভাষ্যানুবাদ

[পূর্ব্বোত্তর মীমাংসাদ্বয়ের পৃথক্ শাস্ত্রত্ব প্রতিপাদন। ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বেই প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহার সম্ভব।]

আর এইপ্রকার হইলে (—উপনিষৎসকল বিধিনিরপেক্ষ সিদ্ধবস্তু প্রতিপাদন করিলে) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে তদ্বিষয়ক (—ব্রহ্মবিষয়ক) পৃথক্

ভাবদীপিকা

কিন্তু ব্রহ্ম শ্রবণাদিবোধক বিধির বিষয় হইলেও তাহার অঙ্গ হইবেন না, ইহা কি প্রকারে বলা যায়? তদুত্তরে বলা যায়—যেমন দর্শপূর্ণমাস যাগকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযাজাদির বিধানস্থলে, দর্শপূর্ণমাস যাগটী হয় অঙ্গী ও প্রযাজাদি হয় তাহার অঙ্গ। এই অঙ্গী দর্শপূর্ণমাস যাগটী যেমন আর প্রযাজাদিবোধক বিধির অঙ্গ হয় না। প্রস্তাবিত শ্রবণাদিবোধক বিধিস্থলেও তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননাদি বিহিত হইয়াছে। সেইহেতু উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান হয় অঙ্গী এবং শ্রবণাদি হয় তাহার অঙ্গ। তাহাতে উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়রূপে ব্রহ্ম অঙ্গিকোটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান বলিয়া, তিনি আর অঙ্গ হইতে পারেন না। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে—শ্রবণাদিবোধক বিধির অঙ্গরূপে ব্রহ্ম শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হন নাই, পরন্তু ব্রহ্মের অবগতির জন্যই শ্রবণাদি বিহিত হইয়াছে। আর শব্দাপরোক্ষবাদী আমাদের মতে—অসম্ভাবনা, বিপরীতভাবনা ও চিত্তের অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রতিবন্ধকসকলবশতঃ শ্রবণমাত্রেই যাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি না হয়,সেই শ্রুতব্রহ্মব্যক্তির জন্যই মননাদি বিহিত। যে ব্রহ্ম শ্রুতমাত্র (—পরোক্ষ), পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মননাদির দ্বারা প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে অন্তিম শ্রবণের পর সেই ব্রহ্মই হন অপরোক্ষ। [ইহাকেই 'দ্বিতীয় শ্রবণ' বলে।] সুতরাং 'শ্রবণের' অনন্তর 'মনন' ও 'নিদিধ্যাসনের' বিধান দৃষ্টেই ব্রহ্মকে ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে স্বীকার করা সমীচীন নহে। অতএব ইহা সিদ্ধ হয় যে—মুক্তি বিধেয় উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য নহে, পরন্তু শ্রবণাদিজন্য ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য।

[প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে হইবে যে—বিবরণমতানুযায়িগণ বলেন, প্রথম শ্রবণেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি না হইলে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণের দ্বারা বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণগত অসম্ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয়। মননের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতারূপ যে প্রমেয়, সেই প্রমেয়গত অসম্ভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয়। এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনারূপ প্রতিবন্ধক দূর হয়। আর শ্রুতি কখনও নিষ্ফল বিষয়ে পুরুষকে প্রবৃত্ত করেন না। সেইহেতু শ্রুতিবোধিত নিয়মবিধিবলে উক্ত প্রতিবন্ধকত্রয়ের নিবৃত্তিরূপ ফললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষ শ্রবণাদিতে নিয়মপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলে তজ্জন্য যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়,সেই নিয়মাদৃষ্টবলে পাপ প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিবন্ধকসকল দূর হয়। এইরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন। আর চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কাম কর্ম্মসকল বিবিদিষা (—ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা) উৎপাদন দ্বারা হয় ইহার বহিরঙ্গ সাধন। এই গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ে

ভাষ্যরত্নপ্রভা

এবং চ সতীতি । চ অবধারণে। উক্তরীত্যা ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যে সতি এব ভগবতঃ ব্যাসস্য

শাঙ্করভাষ্যম্

পৃথক্‌শাস্ত্রারম্ভঃ উপপদ্যতে।২০৬ প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে হি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ১।১।১) ইত্যেব আরব্ধত্বাৎ, ন পৃথক্‌শাস্ত্রম্ আরভ্যেত ।২০৭ আরভ্যমাণং চ এবম্ আরভ্যেত—"অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি, "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা"

ভাষ্যানুবাদ

শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত ।২০৬ যেহেতু [উপনিষৎসকল—] উপাসনাবিধিপর হইলে (—বিধিবলে উপাসনামাত্র প্রতিপাদন করিলে), 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এইরূপেই তাহা আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া, আর [এই ব্রহ্মসূত্ররূপ] পৃথক্ শাস্ত্র আরম্ভ করা হইত না (১) ।২০৭ (২) আর যদি আরব্ধই হইত, তাহা হইলে, "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থ-য়োর্জিজ্ঞাসা" (৩) এই সূত্রটীর ন্যায়, এইপ্রকারে আরব্ধ হইত—"অথাতঃ পরিশিষ্ট-

ভাবদীপিকা

ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির সাধনসকল আলোচিত হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানের করণ কি, সংস্কৃত মন অথবা বেদান্তবাক্য; বিবরণ ও ভামতীমতাবলম্বিগণের এতদ্বিষয়ক মতভেদও পরে আলোচিত হইবে।]

(১) এখানে ভাব এই—কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই ধর্ম্মপদবাচ্য, সুতরাং আচার্য্য জৈমিনি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (১৫১পৃঃ) এইরূপে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বমীমাংসাতে যে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিয়াছেন, উপাসনাবিষয়ক বিচারও তন্মধ্যেই নিবদ্ধ হওয়া সমীচীন। তজ্জন্য আর পৃথক্ শাস্ত্রের আরম্ভ সঙ্গত নহে। কিন্তু পৃথক্ শাস্ত্র আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবগত হওয়া যায় যে—এই শাস্ত্র ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম বা উপাসনা প্রতিপাদক নহে।

(২) যদি কেহ বলেন—পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে উপাসনাবিষয়ক বিচার দেখা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু এমনও বলা যায় যে—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার করিবেন, এইপ্রকার প্রতিজ্ঞাই আচার্য্য জৈমিনি করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ংই যে তাহা করিবেন, ইহা বলেন নাই। সেইহেতু ইহা বলা যাইতে পারে যে – আয়ুর অল্পতা বা অন্য কোন প্রতি-বন্ধকবশতঃ জৈমিনি স্বয়ং যাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই উত্তরমীমাংসা গ্রন্থে ভগবান্ বাদরায়ণ তাহাই করিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—"আরভ্যমাণং চ"—'আর যদি আরব্ধই হইত,' ইত্যাদি।

(৩) "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" (জৈঃ সূঃ ৪।১।১), এই সূত্রটীর অর্থ এই—অথ—অঙ্গাঙ্গিভাবনিরূপণের অনন্তর, অতঃ—অঙ্গাঙ্গিভাবের নিরূপণ বক্ষ্যমাণ ক্রত্বর্থ ও

ভাষ্যরত্নপ্রভা

পৃথক্ শাস্ত্রকৃতিঃ যুক্তা, ধর্ম্মবিলক্ষণপ্রমেয়লাভাৎ। বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বে তু প্রমেয়ভেদাৎ ন যুক্তা ইত্যর্থঃ। ননু মানসধর্ম্মবিচারার্থং পৃথগারম্ভ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**আরভ্যমাণং চেতি।** অথ—বাহ্যসাধনধর্ম্মবিচারানন্তরম্, অতঃ বাহ্যধর্ম্মস্য শুদ্ধিদ্বারা মানসোপাসনা-ধর্ম্মহেতুত্বাৎ, পরিশিষ্টঃ মানসধর্ম্মঃ জিজ্ঞাস্য ইতি সূত্রং স্যাৎ ইতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**অথেতি।** তৃতীয়াধ্যায়ে শ্রুত্যাদিভিঃ শেষশেষিত্বনির্ণয়ানন্তরং শেষিণা শেষস্য প্রয়োগসম্ভবাৎ কঃ ক্রতুশেষঃ,

শাঙ্করভাষ্যম্

(জৈঃ সূঃ ৪।১।১) ইতিবৎ ।২০৮ ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিঃ তু অপ্রতিজ্ঞাতা ইতি তদর্থঃ যুক্তঃ শাস্ত্রারম্ভঃ—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি ।২০৯

ভাষ্যানুবাদ

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" (১) ইত্যাদি।২০৮ ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান [মহর্ষি জৈমিনি-কর্ত্তৃক] প্রতিজ্ঞাত হয় নাই, এইহেতু তাহার জন্য "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপে এই শাস্ত্রের আরম্ভ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।২০৯ [যদি বলা হয়—অদ্বৈত-

ভাবদীপিকা

পুরুষার্থের বিচারে কারণ হয় বলিয়া, **ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োঃ জিজ্ঞাসা**—ক্রত্বর্থ এবং পুরুষার্থের বিচার আরব্ধ হইতেছে। ["**ক্রত্বর্থ**" শব্দের অর্থ—ক্রতুর অর্থাৎ যজ্ঞের স্বরূপ-সিদ্ধির জন্য যাহা বিহিত, তাহা। যেমন 'প্রযাজ' প্রভৃতি। 'প্রযাজ' প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইলেই দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞের স্বরূপ সিদ্ধ হয়, সেইহেতু প্রযাজাদি ক্রত্বর্থ। আর যাহার অনুষ্ঠান করিলে পুরুষের কোন বিশেষ অভীষ্ট লাভ হয়, তাহাই **পুরুষার্থ**। যথা "চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ গোদোহনেন পশুকামস্য"—'যজ্ঞকালে 'চমস' নামক পাত্রের দ্বারা অপ্‌ প্রণয়ন করিবে, যিনি পশুকামনা করেন, তাঁহার জন্য গোদোহনপাত্রের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিবে', ইত্যাদি। এইস্থলে গোদোহনপাত্রের দ্বারা যে অপ্‌প্রণয়ন, তাহা ক্রত্বর্থ নহে; কারণ তদ্ব্যতিরেকেও চমসের দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলে যজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাকে পুরুষার্থ বলিতে হয়, যেহেতু তাহার দ্বারা অপ্‌প্রণয়ন করিলে পুরুষের পশুলাভরূপ বিশেষ ফল হয়। [কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞপাত্র বিশেষকে '**চমস**' বলে। মন্ত্রসংস্কৃত জলকে আহবনীয় অগ্নির নিকট লইয়া যাওয়াকে '**অপ্‌প্রণয়ন**' বলে।]

(১) "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই কল্পিত সূত্রটীর অর্থ এই—**অথ**—বাহ্যসাধন-রূপ ধর্ম্মবিচারের অনন্তর, **অতঃ**—বাহ্য ধর্ম্মসকল চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মানস যে উপাসনারূপ ধর্ম্ম, তাহার কারণ হয় বলিয়া, **পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা**—পরিশিষ্ট যে মানসধর্ম্ম অর্থাৎ উপাসনা, তাহার বিচার আরব্ধ হইতেছে। এখানে অভিপ্রায় এই—যদি কর্ম্মবিচারের অন্তর্গত উপাসনারূপ অবান্তর বিষয়ের বিচাররূপে এই বেদান্তদর্শন আরব্ধ হইত, তাহা হইলে "অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপেই তাহা আরব্ধ হইত, যেমন ক্রত্বর্থ ও পুরুষার্থরূপ অবান্তর বিষয়ের বিচারের জন্য "অথাতঃ ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা" এই সূত্রটী আরব্ধ হইয়াছে। তাহা কিন্তু হয় নাই, পরন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপেই এই শাস্ত্রটী আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবগত হওয়া যায় যে উপাসনারূপ অবান্তর ধর্ম্মের বিচারের জন্য এই শাস্ত্র আরব্ধ হয় নাই। যদি বলা হয়, তাহা হইলে এই শাস্ত্রে সগুণব্রহ্মোপাসনা ও তাহার ফলভূত ক্রমমুক্তি বিচারিত

ভাষ্যরত্নপ্রভা

কঃ বা পুরুষশেষ ইতি জিজ্ঞাস্যতে ইত্যর্থঃ। **এবমারভ্যেত**। ন তু আরব্ধঃ। তস্মাৎ অবান্তর-ধর্ম্মার্থম্ আরম্ভ ইতি অযুক্তম্ ইতি ভাবঃ। স্বমতে সূত্রানুগুণ্যমস্তি ইত্যাহ—**ব্রহ্মেতি**। জৈমিনিনা ব্রহ্ম ন বিচারিতমিতি তজ্জিজ্ঞাস্যত্বসূত্রণং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। বেদান্তার্থশ্চেৎ অদ্বৈতং,

শাঙ্করভাষ্যম্

তস্মাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি এতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বাণি চ ইতরাণি প্রমাণানি ।২১০ ন হি অহেয়ানুপাদেয়াদ্বৈতাত্মাবগতৌ নির্ব্বিষয়াণি অপ্রমাতৃকাণি চ প্রমাণানি ভবিতুম্ অর্হন্তি ইতি ।২১১ অপিচ আহুঃ—"গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্র-

ভাষ্যানুবাদ

তত্ত্বই যদি উপনিষদের প্রতিপাদ্য হয়,তবে দ্বৈতজ্ঞানসাপেক্ষ বিধি ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—] সেইহেতু (—অদ্বৈতজ্ঞান, প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতার বাধক বলিয়া) সকলপ্রকার বিধি এবং অন্য সমস্ত প্রমাণই 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ'—এই জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয় ।২১০ যেহেতু যাহা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নহে, এতাদৃশ অদ্বৈত আত্মার জ্ঞান হইলে, প্রমাণসকল নির্ব্বিষয় এবং প্রমাতৃশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না (১) ।২১১

[ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই ব্যবহার সম্ভব বলিয়া ব্রহ্ম কর্ম্মাঙ্গ নহেন । এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্গণের উক্তি ।]

[ব্রহ্ম উপাসনাদিরূপ ক্রিয়ার অঙ্গ নহেন, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেই উপাসনাদিরূপ সকলপ্রকার ব্যবহার সম্ভব, পরে নহে—এই বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্গণের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—] সৎ (–অবাধিত) যে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা, "তাহাই আমি"—

ভাবদীপিকা

হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলা যায়—এই শাস্ত্রটী উপনিষদ্বাক্যবিচারাত্মক বলিয়া এবং উপনিষদে সাধকের চিত্তের একাগ্রতারূপ প্রয়োজনসম্পাদকরূপে উপাসনাসকল বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া 'উপাসনা' ও তাহার ফলভূত 'ক্রমমুক্তি'—ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য নাই । পরন্তু জীবাভিন্ন জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই এই গ্রন্থের মুখ্য তাৎপর্য্য। ক্রমমুক্ত পুরুষেরও কল্পান্তে নির্গুণব্রহ্মাত্মজ্ঞানান্তেই পরমামুক্তি হয়, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। এই বিষয়টী পরে চতুর্থাধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

(১) এখানে ভাব এই—ব্রহ্মাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া অজ্ঞানোত্থ প্রমাণ-প্রমেয়াদির ভেদও বিনষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যাবস্থাতেই তাহাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ও সকলপ্রকার ব্যবহার সম্ভব হয়,জ্ঞানোৎপত্তির পরে নহে।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তর্হি দ্বৈতসাপেক্ষবিধ্যাদীনাং কা গতিঃ ইত্যাশঙ্ক্য, জ্ঞানাৎ প্রাগেব তেষাং প্রামাণ্যং, ন পশ্চাৎ ইত্যাহ—তস্মাদিতি । জ্ঞানস্য প্রমেয়প্রমাতৃবাধকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম ন কার্য্যশেষঃ তদ্বোধাৎ প্রাগেব সর্ব্বব্যবহার ইত্যত্র ব্রহ্মবিদাং গাথাম্ উদাহরতি—অপি চেতি । সৎ—অবাধিতং,ব্রহ্ম—পূর্ণম্,আত্মা—বিষয়ান্ আদত্তে ইতি। সর্ব্বসাক্ষী অহম্, ইতি এবং বোধে জাতে

শাঙ্করভাষ্যম্

দেহাদিবাধনাৎ । সদ্‌ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ ?১ অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ । অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ ॥২ দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ

ভাষ্যানুবাদ

এইপ্রকার বোধ হইলে পুত্র এবং দেহাদির বাধবশতঃ (—তাহাদের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বশতঃ) গৌণ আত্মা এবং মিথ্যা আত্মার(১) সত্তা না থাকিলে কার্য্য (—বিধিনিষেধাদি ব্যবহার) কি প্রকারে হইবে ? (—হইবে না)।১ অন্বেষণীয় যে আত্মা, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানের পূর্ব্বে আত্মার প্রমাতৃত্ব সঙ্গত, কিন্তু সেই আত্মাই অন্বিষ্ট (—বিজ্ঞাত) হইলে প্রমাতাই (—জীবই) পাপ এবং [রাগ দ্বেষ ও মরণাদি] দোষবর্জ্জিত [পরমাত্মাই] হইয়া যায় ।২ দেহাত্মপ্রত্যয় (—'আমি দেহ', এইপ্রকার জ্ঞান) যেমন

ভাবদীপিকা

(১) পুরুষ, পুত্র ও ভার্য্যা প্রভৃতিকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, কিন্তু তথাপি যে পুত্রভার্য্যাদিতে "আমি বুদ্ধি" করে এবং তাহাদের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ মনে করে, তাহাই "**গৌণ আত্মত্ববোধ**" । আর অজ্ঞানবশতঃ দেহাদি হইতে আত্মার ভিন্নতা না জানিয়া পুরুষ যে "আমি দেহ", "আমি কর্ত্তা", ইত্যাদি এইপ্রকার মনে করে, তাহাই '**মিথ্যা আত্মত্ববোধ**' ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

সতি পুত্র দেহাদেঃ সত্তাবাধনাৎ, মায়ামাত্রত্বনিশ্চয়াৎ পুত্রদারাদিভিরহমিতি স্বীয় দুঃখসুখভাক্‌ত্ব-গুণযোগাৎ গৌণাত্মাভিমানস্য, 'নরঃ অহং কর্ত্তা মূঢ়ঃ' ইতি মিথ্যাত্মাভিমানস্য চ সর্ব্বব্যবহার-হেতোঃ অসত্ত্বে, কার্য্যং—বিধিনিষেধাদিব্যবহারঃ কথং ভবেৎ ? হেত্বভাবাৎ ন কথঞ্চিৎ ভবেৎ ইত্যর্থঃ। নন্থ 'অহং ব্রহ্ম' ইতি বোধো বাধিতঃ, অহমর্থস্য প্রমাতুঃ ব্রহ্মত্বাযোগাৎ ইত্যাশঙ্ক্য, প্রমাতৃত্বস্য অজ্ঞানবিলসিতান্তঃকরণতাদাত্ম্যকৃতত্বাৎ ন বাধ ইত্যাহ—**অন্বেষ্টব্যেতি** । "য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুর্বিশোকঃ অবিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সঃ অন্বেষ্টব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি শ্রুতেঃ জ্ঞাতব্যপরমাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাগেব অজ্ঞানাৎ চিদ্ধাতোঃ আত্মনঃ প্রমাতৃত্বং, প্রমাতৈব জ্ঞাতঃ সন্ পাপ্মরাগদ্বেষমরণবিবর্জিতঃ পরমাত্মা স্যাৎ ইত্যর্থঃ । প্রমাতৃত্বস্য কল্পিতত্বে তদাশ্রিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যং কথম্ ইত্যত আহ—**দেহেতি** । যথা দেহাত্মত্বপ্রত্যয়ঃ কল্পিতঃ ভ্রমঃ অপি ব্যবহারাঙ্গতয়া মানত্বেন ইষ্যতে বৈদিকৈঃ, তদ্বৎ লৌকিকম্ অধ্যক্ষাদিকম্ আত্মবোধাবধি ব্যবহারকালে বাধাভাবাৎ ব্যাবহারিকং প্রামাণ্যম্ ইষ্যতাম্ । বেদান্তানাং তু কালত্রয়াবাধ্যবোধিত্বাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্

প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ । লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাঽঽত্মনিশ্চয়াৎ ॥৩ (সুন্দরপাণ্ড্য কারিকা) ইতি ।২১২

ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ॥১।১।৪॥ ইতি চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণম্ ।

ভাষ্যানুবাদ

[ভ্রম হইলেও ব্যবহার সিদ্ধির জন্য বৈদিকগণকর্ত্তৃক] প্রমাণরূপে কল্পিত হয়, তদ্রূপ [প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি] এই লৌকিক প্রমাণসকলও আত্মনিশ্চয় পর্য্যন্ত (—ব্রহ্ম ও জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত) প্রমাণরূপে পরিগণিত হয় ।৩ ইত্যাদি ।২১২

॥১।১।৪॥ দ্বিতীয় বর্ণকের (১) এবং সমন্বয়াধিকরণের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

ভাবদীপিকা

(১) এইরূপে বিবরণমতানুযায়িগণের মতে এই চতুঃসূত্রীতে নয়টী বর্ণক (৬২পৃঃ) শেষ হইল । যদিও দ্বিতীয় সূত্রে একাধিক অর্থপ্রতিপাদনে সূত্রের তাৎপর্য্য নাই, তথাপি বর্ণক-সকলের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে "সন্দংশ ন্যায়ানুযায়ী" [ইহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে ।] উক্ত সূত্রের ভাষ্যাংশও একটী বর্ণকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে—ভাষ্যের যে যে অংশে সূত্রের এক এক প্রকার তাৎপর্য্য বর্ণিত হয়, ভাষ্যের সেই সেই অংশ এক একটী বর্ণক । সেইহেতু প্রথম সূত্রের চারিপ্রকার তাৎপর্য্য বলিয়া তাহার ভাষ্য চারিটী বর্ণকে বিভক্ত । দ্বিতীয় সূত্রের তাৎপর্য্য একইপ্রকার বলিয়া তাহার ভাষ্য একটী বর্ণক । এইরূপে তৃতীয় সূত্রের ভাষ্যে দুইটী বর্ণক এবং চতুর্থসূত্রের ভাষ্যে দুইটী বর্ণক হইয়াছে । এইরূপে চতুঃসূত্রীর ভাষ্য মোট নয়টী বর্ণকে বিভক্ত হইয়াছে ।

দ্রষ্টব্য—এই চারিটী সূত্রের দ্বারা সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মের "সত্ত্ব" (—অস্তিত্ব) সিদ্ধ হইল । পরবর্ত্তী অধিকরণদ্বয়ে যথাক্রমে তাঁহার 'চিত্ত্ব' (—চৈতন্যস্বরূপতা) এবং 'আনন্দত্ব' (—আনন্দস্বরূপতা) সিদ্ধ হইবে । সমন্বয়াধিকরণ সমাপ্ত ।

ভাষ্যরত্নপ্রভা

তত্ত্বাবেদকং প্রামাণ্যমিতি তুশব্দার্থঃ । **আঽঽত্মনিশ্চয়াৎ ।** আ-আত্মনিশ্চয়াৎ ইতি আঙ্ মর্য্যাদায়াম্ । প্রমাতৃত্বস্য কল্পিতত্বে অপি বিষয়াবাধাৎ প্রামাণ্যমিতি ভাবঃ ।

রামনাম্নি পরে ধাম্নি কৃৎস্নাম্নায়সমন্বয়ঃ ।
কার্য্যতাৎপর্য্যবাধেন সাধিতঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ে ॥

ইতি দ্বিতীয়বর্ণকম্ ॥১।১।৪॥ ইতি চতুর্থং সমন্বয়াধিকরণম্ ।

॥ চতুঃসূত্রী সমাপ্তা ॥

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তিন	১৩	করিবেন ভাষ্যরত্নপ্রভা	করিবেন। ভাষ্যরত্নপ্রভা
ছয়	৬	আনন্দময়াধিকরণ	দেবতাধিকরণ
সাত	২৪	[ইদানীন্তন	ইদানীন্তন
,,	২৬	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ।] অপরগুলি	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ। অপরগুলি
৯	১২	প্রধান্য	প্রাধান্য
১১	২১	সুনিশ্চিতর্থাঃ	সুনিশ্চিতার্থাঃ
১৯	১৫	ইত্যাদি	ইত্যাদি।
২০	২১	বিষয়ণীতি	বিষয়িণীতি
,,	২৮	অহংবৃত্তিবঙ্গ্য-	অহংবৃত্তিব্যঙ্গ্য-
২১	২৭	কর্ত্তৃত্বাদিব্যহার-	কর্ত্তৃত্বাদিব্যবহার-
,,	৩১	স্ফরামি	স্ফুরামি
২৬	২২	মনুষ্যোঽহমিত্য-	মনুষ্যোঽহমিত্য-
,,	২৯	অন্ধোঽমিতি	অন্ধোঽহমিতি
,,	৩২	-করণ	-করণ-
২৭	১৭	উপর	উপর
২৯	৩	অয়ম	অয়ম্
৩০	২৭	লক্ষণমুপ-	লক্ষণমুপ-
৩১	২১	সৌতান্ত্রিক	সৌত্রান্তিক
৩৩	৩৫	রজ্জ্বুত্ববিশিষ্ট	রজ্জুত্ববিশিষ্ট
৩৪	৫	রজ্জ্বু	রজ্জু
,,	৯, ২০	প্রতিভাসিক	প্রাতিভাসিক
,,	২৪	রজ্জ্বুতে	রজ্জুতে
৩৬	১০	সপ	সর্প
,,	৩১	সন্নিকষ	সন্নিকর্ষ
৩৭	৩১	পূর্ব্বদৃষ্ট	পূর্ব্বদৃষ্ট
৪৪	১২	বিশিষ্টজ্ঞান	ভ্রমাত্মক বিশিষ্টজ্ঞান
৪৫	৯	কেশোণ্ডক	কেশোণ্ড্রক
৪৭	১	জিজ্ঞাসাধিকরণম	জিজ্ঞাসাধিকরণম্
,,	৩৪	প্রতাচি	প্রতীচি
৫১	১৩	পূর্ব্বপক্ষা	পূর্ব্বপক্ষী
৫৫	২৬	-ধ্যাসেনৈবাব্যবহারাৎ	-ধ্যাসেনৈব ব্যবহারাৎ
৫৬	৭	অনুমানসিদ্ধ	অনুমানাদিসিদ্ধ
,,	২৮	কং	কিং
৫৭	৩	হরিততণপূর্ণ-	হরিততৃণপূর্ণ
৫৯	১৬	সামাবর্ত্তন	সমাবর্ত্তন
৬৩	৩৩	স্ত্রবুৎ	সূত্রকৃৎ
৬৪	৫	‘সদ্ধ	সিদ্ধ
,,	২৫, ৩৩	আরন্তনীয়	আরম্ভণীয়
,,	৩৩	সূত্রের	সূত্রের
৬৮	২৮	হেতুত্বাপ্রতাতেঃ	হেতুত্বাপ্রতীতেঃ
৬৯	১৫	।কিলেও	থাকিলেও

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	৪, ৫	অপেক্ষ্যতে	অপেক্ষতে
৭২	৫	৭৪পৃঃ	৭৫পৃঃ
,,	২৮	তন্যায়-	তন্ন্যায়-
৭৩	৩	যজ্ঞাথে	যজ্ঞার্থে
,,	১৯	তাৎপয্য	তাৎপর্য্য
,,	২৭	তেষামেকর্ত্তৃকত্বং	তেষামেককর্ত্তৃকত্বং
৭৬	৩৪	কৃত্যধিনং	কৃত্যধীনং
৭৮	১৮	স্বপ্রেয়ণা-	স্বপ্রেরণা-
৮২	১৬	ক্রিয়াদের	ক্রিয়াপদের
৮৪	৩৩	শেষষষ্ঠ্যাং	শেষষষ্ঠ্যাং
৮৫	২৬	অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে।	অর্থাপত্তি বলে।
৮৬	২৯	তাহাবা	তাহারা
৯৫	৩০	অনবস্থম	অনবস্থম্
৯৭	১০	সক্ষণাভাবে	লক্ষণাভাবে
৯৯	২৪	কর্ত্তৃত্বোপাদনত্বো-	কর্ত্তৃত্বোপাদানত্বো-
১০১	৭	জন্মস্থিতিনাশানাম	জন্মস্থিতিনাশানাম্
,,	৩০	সব্বজ্ঞত্ব-	সর্ব্বজ্ঞত্ব-
১০২	২৩	অন্তভূ্র্ক্ত	অন্তর্ভুক্ত
১০৩	১৯	এক কার	এক প্রকার
১০৪	২৪	জগৎকারণাত্বাৎ	জগৎকারণত্বাৎ
১০৮	৩৩	তৎভাবাচ্চ	তদ্ভাবাচ্চ
১১৩	৩৩	মুমুক্ষো	মুমুক্ষোঃ
১১৫	২২	নিত্যয়া বাচা	নিত্যয়া বাচা (ঋক্ সং ৮।৬৪ [বা ৭৫] ।৬)
,,	২৫	জজ্ঞিরে	জজ্ঞিরে (ঋক্ সং ১০।৯০।৯)
,,	৩০	মহৎ ৎ	মহৎ
১১৭	৩৫	সব্বজ্ঞ-	সর্ব্বজ্ঞ-
১২১	৩৩	-ত্বাধিরণম্	-ত্বাধিকরণম্
১২২	২৩	ব্রহ্মপরা	ব্রহ্মপরাঃ
,,	২৫	-নোপযোগিত্ব	-নোপযোগিত্বাৎ
১২৬	৩	পুরুষাথাভাবাৎ	পুরুষার্থাভাবাৎ
১২৭	২০	বজ্রমুদ্যচ্ছৎ	বজ্রমুদ্যচ্ছত (কাঃ সং ১২।৩।৮)
,,	৩০	হুতাশেব	হুতাবশেষ
,,	৩৪	নাভেসমীপদেশে	নাভেস্সমীপদেশে
১৩৩	২৮	ভত্রাহ-	তত্রাহ-
১৩৪	৩	স্বাবাক্যগতো-	স্ববাক্যগতো-
১৩৫	১২	অর্থবাদের	বেদবাক্যের
১৩৬	২৪	প্রামাণান্তরের	প্রমাণান্তরের
,,	৩১	উৎপন্ম	উৎপন্ন
১৩৯	৫	সংশনের	শংসনের
১৪১	৬	তদ্ভুতানাং	তদ্ভুতানাং
১৪৪	১৭	পুরুযের	পুরুষের

পৃষ্ঠা সংখ্যা	পংক্তি সংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৪	২৮	এইঁরূপ	এইরূপ
,,	৩৪	স্মৃতিসমবদ্ধি	স্মৃতিসমবুদ্ধি।
,,	৩৫	বায় না	যায় না
১৪৭	৯	জিজ্ঞাস্তম	জিজ্ঞাস্তম্
,,	৩০	কাণ্ডদয়ে	কাণ্ডদ্বয়ে
১৪৯	৬	বস্থমতি	বস্থমতী
১৫০	৭	বিধিদশনাৎ	বিধিদর্শনাৎ
১৫২	৩২	ধম্মেতি	ধর্ম্মেতি
১৫৬	১৮	পৃথিবী।	পৃথিবী
১৫৭	৩২	ব্রহ্ম তৎ, স্বতন্ত্রমেব	ব্রহ্ম, তৎ স্বতন্ত্রমেব
১৬০	২৫	শেষম	শেষম্
১৬৫	৩৪	এবস্তুস্তুতিতে	এবস্তুতস্তেতি
১৬৭	২১	বিজ্ঞাতার	বিজ্ঞানক্রিয়ার
১৭০	৩৩	তৎভিন্নত্বাৎ	তদ্‌ভিন্নত্বাৎ
১৭১	৩২	গুণাধাণং	গুণাধানং
১৭২	৩৪	সংযোগাদিবিকারম	সংযোগাদিবিকারম্
১৭৪	৩৩	নুন	ননু
১৮০	৫	বর্হিমুখঃ	বহির্মুখঃ
,,	৫	অনিষ্ঠং	অনিষ্টং
১৮৩	২৮	উপনিষেদকবেগ্যস্ত	উপনিষদেকবেগ্যস্ত
১৮৪	১০	হইা	ইহা
,,	১৫	কর্ম্মাঙ্গও	কর্ম্মাঙ্গও
১৮৭	৩৩	অঙ্গাকুর্ব্বতাং	অঙ্গীকুর্ব্বতাং
১৮৮	২৬	ব্যক্তি [দুইটী স্থলে]	বক্তি
১৯১	৩	অক্রিয়াথানাম্	অক্রিয়ার্থানাম্
১৯৪	৩	ক্রিয়ানিবত্ত্যো-	ক্রিয়ানিবৃত্ত্যো-
,,	১৭, ১৯	নেক্ষেৎ	নেক্ষেত
,,	১৮	পর্য্যুদাস	পর্য্যুদাস
১৯৫	৪	-ভূতাথবাদ-	-ভূতার্থবাদ-
,,	২১	অনর্থক্যাভিধ্বানং	আনর্থক্যাভিধানং
,,	৩৩	অক্রিয়াথানামা-	অক্রিয়ার্থানামা-
১৯৬	৬	রজ্জ স্বরূপ-	রজ্জুস্বরূপ-
১৯৭	২৪	অভিপ্রয়	অভিপ্রায়
১৯৯	২৪	বলা বায়	বলা যায়
,,	৩৫	স্বক্রীতভত্য-	স্বক্রীতভৃত্য-
২১১	২০	পুত্র দহাদেঃ	পুত্রদেহাদেঃ

দ্রষ্টব্য—সাঙ্কেতিক শব্দের স্থচীতে [বাইস পৃঃ] ভ্রমবশতঃ এইগুলি বাদ পড়িয়া গিয়াছে—

তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাঃ—ব্রাহ্মণ।

ধর্ম্মঃ—ধর্ম্মসূত্র। শ্রৌঃ—শ্রৌত সূত্র।

সং—সংহিতা।

এই 'বেদান্তদর্শনখানি' সম্বন্ধে কয়েকজন সুবিখ্যাত মনীষীর অভিমত

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সাংখ্য মীমাংসা ও বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক, বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগে ন্যায় ও বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যাপক **মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ** মহোদয় বলেন—

"স্বামী বিশ্বরূপানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ এবং ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত বেদান্তদর্শনের কিয়দংশ আমি অতি প্রণিধান সহকারে দেখিয়াছি। এই বেদান্তদর্শনে শাঙ্করভাষ্য এবং রামানন্দ সরস্বতীকৃত ভাষ্যরত্নপ্রভা টীকা দেওয়া হইয়াছে। ভারতী তীর্থকৃত বৈয়াসিক ন্যায়-মালাও ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। বৈয়াসিক ন্যায়মালার শ্লোকগুলি অতি বিশদভাবে স্বামীজী বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বামীজী শাঙ্করভাষ্যের বঙ্গভাষায় অনুবাদ এবং শাঙ্করভাষ্যের ভাবদীপিকা নামক একখানি টীকাও বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া ইহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। ভাবদীপিকা বাংলা ভাষায় রচিত হইলেও ইহাতে স্বামীজী অসাধারণ পরিশ্রম এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তনিরূপণে অসাধারণ প্রয়াস করিয়াছেন। **আমার মনে হয় —স্বামীজীর প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।** রত্নপ্রভাটীকাটী সংযোজিত হওয়ায় সংস্কৃতানুরাগী জনগণের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। স্বামীজী চক্ষুষ্মানের মতই এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। রত্নপ্রভাটীকার রামানন্দ সরস্বতীকে গোবিন্দ সরস্বতী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। গোবিন্দ সরস্বতী রত্নপ্রভাকার রামানন্দ সরস্বতীর গুরু। মুদ্রিত গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় 'আশ্রমশ্রীচরণাস্ত টীকাযোজনায়ামেবমাহুঃ'—এইরূপ রত্নপ্রভাকার বলিয়াছেন। এই আশ্রমশ্রীচরণের একটু পরিচয় দিলে ভালো হইত। ইনি নৃসিংহাশ্রম শ্রীচরণ। এই আশ্রমশ্রীচরণ পঞ্চপাদিকার টীকা ও পঞ্চপাদিকাবিবরণের টীকা 'ভাবপ্রকাশিকা' রচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই দুইখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। এই নৃসিংহাশ্রমশ্রীচরণ অদ্বৈতবাদের একজন অসাধারণ আচার্য্য। 'অদ্বৈতদীপিকা', 'ভেদধিক্কার' প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি অদ্বৈতবিদ্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

স্বামীজী এই গ্রন্থ সঙ্কলনে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিকরণ পঞ্চাঙ্গ এই কথাই সকলে জানে। কিন্তু "প্রয়োজনরূপ" আর একটী অঙ্গ লইয়া অধিকরণ যে ষড়ঙ্গ হইয়া থাকে, ইহা অতি অল্প জনই জানেন। স্বামীজী অধিকরণ যে ষড়ঙ্গ, তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভাষ্যকার শবর স্বামীও বহু অধিকরণেই প্রয়োজনরূপ অঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহামতি খণ্ডদেব ভাট্টদীপিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে বেদের মত অধিকরণও ষড়ঙ্গ। স্বামীজী তাঁহার ভাবদীপিকা টীকাতে খ্যাতিপঞ্চকের আলোচনাপ্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে বিদ্যার্থিগণের বিশেষ উপকার হইবে। ভাষ্যের 'অন্যোন্যস্মিন অন্যোন্যাত্মকতাম্‌' এই পংক্তির ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার একতরাধ্যাস না বলিয়া অন্যোন্যাধ্যাস বলিলেন কেন—এই বিষয়ে আলোকপাত করিলে ভালো হইত।

স্বামীজীর বিদ্যাগুরু স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যার জন্য সূত্রের সঙ্গতি বিচার করিয়া একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সেই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। স্বামী বিশ্বরূপানন্দজীও **শ্রুতিলিঙ্গবাক্যাদি প্রমাণের সাহায্যে শ্রুত্যর্থনির্ণয়ের প্রণালী যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই প্রণালী 'বৈশ্বানরাধিকরণে' বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শ্রুতির অর্থনির্ণয়ের প্রয়াস বিদ্বজ্জনের হৃদয়গ্রাহী হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।**

স্বামী বিশ্বরূপানন্দজী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বেদান্তদর্শনের যতটুকু অংশ আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এইরূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত

হইলে বেদান্তশাস্ত্রের পাঠার্থী জনগণের বিশেষ উপকার হইবে এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। ভারতবর্ষের সারসর্ব্বস্ব এই বেদান্তশাস্ত্র। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তনবশতঃ ভারতীয় জনগণের দৃষ্টিরও পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক। স্বাধীন ভারতের জনতা বেদান্তদর্শনের আলোচনায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করিবে, ইহা আমার সুদৃঢ় ধারণা। এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্কলিত এই বেদান্তদর্শন প্রকাশিত হইলে ভারতীয় জনতার বিশেষ কল্যাণ হইবে এবং স্বামীজীর সন্ন্যাসগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যেরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম করিলে এই জাতীয় গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতে পারে, তাহা একমাত্র সন্ন্যাসীর দ্বারাই সম্ভব।

বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, **মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ**, এম্. এ., ডি. লিট্. মহোদয় বলেন—

আমি স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী ও বেদান্তবাগীশ ন্যায়াচার্য্য পণ্ডিত আনন্দ ঝা সম্পাদিত 'বেদান্তদর্শন' নামক গ্রন্থখানার প্রথম দিক্‌কার কিয়দংশ দেখিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ইহাতে ব্রহ্মসূত্র, ভারতী তীর্থকৃত বৈয়াসিক ন্যায়মালা, আচার্য্য শঙ্করকৃত শারীরকভাষ্য, স্বামী শ্রীবিশ্বরূপানন্দকৃত বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা সহিত রামানন্দকৃত ভাষ্যটীকা রত্নপ্রভা মূলমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

ন্যায়মালাতে বেদান্তদর্শনের অধিকরণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকরণ নিরূপণ-বিষয়ে প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ থাকিলেও ইহাতে শাঙ্করমতেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণে ছয়টী অবয়ব আছে। তন্মধ্যে 'সঙ্গতি' নামক প্রথম অবয়বটী মুখ্য ও অবান্তরভেদে দুইপ্রকার। শ্রুতি, শাস্ত্র, অধ্যায় ও পাদ ভেদে মুখ্য সঙ্গতি চারিপ্রকার। তদ্রূপ অবান্তর সঙ্গতিরও প্রকারভেদ আছে। প্রত্যেক অধিকরণেই প্রয়োজনানুসারে অধিকরণের বিভিন্ন অবয়ব বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ নিপুণতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থের পূর্ব্বাপর অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। **এই বিপুল চেষ্টার সফলতার জন্য শাস্ত্রার্থসঙ্কলনে যে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ধৈর্য্য ও পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বেদান্তসাহিত্যে এইপ্রকার উদ্যম অভিনব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।**

স্বামী চিদ্ঘনানন্দজী ব্রহ্মসূত্রভাষ্যনির্ণয়প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎসম্পাদিত বর্ত্তমান গ্রন্থেও সেই পথেরই অনুবর্ত্তনমূলক সমালোচনাদ্বারা সূত্র ও ভাষ্যের তাৎপর্য্যনিরূপণ সম্বন্ধে প্রভূত সাহায্য করা হইয়াছে। **অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। 'ভাবদীপিকাতে' মূলভাষ্যগ্রন্থের গূঢ়ার্থ প্রকাশের সহিত প্রসঙ্গতঃ বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।** এই আলোচনাতে—প্রয়োজনানুসারে ভামতী, বিবরণ, অদ্বৈতদীপিকা প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থের ন্যায়, ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রগ্রন্থও প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য প্রমাণ ও উপজীব্যরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অন্বিতাভিধান' ও 'অভিহিতান্বয়বাদ', 'প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস-দ্বারা সিদ্ধবস্তুর বেদার্থতা' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। **আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থদ্বারা শাঙ্করভাষ্যপাঠার্থী ও বেদান্ততত্ত্বজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।**

আমি আশা করি.. অনুবাদক শ্রীযুক্ত স্বামীজী মহারাজ এবং সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঝা মহাশয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে অথবা ভূমিকাতে আচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তবিষয়ক মূলসিদ্ধান্তের প্রতিপাদনপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্রোপদিষ্ট 'ব্রহ্মাদ্বয়বাদ' এবং মহামাহেশ্বরাচার্য্য অভিনব গুপ্ত ব্যাখ্যাত 'পরমেশ্বরাদ্বয়বাদ' নামক সিদ্ধান্তদ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা করিবেন। তাহার সঙ্গে অসঙ্গের 'বিজ্ঞানাদ্বয়বাদ' এবং নাগার্জ্জুনাদির 'শূন্যাদ্বয়মতের'

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা থাকিলে ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের বৈশিষ্ট্যাবধারণ পাঠকের সহজসাধ্য হইবে।*

আমি আশা করি বিদ্বৎ সমাজে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর লাভ হইবে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক এবং বারাণসীতে ভারতীয় দর্শনকংগ্রেসের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি **ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার,** এম. এ., পি. এইচ-ডি., মহোদয় বলেন —

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপর ভাবদীপিকা নামক ভাষাটীকা পড়িয়া তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। টীকাটী সংশ্লিষ্ট বিবিধ দর্শন ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের নানা টীকা অবলম্বনে লিখিত। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের কয়েকখানি অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু **এখানি তাদের চেয়ে মূলানুগত ও সুখপাঠ্য। প্রাঞ্জল ভাষায় তত্ত্বের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষ্যটীর সুন্দর বিশ্লেষণ আকর্ষণীয়।** খ্যাতিবাদগুলির পূর্ব্ব ও উত্তরপক্ষ তত্ত্বালোচনায় পূর্ণভাবে দীপ্ত। নিবিড় নিপুণতার সহিত লেখক বিষয়ে প্রবেশ করিয়া বিষয়ের উপর নবীন আলোক-সম্পাত করেছেন। শ্রুতিসমন্বয়ের ব্যাখ্যা জ্ঞানে দীপ্ত, ভাবে স্বচ্ছ ও প্রাণশক্তিতে পুষ্ট। **শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণপ্রদর্শনদ্বারা শ্রুত্যর্থ নির্ণয় এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। অনুবাদগ্রন্থে এরূপ প্রচেষ্টা প্রথম।** তিনি বেদান্তসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা কোথাও বলেন নি। বরং সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার ভাষায় স্বচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে ও ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য্যের সমাপ্তি ইচ্ছা করি ও বহুল প্রচারের কামনা করি। বেদান্ত-শাস্ত্রনিপুণদের পক্ষে ইহার স্বচ্ছতা ও সজীবতা হবে আকর্ষণীয়; প্রবেশকদের পক্ষে **বেদান্তের গম্ভীর জ্ঞানলাভের ইহা হবে সহায়ক।** এতে কোন সংশয় নাই। **এ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষাকে করবে পুষ্ট।**

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের "আশুতোষ অধ্যাপক" **ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়,** এম্. এ., পি. এইচ-ডি., মহোদয় বলেন—

বেদান্তদর্শনম্। স্বামী বিশ্বরূপানন্দকর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকাব্যাখ্যা সহিতম্।

রত্নপ্রভাটীকা সমন্বিত ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্য এবং তাহার বঙ্গানুবাদ ও ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা বহুস্থলে আলোচনা করিয়া দেখিলাম। **গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি সম্পাদন করিবে এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্যের তাৎপর্য্যবোধনে সাহায্য করিবে।** স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ ইহার প্রবর্ত্তক এবং সম্পাদক। তাঁহারই প্রযোজনায় ইহার আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহান্ত ঘটায় প্রকাশনের ভার অনুবাদকের উপর ন্যস্ত হইল। **আমি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনাড়ম্বর সরল ব্যাখ্যাদ্বারা পরিপুষ্ট এই মহার্হ গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসন্দিহান।** পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ছিল বলিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই গ্রন্থের বিদ্বৎসমাজে ও সাধারণ শাস্ত্রতত্ত্বজিজ্ঞাসু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচার কামনা করি। **বঙ্গদেশে জ্ঞানবিস্তারে এবং ভ্রমনিরসণে ইহা অপূর্ব্ব সাধন হইবে।** ইতি—

ভট্টপল্লী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ,** এম্. এ., মহোদয় বলেন+—

বেদান্ত শাস্ত্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় গৌরব স্তম্ভ। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এ পর্য্যন্ত যত মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত গ্রহমণ্ডলের অভ্যন্তরে সূর্য্যের মত

---

*আমাদের মনে হয়, এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুযোগ্য ব্যক্তি।

+পণ্ডিতপ্রবর মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীজীব বাবুর বিস্তৃত গ্রন্থসমালোচনাটী অতি উপাদেয় হইলেও আমাদের অর্থ ও কাগজ নিঃশেষিত হওয়ায় সমগ্রভাবে মুদ্রিত করা সম্ভব হইল না বলিয়া আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ জগতের চরম ও পরমতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে বিভ্রান্ত হইলে একমাত্র বেদান্ত-আলোক সেই তত্ত্বকে প্রকাশিত করিয়াছেন। বেদের অন্ত বা শিরোভাগ স্বরূপ উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ বেদান্তশাস্ত্র নামে পরিচিত। উপনিষৎসমূহের অভ্যন্তরে নিহিত তত্ত্বগুলির আপাতদৃষ্ট বিরোধপরিহার ও সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের সমন্বয়সাধন বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া সেই বেদান্তদর্শনকে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন।....বিভিন্নদর্শনের যত ভাষ্য আছে, তাহাদের মধ্যে বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের অপূর্ব্ব শৈলী বিদ্বদ্‌বৃন্দকে মুগ্ধ করে। মদীয় পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় 'অদ্বৈতবাদখণ্ডন' ও 'মায়াবাদনিরাস' নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কোনও ব্যক্তি* তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনি কি শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিয়া এই খণ্ডন গ্রন্থ লিখিয়াছেন, না লোক-মুখে বেদান্তমত শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন"? তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি শাঙ্করভাষ্য পড়ি নাই। পড়িলে হয়ত ভাষ্যপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতাম, তাহা হইলে এই খণ্ডন গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না"। এই শাঙ্করভাষ্য হইতেই বেদান্তদর্শনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে।....

অত্যন্ত সানন্দচিত্তে ইহা সাধারণ্যে জানাইতেছি যে, সম্প্রতি বারাণসী হইতে বেদান্তদর্শনের এই অভিনব সংস্করণটী প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে মূল ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের সহিত ন্যায়মালার ন্যায়-সন্নিবেশ, তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, শ্রীমদ্ ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, ভাষ্যের উপর 'ভাষ্যরত্নপ্রভা' নামক সংস্কৃত টীকা এবং তৎসহ 'ভাবদীপিকা' নামক বঙ্গভাষায় সরল বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। বঙ্গভাষায় বেদান্তভাষ্য অতি নিপুণতার সহিত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বেদান্তরসপিপাসু অল্পসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিও এই অনুবাদের সাহায্যে শাঙ্করভাষ্য বুঝিতে সক্ষম হইবেন। এই গ্রন্থ সম্পাদনে ও সংশোধনে বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্য মহাশয় এবং আজীবন শাস্ত্রব্যাখ্যায় উৎসৃষ্টপ্রাণ শ্রীমৎ স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী মহোদয়দ্বয় যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থ আরও উপাদেয় হইয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। **অধ্যাপকের নিকট পাঠ করিলে যেরূপ বহু সংশয়ের সমাধান সম্ভবপর হয়, এই ভাবদীপিকা সম্মুখে রাখিলে সেইরূপ ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।** খ্যাতিপঞ্চকের বিশ্লেষণ, নানা দর্শনের মতের সমালোচনা এবং সিদ্ধান্তপক্ষের অনুকূল যুক্তিপ্রদর্শন যেরূপ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে এবং অন্যান্য সূত্রবিচারে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির অবতারণা করিয়া তাহার বিশ্লেষণ যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে এই গ্রন্থখানির গৌরব বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। **এই বেদান্তদর্শন গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।** ইতি—

বাণী ও শ্রীর বিরোধ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের একত্র সমাবেশ যাঁহাতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট, সেই বিবিধশাস্ত্রবিদ্, দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী মাননীয় **শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাস**, (রূপলাল হাউস, ঢাকা) মহোদয়ের পত্রাংশ—

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজী মহারাজ, আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ জানাইব জানিনা। আপনার প্রেরিত 'রচনাশৈলী' পাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। **ইহা বেদান্তের অনুবাদ-রাজ্যে এক অপূর্ব্ব অবদান।** এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার চেষ্টা আমার পক্ষে শুধু ধৃষ্টতাই নয়, অনধিকার চর্চ্চাও।....পূজনীয় চিদ্‌ঘনানন্দজীর নিকট এই বেদান্তদর্শনের কথা শুনিয়াছিলাম। আপনার এই অদ্ভুত পরিশ্রম ও কীর্ত্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আমার একান্ত অভিলাষ এই গ্রন্থখানা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যদি ইতিমধ্যে আপনার এই অপূর্ব্ব অবদানকে প্রকাশিত করিবার জন্য আর কেহ অগ্রসর না হয়, **তবে চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত ছাপাইবার জন্য আমি যথাসাধ্য করিব।....**

---

*ইনি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ, পরবর্ত্তী জীবনে স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ। ইহা আমি তাঁহার নিকটই শুনিয়াছি।—অনুবাদক

পাঠক, পরবর্ত্তী বিরাট গ্রন্থ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিল। যদি শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাস মহোদয়ের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও বদান্য ব্যক্তিগণ ইহার মুদ্রণের জন্য অগ্রসর হন, তবেই ইহার প্রকাশন সম্ভব। অনুবাদক আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাইয়া গ্রন্থ শেষ করিতেছে।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২॥

ইহাই এই গ্রন্থের শেষ সূত্র। ইহার ব্যাখ্যা ও ভাষ্যাদি সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে প্রকাশিত হইবে।

শাকাব্দেঽঙ্করসাষ্টভূপরিমিতে মাসেঽত্র চৈত্রে শুভে
শুক্লেশৈবতিথৌ দিনে দিনপতের্যাতঃ সমাপ্তিং পরাম্ ॥
শ্রীশারীরকসূত্রপূজ্যভগবৎপাদীয়ভাষ্যান্বধে
র্গম্ভীরাশয়দিপীকাবিলসিতো বঙ্গানুবাদঃ শুভঃ ॥ ১ ॥

সাহায্যং সকলৈরকারি গুরুভিঃ কার্য্যে মদধ্যাপকৈঃ
প্রেম্না যদ্যপি, কিন্তু যাঽত্রভবতামানন্দ ঝা শর্ম্মণাম্ ।
ছাত্রে ময্যতুলা প্রবোধনপরাঽকম্পাঽনুকম্পাতরিঃ
সাঽভূদস্ত মহার্ণবস্যতরণে বিদ্যাগুরূণাং মম ॥ ২ ॥

গ্রন্থঃ সঙ্কলিতঃ পরিশ্রমমুরীকৃত্যাথ কালাদ্বহো
দৌর্ব্বল্যোন ধিয়স্তথাপি, চেদ্‌ভ্রান্তির্ভবেদ্ভূয়সী।
ক্ষন্তব্যাঽগমকোবিদৈর্মহি সা যস্মাৎ গুরূণাং নহি ;
স্যাচ্চেৎ কোঽপি গুণঃ প্রশস্তিরিহতেষামেবকার্য্যাবুধৈঃ ॥৩॥

আমোদিতো দিগন্তোঽভূৎ যৎপ্রোথৈর্ন্নু সৌরভৈঃ ।
বিবেকানন্দমরুতা বিদেশেঽপি প্রচারিতৈঃ ॥ ৪ ॥

তদনুজ্ঞ প্রযত্নেন ভাষ্যং শারীরকং পরম্ ।
শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তৎপ্রীত্যর্থং সমর্প্য চ ॥ ৫ ॥

কৃতকৃত্যমিবাত্মানমহং পশ্যামি সর্ব্বথা ।
প্রীতোস্ত্বনেন ভগবান্ রামকৃষ্ণঃ পরঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।

এই পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ অবশিষ্ট গ্রন্থমুদ্রণে ব্যয়িত হইবে। তাহা সম্ভব বা অসম্ভব যাহাই হউক না কেন, সর্ব্বশেষে কিছু লভ্যাংশ থাকিলে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় ব্যয়িত হইবে।

* * * *

চন্দ্রকেতুপুরে মল্লরাজপৌরহিতে কুলে ।
জাতা শীলাবতীতীরে কড়াস্থাগ্রামমাগতা ॥
ভারদ্বাজেন পতিনা কালীচরণ শর্ম্মণা ।
সহেষ্টাপূর্ত্তদত্তানি কর্ম্মাণি প্রবিতন্বতী ॥
পতিপুত্রাদিনিধনোদ্বিগ্না কাশ্যাং সমাগতা ।
প্রব্রাজিনোঽপি মম যা সেবাং গৃহ্নাতি হর্ষিতা ॥
"গণেশজননী দেবী" জননী তন্মুদে ময়া ।
রামকৃষ্ণপ্রসাদোঽয়ং ভক্ত্যা তস্যৈ সমর্প্যতে ॥

"জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চ্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ—বেদান্তই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। দ্বিতীয় কারণ—জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। . . তৃতীয় কারণ—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ